NAEEM

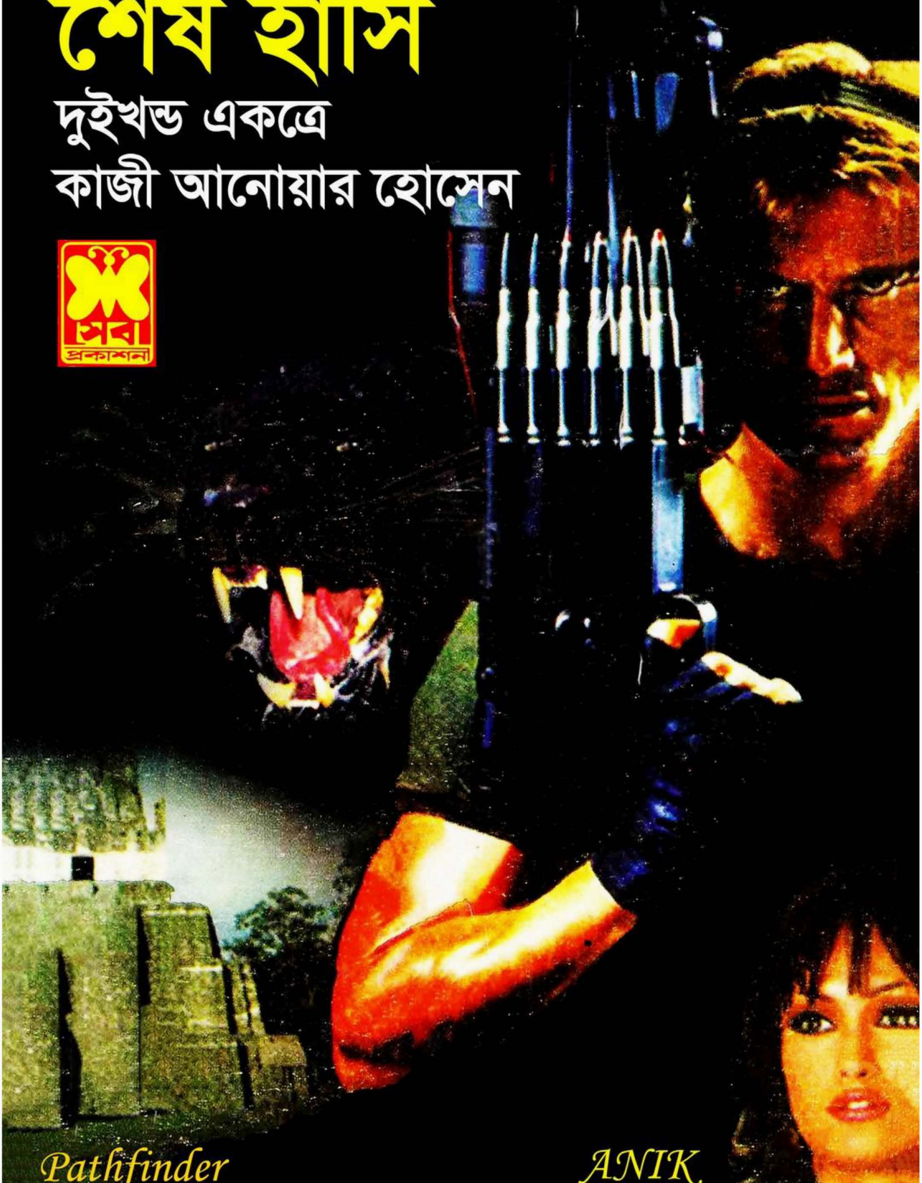
মাসুদ রানা

শেষ হাসি

দুইখন্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী



Pathfinder ANIK



মাসুদ রানা

শেষ হাসি

কাজী আনোয়ার হোসেন

কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১১

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
SHESH HASHI
Part I & II
A Thriller Novel

ছুয়াত্তর টাকা

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৮/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫৯/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৫০/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬০/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১,২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৯৬/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৬৪/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-

১৮০-১৮১ সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-
১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সঙ্কেত-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১.২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৭-২১৮ অগ্নিশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শত্রুপক্ষের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৫১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জন্মশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৫৪/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	৪১/-
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৪৩/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৫৮/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৪২/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সঙ্কেত+সবুজ সঙ্কেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৫০/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৫০/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা	৫৫/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমাণ্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে)	৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর	৭৮/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৫৭/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস	৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ	৮৯/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৬৭/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট	৬৭/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)	৭০/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে	৮৪/-
৪০০-৪০১ দুই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)	৯৪/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট	৭৪/-

শেষ হাসি–১

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬

এক

স্যান সেবাস্তিয়ান মঠ, ফ্রেঞ্চ পিরানিজ; ফ্রান্স ও স্পেন সীমান্ত সংলগ্ন পার্বত্য এলাকা। ১ জানুয়ারি, রাত তিনটে তেইশ মিনিট।

পিস্তলের ঠাণ্ডা ব্যারেল কপালে চেপে বসায় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই তরুণ সন্ন্যাসীর, ঠক ঠক করে কাঁপছে সে, চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে। 'খোদার দোহাই, বেলমণ্ড,' ফুঁপিয়ে উঠে বলল সে। 'জানলে বলে দাও কোথায় আছে।'

ব্রাদার পল বেলমণ্ড ডাইনিং হলের মেঝেতে দুই হাঁটু ঠেকিয়ে সিধে হয়ে আছে, হাত দুটো মাথার পিছনে পরস্পরের সঙ্গে শক্তভাবে আটকানো। তার বাম দিকে রয়েছে তরুণ সন্ন্যাসী ব্রাদার ককটিউ, সে-ও মেঝেতে হাঁটু দিয়ে আছে, কপালের পাশে পিস্তল ঠেকে থাকায় নড়তে ভয় পাচ্ছে। বেলমণ্ডের ডান দিকে রয়েছে আরও ষোলোজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসী, সবাই তারা স্যান সেবাস্তিয়ান অ্যাবিতে বসবাস করে। আঠারোজনের হাঁটুই মেঝেতে, সবাই এক সারিতে।

বেলমণ্ডের সামনে, একটু বাঁদিকে, ঋজু ভঙ্গিতে যে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পরনে কালো কমব্যাট ফেটিগ, হাতের পিস্তলটা গ্লক-আঠারো অটোমেটিক, স্ট্র্যাপের সঙ্গে কাঁধে ঝুলছে হেকলার অ্যাণ্ড কক জি-এগারো অ্যাসল্ট রাইফেল। এই মুহূর্তে তার গ্লক-ই ব্রাদার ককটিউয়ের মাথায় ঠেকে আছে।

একই পোশাক পরা, একই অস্ত্রে সজ্জিত আরও বারোজন চওড়া ডাইনিং হলের চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। সবার মুখে কালো স্কি মাস্ক। পল বেলমণ্ডের কাছ থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে তারা।

'ওটা কোথায় আমি জানি না,' পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসা দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল বেলমণ্ড।

'বেলমণ্ড...' শুরু করল ব্রাদার ককটিউ।

কোনও নোটিশ ছাড়াই ককটিউয়ের মাথায় ধরা পিস্তল গর্জে উঠল। প্রায় আসবাবপত্রবিহীন, ফাঁকা অ্যাবির নীরবতা ভেঙে কাঁপতে লাগল আওয়াজটা। বিস্ফোরিত হলো ককটিউয়ের মাথা, রক্তের ছিটা লেগে বেলমণ্ডের সারা মুখ ভিজে গেল।

মঠের বাইরে এমন কেউ নেই যার কানে গুলির এই আওয়াজ পৌঁছাবে। স্যান সেবাস্তিয়ান অ্যাবি সমুদ্রের পিঠ থেকে ছয় হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। ওটার আশপাশে তুষার মোড়া কয়েকটা চূড়া ছাড়া আর কিছু নেই। বাড়ি-ঘর যা আছে সব বিশ কিলোমিটার দূরে।

হাতে ধূমায়িত গ্লক নিয়ে বেলমণ্ডের ডান দিকে চলে এল খুনি লোকটা, হাতের অস্ত্র আরেকজন সন্ন্যাসীর মাথায় ঠেকাল। 'ম্যানুস্ক্রিপ্টটা কোথায়?' একই প্রশ্ন আবার করল সে। তার কথার সুরে জার্মান টান স্পষ্ট।

'বললাম তো, আমি জানি না,' জবাব দিল বেলমণ্ড।

ঠাস!

বুলেটের ধাক্কায় পিছনদিকে ছিটকে পড়ল দ্বিতীয় সন্ন্যাসী, মাথার এবড়োখেবড়ো গর্তটা থেকে তরল লাল রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে। কয়েক সেকেণ্ড থরথর করে কাঁপল শরীরটা–সজ্ঞানে নয়–ঝাঁকি খেল, কোঁচকাল, যেন পানি থেকে ডাঙায় তোলা হয়েছে একটা মাছকে।

চোখ বুজল পল বেলমণ্ড। তার ঠোঁট নড়ছে, প্রার্থনা করছে সে।

'ম্যানুস্ক্রিপ্টটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল জার্মান লোকটা।

'আমি জানি না...'

ঠাস!

আরেকজন সন্ন্যাসী পড়ল।

'কোথায় সেটা?'

'আমি জানি না!'

ঠাস!

অকস্মাৎ ঘুরে গেল গ্লক। ফলে এখন সেটা সরাসরি পল বেলমণ্ডের মুখে তাক করা।

'এটাই তোমাকে আমার শেষ প্রশ্ন, ব্রাদার পল বেলমণ্ড। হোসে ওর্তেগার ম্যানুস্ক্রিপ্টটা কোথায়?'

পল বেলমণ্ড চোখ বুজেই থাকল। 'হে, স্বর্গীয় পিতা, ওকে তুমি সুমতি দাও...'

ট্রিগার টেনে দিচ্ছে জার্মান খুনি।

'দাঁড়ান!' সারির আরেক মাথা থেকে কেউ একজন বলল।

জার্মান আততায়ী দেখল হাঁটু গেড়ে থাকা সন্ন্যাসীদের লাইন ভেঙে একটু সামনে এগোল বয়স্ক এক লোক।

'প্লিজ, প্লিজ! আর নয়, আর নয়! আমি বলছি ম্যানুস্ক্রিপ্টটা কোথায় আছে, যদি কথা দেন আর কাউকে আপনি খুন করবেন না।'

'কোথায় সেটা?' জানতে চাইল আততায়ী।

'আমার সঙ্গে আসুন, প্লিজ,' বুড়ো সন্ন্যাসী কাঁপা কাঁপা পা ফেলে লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছে। তার পিছু নিয়ে পাশের কামরাটায় ঢুকল জার্মান লোকটা।

কয়েক মিনিট পর দুজনেই ফিরে এল, আততায়ীর বাঁ হাতে চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা বড় আকারের একটা বই।

বেলমণ্ড দেখতে না পেলেও, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কালো স্কি মাস্কের ভিতরে জার্মান খুনি উল্লাসে হাসছে।

'এবার, যাও। আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দাও,' বুড়ো সন্ন্যাসী বলল। 'তোমরা চলে গেলে আমরা লাশগুলোকে কবর দেব।'

ভাব দেখে মনে হলো প্রসঙ্গটা নিয়ে চিন্তা করছে জার্মান আততায়ী। তারপর ঘুরল সে, নিজের লোকদের উদ্দেশে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল।

তার ইঙ্গিতে সাড়া দিয়ে সশস্ত্র খুনিরা যে যার জি-এগারো তুলে হাঁটু গেড়ে থাকা সন্ন্যাসীদের সারি লক্ষ্য করে গুলি করল। সাবমেশিন গানের বিস্ফোরণ

অবশিষ্ট সন্ন্যাসীদের ফালি ফালি করে ফেলছে। মাথাগুলো বিস্ফোরিত হলো। শরীর থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল এবড়োখেবড়ো মাংস।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সন্ন্যাসীরা সবাই মারা গেল, শুধু একজন বাদে–বয়স্ক সেই লোকটা, জার্মান খুনির হাতে যে ম্যানুস্ক্রিপ্টটা তুলে দিয়েছে। প্রিয় শিষ্য আর সঙ্গীদের রক্তের উপর একা দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে আছে নির্দয় জার্মানের দিকে।

খুনিদের লিডার সামনে এগোল, গ্লক তাক করল প্রবীণ খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর মাথার দিকে।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল বৃদ্ধ সন্ন্যাসী।

'আমরা নাৎসি,' জবাব দিল হত্যাকারী।

সন্ন্যাসীর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

'হায় ঈশ্বর...' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল সে।

মাথা নাড়ল নিও-নাৎসি লিডার। 'এমন কী সে-ও এখন আর তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

ঠাস!

শেষবারের মত গ্লকটা গর্জে উঠল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অ্যাবি থেকে বেরিয়ে বাইরের পাহাড়ী অন্ধকারে মিলিয়ে গেল খুনিরা।

ষাট সেকেণ্ড পার হলো। তারপর আরও ষাট সেকেণ্ড।

নিঃশব্দে পড়ে আছে মঠ।

আঠারোজন খ্রিস্টান ব্রাদারের লাশ হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল, রক্তে ভেসে যাচ্ছে মঠের মেঝে।

একজন বেঁচে আছে এখানে। জার্মান আততায়ীরা তাকে দেখতে পায়নি। তাদের মাথার অনেক উপরে লুকিয়ে আছে সে, বিরাট ডাইনিং রুমের সিলিঙে।

কাঠের সিলিংটা অনেক পুরানো, তক্তার জোড়গুলো ফাঁক হয়ে গেছে। আততায়ীরা ভাল করে তাকালে দেখতে পেত ওরকম একটা ফাঁকে চোখ রেখে তাদেরকে দেখছে এক লোক, ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে সে।

নর্থ ফেয়ারফ্যাক্স ড্রাইভ, আর্লিংটন, ভার্জিনিয়া। ইউএস ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সির অফিস। ৪ জানুয়ারি, ভোর পাঁচটা পঞ্চাশ।

লোকগুলো ঝড়ো গতিতে এগোল। সবাই পরিষ্কার জানে কোথায় যাচ্ছে। হানা দেওয়ার জন্য আদর্শ একটা সময় বেছে নিয়েছে তারা। নাইট গার্ডদের ডিউটি শেষ হতে আর যখন মাত্র দশ মিনিট বাকি। এই সময় পরিশ্রান্ত থাকবে গার্ডরা, বারবার ঘড়ির দিকে তাকাবে, কখন বাড়ি ফিরবে। এই সময়টাতেই সবচেয়ে অরক্ষিত তারা।

৩৭৭৭ নং নর্থ ফেয়ারফ্যাক্স ড্রাইভ একটা লাল ইঁটের আটতলা ভবন, মেট্রো স্টেশনের ঠিক উল্টোদিকে। ভিতরে ঢুকে সাদা আলোয় উদ্ভাসিত করিডর ধরে এগোল ওরা, যে যার সাইলেন্সার লাগানো এমপি-ফাইভএসডি সাব-মেশিন গান বাগিয়ে ধরে আছে, ফোল্ডিং স্টক দৃঢ়ভাবে কাঁধে আটকানো, ব্যারেল বরাবর সোজা দৃষ্টি, টার্গেট খুঁজছে।

প্রায় নিঃশব্দে বুলেটগুলো আরও একজন নেভি গার্ডকে ছিন্নভিন্ন করল, এটাকে নিয়ে সতেরোজন। এতটুকু ইতস্তত না করে লাফ দিয়ে লাশটা টপকাল তারা, ভল্ট রুমের দিকে এগোচ্ছে। তাদের একজন ফাটলে কার্ড-কি ঢোকাল, আরেকজন ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল ভারী হাইড্রলিক দরজা।

ভবনের চারতলায় রয়েছে তারা, এরইমধ্যে সাতটা গ্রেড-ফাইভ সিকিউরিটি চেকপয়েন্ট পার হয়ে এসেছে। চেক পয়েন্টগুলো খুলতে চারটে আলাদা কার্ড-কি আর সাতটা আলফা নিউমেরিক কোড দরকার হয়েছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ড লোডিং ডক হয়ে দালানটার ভিতরে ঢুকেছে তারা। একটা ভ্যান তাদেরকে নিয়ে আসে। গার্ডরা জানত এরকম একটা ভ্যান আসবার কথা আছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ড গেটে যারা পাহারায় ছিল তারাই প্রথমে খুন হয়েছে।

ভল্ট রুমে ঢুকল তারা। বিরাট একটা ল্যাব চেম্বার, চারদিকে ছয় ইঞ্চি পুরু চিনামাটির দেয়াল। এই চিনামাটির চেম্বারের বাইরে রয়েছে আরও একটা দেয়াল। সেটার কিনারা সীসা দিয়ে মোড়া, আর কম করেও বারো ইঞ্চি পুরু। ডারপা-র কর্মচারীরা সঙ্গত কারণেই এটাকে ভল্ট বলে। রেডিও ওয়েভ এই বাধা ভেদ করতে পারে না। ডিরেকশনাল লিসনিং ডিভাইস পারে না স্পর্শ করতে। গোটা দালানে এটাই হলো সবচেয়ে সুরক্ষিত জায়গা।

ল্যাব চেম্বারে ঢুকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল লোকগুলো।

নীরবতা।

তারপর হঠাৎ স্থির হয়ে গেল তারা। জিনিসটা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দখল করে রেখেছে ল্যাবের মাঝখানটা।

সম্ভবত ছয় ফুট লম্বা ওটা, প্রকাণ্ড বালুঘড়ির মত দেখতে: মোচার মত এক জোড়া আকৃতি–উপরেরটা নীচের দিকে তাক করা, নীচেরটা উপরদিকে–দুটো অংশকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ছোট একটা টাইটেনিয়ামের তৈরি চেম্বার, যেটাতে এই মারণাস্ত্রের আসল জিনিসটা থাকে।

টাইটেনিয়াম চেম্বারের মাঝখান থেকে বেশ কিছু রঙিন তার বেরিয়ে এসেছে, সেগুলোর কয়েকটা ঢুকেছে একটা ল্যাপটপ কমপিউটারের কিবোর্ডে। ডিভাইসটার সামনের দিকে আটকে রাখা হয়েছে ল্যাপটপটা।

এই মুহূর্তে টাইটেনিয়াম চেম্বার খালি।

লোকগুলো সময় নষ্ট করছে না। গোটা ডিভাইসটাই পাওয়ার জেনারেটার থেকে খুলে ফেলল তারা, আটকাল হাতে তৈরি একটা স্লিং-এ। তারপর আবার ক্ষিপ্র হয়ে উঠল তারা। দরজা দিয়ে বেরুল। করিডর পার হলো। প্রথমে বাঁ দিকে ছুটল তারপর ডানদিকে। সিঁড়ি, গেট আর চেকপয়েন্টে পড়ে থাকা লাশগুলো টপকাল। নব্বুই সেকেণ্ডের মধ্যে আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারেজে ফিরে এল তারা। দ্রুত সবাই উঠে পড়ল ভ্যানে, সে-ই জিনিসটা সহ। সঙ্গে সঙ্গে লোডিং ডক থেকে রওনা হয়ে গেল ভ্যান। গতি বাড়িয়ে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল সেটা।

টিম লিডার তার হাতঘড়ি দেখল। ভোর ৫.৫৯ মিনিট। গোটা অপারেশনে সময় লেগেছে মাত্র নয় মিনিট।

দুই

রানা এজেন্সির, নিউ ইয়র্ক, ম্যাডিসন এভিনিউ শাখা থেকে রওনা হয়ে দ্বিতীয় শাখা ম্যানহাটনে পৌঁছাবার চেষ্টা করছে মাসুদ রানা, কিন্তু বৃষ্টি আর ট্র্যাফিক জ্যামের কারণে মাঝ রাস্তায় প্রায় অচল হয়ে পড়েছে।

ম্যানহাটন শাখাটা নতুন, মাত্র দেড় বছর হলো খোলা হয়েছে। ওই নতুন শাখার প্রধান হায়দার শরিফ আধ ঘণ্টা আগে অফিস থেকে টেলিফোন করেছে রানাকে।

'মাসুদ ভাই, ডক্টর শাহানা সাজিদ নামে এক ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়েকে নিয়ে আপনার সঙ্গে এখানে দেখা করতে এসেছেন।'

রানা বলল, 'শাহানাকে বলো, এখনই আসছি আমি।'

'মাসুদ ভাই, আরও একটা খবর আছে। ওঁরা আসার একটু পরেই কয়েকজন মিলিটারি আর সিভিলিয়ানও এসেছেন...'

'মানে?'

হঠাৎ টেলিফোন থেকে মেয়েলি একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ডক্টর শাহানার গলা চিনতে রানার কোন অসুবিধে হলো না। 'রানা? আমি শাহানা। শুনুন, এখানে হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে, আপনার পরামর্শ দরকার আমার।'

মাথায় নানা উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা ভিড় করে এল, তবে শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এককথায় জবাব দিন, আপনার কি কোনও বিপদ হয়েছে, শাহানা?'

'আরে না! আমার ভার্সিটির হেড অভ দ্য ডিপার্টমেন্ট একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, কিন্তু আমি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। মনে হলো আপনার পরামর্শ পেলে ভাল হয়। টেলিফোনে এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়–প্লিজ, তাড়াতাড়ি চলে আসুন আপনি।'

'এই আমি রওনা হয়ে গেলাম।'

শম্বুক গতিতে এগোচ্ছে গাড়ির মিছিল। ম্যানহাটনের অফিসে পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল রানার।

রানা এজেন্সির নতুন শাখা সিটি টাওয়ারের ছয়তলায়। পুরো ফ্লোরটাই ভাড়া করা হয়েছে। দারোয়ানদের একজনকে গাড়ির চাবি দিয়ে এলিভেটরে চড়ল রানা। ছয়তলায় থামল এলিভেটর, দরজা খুলে গেল। করিডরে পা দিল ও।

দুজন সোলজার। দুজনেই পুরোদস্তুর ব্যাটল ড্রেস পরা–হেলমেট, বডি আর্মার, এম-সিক্সটিন, কিছুই বাদ পড়েনি। একজন দাঁড়িয়ে আছে লম্বা করিডরের মাঝামাঝি জায়গায়, রানার কাছাকাছি। আরেকজন দাঁড়িয়েছে আরও দূরে, রানার অফিসের বাইরে।

এলিভেটর থেকে রানার বেরুবার আওয়াজ পেয়েই ঝট করে ঘুরে গেছে দুজনেই। প্রথম সৈনিকের কাছাকাছি পৌঁছে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল

রানা, হাতের কালো অ্যাসল্ট রাইফেলটা দেখল, খেয়াল করল মখমলের মত সবুজ বেরেট একটু বাঁকা হয়ে আছে মাথায়, কাঁধে সেলাই করা কাস্তে আকৃতির পট্টিতে লেখা: স্পেশাল ফোর্সেস।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল রানা। 'আমি মাসুদ রানা। এখানে...'

'সব ঠিক আছে, মিস্টার রানা,' আশ্বস্ত করবার সুরে বলল গ্রিন বেরেট, অর্থাৎ গেরিলা ট্রেনিং পাওয়া মার্কিন সৈনিক। 'প্লিজ, ভেতরে যান। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন ওঁরা।'

করিডর ধরে হাঁটছে রানা। দেখল শাখাপ্রধান হায়দার শরিফ-এর অফিস কামরার দরজাটা বন্ধ। দ্বিতীয় সোলজার কাছে চলে আসছে। এই লোকটা একটু বেশি লম্বা-চওড়া, ছোটখাট পাহাড় বললেই হয়। অন্তত ছয় ফুট চার। সাধারণ চেহারা, সোনালি চুল, সরু চোখে বোধহয় কোনও চাতুরিই এড়ায় না। বুক পকেটের পট্টিতে লেখা: জন রিড। কাঁধের তিনটে স্ট্রাইপ বলে দিচ্ছে সে একজন সার্জেন্ট।

রানার চোখ পড়ল লোকটার এম-ষোলোয়। ব্যারেলে অত্যাধুনিক লেযার সাইটিং ডিভাইস ফিট করা রয়েছে, আর তলার দিকে আটকান হয়েছে এম টু-জিরো-থ্রি গ্রেনেড লঞ্চার। গম্ভীর হয়ে গেল ও।

দ্রুত, সসম্ভ্রমে, একপাশে সরে দাঁড়াল সৈনিকটি, রানা যাতে নিজের আউটার অফিসে ঢুকতে পারে।

কামরাটা বেশ বড়। এখানেই রানার জন্য অপেক্ষা করছে সবাই। প্রথমেই শাহানার উপর চোখ পড়ল। সম্পূর্ণ শান্ত সে। চোখে-মুখে সামান্য বিব্রতভাব, তবে সেটার হয়তো কোনও গুরুত্ব নেই। এরপর দৃষ্টি কেড়ে নিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সিভিলিয়ান এক ভদ্রলোক। প্রৌঢ়, শ্বেতাঙ্গ, মুখে কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট, চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা। পায়ের উপর পা তুলে একটা চেয়ারে বসে আছেন, নিচু কণ্ঠে, নরম সুরে কী যেন বোঝাচ্ছেন ডক্টর শাহানাকে। মায়ের পাশের চেয়ারটায় বসে দুই সৈনিকের দিকে চোরা চোখে তাকাচ্ছে কিশোরী শ্রেয়া, চোখে-মুখে কীসের যেন প্রত্যাশা আর চাপা উল্লাস।

এরপর শাখা প্রধান হায়দার শরিফের দিকে তাকাল রানা। শান্ত আর গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। চোখাচোখি হলো, আকার ইঙ্গিতেও কোনও বার্তা দিল না সে। তবে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রৌঢ় যে ভদ্রলোকের উপর চোখ বুলিয়েছে রানা, তাঁর উল্টোদিকে বসা প্রকাণ্ডদেহী এক লোককে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখছে।

এই লোকটাও সিভিলিয়ান। ড্রামের মত ছাতি তার। শার্ট আর ট্রাউজার পরেছে। চেহারায় বয়স, অভিজ্ঞতা আর দায়িত্ব বোধের ছাপ। চেয়ারে তার বসবার ভঙ্গিটায় এক ধরনের শান্ত নিশ্চয়তা প্রকাশ পাচ্ছে, সে যেন সবার আনুগত্য পেতে অভ্যস্ত।

সবশেষে সৈনিক দুজনের উপর চোখ বুলাল রানা। এদের সাজসজ্জাও করিডরের লোক দুজনের মত—ফেটিগ, হেলমেট, লেযার-সাইটেড এম-ষোলো। একজন বয়সে একটু হয়তো বড় হবে। নিজের হেলমেটটা কনুই আর পাঁজরের মাঝখানে আটকে রেখেছে খুলি কামড়ানো কালো চুল কোনরকমে পৌঁছেছে

কপালে।

'মাসুদ ভাই।' দ্রুত চেয়ার ছাড়ল হায়দার শরিফ।

ঘাড় ফেরাল ডক্টর শাহানা, রানাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে হাসল। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে। 'আসুন, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।' ইঙ্গিতে প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখাল। 'প্রফেসর ক্লিফোর্ড ইবসেন, হেড অভ দ্য ডিপার্টমেন্ট, আর ইনি মাসুদ রানা...'

ভদ্রলোকের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক এখনও শেষ করেনি রানা, তাঁর উল্টোদিকের চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রকাণ্ডদেহী দ্বিতীয় সিভিলিয়ান, হাতটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, নিজেই নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। 'কর্নেল, রিটায়ার্ড, জভানি অ্যান্টোনিয়ান লয়েড। গুড টু মিট ইউ।' এরপর একটু যেন গর্বের সঙ্গেই দুই সৈনিকের দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'ইউএস আর্মির ক্যাপটেন লেভিন আর করপোরাল বেকার, স্পেশাল ফোর্সেস।'

'গ্রিন বেরেট,' রানার কানে ফিসফিস করলেন প্রফেসর ক্লিফোর্ড ইবসেন।

একটা ব্যাখ্যা পাওয়ার আশায় ডক্টর শাহানার দিকে তাকাল রানা।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শুরু করল শাহানা। প্রথমে ছোট্ট একটা ভূমিকা করল সেঃ রানা তো জানেই প্রতি বছর এই সময়টায় মেয়েকে নিয়ে নিউ ইয়র্কে বেড়াতে আসা হয় তার। আর নিউ ইয়র্কে এলে একবার অন্তত রানা এজেন্সিতে আসা চাই-ই, এই আশায় যে ভাগ্য ভাল হলে রানার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

এবার নিউ ইয়র্কে এসেছে তারা পরশু। আজ, এই ঘণ্টা দেড়েক হলো, রানা এজেন্সির নতুন শাখায় পৌঁছেছে তারা। এর দশ মিনিট পর এখানে পৌঁছেছেন শাহানার ডিপার্টমেণ্টাল প্রধান প্রফেসর ক্লিফোর্ড ইবসেন। তিনি আসছেন পেনসিলভানিয়া ভার্সিটি থেকে। কয়েকজন সৈনিকসহ অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল জভানি লয়েডও তাঁর সঙ্গে এসেছেন। তাঁদের দেখে স্বভাবতই খুব অবাক হয়েছে শাহানা। কী ব্যাপার?

ব্যাপার হলো, কর্নেল...মানে, ডক্টর জভানি লয়েড এখন থেকে ঘণ্টাতিনেক আগে শাহানার খোঁজে ওর ভার্সিটিতে গিয়েছিলেন। ওখানে তাকে না পেয়ে নিজেদের প্লেনে প্রফেসর ইবসেনকে তুলে নিয়ে নিউ ইয়র্কে চলে এসেছেন। মেয়েকে নিয়ে শাহানা কোন হোটেলে উঠবে জানতেন প্রফেসর, কিন্তু সেখানে গিয়েও তার দেখা পাননি তিনি। অগত্যা শ্রেয়ার মোবাইল ফোনের সাহায্য নিয়ে জেনে নেন কোথায় আছে সে, এবং তারপর সবাইকে নিয়ে এখানে চলে এসেছেন।

আরও একটু ব্যাখ্যা করল শাহানা। কর্নেল তথা ডক্টর লয়েড ইউএস ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সির অফিস থেকে আসছেন। সংক্ষেপে ওটা ডারপা। কী একটা ব্যাপারে যেন প্রাচীন ভাষা বিশেষজ্ঞ শাহানার সাহায্য দরকার ওঁদের। কিন্তু সামরিক বাহিনীর লোকজন দেখে আর ডিফেন্স রিসার্চ প্রজেক্টের কথা শুনে একটু ভয়ই পাচ্ছে শাহানা, ঠিক বুঝতে পারছে না ওদের সঙ্গে তার যাওয়াটা উচিত হবে কিনা।

আউটার অফিসে খালি চেয়ার থাকা সত্ত্বেও বসল না রানা, কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে শাহানার কথাগুলো শুনল, তারপর একটু ঘুরে সরাসরি কর্নেল লয়েডের

দিকে তাকাল। 'আপনার প্রশ্নটা কি আরেকবার বলবেন, প্লিজ?'

'প্রথমে এটা দেখুন,' বলে রানার দিকে একটা ফটো-আইডি কার্ড বাড়িয়ে দিলেন কর্নেল লয়েড। কার্ডটা নিয়ে ফটোর উপর চোখ বুলাল রানা, মাথার দিকে লাল ডারপা লোগোটা দেখল, সেটার নীচে একগাদা সংখ্যা আর কোড ছাপা রয়েছে। কার্ডের একপাশে একটা ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ দেখা যাচ্ছে। ফটোর নীচে লেখা–জভানি অ্যান্টোনিয়ান লয়েড, ইউএস আর্মি, কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত)। সন্দেহ নেই, এই কার্ডের গুরুত্ব আর ওজন আছে।

ডারপা সম্পর্কে আগেও শুনেছে রানা। মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের প্রাথমিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এটি, গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মধ্যে F-117 স্টেল্থ্ ফাইটার প্লেন একটি। সাধারণ যে-কোন লোকের চেয়ে ডারপা সম্পর্কে অনেক বেশি জানে রানা, কারণটা হলো ওর বন্ধু ভিনসেন্ট গগলের ভাই বিউগল ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করে ওখানে। বড় ভাই গগলকে প্রায় দেবতা-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে বিউগল; সেই সূত্রে রানার প্রতিও তার ভক্তি কম নয়।

ডারপা-য় তিন সশস্ত্র বাহিনীর লোকজন একযোগে গাবেষণা করে। শোনা যায়, জে-সেভেন নিখুঁত করার মাধ্যমে বহুল আলোচিত A-ফ্রেম রকেট প্যাক তৈরি করেছে তারা, অর্থাৎ এরপর আর প্যারাশুট ব্যবহার করবার দরকার হবে না। তবে ব্যাপারটা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ।

রানা ভাবল, ডারপা-র সঙ্গে প্রাচীন ভাষার কী সম্পর্ক? কার্ডটা ফিরিয়ে দেওয়ার সময় বলল, 'ডক্টর শাহানার সাহায্য দরকার আপনার?'

'ওহ্, ইয়েস!' মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল লয়েড।

'কী ধরনের সাহায্য?'

'অনুবাদ। একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট অনুবাদ। চারশো বছরের পুরানো একটা ল্যাটিন ম্যানুস্ক্রিপ্ট।'

'একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট...' বলল রানা। এ-ধরনের একটা অনুরোধ পেতেই পারে শাহানা, কাজটায় যেহেতু তার যথেষ্ট সুনাম আছে। তবে অনুরোধটা সশস্ত্র কমাণ্ডোর উপস্থিতিতে আসবে কেন?

'মিস্টার রানা,' জভানি লয়েড বললেন, 'যে ডকুমেণ্ট অনুবাদের কথা বলা হচ্ছে সেটা অত্যন্ত জরুরি একটা বিষয়। ডকুমেণ্টটা এখনও যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছায়নি। এই মুহূর্তে রাস্তায় রয়েছে। আমরা চাইছি ওটা যখন নিউ ইয়র্কে পৌঁছাবে, ওখানে তখন ডক্টর শাহানা থাকবেন, এবং আমরা আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হবার পর প্লেনে বসে তিনি ওটা অনুবাদ করবেন।'

'প্লেনে বসে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা। 'আপনাদের গন্তব্য?'

'দুঃখিত, এ পর্যায়ে প্রশ্নটার উত্তর আমি দিতে পারছি না।'

ব্যাপারটা নিয়ে তর্ক করতে যাবে রানা, এই সময় হঠাৎ দরজা খুলে করিডর থেকে আউটার অফিসে ঢুকল আরও একজন গ্রিন বেরেট। তার পিঠে একটা রেডিও প্যাক দেখা যাচ্ছে। দ্রুত পায়ে লয়েডের দিকে হেঁটে এল সে, তার কানের কাছে নিচু গলায় ফিসফিস করল। কয়েকটা শব্দ শুনতে পেল রানা।

'...প্রস্তুত হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'কখন?' জানতে চাইলেন লয়েড।

'দশ মিনিট আগে, সার,' ফিসফিস করল সৈনিকটি।

দ্রুত হাতঘড়ির দিকে চোখ নামালেন লয়েড। 'ড্যাম!' তারপর ঝট করে শাহানার দিকে ফিরলেন। 'ডক্টর শাহানা, আমাদের হাতে সময় খুব কম, কাজেই কথাগুলো সোজা-সাপ্টা জানাচ্ছি আপনাকে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মিশন, যে মিশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তায় বিরাট অবদান রাখবে। যদিও এ মিশনে সফল হবার সুযোগ খুবই কম। কাজেই, এখনই, এই মুহূর্তেই তৎপর না হয়ে উপায় নেই আমাদের। তবে তা করতে হলে একজন অনুবাদক দরকার আমার। মধ্যযুগীয় ল্যাটিনের একজন ভাল অনুবাদক আপনি।'

উত্তরে কিছু না বলে অসহায় ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল শাহানা।

রানা জানতে চাইল, 'কখন দরকার, কত তাড়াতাড়ি?'

'আপনাদের গ্যারেজে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে,' জানালেন লয়েড।

এক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'একটু সময় দিতে হবে, কর্নেল। আমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাই।'

'ভেরি গুড,' বলে দরজার দিকে পা বাড়ালেন কর্নেল লয়েড। 'দশ মিনিট।' প্রফেসর ইবসেন আর সৈনিকদের নিয়ে করিডরে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'কী মনে হচ্ছে আপনার?' আগন্তুকরা বেরিয়ে যেতেই রানাকে প্রশ্ন করল শাহানা। 'আমার কি যাওয়া উচিত হবে?'

'এর মধ্যে রহস্যময় কিছু একটা আছে,' মন্তব্য করল রানা। 'আর রহস্য থাকলে অশুভ কিছুও থাকার কথা। সেজন্যেই আমি চিন্তা করছি।'

'মাসুদ ভাই, আমি কিছু বলব?' অনুমতি চাইল শাখাপ্রধান হায়দার শরিফ।

'হ্যাঁ, বলো।'

'ব্যাপারটা আমার কাছেও কেমন যেন অস্বাভাবিক বলে লাগছে।'

'কেন, কী দেখে এ-কথা বলছ তুমি?' জানতে চাইল রানা।

'ওদের এই তাড়াহুড়োর ভাবটা।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমারও ঠিক ভাল লাগছে না...'

'কিন্তু আংকেল, আপনিই তো একদিন গল্প করছিলেন,' রানাকে বলল শ্রেয়া, 'রোমাঞ্চ আর বিপদের গন্ধ পেলে নিজেকে আপনি ধরে রাখতে পারেন না। আপনার মনে হচ্ছে না, ওদের এই মিশনে প্রচুর থ্রিল আছে...'

'কিন্তু, শ্রেয়া, এটা তো আমার কোনও ব্যাপার নয়,' মৃদু হেসে জবাব দিল রানা, 'ওরা তোমার মমকে নিয়ে যেতে চাইছে। তা ছাড়া, এটা ওদের মিশন, ওদের বিপদ; থ্রিলটুকুও ওদের। অল্প কয়েক ঘণ্টা সময় চাইছে ওরা।'

'ওদেরকে শর্ত দিলেই তো হয়, আপনাকে ছাড়া মম্ যাবে না। হোক কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার, সঙ্গে আপনি থাকলে মম্ সিকিওরড ফিল করবে।'

'প্রস্তাবটা বোধহয় মন্দ নয়, কী বলেন?' জানতে চাইল শাহানা।

'আচ্ছা, ব্যাপারটা আমরা যাচাই করে দেখলেই তো পারি,' বলল রানা। 'অন্তত ওদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে নুমা-র চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।'

'জী, মাসুদ ভাই,' বলল শরিফ।
ডেস্কের সামনে চলে এসেছে রানা, হাত বাড়িয়ে ক্রেডল থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুলল।
শাহানা আর শ্রেয়া ফিসফিস করে কথা বলছিল, হঠাৎ চুপ হয়ে গেল তারা। টেলিফোনে কথা বলছে রানা।
'অ্যাডমিরাল, আমি রানা। কেমন আছেন, সার, আপনি?'
'হ্যাঁলো, মাই সান!' জর্জ হ্যামিলটনের উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর ভেসে এল রিসিভারে। 'কোত্থেকে বলছ তুমি...'
তিন মিনিট কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। নুমা চিফ ওকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, জভানি অ্যান্টোনিয়ান লয়েডের পরিচয়, কী তার মিশন, সে ডারপা-র কী পদে আছে ইত্যাদি জেনে দশ মিনিট পর জানাবেন ওকে।
'মাসুদ ভাই,' কথাটা শুনে হায়দার শরিফ বলল, 'আমি তা হলে বাইরে গিয়ে ওদেরকে আরও দশ মিনিট পর আসতে বলি?'
'গুড আইডিয়া।'
কামরা থেকে বেরিয়ে গেল শরিফ, তখনই আবার ফিরে এল। 'কর্নেল লয়েডকে অত্যন্ত অস্থির লাগছে,' বলল সে।
ঠিক দশ মিনিটের মাথায় নুমা চিফের টেলিফোন এল। 'রানা?' গলার আওয়াজ আগের চেয়ে ভারি আর গম্ভীর।
'ইয়েস, সার।'
'জভানি লয়েড সেনাবাহিনীর একজন কর্নেল ছিল, এটা ঠিকই আছে,' জানালেন জর্জ হ্যামিলটন। 'তার রেজিমেন্ট চিফ মেজর জেনারেল পাবলো এসপাডা-কে পেন্টাগনে পেলাম, সরাসরি কথা বলেছি তাঁর সঙ্গে। কর্নেল লয়েডের মিশনটা টপ সিক্রেট, তাই টেলিফোনে ডিটেইলস কিছু বললেন না তিনি, আমিও জানতে চাইলাম না। অবশ্য তাঁদের এই মিশনে যে মধ্যযুগের একজন ল্যাটিন ভাষাবিদ থাকা দরকার, এটা সত্যি। তবে...'
'ইয়েস, অ্যাডমিরাল?'
'কর্নেল লয়েড ডারপা-র কী পদে আছে সেটা জানতে আরও কিছু সময় লাগবে,' বললেন নুমা চিফ। 'ডারপা একটা স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠান, গোপন মারণাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করে, তাই ওখানকার যে কোনও তথ্যই কনফিডেনশিয়াল।'
'যতটুকু জানা গেছে তাতে এটুকু অন্তত পরিষ্কার তো যে মিশনটা ভুয়া নয়?' জানতে চাইল রানা।
'না, সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না,' বললেন অ্যাডমিরাল।
'ঠিক আছে, তাতেই চলবে। ধন্যবাদ, সার।'
'ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম, মাই সান,' বলে বিদায় নিলেন নুমা চিফ।
'কী যেন বলছিলেন?' রিসিভার নামিয়ে রেখে শাহানার দিকে তাকাল রানা। 'আপনার সঙ্গে আমিও যেতে পারি? কিন্তু শ্রেয়ার কী হবে? ওকে তো আর অজানা একটা বিপদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।'
'মাসুদ ভাই, এক মিনিট,' দ্রুত বলল শরিফ, মাথা নাড়ছে সে। 'আপনি গেলে

আমিও যাব। সত্যি কথা বলতে কী, আমি চাইছি না আপনারা কেউ ওদের সঙ্গে যান। তবু, যাবার সিদ্ধান্তই যখন হচ্ছে, আপনাদের সঙ্গে আমিও থাকব।'

মৃদু হেসে সম্মতি দিল রানা। 'বেশ তো, যাবে তুমিও। কিন্তু এখানকার কাজ কে দেখবে তা হলে?'

'তা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, মাসুদ ভাই,' আশ্বস্ত করল শরিফ। 'আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রার্থনা কবির জার্মানি থেকে ভালই ট্রেনিং নিয়ে এসেছে, সে ম্যানেজ করে নেবে।'

'শ্রেয়ার কী হবে, শাহানা?' আবার জানতে চাইল রানা।

'কাল থেকে কলেজে প্রথম ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে আমার,' নিজেই জবাব দিল শ্রেয়া, 'ইচ্ছে থাকলেও কোথাও যাবার সুযোগ নেই। আপনারা যান। তবে পরের বার যেন আমি বাদ না পড়ি...'

'দেখা যাক প্রস্তাবটা শুনে কী বলে ওরা।' দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। 'শাহানা, ওদের সঙ্গে আপনি কথা বললেই ভাল হয়।'

দরজা খুলে দিতে আউটার অফিসে ফিরে এসে আবার বসল সবাই। কর্নেল লয়েড জানতে চাইলেন, 'কী সিদ্ধান্ত হলো?'

'হার্ভার্ড-এর সিডনি শেলডনকে ডাকছেন না কেন?' সরাসরি জানতে চাইল শাহানা। 'মধ্যযুগীয় ল্যাটিনে আমার চেয়ে অনেক ভাল তিনি। অনুবাদের কাজটা অনেক দ্রুত করতে পারবেন।'

জবাবে একটু অধৈর্য হয়ে উঠে লয়েড বললেন, 'আপনার চেয়ে ভাল কাউকে আমার দরকার নেই, আর বস্টনে দৌড়াবার সময়ও আমি পাব না। আপনার কথাই প্রথম শুনেছি, তারপর দেরি না করে চলে এসেছি নিউ ইয়র্কে। যদি চান তো পেন্টাগনের ফোন নম্বর দিই, আমাদের পরিচয় সম্পর্কে আপনাকে নিশ্চিত করবে ওরা।'

'তার কোনও দরকার নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল শাহানা। 'ডিপার্টমেন্টাল চিফ মিস্টার ইবসেন সুপারিশ করছেন, আমার জন্যে সেটাই যথেষ্ট। তবে এটা যেহেতু সামরিক বাহিনীর একটা বিষয়, একজন সিভিলিয়ান হিসেবে আপনাদের সঙ্গে যেতে আমি খানিকটা অস্বস্তি বোধ করব বলে মনে হচ্ছে। তাই ভাবছি, যদি যাই, মিস্টার রানা আর তাঁর একজন সহকারীকে সঙ্গে নেব।'

ধীরে ধীরে, তবে দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন কর্নেল লয়েড। 'না, তা সম্ভব নয়। এটা একটা টপ সিক্রেট...'

তাঁকে বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে জানাল শাহানা, 'সেক্ষেত্রে দুঃখিত, কর্নেল, তা হলে আমি যেতে পারছি না।'

মাথা নিচু করে নিজের জুতোর ডগা দেখছেন লয়েড। ঝাড়া ষাট সেকেণ্ড পর মুখ তুললেন তিনি। 'এরকম একটা পরিস্থিতির জন্যে তৈরি ছিলাম না আমি। নীচে, আমাদের গাড়িতে, শক্তিশালী রেডিও আছে; সিআইএ, পেন্টাগন আর হোয়াইট হাউসের সঙ্গে কথা না বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।' চেয়ার ছাড়লেন তিনি, সবাইকে নিয়ে আবার কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। 'যদি নেগেটিভ কোন সিদ্ধান্ত হয়, আমরা আর ফিরব না। সময় দেয়ার জন্যে সবাইকে ধন্যবাদ।'

'যদি ফেরেন,' পিছন থেকে বলল রানা, 'আমরা জানতে চাইব গোটা ব্যাপারটা কী নিয়ে।'

ঘুরে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলালেন কর্নেল লয়েড, তবে আর একটা কথাও না বলে আবার ঘুরে বেরিয়ে গেলেন করিডরে, ঘাড়টা আড়ষ্ট হয়ে আছে।

'যাক গে, আপদ দূর হয়েছে,' বলল শরিফ। 'ওরা আর আসবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'আপনারও কি তাই ধারণা?' রানাকে জিজ্ঞেস করল শাহানা, যেন একটু হতাশই হয়েছে।

মাথা নাড়ল রানা। 'ফিরবে,' বলল ও। 'আপনাকে তার খুবই দরকার।'

দশ মিনিট পার হতে চলেছে, কর্নেল লয়েডের ফেরার নাম নেই। এই সময় হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ডেস্কের টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল শরিফ, অপরপ্রান্তের কথা শুনে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সেটা। 'আপনার কল, মাসুদ ভাই। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।'

'ইয়েস, সার?' স্থির হয়ে গেছে রানা।

'ঠিক কী ঘটছে বুঝতে পারছি না, রানা,' বললেন নুমা চিফ। 'কী কারণে যেন মনটা খুঁতখুঁত করছিল, তাই ব্যাপারটা সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হবার জন্যে কয়েকজন পরিচিত সামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করি আমি। যেন মনে হচ্ছে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসবে।'

'কী রকম, সার?' দ্রুত বাড়ছে রানার উত্তেজনা।

'চারদিক থেকে কনফিউজিং নিউজ পাচ্ছি,' উদ্বিগ্ন গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'পেন্টাগন থেকেই অন্য এক কর্মকর্তা বলছেন, জেনারেল পাবলো এসপাডা নিজের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে কর্নেল লয়েডকে এই মিশনে পাঠাচ্ছেন। এর জন্যে তাঁকে জবাবদিহি করতে হতে পারে।'

'বলেন কী!'

'আর হোয়াইট হাউস থেকে বলা হচ্ছে, মিশনের অনুমতি চেয়ে সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন জানিয়েছেন জেনারেল পাবলো এসপাডা। ব্যাপারটা অনেকটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মত আর কী। হ্যাঁ কিংবা না, কিছুই এখনও বলা হয়নি তাঁকে। অথচ তাঁর রেজিমেন্টের অফিসাররা বলছেন, হোয়াইট হাউস থেকে তাঁরা নাকি এরইমধ্যে গ্রিন সিগনাল পেয়ে গেছেন।'

'সত্যি কনফিউজিং, সার,' বলল রানা।

'এক মিনিট, রানা...একটা ই-মেইল আসছে আমার কমপিউটারে ...'

অপেক্ষা করছে রানা।

'ব্যাপারটা অত্যন্ত সিরিয়াস হয়ে উঠছে, রানা,' এক মিনিট পর লাইনে ফিরে এসে বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'পেন্টাগনের কয়েকজন জেনারেল হোয়াইট হাউসকে অনুরোধ করেছেন, প্রেসিডেন্ট যেন জেনারেল পাবলো এসপাডার আবেদন মঞ্জুর না করেন। আর এ-কথা শুনে জেনারেল এসপাডা হুমকি দিয়ে বলেছেন, তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা না হলে তিনি পদত্যাগ করবেন।'

'এরকম একটা পরিস্থিতিতে ব্যাপারটার সঙ্গে আমাদের বোধহয় জড়ানো উচিত হবে না...'

'এক মিনিট, রানা,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন নুমা চিফ। 'আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা সিরিয়াস। ওদের বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তুমি ওদের সঙ্গে থাকলে আমি খানিকটা ভরসা পাব। আমি চাই, খারাপ কিছু দেখলে তুমি সাধ্যমত বাধা দেবে, সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।'

'ইয়েস, সার। ওকে,' এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে বলল রানা। 'তবে, আমাকে একবার বস্-এর সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে।'

'অভকোর্স, ডু দ্যাট,' বললেন জর্জ হ্যামিলটন। 'ওঁর সঙ্গে আমিও ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলব।'

দেরি না করে বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল [অব:] রাহাত খানের ব্যক্তিগত টেলিফোন নম্বরে ডায়াল করল রানা। সময়ের ব্যবধান থাকায় বাংলাদেশে এখন রাত, বস্‌কে বাড়িতেই পেল ও। ওর সব কথা শুনে তিনি বললেন, 'এর মধ্যে আমাকে আর জড়িয়ো না, রানা। তোমার যেটা ভাল বলে মনে হয় করো। শুধু মনে রেখো, তুমি ছুটিতে আছ, কাজেই এটা অফিশিয়াল কোনও ব্যাপার নয়। যা করবে নিজ দায়িত্বে,' কথা শেষ করে যোগাযোগ কেটে দিলেন তিনি।

আরও পাঁচ মিনিট পর নক হলো দরজায়।

ফিরে এসে আবার বসলেন ওঁরা। কর্নেল লয়েড শাহানাকে বললেন, 'এই ধরুন আধঘণ্টার মধ্যে নিউইয়র্ক থেকে ম্যানুস্ক্রিপ্টটা পিক করব আমরা, তার কয়েক মিনিট পর প্লেনে চড়ব। সব যদি ঠিকঠাক মত ঘটে, প্লেন ল্যাণ্ড করার সময় দেখা যাবে ডকুমেন্টটা আপনি অনুবাদ করে ফেলেছেন। সেক্ষেত্রে প্লেন থেকে আপনাদেরকে নামতেই হবে না। আর যদি নামতে হয়ও, গ্রিন বেরেট-এর একটা টিম আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।'

এরপর রানার দিকে ঘুরে গেলেন লয়েড। 'নো অফেন্স, মিস্টার রানা—আমি জেনেছি আপনি একজন সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট, আর ডক্টর শাহানার সঙ্গে যাচ্ছেনও তাঁর নিরাপত্তার দিকটা দেখার জন্যে, তারপরও তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে আমাদের তরফ থেকেও কোনও অবহেলা করা হবে না।'

'আরেকটা কথা,' বলে শাহানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'ডক্টর শাহানা, মিশনটায় আপনিই একমাত্র অ্যাকাডেমিক নন। স্ট্যানফোর্ড ভার্সিটির ম্যাক্স রাইট থাকছেন ওখানে, থাকছেন প্রিন্সটন ভার্সিটির ক্রিস্টাল হারবিন, আর রয়েছেন হার্ভার্ডের রজার বোল্ডউইন…'

ক্রিস্টাল হারবিন, চিন্তা করছে রানা। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল এই নামটা শোনেনি ও। ওর বন্ধু গগলদের পারিবারিক বন্ধু মেয়েটি, সেই সূত্রে পরিচয় হয়েছিল রানার সঙ্গে। একটু হয়তো ঘনিষ্ঠতাও। কিন্তু তারপর বলা যায় হঠাৎ করে সম্পর্কটা ভেঙে যায়। তার শেষ খবর জানত লিভারপুল ল্যাবের নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে সে।

ক্রিস্টাল আর যাই হোক, তার বাস্তব-বুদ্ধি স্ফটিকের মতই স্বচ্ছ। ভাল কোন

কারণ ছাড়া একটা মিশনে নিজেকে জড়াবে না সে। এর মধ্যে ক্রিস্টাল থাকায় গোটা ব্যাপারটার মধ্যে বেশ অনেকটা বিশ্বাসযোগ্যতা চলে এসেছে।

'আরেকটা কথা,' রানার দিকে ফিরলেন কর্নেল লয়েড। 'আপনার এক পুরানো বন্ধুর ভাই, ভিনসেন্ট বিউগল-ও আমাদের টিমের একজন সদস্য। মিশনে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না তিনি, তবে টেকনিকাল টিমের সঙ্গে ভার্জিনিয়া অফিসে থাকছেন...'

সব তা হলে দেখা যাচ্ছে ঠিকই আছে, ভাবল রানা। 'ঠিক আছে, এবার বলুন, গোটা ব্যাপারটা কী নিয়ে? আর কোথায় আমরা যাচ্ছি?'

'আগে প্লেনে উঠুন, তারপর আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব আমি,' বললেন লয়েড। 'প্লিজ, মিস্টার রানা।'

কামরার ভিতর নীরবতা নেমে এল।

রানা অনুভব করছে, ও কী বলে শোনবার জন্য অপেক্ষা করছে সবাই। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'যাব আমরা। তবে আমরা প্লেনে ওঠার আগে আমাদের শ্রেয়াকে তার প্লেনে তুলে দিতে চাই। পেনসিলভানিয়ায় নিজের হোস্টেলে ফিরে যাবে ও।'

'এটাকে কোনও সমস্যা মনে করবেন না,' হেসে উঠে বললেন কর্নেল লয়েড। 'ওকে পেনসিলভানিয়ায় পৌঁছানোর জন্যে আমরা একটা প্লেন চার্টার করে রেখেছি। ওই একই প্লেনে প্রফেসর ইবসেনও তো ফিরবেন।'

নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা আর শাহানা।

তিন

করিডর ধরে লয়েডের পিছু নিয়ে হাঁটছে রানা ও শাহানা। ওদের ঠিক পিছনেই রয়েছেন প্রফেসর ইবসেন আর শ্রেয়া। নিউ ইয়র্কে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে শীতটা, দিনটাও ভেজা ভেজা। দুজন গ্রিন বেরেট রয়েছে লয়েডের সামনে, বাকি দুজন সবার পিছনে। হায়দার শরিফকে দেখা গেল শ্রেয়ার পাশে হাঁটছে।

হন হন করে হাঁটছেন লয়েড, ঘাড় ফিরিয়ে শাহানার দিকে তাকালেন একবার। 'আপনার পেছনের লোকটাকে একবার দেখে রাখুন, ডক্টর শাহানা। ওর নাম সার্জেন্ট জন রিড। এখন থেকে ও-ই আপনার বডিগার্ড।'

রানাও একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল লোকটাকে। এই মাংস আর পেশির সমষ্টিকে আগেও দেখেছে ও। সার্জেন্ট জন রিড। করিডরের চারদিকে দ্রুত চোখ বুলাবার সময় শাহানার উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ও।

লয়েড বললেন, 'আপনার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে, ফলে এখন আপনি একটা সম্ভাব্য টার্গেট। যেখানেই আপনি যাবেন, আপনার সঙ্গে থাকবে ও। নিন, এটা রাখুন।'

শাহানার হাতে একটা এয়ারপিস আর গলায় জড়াবার জন্য গোল আকৃতির থ্রোট মাইক্রোফোন ধরিয়ে দিলেন লয়েড। 'গাড়িতে চড়েই পরে ফেলবেন এটা,' বললেন তিনি। 'জিনিসটা ভয়েস-অ্যাকটিভেটেড, আপনি কথা বললেই শুনতে পাব

আমরা। কোনও সমস্যা বা বিপদে পড়লে শুধু উচ্চারণ করবেন, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আপনার পাশে চলে আসবে সার্জেন্ট জন রিড। বুঝতে পারছেন?'

'পারছি।'

দুটো এলিভেটরে চড়ে নীচে নামল ওরা। দালানের বাইরে বেরিয়ে আসার পর শাহানা আর রানাকে আরেকবার দৃষ্টি বিনিময় করতে হলো।

অফিস বিল্ডিঙের সামনের চত্বরে মোটরগাড়ির একটা বহর দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারজন পুলিশ মোটরসাইকেল আউটরাইডার, দুজন সামনে আর দুজন পিছনে। ছয়টা জলপাই রঙের সিডান। আউটরাইডার আর সিডানগুলোর মাঝখানে একজোড়া হেভি-ডিউটি আর্মারড ভেহিকেল, হামভি। দুটোই কালো, জানালায় গাঢ় রঙের কাঁচ।

গাড়ির বহরটাকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এম-সিক্সটিন হাতে অন্তত পনেরোজন গ্রিন বেরেট। ঝম ঝম বৃষ্টি খুদে বর্শার মত আঘাত করছে তাদের হেলমেটে। তারা খেয়াল করছে বলে মনে হলো না।

দ্রুত পায়ে দ্বিতীয় হামভির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন কর্নেল লয়েড, শাহানার জন্য দরজাটা খুলে দিলেন। গাড়িতে চড়ছে শাহানা, তার হাতে মোটা একটা ম্যানিলা এনভেলপ ধরিয়ে দিলেন তিনি, বললেন, 'এটার ওপর একবার চোখ বুলান। প্লেনে ওঠার পর আপনাদেরকে আরও কিছু তথ্য দেব।'

শাহানার পিছু নিয়ে গাড়িতে উঠল রানা, এনভেলাপটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'ভাষা সংক্রান্ত কিছু না হলে আপনিই মাথা ঘামান।'

সাইরেন বাজিয়ে সামনে ছুটছে মোটরসাইকেল আউটরাইডাররা। যেন আগে থেকেই নির্দেশ দেওয়া ছিল, রাস্তা পরিষ্কার করে রেখেছে ট্রাফিক পুলিশ। সারাটা পথ সবুজ আলো পাচ্ছে ওদের মোটর বহর।

গাড়ির ভিতরে বসে শাহানার দেওয়া এনভেলপটা খুলল রানা, ওর পাশে বসা শাহানাও দেখছে সেটা। প্রথমে নামের একটা তালিকা দেখল ওরা—

খুসকো ইনভেস্টিগেশন টিম

১। জভানি লয়েড—ডারপা, প্রজেক্ট লিডার, নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্ট।
২। রজার বোল্ডউইন—ডারপা, নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্ট।
৩। ক্রিস্টাল হারবিন—ডারপা, থিওরিটিকাল ফিযিসিস্ট।
৪। ম্যাক্স রাইট—স্ট্যানফোর্ড, অ্যানথ্রপলজিস্ট।
৫। ডক্টর শাহানা সাজিদ, পেনসিলভানিয়া, লিঙ্গুইস্ট।

সশস্ত্র বাহিনী সদস্য

১। ডন লেভিন—ইউএস আর্মি (জিবি) ক্যাপটেন।
২। জন রিড—ইউএস আর্মি (জিবি) সার্জেন্ট।
৩। মরিস বেকার—ইউএস আর্মি (জিবি) করপোরাল।
৪। উইল ডুরান্ট—ইউএস আর্মি (জিবি) করপোরাল।
৫। রেমন হেকম্যান—ইউএস আর্মি (জিবি) করপোরাল।

পাতা ওল্টাতে নিউজ পেপার কাটিং-এর একটা ফটোকপি দেখতে পেল ওরা। ফ্রেঞ্চ ভাষায় ছাপা। হেডিংটা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়:

'পাহাড়চূড়ার মঠে পাইকারী সন্ন্যাসী হত্যা।'

নীচের লেখাটা পড়ল ওরা। মাত্র গতকালের খবর এটা, ৩ জানুয়ারির। ফ্রেঞ্চ পিরানিজের মঠের ভিতরে খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের একটা দলকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে।

ফ্রেঞ্চ সরকারের বিশ্বাস, আলজিরিয়ার ব্যাপারে তাদের নীতির বিরোধিতাকারী একটা ইসলামী জঙ্গি গ্রুপ এই হামলার জন্য দায়ী। সব মিলিয়ে আঠারোজন সন্ন্যাসীকে হত্যা করা হয়েছে।

ফোল্ডারের পরের আইটেমও একটা নিউজপেপার কাটিং, 'লস অ্যাঞ্জেলিস টাইম' থেকে নেওয়া। তারিখটা গত বছরের, হেডিংটা যেন চিৎকার করছে:

নিহত ফেডারেল অফিসারদের লাশ পাওয়া গেছে রকিতে

খবরটায় বলা হয়েছে, ইউএস ফিশ অ্যাণ্ড ওয়াইল্ডলাইফ সার্ভিসের দুজন সদস্যের খুন করা লাশ পাওয়া গেছে হেলেনা, মনটানায়। দুই অফিসারেরই চামড়া তুলে নেওয়া হয়েছে। এফবিআইকে ডাকা হয়েছে। তাদের সন্দেহ এটা স্থানীয় একটি জঙ্গি গ্রুপের কাজ, যাদের আচরণ দেখে মনে হয় যে-কোনও ফেডারেল এজেন্সির প্রতি তাদের ঘৃণা আর শত্রুতা আছে। ধারণা করা হচ্ছে, চামড়ার লোভে জঙ্গিরা যখন বেআইনীভাবে শিকার করছিল, ওয়াইল্ডলাইফ অফিসাররা তাদের সামনে পড়ে যায়। পশুর চামড়া ছাড়ানোর বদলে জঙ্গিরা রেঞ্জারদের ছাল তুলে নেয়।

পাতা ওল্টাল রানা।

ফোল্ডারের পরবর্তী আইটেম একটা ফটোকপি, সম্ভবত কোনও ইউনিভার্সিটি জার্নাল থেকে নেওয়া হয়েছে। আর্টিকেলটা জার্মান ভাষায়, রুডলফ হাইন নামে একজন বিজ্ঞানী লিখেছেন, বছরখানেক আগে।

লেখাটা দুজনেই পড়ল ওরা। পেরুর জঙ্গলে উল্কা পতনের ফলে তৈরি একটা গর্ত খুঁজে পাওয়া নিয়ে লেখা।

আর্টিকেলের নীচে পুলিশ বিভাগের একজন প্যাথোলজিস্ট-এর রিপোর্ট রয়েছে, সেটাও জার্মান ভাষায়। যে লাশটা পোস্টমর্টেম করা হয়েছে সেটা বিজ্ঞানী রুডলফ হাইন-এর।

প্যাথোলজিস্ট-এর রিপোর্টের নীচে আরও অনেক কাগজ রয়েছে, নানা ধরনের লাল স্ট্যাম্পে ঢাকা–টপ সিক্রেট, আইজ ওনলি; ইউএস আর্মি পারসোনেল আইজ ওনলি। নেড়েচেড়ে দেখল রানা। বেশিরভাগই গাণিতিক সমীকরণে ভরা, যার কোন তাৎপর্য নেই ওদের কাছে।

এরপর রয়েছে একগাদা মেমো, ওরা চেনে না এমন সব লোকের নামে। তবে এরকম একটা কাগজে শাহানার নামটা দেখতে পেল ওরা–

'জানুয়ারি ৩, আর্মি ইন্টারনেট···

প্রেরক–জভানি লয়েড

প্রাপক–খুসকোর সব টিম মেম্বার

বিষয়—সুপারনোভা মিশন

'ডক্টর শাহানা সাজিদের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা বিশেষ জরুরি। মিশন সফল করতে হলে তাঁর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

'আশা করা হচ্ছে প্যাকেজটা কাল, ৪ জানুয়ারি দুপুর বারোটার সময় নিউয়ার্কে পৌঁছাবে। সব সদস্যকে ট্র্যান্সপোর্ট-এ জড়ো করা ইকুইপমেন্ট বুঝে নিতে হবে সকাল নটায়।'

মোটরের বহর নিউয়ার্ক এয়ারপোর্টে পৌঁছাল। গাড়ির লম্বা লাইন সাইক্লোন ফেন্স-এ বসানো গেট পার হয়ে একটা প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপের দিকে ছুটছে।

ওদের জন্য টারমাকে অপেক্ষা করছে প্রকাণ্ড একটা ক্যামোফ্লাজড কার্গো প্লেন। দুশো গজ ডান পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমান বাহিনীর একটা ছোট প্যাসেঞ্জার প্লেন। হামভি দুটো সেটার পাশেই থামল। একে একে নীচে নামল রানা, শাহানা, প্রফেসর ইবসেন, শ্রেয়া আর হায়দার শরিফ। দ্বিতীয় গাড়ি থেকে নামলেন কর্নেল লয়েড ও সার্জেণ্ট জন রিড।

হাসিমুখেই মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিল শ্রেয়া। প্রফেসর ইবসেন শাহানাকে কথা দিলেন প্লেন থেকে নেমে তিনি নিজের গাড়িতে করে শ্রেয়াকে তার হোস্টেলে পৌঁছে দেবেন। তাঁকে আর শ্রেয়াকে নিয়ে চার্টার করা প্লেন চলে গেল।

হামভিতে চড়ে কার্গো প্লেনের পাশে চলে এল ওরা সবাই। এটার পিছনে একটা কার্গো র‍্যাম্প নিচু করা হয়েছে, ফলে টারমাক ছুঁয়েছে সেটা। হামভি থেকে দ্বিতীয় বার নীচে নামবার সময় রানা দেখল র‍্যাম্প বেয়ে বিরাট একটা আর্মি ট্রাক উঠে যাচ্ছে প্লেনের পিছনে।

বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র, শাহানার পাশে চলে এল সার্জেণ্ট রিড। তারপরই শোনা গেল যেন কোনও দৈত্যের গর্জন, আকাশ থেকে নেমে আসছে।

পুরানো একটা এফ-ফিফটিন-সি ঈগল, ক্যামোফ্লাজ কালার খয়েরি আর সবুজে রঙ করা, লেজে লেখা 'আর্মি'। মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ফিরে এল আবার, ল্যাণ্ড করল ওদের সামনের ভেজা টারমাকে।

ফাইটার প্লেনের চাকা রানওয়ের উপর ঘুরে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে ফিরে আসছে ওদের দিকে, এই সময় রানার কনুই স্পর্শ করে লয়েড বললেন, 'আসুন।' প্রকাণ্ড কার্গো প্লেনটার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন ওকে। 'বাকি সবাই এরইমধ্যে প্লেনে উঠে পড়েছে।' রানা দেখল ওদের পিছনে সার্জেণ্ট রিড শাহানাকেও পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে, তাদের পিছনে রয়েছে শরিফ।

এগোচ্ছে ওরা, কার্গো প্লেনের খোলা দরজায় উদয় হলো একটি মেয়ে। তাকে দেখামাত্র চিনতে পারল রানা।

'হাই, রানা।' হাসল ক্রিস্টাল হারবিন।

'হ্যালো, ক্রিস্টাল।'

চুল কেটে ছোট করে ফেলেছে, এ ছাড়া কিছুই বদলায়নি ক্রিস্টালের, বয়সটাও যেন আগের সেই পঁচিশেই স্থির হয়ে আছে। মনে পড়ল রানার, বছর সাতেক আগে তার মাথায় ছিল চকলেট রঙের এক গাদা ঢেউ। তার বদলে এখন তার চুল ছোট,

সরল আর লালচে দেখাচ্ছে। দাঁড়াবার ভঙ্গিটিও সেই আগের মত–বড়সড় কার্গো প্লেনের দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়েছে, হাত দুটো বুকে ভাঁজ করা। লম্বা, সেক্সি, নমনীয়, অ্যাথলেটিক।

'অনেকদিন পর,' বলল সে।

'হ্যাঁ, অনেকদিন'।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তা কেমন আছ, ক্রিস্টাল?'

'মিশনটা নিয়ে আমরা সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে আছি,' বলল ক্রিস্টাল। 'রোজ তো আর মানুষ ট্রেজার হান্টে বেরোয় না!'

'এটা তাই বুঝি?' সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় রানা লক্ষ করল ক্রিস্টালের আঙুলে বিয়ের আঙটি রয়েছে।

'দেখা যাচ্ছে, শুধু পরিচয় নয়, রীতিমত খাতিরও আছে!' ওদের খানিক পিছন থেকে হেসে উঠে বললেন লয়েড।

উত্তরে ওরা কেউ কিছু বলবার আগে জোরাল একটা যান্ত্রিক গোঙানি ভেসে এল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে রানা দেখল কার্গো প্লেনের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে থামল ফাইটার এফ-ফিফটিন। পরমুহূর্তে ওটার ক্যানাপি খুলে গেল, লাফ দিয়ে ভেজা টারমাকে নামল পাইলট, ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে ওদের দিকে ছুটে আসছে। হাতে একটা ব্রিফকেস।

সোজা লয়েডের সামনে এসে দাঁড়াল পাইলট, বাড়িয়ে ধরল হাতের ব্রিফকেস। 'ডক্টর লয়েড,' বলল সে। 'ম্যানুস্ক্রিপ্টটা।'

ব্রিফকেস নিয়ে হন হন করে রানা আর শাহানার কাছে চলে এলেন লয়েড। 'অল রাইট,' বললেন তিনি, 'আমাদের শো শুরু হলো।'

দৈত্যাকার কার্গো প্লেনটা সগর্জনে রানওয়ে ধরে ছুটছে। তারপর বেশ জোরাল একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে পড়ল মেঘলা আকাশে।

এটা লকহিড কোম্পানির সি-হানড্রেড থারটি হারকিউলিস। ভিতরটা দু'ভাগে ভাগ করা–নীচে কার্গো হোল্ড, উপরে প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেণ্ট। শাহানার পাশে উপরের সেকশনে বসেছে রানা, অভিযানে অংশ নিচ্ছে এমন চারজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে। ওদের সঙ্গী হিসাবে পাঁচজন গ্রিন বেরেট রয়েছে, তাদের সঙ্গে কার্গো হোল্ডে বসেছে শরিফ। সৈনিকরা ওখানে অস্ত্রশস্ত্র চেক করে সাজিয়ে রেখেছে সকাল ন'টায়। অতিরিক্ত অস্ত্রও আছে, লয়েডের নির্দেশে সেখান থেকে নিজের পছন্দমত অস্ত্র বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে শরিফকে।

চার সিভিলিয়ানের মধ্যে দু'জনকে চেনে রানা–জভানি লয়েড আর ক্রিস্টাল হারবিন।

'পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় পরেও পাওয়া যাবে,' বললেন লয়েড, শাহানার পাশে বসে ব্রিফকেসটা নিজের কোলের উপর রাখলেন এবার। 'জরুরি হলো কাজটা শুরু করা।' ব্রিফকেসটা খুলছেন তিনি।

'বলবেন কি, কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল রানা।

'ও, হ্যাঁ, অবশ্যই,' জবাব দিলেন লয়েড। 'আগে বলতে পারিনি, সেজন্যে দুঃখিত; তবে আপনার অফিস সুরক্ষিত ছিল না। জানালাগুলো হয়তো লেইযড

ছিল।'

রানার জবাবের অপেক্ষায় না থেকে বলেই চলেছেন লয়েড।

'...আমরা যখন আপনার অফিসের মত কোথাও বসে কথা বলি, আমাদের কণ্ঠস্বর জানালাগুলোকে কাঁপিয়ে দেয়। বেশিরভাগ নতুন অফিস টাওয়ারে ডিরেকশনাল লিসনিং ডিভাইস যাতে কাজ করতে না পারে তার ব্যবস্থা রাখা হয়, জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রনিক জ্যামিং সিগনাল পাঠানো যায়। কিন্তু পুরানো বিল্ডিঙে সুবিধেটা নেই।'

'তো কোথায় যেন যাচ্ছি আমরা?' আবার জানতে চাইল রানা।

'খুসকো-য়, পেরুতে। ১৫৩২ সালে স্প্যানিশ অভিযাত্রীরা পৌছাবার আগে খুসকো ছিল ইনকা সাম্রাজ্যের রাজধানী,' বললেন লয়েড। 'এখন সেটা বড় একটা মফঃস্বল শহরের মত, অল্প কিছু ইনকান ধ্বংসাবশেষ আছে। ট্যুরিস্টদের জন্যে বিরাট একটা আকর্ষণ, অন্তত আমাকে সেই রকমই ধারণা দেয়া হয়েছে। এটা আমাদের নন-স্টপ ফ্লাইট, মাঝ আকাশে বার দুয়েক রিফুয়েলিং দরকার হবে।'

ব্রিফকেস খুলে এক গাদা কাগজ বের করলেন তিনি। এ-থ্রি আকারের চল্লিশটার মত পাতা। প্রথম পাতাটায় চোখ বুলাল রানা আর শাহানা। রঙিন একটা প্রচ্ছদের জিরক্স কপি। সেই ম্যানুস্ক্রিপ্টটা, লয়েড যেটার কথা শাহানাকে আগেই বলেছেন। অন্তত তার একটা ফটোকপি।

কাগজের বাণ্ডিলটা শাহানার হাতে ধরিয়ে দিলেন লয়েড। 'এটার কারণেই আপনারা এখানে।'

মধ্যযুগের ল্যাটিন পাণ্ডুলিপি আগেও অনেক দেখেছে শাহানা, ছাপাখানা আবিষ্কার না হওয়ায় নিবেদিতপ্রাণ সন্ন্যাসীরা হাতে লিখে কপি করত। এ ধরনের পাণ্ডুলিপির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল অক্ষরগুলোর ডিজাইন সচেতনভাবে জটিল করে তোলা। শোনা যায় কোনও কোনও সন্ন্যাসী মাত্র একটা পাণ্ডুলিপি নকল করতে নিজের পুরো জীবনটাই পার করে দিত।

তবে শাহানার হাতের এই পাণ্ডুলিপি সেরকম কিছু নয়। এটা সরল হরফে লেখা, ভাষাটা অবশ্য মধ্যযুগের ল্যাটিন হওয়ায় বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কারও পক্ষে পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়।

পাতা ওল্টাল শাহানা। তিনটে লাইন পড়ল সে। তারপর অনুবাদ করে শোনাল রানাকে—

'ইনকাদের মাটিতে একজন সন্ন্যাসীর সত্যিকার ভূমিকা: হোসে ওর্তেগার লেখা একটি পাণ্ডুলিপি।' তারিখ দেওয়া হয়েছে—১৫৬৫।

লয়েডের দিকে ফিরল রানা। 'বেশ। এবার শোনা যাক, আপনার এই মিশনটা কী নিয়ে।'

ব্যাখ্যা করলেন লয়েড।

১৫৩২ সালে স্প্যানিশ অভিযাত্রীদের পাশাপাশি কাজ করবার জন্য ব্রাদার হোসে ওর্তেগাকে পেরুতে পাঠানো হয়। ওই সময় স্প্যানিশ অভিযাত্রী বলতে বোঝাত বিজয়ী দখলদার বাহিনী; তারা যখন গোটা দেশ জুড়ে মেয়েদের ধর্ষণ

করছে আর শহরগুলোয় লুঠতরাজ চালাচ্ছে, আশা করা হচ্ছিল হোসে ওর্তেগার মত সন্ন্যাসীরা তখন স্থানীয় রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রতিনিধি হিসাবে ধর্মান্তরিত করার মাধ্যমে ইনকাদের খ্রিস্টান বানাবে।

ওর্তেগা ইউরোপে ফিরে আসবার পর, ১৫৬৫ সালে লেখাটা লিখলেও, বলা হয় তার পাণ্ডুলিপিতে ১৫৩৫ সালের একটা ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, ঠিক যে-সময় ফ্রান্সিসকো পিজারো আর তার সহ অভিযাত্রীরা পেরু দখল করে নেয়। সেই সময়কার সন্ন্যাসীদের ভাষ্য অনুসারে, পাণ্ডুলিপিটা যারা পড়েছিল, গল্পটা লেখা হয়েছে একজন ইনকা রাজপুত্রকে নিয়ে। রাজধানী খুসকো বেদখল হয়ে যাওয়ার সময় পাঁচিল ঘেরা শহর থেকে ইনকাদের সবচেয়ে পবিত্র মূর্তি নিয়ে পেরুর পুবদিকের জঙ্গলে পালিয়ে যায় এই রাজপুত্র। কিন্তু হার্নান্দো পিজারো তাকে ধাওয়া করে।

নিজের সিটে ঘুরে গেলেন লয়েড। 'ম্যাক্স,' আইল-এর ওদিকে বসা চশমা পরা টেকো এক লোককে বললেন তিনি, 'আমাকে একটু সাহায্য করুন। ডক্টর শাহানা আর তাঁর বন্ধুকে মূর্তির গল্পটা শোনাতে চাইছি আমি।'

নিজের সিট থেকে উঠে এসে রানা আর শাহানার সামনের একটা সিটে বসলেন ম্যাক্স রাইট। দেখেই বোঝা যায় বইয়ের পোকা, টাকটা মাথার তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে, ফিটফাট থাকতে পছন্দ করেন।

'ডক্টর শাহানা সাজিদ। মিস্টার মাসুদ রানা,' পরিচয় করিয়ে দিলেন লয়েড। 'ম্যাক্স রাইট, স্ট্যানফোর্ড, অ্যানথ্রপলজিস্ট। ওঁর আরেকটা পরিচয়, সৌখিন আর্কিওলজিস্ট। মধ্য আর দক্ষিণ আমেরিকান কালচার সম্পর্কে এক্সপার্ট। মায়ান, অ্যাজটেক, ওলমেকস আর ইনকা সংস্কৃতি আরকী।'

হাসলেন রাইট। 'আপনারা তা হলে মূর্তিটা সম্পর্কে জানতে চান?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যদি জানান।'

'ইনকারা ওটাকে "জনগণের আত্মা" বলত,' শুরু হলো রাইটের গল্প। 'জিনিসটা পাথরের তৈরি, তবে সে আশ্চর্য এক পাথর–চকচকে কালো, রক্তবেগুনী রঙের অতি সূক্ষ্ম শিরা চলে গেছে ভেতর দিয়ে।

'ইনকাদের সবচেয়ে মূল্যবান মূর্তি ছিল ওটা। নিজেদের আত্মা আর হৃৎপিণ্ড বলে মনে করত ওটাকে তারা, মনে করত নিজেদের সমস্ত শক্তির উৎস। আসলেও ওটার জাদুকরী শক্তি সম্পর্কে নানান গল্প প্রচলিত ছিল–কীভাবে হিংস্র জন্তুকে পোষ মানায়, পানিতে ডোবালে কীভাবে গান গায়।'

'কী?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'গান গায়?'

'ঠিকই শুনেছেন,' বললেন রাইট। 'গান গায়।'

'বেশ। তা মূর্তিটা দেখতে কেমন?'

'পেরু দখলের ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেকের লেখাতেই মূর্তিটার বিবরণ আছে, কিন্তু একটার সঙ্গে আরেকটা মেলে না। কেউ লিখেছেন এক ফুট উঁচু, কেউ লিখেছেন ছয় ইঞ্চি; কারও বর্ণনায় অত্যন্ত নিখুঁত শিল্পকর্ম, স্পর্শ করলে মসৃণ লাগে, অন্য একজন বলেছেন কিনারাগুলো তীক্ষ্ণ আর কর্কশ। তবে প্রত্যেকের বর্ণনা একটি বিষয়ে মিলে যায়–মূর্তিটা হিংস্র প্যান্থারের মাথার আদলে তৈরি।'

সিটের কিনারা থেকে সামনের দিকে ঝুঁকলেন রাইট। 'শোনার পর থেকেই ওটাকে পাবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে পিজারো। অস্থিরতা জেদে পরিণত হয় পাচাকামাক-এর মন্দিরের পুরোহিতরা তার নাকের সামনে থেকে মূর্তিটা নিয়ে ভেগে যাওয়ায়।

'পেরুতে আসা পিজারো ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর ছিল এই হার্নান্দোই। আজ বোধহয় আমরা তাকে সাইকোপ্যাথ বলতে পারি। কিছু রিপোর্ট থেকে জানা যায় একটা গ্রামের সমস্ত লোকের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে সে, শুধু খেয়ালের বশে, মজা পাওয়ার জন্যে। আর মূর্তিটাকে খুঁজে বের করা তার একটা অবসেশান হয়ে ওঠে। একের পর এক গ্রাম আর শহরে হন্যে হয়ে ফিরেছে সে, সবাইকে জিজ্ঞেস করেছে মূর্তিটা কোথায়। কিন্তু যত মানুষকেই টরচার করুক, যত গ্রামই জ্বালিয়ে দিক, ইনকারা তাকে বলবে না কোথায় আছে তাদের পবিত্র মূর্তি।

'তবে ১৫৩৫ সালে কীভাবে যেন জেনে ফেলে হার্নান্দো কোথায় রাখা হয়েছে সেটা। বেদখল হয়ে যাওয়া খুসকো শহরের মাঝখানে কোরিকানচা, বিখ্যাত সূর্যমন্দিরে; পাথরের তৈরি বিরাট একটা ভল্টের ভেতরে।

'হার্নান্দোর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, খুসকোয় পা দিয়েই সে দেখল লার্দিয়া কোজাক নামে এক তরুণ ইনকা রাজপুত্র মূর্তিটা নিয়ে স্প্যানিশ আর ইনকান ফ্রন্টলাইনের ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাচ্ছে। মধ্যযুগের সন্ন্যাসীদের ভাষ্য অনুসারে, খুসকো থেকে রাজপুত্র কোজাকের পালানো আর তাকে ধাওয়া করার রোমাঞ্চকর কাহিনিই ওর্তেগার পাণ্ডুলিপিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেটা আন্দেজ পর্বতমালা পার হয়ে আমাজন রেইন ফরেস্টে শেষ হয়।'

'শুধু তাই নয়,' বললেন লয়েড। 'জনগণের আত্মা কোথায় আছে, তাও নাকি বলা হয়েছে ওটায়।'

অর্থাৎ, ভাবল রানা, কিংবদন্তীর সে-ই মূর্তিটা উদ্ধার করতে চাইছে ওরা। তবে কিছু বলল না ও, এর কোনও বিশেষ অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না বলে। মার্কিন আর্মি নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্টদের একটা টিমকে নিখোঁজ ইনকার মূর্তি উদ্ধার করে আনতে দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠাবে কেন? তা-ও সাড়ে চারশো বছরের পুরানো একটা ল্যাটিন ম্যানুস্ক্রিপ্টের উপর ভিত্তি করে! এ তো জলদস্যুদের ট্রেজার ম্যাপ অনুসরণ করার মত একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

'জানি আপনারা কী ভাবছেন,' বললেন লয়েড। 'দুই হপ্তা আগে আমাকে কেউ এই গল্প শোনালে আমিও তা-ই ভাবতাম। কিন্তু দুই হপ্তা আগে কেউ এমনকী জানতই না ওর্তেগা ম্যানুস্ক্রিপ্ট কোথায় আছে।'

'এখন তো জিনিসটা পেয়েছেন,' বলল শাহানা।

'না,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন লয়েড। 'আমরা ওটার একটা কপি পেয়েছি। মূল পাণ্ডুলিপি আরেকজনের কাছে আছে।'

'কার কাছে?'

ইঙ্গিতে রানার কোলের উপর পড়ে থাকা ফোল্ডারটা দেখালেন লয়েড। 'আমার দেয়া নিউজ পেপার কাটিঙের ফটোকপিটা পড়েননি? ফ্রেঞ্চ পিরানিজের মঠে খ্রিস্টান সন্ন্যাসীরা যে খুন হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ...'

'ফ্রেঞ্চ পুলিশ আর প্রেস এর জন্যে আলজিরিয়ান সন্ত্রাসীদের দায়ী করলেও, তা সত্যি নয়,' বললেন লয়েড। 'পুলিশ বা প্রেস জানতে পারেনি একজন সন্ন্যাসী বেঁচে যায়। অল্পবয়েসি এক আমেরিকান, ওই মঠে শুভেচ্ছা সফরে ছিল। ওখান থেকে পালিয়ে মার্কিন দূতাবাসে আশ্রয় নেয় সে। ওখানকার সিআইএ কর্মকর্তা কথা বলেন তার সঙ্গে।'

'তারপর?'

'মার্কিন সন্ন্যাসী জানিয়েছে খুনিরা ছিল শ্বেতাঙ্গ, মুখে পরে ছিল কালো স্কি মাস্ক। নিজেদের মধ্যে তারা কথা বলছিল জার্মান ভাষায়। তাদের লিডার সন্ন্যাসীদেরকে খুন করে।' ব্রিফকেস থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করলেন লয়েড। 'আমাদের বিশ্বাস করার কারণ আছে, এই হলো সে-ই খুনিটা। ব্রায়ান ইকো। গোপন নিও-নাৎসি আন্দোলনের বর্তমান লিডার।'

ফটোটা হাতে নিয়ে ভাল করে দেখল রানা। এইট-বাই-টেন সাইজ। লোকটা লম্বা, কাঁধ দুটো চওড়া। বাম হাতের একটা আঙুল নেই। ব্রায়ান ইকো। কয়েক বছর আগে নামটা শুনেছে ও। দেখেছে কিনা মনে পড়ছে না। এই লোকের স্ত্রীর নাম অ্যানাবেলা। অ্যানাবেলার ভাই ছিল হিউগো হারমান।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। ভাবল, তার মানে দাঁড়াচ্ছে, নিও-নাৎসিদের সেই দলটাকে পুরোপুরি ধ্বংস করা যায়নি। কয়েক বছর যেতে না যেতেই আবার তারা মাথা তুলতে চাইছে।

'বাম হাতটা দেখুন,' বললেন লয়েড। 'গোপনে জার্মানিতে গিয়ে সংগঠনের কাজ শুরু করেছিল, পুলিশ খবর পেয়ে তাকে অ্যারেস্ট করতে যায়। ছোটখাট একটা বন্দুকযুদ্ধ হয় সেখানে। সমর্থকদের চারটে লাশ ফেলে পালিয়ে যায় ব্রায়ান ইকো, নিজেরও একটা আঙুল হারাতে হয়েছে ওকে।

'শোনা যায়, তার দলে জার্মান সরকারের একজন স্পাই লুকিয়ে আছে। পাণ্ডুলিপির একটা কপি সে নাকি জার্মান ইন্টেলিজেন্সের কাছে পাচার করেছে।'

'অর্থাৎ জার্মানদের কাছে মূল পাণ্ডুলিপিটা চলে গেছে,' বলল রানা। 'এই কপিটা আপনারা পেলেন কীভাবে?'

'ওর্তেগার নিজের হাতে লেখাটাই মঠের সন্ন্যাসীরা নিও-নাৎসিদেরকে দেয়,' বললেন লয়েড। 'সেটা অলংকৃত ছিল। জার্মানদেরকে তারা বলেনি যে ১৫৯৯ সালে, ওর্তেগা মারা যাবার ত্রিশ বছর পর, আরেকজন ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসী তার পাণ্ডুলিপি নকল করতে শুরু করে; রাজাদের পড়ার উপযোগী করার জন্যে অলঙ্করণের আশ্রয় নেয়নি সে। তবে কাজটা শেষ করার আগেই দ্বিতীয় সন্ন্যাসী মারা যায়। এই দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি, আংশিক কপি করা, স্যান সেবাস্তিয়ান অ্যাবিতেই রাখা হয়েছিল। সেই পাণ্ডুলিপিরই জিরক্স কপি এটা...'

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল শাহানা। 'এক মিনিট। একটা ইনকান মূর্তি নিয়ে এত কাড়াকাড়ি, খুনোখুনি কেন? চারশো বছরের পুরানো একটা পাথর কার কী কাজে লাগবে?'

লয়েডের চেহারায় গম্ভীর হাসি ফুটল। 'তা হলে শুনুন, ডক্টর শাহানা। আমরা

মূর্তিটা চাইছি না, আমরা চাইছি যে উপাদান দিয়ে ওটা তৈরি হয়েছে—পাথরটা।'

'বুঝলাম না।'

'ডক্টর, আমাদের বিশ্বাস: একটা উল্কার পাথর দিয়ে মূর্তিটা তৈরি করা হয়েছে।'

'ইউনিভার্সিটির জার্মান আর্টিকেল,' বলল রানা।

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন লয়েড। 'বন ভার্সিটির প্রফেসর রুডলফ হাইনের লেখা। অকালে চলে যাবার আগে খুসকো থেকে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ-পুবে, পেরুর গভীর জঙ্গলে এক মাইল চওড়া একটা গর্ত স্টাডি করছিলেন তিনি। গর্তটার আকার আর সেটার ওপর জঙ্গল বেড়ে ওটার গতি মেপে সিদ্ধান্তে পৌঁছান, ১৪৬০ থেকে ১৪৭০ সালের মধ্যে কোনও এক সময় দুই ফুট ডয়ামিটারের একটা হাই-ডেনসিটি উল্কা পড়েছিল ওখানে।'

'দক্ষিণ আমেরিকায় ইনকাদের উত্থানের সঙ্গে সময়টা মিলে যায়,' বললেন রাইট।

'আমাদের জন্যে আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো,' বললেন লয়েড, 'গর্তের গায়ে প্রফেসর হাইনের একটা আবিষ্কার। নমুনাটা তিনি দেয়ালে পান। থাইরিয়াম-২৬১ নামে পরিচিত।'

'কী সেটা?'

'কমন এলিমেন্ট থাইরিয়ামেরই একটা বিরল আইসোটোপ,' জবাব দিলেন লয়েড। 'জিনিসটা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। আসলে থাইরিয়াম এখানে শুধু শিলার আদলে পাওয়া গেছে, দুটো সূর্য আছে এমন একটা সোলার সিস্টেম থেকে উল্কা কিংবা গ্রহাণুর মাধ্যমে পৃথিবীতে এসে পড়েছে দু'চার লাখ বছরে এক-আধ আউন্স। যুগ্ম সূর্যের এলাকা থেকে আসায় দুনিয়ার যে-কোন ভারী পদার্থের চেয়ে এটার ঘনত্ব অনেক বেশি।'

ধীরে ধীরে ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে রানার কাছে। 'থাইরিয়াম দিয়ে কী করা যায়?' জানতে চাইল ও।

'কর্নেল!' হঠাৎ কে যেন ডাকল।

শাহানা, লয়েড, রানা আর রাইট, চারজনই ঘাড় ফেরাল। আরেক বিজ্ঞানী, রজার বোল্ডউইনকে দেখা গেল ককপিট থেকে বেরিয়ে আইল ধরে হন হন করে ওদের দিকে হেঁটে আসছেন। ভদ্রলোক যথেষ্ট লম্বা, একহারা; লম্বাটে মুখ, সরু চোখ। ডারপার সদস্য, নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্ট। প্রথমবার দেখেই রানার মনে হয়েছিল, লোকটার মধ্যে বোধহয় রসকষ বলে কিছু নেই।

'কর্নেল,' বললেন তিনি। 'আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে।'

'কী সমস্যা?' জানতে চাইলেন লয়েড।

'ডারপা হেডকোয়ার্টার থেকে প্রচার করা একটা প্রায়োরিটি অ্যালার্ট ধরেছি আমরা।'

'কী বিষয়ে?' আবার প্রশ্ন করলেন লয়েড।

বড় করে শ্বাস নিল বোল্ডউইন। 'আজ ভোরের দিকে লোক ঢুকেছিল ওখানে। সতেরোজন সিকিউরিটি স্টাফ খুন হয়েছে। নাইট গার্ডরা সবাই।'

লয়েডের মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল। 'তারা নিশ্চয়ই–'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকালেন বোল্ডউইন। 'সুপারনোভা নিয়ে গেছে।'

এক মুহূর্ত সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকলেন লয়েড।

'শুধু ওটাই নিয়ে গেছে,' বললেন বোল্ডউইন। 'তারা জানত জিনিসটা কোথায় রাখা হয়েছে। ভল্ট রুমে ঢোকার কোড জানত। তালায় ফিট করবে এমন কার্ড-কি নিয়ে এসেছিল। আমাদেরকে ধরে নিতে হবে ডিভাইসটায় যে টাইটানিয়াম এয়ার লক আছে, তার কোডও তারা জানে; হয়তো কীভাবে ডিটোনেট করতে হবে তা-ও তাদের জানা আছে।

'ধারণা করা যাচ্ছে, কাদের কাজ হতে পারে?'

'এনসিআইএস ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখছে। প্রাথমিক লক্ষণ দেখে সন্দেহ করা হচ্ছে সাবেক আর্মি অফিসারদের নিয়ে গড়ে ওঠা একটা মাফিয়া দলকে–টেক্সাস আর্মি।'

'শিট!' বললেন লয়েড। 'শিট! তারমানে মূর্তিটার কথা জানে তারা।'

'মনে হয়।'

'সেক্ষেত্রে আমাদেরকেই ওখানে প্রথমে পৌঁছাতে হবে।'

'ঠিক তাই,' বললেন বোল্ডউইন।

রানা ভাবছে, ডারপা হেডকোয়ার্টার থেকে চুরি যাওয়া সুপারনোভাটা কী জিনিস? টেক্সাস আর্মি সম্পর্কেও কিছু জানা নেই ওর।

দাঁড়ালেন লয়েড। 'কতটা এগিয়ে আছি আমরা?' জানতে চাইলেন তিনি।

'হয়তো তিন ঘণ্টা, আদৌ যদি এগিয়ে থাকি আর কী।'

'সেক্ষেত্রে দ্রুত মুভ করতে হবে।' ঘুরে শাহানার দিকে তাকালেন লয়েড। 'ডক্টর শাহানা, দুঃখিত, মিশনটার গুরুত্ব আর ঝুঁকি অনেক বেড়ে গেছে। নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের। খুসকোয় পৌঁছাবার আগেই পাণ্ডুলিপিটার অনুবাদ শেষ হওয়া চাই।'

কথা শেষ করে বোল্ডউইন আর রাইটকে নিয়ে প্লেনের আরেক অংশে চলে গেলেন লয়েড।

রানার দিকে একবার তাকিয়ে পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতাটা খুলল শাহানা। কাগজ-কলম আগেই দেওয়া হয়েছে তাকে, কাজটায় হাত দিল সে। শুরু করল এভাবে–

'আমার নাম হোসে ওর্তেগা। আর এই হলো আমার গল্প…'

চার

আমাদের প্রভুর ১৫৩৫ বছরের নবম মাসের প্রথম দিন। ইনকাদের রাজধানী খুসকো থেকে দশ মাইল উত্তরে, স্বদেশীদের একটা জেলখানা থেকে ইনকান রাজপুত্র তরুণ লার্দিয়া কোজাককে পালাতে সাহায্য করি আমি। অত্যন্ত সুদর্শন ছিল সে। চুল ছিল কালো আর লম্বা, চামড়া ছিল জলপাইয়ের মত মসৃণ। উল্লেখযোগ্য

জন্মদাগ–বাম জুলফির ভিতরে লুকানো লাল একটা জরুল–ত্রিভুজ আকৃতির।

সুদূর স্পেন থেকে পেরুতে ধর্ম প্রচার করতে এসে দেখি আমার দেশের সুসভ্য লোকেরা অসভ্য জংলীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে–গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করছে, ধর্ষণ করছে মেয়েদের। রাজা আর তাঁর আত্মীয়স্বজনকে ধরে ধরে জেলে ভরছে, নয়তো অকারণে হত্যা করছে। ঠিক এই সময় এক জেলখানায় ধর্ম প্রচার করতে ঢুকেছি, পরিচয় ঘটল রাজপুত্র লার্দিয়া কোজাকের সঙ্গে।

লার্দিয়া ছিল শিক্ষিত আর মেধাবি। বিনয়, নম্রতা, শ্রদ্ধাবোধ আর আন্তরিকতা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমরা, স্প্যানিয়ার্ডরা, মাত্র তিন বছর হলো তাদের দেশ প্রায় পুরোটা দখল করে নিয়েছি, এরইমধ্যে আমাদের ভাষা শিখে ফেলেছে সে। এই তরুণ রাজপুত্রকে আমার ভাল লেগে গেল। প্রায়ই জেলখানায় আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাই।

তারপর একদিন সে আমাকে তার মনের কথা খুলে বলল। বলল কী তার মিশন ছিল।

খুসকোয় একটা মূর্তি আছে। সেটা সাধারণ কোনও মূর্তি নয়। ইনকাদের সবচেয়ে পবিত্র মূর্তি। ধরা পড়বার সময় সেই মূর্তিটাকে উদ্ধার করার অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছিল লার্দিয়া। কিন্তু উত্তর জঙ্গলের ভয়ানক হিংস্র গোষ্ঠি চানকাসদের সাহায্য নিয়ে তাকে ধরার জন্য অ্যামবুশ পাতে গভর্নর।

যাই হোক, স্যান ভিসেন্টির সেই জেলখানায় যখনই লার্দিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেছি, তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকালে একজন চানকাস বন্দিকে দেখতে পেয়েছি আমি। কুৎসিত-কদাকার লোকটার নাম ছিল মারডো। জীবনে বোধহয় একবারও গোসল করেনি সে। চুল জট পাকিয়ে গেছে। সাদা হাড়ের চোখা করা একটা প্রান্ত তার বাম গালে বেঁধানো, চানকাসদের প্রথা অনুসারে।

মূর্তির গল্পটা বলবার দিন লার্দিয়ার মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। খুসকোয়, সূর্যমন্দির কোরিকানচা-র একটা ভল্টে সেটা লুকানো আছে। কিন্তু প্রহরীদের কথা শুনে লার্দিয়া জেনেছে, প্রাচীর ঘেরা রাজধানী খুসকোর ভিতরে ঢুকে পড়েছে স্প্যানিয়ার্ডরা, সেখানে তারা ধর্ষণ আর লুঠতরাজ চালাচ্ছে। এই অবস্থায় কীভাবে সে তাদের পবিত্র মূর্তি উদ্ধার করবে? ইতিমধ্যে প্রচার হয়ে গেছে গভর্নরের ভাই হার্নান্দো পিজারো মূর্তিটা পাবার জন্য চারদিকে হানা দিচ্ছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম।

তার কাতর ভাব আমাকে অস্থির করে তুলল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তাকে পালাতে সাহায্য করব।

লার্দিয়ার পরামর্শ অনুসারে সেদিন রাতে লুপাক নামে এক তরুণ ইনকার সাহায্যে নদীর মুখে দাঁড়ানো মাতাল দুজন প্রহরীকে হত্যা করি আমি। চাবি আর অস্ত্র নিয়ে জেলখানায় ঢুকি আমরা। শীতের রাত, প্রহরীদের উর্দির উপর গরম কম্বলে ঢাকা ছিল আমাদের শরীর। জেলখানার ভিতরে ঢুকে আরেকজন প্রহরীকে খুন করি আমরা।

চাবি থাকায় সেল থেকে লার্দিয়াকে বের করে আনতে কোনও সমস্যা হলো না। তবে তাকে নিয়ে আমাদের বেরিয়ে আসাটা অপলক চোখে দেখল মারডো।

মারডোর চোখের সামনেই নিহত প্রহরীর উর্দি খুলে পরে নিল কোজাক। সব দেখলেও, আমাদের সঙ্গে অস্ত্র থাকায় একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি মারডো।

বাইরে আমরা তিনটে ঘোড়া প্রস্তুত রেখেছিলাম, কাজেই খুসকোর পথে রওনা হতে কোন সমস্যায় পড়তে হলো না।

খুসকো শহরটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটা পার্বত্য উপত্যকার মাথায় বসে আছে। প্রাচীর ঘেরা শহরের দু'পাশে বইছে দুটো নদী, হুয়াটানাই আর টুলুমায়ো। নদী দুটো আসলে শহর রক্ষায় পরিখার কাজ করছে।

শহরের উত্তর প্রান্তে টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে রয়েছে পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড কেল্লা সাকসাইহুয়ামান। দুনিয়ার আর কোথাও এই দুর্গের মত আরেকটা কাঠামোর সন্ধান পাওয়া যাবে না। শুধু যে-আকার বড় তা নয়, কেল্লাটার নির্মাণশৈলীরও কোনও তুলনা হয় না।

খানিকটা পিরামিডের মত দেখতে কেল্লাটা, বিশাল তিনটে স্তরে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি স্তর একশো হাত উঁচু। প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে একেকটা একশো-টনী পাথরের ব্লক সাজিয়ে। ইনকাদের কামান নেই, তবে সেই অভাব তারা পুষিয়ে নিয়েছে অন্যভাবে–পাথর ব্যবহারের শিল্পটাকে উৎকর্ষ দান করে। পেস্ট দিয়ে পাথরকে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধার বদলে, কেল্লা থেকে শুরু করে মন্দির পর্যন্ত সব নির্মাণ কাজেই প্রকাণ্ড আকারের বোল্ডার একই আকৃতিতে কেটে পাশাপাশি আর উপরে-নীচে বসানো হয়, ফলে প্রতিটি বোল্ডার সংলগ্ন বোল্ডারের সঙ্গে নিখুঁতভাবে ফিট করে। এই দৈত্যাকার পাথরগুলো এতটা খাপে খাপে জোড়া লাগে, কাটার কাজ এত নিখুঁত হয়, একজোড়া পাথরের মাঝখানে ছুরির ফলা পর্যন্ত ঢোকানো যায় না।

প্রাচীর ঘেরা রাজধানী খুসকোয় ঢোকার সময় আমার দেশের যোদ্ধারা ইনকাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। কিন্তু ভিতরে ঢোকার পর তাদের ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়ল। স্থানীয় লোকজনকে হয় নির্দয় ভাবে খুন করল তারা, নয়তো ক্রীতদাস বানাল। স্থানীয় মেয়েরা হলো গণধর্ষণের শিকার। সারি সারি ওয়াগন ভর্তি করে সোনা নিয়ে এসে গলানো হলো। সোনার প্রতি স্প্যানিয়ার্ডদের এই লোভ দেখে ইনকারা তাদের নাম দিল সোনা-খেকো।

তারপর, ১৫৩৫-এ, লার্দিয়া কোজাকের ভাই সার্দিয়া কোজাক গভর্নরের উপদেষ্টার পদ ত্যাগ করে রাজধানী থেকে পাহাড়ে পালিয়ে গেল। নিজের দেশবাসীকে এক জায়গায় জড়ো করল সে, লড়াই করে খুসকো পুনর্দখল করবে।

শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। ইনকা বাহিনী সংখ্যায় এক লক্ষ, কিন্তু অস্ত্র বলতে লাঠি, মুগুর আর তীর। প্রচণ্ড গতিতে পাহাড় থেকে নেমে এল তারা, প্রথম দিনই দখল করে নিল কেল্লাটা। স্প্যানিয়ার্ডরা পিছু হটে আশ্রয় নিল প্রাচীর ঘেরা শহরের ভিতরে। একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো। পরবর্তী তিন মাস পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন ঘটল না।

খুসকো উপত্যকার উত্তর প্রান্ত। পাথুরে টোলগেট দিয়ে ঘোড়া ছোটাচ্ছি আমরা

দুজন। সময়টা রাত হলেও, দিনের মতই উজ্জ্বল। চারদিকে আগুন জ্বলছে–শহরের ভিতরেও, বাইরেও। দুর্গ থেকে স্রোতের মত বেরিয়ে এসে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নীচে নামছে এক লক্ষ ইনকা, সবাই পায়ে হেঁটে। চিৎকার করছে তারা, হাতের অস্ত্র আর মশাল নাড়ছে। আমার সামনের ঘোড়ায় রয়েছে লার্দিয়া, জনতার ঢল দু'ভাগ হয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে তাকে। তার মিশন সম্পর্কে সবাই তারা জানে। জানে ইনকাদের পবিত্রতম মূর্তিটা যে-কোন মূল্যে উদ্ধার করতে হবে।

দুর্গের প্রবেশপথের কাছে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামলাম আমরা। সারি সারি ইনকা যোদ্ধাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। দেখলাম মাটিতে পোঁতা কাঠের খাম্বায় পেরেক দিয়ে গাঁথা হয়েছে আমার স্বদেশী বন্দিদের। ধর্ষণ আর লুঠতরাজের শাস্তি পাচ্ছে তারা। কোনও কোনও খাম্বায় মুণ্ডুহীন লাশও ঝুলতে দেখলাম।

পাথরের তৈরি কেল্লার প্রবেশপথে লার্দিয়া কোজাকের সঙ্গে দেখা হলো সার্দিয়া কোজাকের। ভাইকে আলিঙ্গন করল সার্দিয়া কোজাক। কুশল বিনিময়ের পর লার্দিয়া জানতে চাইল, শহরে ঢোকার নদী পথটার কথা শত্রুরা জানে কিনা। জবাব এল, না। আরেকটা প্রশ্ন করল লার্দিয়া, শহর বেদখল হবার সময় বেঙ্কো কোথায় ছিল? জবাব পেল, গত এক বছর ধরে যেখানে আছে, পাতাল কয়েদে।

এই সময় আমাদের পিছনে একটা হইচই শোনা গেল। ঘাড় ফেরাতেই দেখলাম গভর্নরের ভাই হার্নান্দো পিজারোর নেতৃত্বে তিনশো স্প্যানিয়ার্ড যোদ্ধার একটা দল উত্তর টোলগেট থেকে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় হেলমেট রয়েছে, ঘোড়ার গায়ে ভারী সিলভারের আবরণ, মাস্কিট তুলে অনবরত গুলি করছে সবাই। হার্নান্দো পিজারোর পাশের ঘোড়সওয়ারকে চিনতে পারলাম আমি। এ সে-ই বন্দি চানকা, মারডো।

কী ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না। লার্দিয়ার সঙ্গে আমার আলাপ শুনে ফেলেছে সে। পথ দেখিয়ে কোরিকানচার ভিতর ভল্টে নিয়ে যাবে হার্নান্দোকে।

ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার ঘোড়া ছোটাল লার্দিয়া। শহরের দক্ষিণ পাঁচিলের পাশে, নদীর তীরে চলে এলাম আমরা। ওপারে সশস্ত্র স্প্যানিশ সৈনিকদের দেখতে পেলাম, তলোয়ার আর মাস্কিট হাতে টহল দিচ্ছে পাঁচিলের মাথায়, মশালের আভায় আলোকিত।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' লার্দিয়াকে প্রশ্ন করলাম আমি।

হাত তুলে নদীটা দেখাল সে। 'ওখানে।'

বললাম, 'আমার কী হবে? আমি তো তোমার সঙ্গে যেতে পারি না।'

'বন্ধু হোসে,' বলল লার্দিয়া, 'তুমি আমার জন্যে যা করেছ, সেই ঋণ শোধ করার সুযোগ দাও আমাকে। তুমি আমার সঙ্গে থাকো, তা না হলে হয় ইনকাদের হাতে মারা পড়বে, নয়তো স্প্যানিয়ার্ডদের হাতে।'

তার কথায় যুক্তি আছে। অগত্যা বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম–যা আছে কপালে, রাজপুত্রের সঙ্গেই থাকব।

জুতো আর কাপড়চোপড় না খুলেই নদীতে লাফ দিল লার্দিয়া। তার দেখাদেখি আমিও ডুব দিলাম। ঘোলা পানির ভিতর দিয়ে লার্দিয়ার পা অনুসরণ করছি। শহরের জলমগ্ন পাঁচিলে সেট করা গোলাকার একটা পাথরের তৈরি পাইপে ঢুকে

পড়লাম আমরা।

পানির তলার এই টানেল এত সরু, ভিতর দিয়ে সাঁতরাতে খুব কষ্ট হলো আমার। মনে হলো যেন অনন্ত কাল পার হয়ে যাচ্ছে, অথচ বেরুতে পারছি না। তারপর এক সময় পাইপের শেষ মাথাটা দেখতে পেলাম।

পাইপ থেকে বেরিয়ে মাথা তুললাম পানির উপর। জায়গাটা সম্ভবত আণ্ডারগ্রাউণ্ড সুয়ার। চারদিকে স্যাঁতসেঁতে পাথরের দেয়াল দেখতে পাচ্ছি। চৌকো পাথুরে টানেল অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। তীব্র দুর্গন্ধে বমি পাচ্ছে।

হাঁটু সমান পানি ভেঙে হাঁটছি আমরা। ডানে-বাঁয়ে বেশ কয়েকবার বাঁক নেওয়ার পরেও মনে হলো না যে লার্দিয়া সংশয়ে ভুগছে কিংবা পথ হারিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ থেমে সিলিঙের দিকে তাকাল সে। কী দেখল কে জানে, দুর্গন্ধময় পচা পানিতে ডুব দিয়ে মুঠো আকৃতির একটা পাথর তুলল। এরপর পানি থেকে একটা কারনিসে উঠে পড়ল, হাতের পাথরটা দিয়ে সিলিঙের একটা স্ল্যাবে আঘাত করল।

ধাম ধাম। ধাম।

কয়েক সেকেণ্ড বিরতি নিল লার্দিয়া। তারপর আবার বাড়ি মারল।

ধাম ধাম। ধাম।

ব্যাপারটা এক ধরনের সংকেত। কারনিস থেকে আবার পানিতে নেমে এসে অপেক্ষা করছে লার্দিয়া। কিন্তু কিছুই ঘটছে না।

আমি লক্ষ করলাম যে স্ল্যাবটার উপর হাতের পাথর ঠুকেছে লার্দিয়া সেটার গায়ে একটা বৃত্তের ভিতর জোড়া v খোদাই করা রয়েছে।

তারপর হঠাৎ সিলিঙের উল্টোদিক থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। কেউ একজন লার্দিয়ার সংকেত অনুকরণ করছে।

এরপর নতুন আরেক প্রস্থ সংকেত আদানপ্রদান হলো। খানিক পর সিলিঙের সেই স্ল্যাবটা সরে গেল। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে উপরে উঠলাম আমরা। জায়গাটা ভল্ট-এর মত চেম্বার, প্রকাণ্ড একটা কামরা, চারদিকে আঁকা হয়েছে সোনালি ছবি। দেয়ালগুলো নিরেট পাথরের ব্লক, প্রতিটি দশ ফুট চওড়া, বোধহয় ততটাই পুরু। কোনও দরজা নেই; শুধু একদিকের দেয়ালের একটা পাথরের ব্লক দেখা গেল আকারে ছোট, মাত্র ছয় ফুট উঁচু।

বুঝলাম আমরা রয়েছি কোরিকানচার ভল্টে। একটা মাত্র জ্বলন্ত মশাল প্রকাণ্ড গুহার মত জায়গাটাকে আলোকিত করে রেখেছে। মোটাসোটা একজন ইনকা ধরে আছে সেটা। একই রকম লম্বা চওড়া আরও তিনজন যোদ্ধা মশালের পিছনে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে।

তবে ভল্টে আরও একজন আছে। বৃদ্ধা এক মহিলা। তিনি শুধু লার্দিয়াকে দেখছেন। তাঁকে নিষ্পাপ, পবিত্র বলে মনে হলো আমার, যেন স্বর্গের কোনও দেবী।

এই সময় একটা আওয়াজ হলো।

বুম!

মনে হলো পুরু দেয়ালের অপরদিক থেকে আসছে শব্দটা। আমাদের পায়ের

তলার মেঝে আর চারপাশের দেয়াল কাঁপিয়ে দিয়েছে।

'বুম! বুম!'

আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়লাম আমি। হার্নান্দো! দেয়াল ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে সে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, কামানের গোলা ছুঁড়ে দেয়াল ভাঙার চেষ্টা করছে।

লার্দিয়াকে কিছু বললেন বৃদ্ধা। জবাবে কিছু বলে আমার দিকে ফিরল লার্দিয়া।

বুম! বুম!

দ্রুত পায়ে দশ গজ দূরের একটা উঁচু বেদির সামনে চলে গেলেন বৃদ্ধা। বেদির উপর লালচে-বেগুনি সিল্কে মোড়া কী যেন একটা রয়েছে। সেটা তুলে এনে লার্দিয়ার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। সমীহ আর যত্নের সঙ্গে জিনিসটা নিল লার্দিয়া। তারপর ঘুরে দাঁড়াল সে, আমার দিকে হেঁটে আসার সময় ধীরে ধীরে কাপড়টা সরাচ্ছে।

এই প্রথম মূর্তিটা দেখলাম আমি। সম্পূর্ণ কালো ওটা, আশ্চর্য এক ধরনের পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। কিনারাগুলো কর্কশ আর তীক্ষ্ণ, হাতের কাজ ভোঁতা আর অমসৃণ। জিনিসটার মাঝামাঝি জায়গা থেকে বেরিয়ে আছে হিংস্র প্যান্থারের মুখ, ক্রোধে ও আক্রোশে ফুঁসছে।

কাপড় দিয়ে মূর্তিটা আবার ঢেকে ফেলল লার্দিয়া। এই সময় বৃদ্ধা পুরোহিত কী যেন একটা পরিয়ে দিল তার গলায়। দেখলাম একটা কবজ কিংবা নেকলেসের মত জিনিসটা—চামড়ার কর্ড-এর সঙ্গে ঝুলছে চকচকে একটা পান্না, মানুষের কানের মত বড়।

মূর্তি নিয়ে লার্দিয়া কোজাক আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আর হয়তো পাঁচ গজ দূরে ওটা, এই সময় কী যেন হলো আমার। কী হলো ব্যাখ্যা করা কঠিন, কারণ এরকম উদ্ভট অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি আমার। প্রথমে মনে হলো নিজের চিন্তা-ভাবনার উপর আমার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ইনকাদের রাজা হতে ইচ্ছে করল আমার, ইচ্ছে করল স্বদেশী স্প্যানিয়ার্ড যেখানে যত আছে সবাইকে হত্যা করি।

তারপর হঠাৎ খেয়াল করলাম আশ্চর্য এক সতর্ক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে লার্দিয়া; ভাবটা যেন আমার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন সে, জানে কী ঘটছে।

মূর্তি নিয়ে আবার সুয়ার টানেলে বেরিয়ে এলাম আমরা। কিছু দূর এগোবার পর বৃত্তের ভিতর জোড়া V আঁকা অন্য একটা স্ল্যাব সরিয়ে নতুন একটা পথ বের করল লার্দিয়া। আমরা উঠে এলাম সরু একটা গলিপথে। স্ল্যাবটা আবার জায়গামত বসাতে যাচ্ছি, এই সময় নীচের টানেল থেকে আমাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করা হলো।

এরপর লার্দিয়ার পিছু নিয়ে একটা দালানের ভিতর ঢুকলাম আমি। অত্যন্ত নিরেট, পাথুরে কাঠামো সেটার। বেশ কয়েকটা ধাপ বেয়ে অনেক নীচে নামলাম আমরা। এখানে অনেক স্প্যানিয়ার্ডকে দেখলাম—কারও হাত, কারও পা, কারও মাথা, আবার কারও প্রজনন যন্ত্র কাটা।

লার্দিয়ার পিছু নিয়ে বড় একটা হলরুমে ঢুকলাম। কামরাটার মেঝেতে অনেক

গর্ত দেখা যাচ্ছে। ফুটো বহুল কাঠের তক্তা পড়ে আছে গর্তগুলোর উপর। প্রতিটি গর্তে একটা করে মানুষকে দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম জায়গাটা আসলে কয়েদখানা। এখানে এসে আমার মনে পড়ল ইনকারা এখনও লোহা আবিষ্কার করেনি, কাজেই খাঁচা তৈরির জন্য বার নেই তাদের। খাঁচার বদলে এই গর্ত তৈরি করে বন্দিদের আটকে রেখেছে তারা।

একটা গর্তের সামনে থেমে কাঠের তক্তা সরাল লার্দিয়া।

মশালের আলোয় একজন অপরাধীকে মেঝেতে বসে থাকতে দেখলাম আমরা। 'বেঙ্কো,' লার্দিয়া তাকে বলল। 'তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

'সাম্রাজ্য হারিয়ে একজন ক্রিমিনালের সাহায্য চাইতে এসেছ, রাজপুত্র লার্দিয়া?' হেসে উঠল বেঙ্কো।

'মাত্র একবার জিজ্ঞেস করব,' বলল লার্দিয়া। 'তুমি আমাকে সাহায্য করবে? বিনিময়ে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব তোমাকে।'

'বেশ। করো বের।'

গর্তের ভিতর একটা মই নামাল লার্দিয়া। আর ঠিক সেই সময় গুলির শব্দ ভেসে এল।

'জলদি! জলদি!' তাগাদা দিলাম আমি।

গর্ত থেকে উঠে এল বন্দি বেঙ্কো, যেন একটা বনমানুষ।

'আরেক পথ দিয়ে বেরিয়ে যাব,' বলে ছুটল লার্দিয়া। বেঙ্কো আর আমি তার পিছু নিলাম।

কয়েকটা টানেল পেরিয়ে জেলখানা থেকে বেরুলাম আমরা। ইনকা যোদ্ধাদের কাছ থেকে পাওয়া ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ী পথ ধরে পালাচ্ছি। কিন্তু কপালে যে কী আছে তা একমাত্র যিশুই জানেন। কারণ হার্নান্দো আর তার সশস্ত্র দলটা আমাদের পিছু ছাড়েনি।

পাঁচ

'কেমন এগোচ্ছে আপনার কাজ?' হঠাৎ জানতে চাইল কেউ। 'মূর্তিটার লোকেশান জানা গেল?'

মুখ তুলতে শাহানা দেখল রজার বোল্ডউইন, লম্বা-মুখো নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্ট তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাথা ঝাঁকাল সে। 'মূর্তিটা পেয়েছি,' জবাব দিল। 'এখন দেখতে হবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা।'

'গুড,' বললেন বোল্ডউইন, ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন। 'কী হলো জানাবেন।'

'এক মিনিট,' পিছন থেকে তাঁকে ডাকল রানা। 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'শিওর।'

'আচ্ছা, থাইরিয়াম-২৬১ কী কাজে ব্যবহার হয়?'

প্রশ্নটা শুনে ভুরু কোঁচকালেন বোল্ডউইন।

'আমার বোধহয় জানার অধিকার আছে,' বলল রানা।

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন বোল্ডউইন। 'হ্যাঁ...হ্যাঁ, তা ঠিক।' একটু বড় করে শ্বাস নিলেন। 'আপনাকে বোধহয় আগেই জানানো হয়েছে যে থাইরিয়াম-২৬১ পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। আমাদের কাছ থেকে বেশি দূরে নয় এমন একটা বাইনারি স্টার সিস্টেম থেকে আসে।

'অর্থাৎ, বুঝতেই পারছেন, জোড়া সূর্যের কারণে ওখানকার গ্রহগুলো বিভিন্ন ধরনের ফোর্স-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়: ফটো সিনথেসিস দ্বিগুণ হয়ে যায়; মহাকর্ষের প্রভাব, সেই সঙ্গে অভিকর্ষের প্রতিরোধ প্রবণতা, বিপুল হয়ে ওঠে। ফলে ওখানকার গ্রহে পাওয়া এলিমেণ্ট পৃথিবীতে পাওয়া এলিমেণ্টের চেয়ে সাধারণত বেশি ভারী আর ঘন হয়। থাইরিয়াম-২১৬ ঠিক সে-ধরনের একটি এলিমেণ্ট।

'জিনিসটা শিলায় পরিণত হওয়া অবস্থায় প্রথম পাওয়া গেছে উনিশশো বাহাত্তর সালে আরিজোনায়, উল্কার তৈরি একটা গর্তের দেয়ালে। ওই নমুনা লাখ লাখ বছর নিষ্ক্রিয় থাকলেও, ফিযিসিস্ট মহলকে ওটার গুরুত্ব শকওয়েভের মত ধাক্কা দেয়।'

'কেন?'

'কারণ, দেখুন, মলিকিউলার লেভেলে স্থানীয় এলিমেণ্ট ইউরেনিয়াম আর প্লুটোনিয়ামের সঙ্গে থাইরিয়ামের চমৎকার মিল আছে। কিন্তু পার্থিব এই দুটো এলিমেণ্টের চেয়ে মান আর মাত্রার দিক থেকে আলাদা, থাইরিয়াম বেশি ভারী। আমাদের এই দুটো অতি গুরুত্বপূর্ণ নিউক্লিয়ার এলিমেণ্ট এক করলে যে ঘনত্ব পাওয়া যাবে, থাইরিয়াম তারচেয়েও বেশি ঘন। এর অর্থ, জিনিসটা সীমাহীন শক্তিশালী।'

রানার শিরদাঁড়ার কাছে শিরশিরে একটা অনুভূতি হচ্ছে।

'তবে, আগেই বলেছি, পৃথিবীতে শুধু শিলীভূত অবস্থায় পাওয়া গেছে থাইরিয়াম। উনিশশো বাহাত্তর সালের পর আরও দু'জায়গায় নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে দুটোই কমপক্ষে চল্লিশ মিলিয়ন বছরের পুরানো। ওগুলো কোনও কাজে আসবে না, কারণ শিলায় পরিণত থাইরিয়াম নিষ্ক্রিয়, কেমিক্যালি ডেড।

'গত প্রায় তিন যুগ ধরে "লাইভ" থাইরিয়াম আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছি আমরা–এমন একটা নমুনা, মলিকিউলার লেভেলে এখনও যেটা সক্রিয়। আর এখন মনে হচ্ছে আমরা সম্ভবত পেয়েছি ওটা; একটা উল্কার তৈরি গর্তে, যে উল্কাটা পাঁচশো বছর আগে পেরুর জঙ্গলে পড়েছিল।'

'তা থাইরিয়াম কী করে?' জানতে চাইল রানা।

'অনেক কিছু,' জবাব দিলেন বোল্ডউইন। 'যেমন ধরুন, শক্তির উৎস হিসেবে এটার অনন্ত সম্ভাবনা। রক্ষণশীল হিসেবে অনুমান করা হয়েছে, একটি থাইরিয়াম রিয়্যাক্টর ইলেকট্রিকাল এনার্জি তৈরি করবে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লাণ্ট-এর চেয়ে ছয়শো গুণ বেশি।

'আবার অতিরিক্ত একটা বোনাসও আছে। একটা ফিউশন রিয়্যাক্টরের মূল এলিমেণ্ট হিসেবে থাইরিয়াম ব্যবহার করা হলে, সেটা শতকরা একশোভাগ বিয়োজিত হবে, আমাদের নিজস্ব নিউক্লিয়ার এলিমেণ্টের কাছ থেকে যেটা আশা

করা যায় না। আরেক অর্থে, বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে কোনও দূষিত বর্জ্য থাকবে না ওটার। অর্থাৎ দুনিয়ার কোনও পাওয়ার সোর্স-এর মত নয় থাইরিয়াম। ইউরেনিয়াম বর্জ্য অবশ্যই রেডিওঅ্যাকটিভ রড-এ পরিত্যাগ করতে হবে। আরে, জানেনই তো, এমনকী গ্যাসোলিনও কার্বন মনোক্সাইড তৈরি করে। কিন্তু থাইরিয়াম একেবারে পরিষ্কার। যাকে বলে আদর্শ পাওয়ার সোর্স।'

'বেশ, বুঝলাম,' বলল রানা, এখনও সন্তুষ্ট হতে পারছে না। 'কিন্তু আমি যতদূর জানি, আপনাদের ডারপা আমেরিকায় পাওয়ার স্টেশন তৈরির ঠিকাদারি করছে না। থাইরিয়াম আর কী করে?'

যেন ধরা পড়ে গিয়ে মুচকি একটু হাসলেন বোল্ডউইন। 'ডারপার ট্যাকটিকাল টেকনোলজি অফিস গত দশ বছর ধরে নতুন একটা অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে। এমন একটা অস্ত্র, পৃথিবীর অন্য কোনও অস্ত্রের সঙ্গে যেটার তুলনা চলে না। ডিভাইসটার নাম দেয়া হয়েছে সুপারনোভা।'

'ঠিক কী সেটা?'

'সহজ ভাষায়,' বললেন বোল্ডউইন, 'সভ্যতার ইতিহাসে এরচেয়ে শক্তিশালী মারণাস্ত্র আগে কখনও তৈরি হয়নি। আমরা ওটাকে প্ল্যানেট কিলার বলি।'

'কী বলেন?'

'প্ল্যানেট কিলার। আক্ষরিক অর্থেই দুনিয়াটাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এত শক্তিশালী একটা নিউক্লিয়ার ডিভাইস, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দিতে পারবে। তিন ভাগের এক ভাগ না থাকলে কী হবে? সূর্যকে মাঝখানে রেখে পৃথিবী যে ঘুরছে, সেই কক্ষপথ ঠিক থাকবে না। সূর্যের নিয়ন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে মহাশূন্যের দিকে ছুটব আমরা···'

'কী আশ্চর্য, আবার?' রানার বিস্ময় যেন বাধ মানছে না।

'মানে?' বুঝতে না পারায় বিস্মিত দেখাল বোল্ডউইনকে।

নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা ও শাহানা। তারপর রানা বলল, 'ও কিছু না। বাধা দেয়ার জন্যে দুঃখিত।'

'সূর্যের কাছ থেকে সরে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যে পৃথিবীর সারফেস—যতটুকু অবশিষ্ট থাকবে—এত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে সেখানে প্রাণধারণ করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ, সুপারনোভাই প্রথম এমন একটা অস্ত্র, যা পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।'

ছোট্ট একটা ঢোক গিলল রানা। মাথায় কিলবিল করছে হাজারটা প্রশ্ন। যেমন—এ-ধরনের একটা অস্ত্র কেন কেউ তৈরি করবে, যেটা শুধু পৃথিবীকে নয়, অস্ত্রের স্রষ্টাকেও মেরে ফেলবে?

বোল্ডউইন বলে চলেছেন, 'ব্যাপারটা হলো, মিস্টার রানা, বর্তমানে যে সুপারনোভা আমাদের কাছে আছে সেটা একটা প্রোটোটাইপ, আ ওঅর্কেবল শেল। ডারপা হেডকোয়ার্টার থেকে চুরি যাওয়া ওই ডিভাইস তেমন কোনও কাজের জিনিস নয়। কারণ ওটায় থাইরিয়াম নেই।'

'হুম···' চিন্তা করছে রানা।

'এদিক থেকে,' বললেন বোল্ডউইন, 'নিউট্রন বোমার সঙ্গে সুপারনোভার খুব

বেশি পার্থক্য নেই। এটা একটা ফিশান ডিভাইস, তার মানে হলো থাইরিয়াম অ্যাটম বিচ্ছিন্নকরণের মাধ্যমে অপারেট করে ওটা। থাইরিয়ামের সাবক্রিটিকাল মাসকে ভাঙার জন্যে দুটো কনভেনশনাল থার্মোনিউক্লিয়ার ওঅরহেড ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ লাগাম ছেড়ে দিয়ে ঘটানো হয় মেগা-এক্সপ্লোশন।'

'এক সেকেণ্ড,' বলল রানা। 'এ-ধরনের একটা অস্ত্র আপনারা, মানে, আমেরিকা বানাচ্ছে কেন?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বোল্ডউইন বললেন, 'এ প্রশ্নের জবাব দেয়া সহজ নয়। মানে...'

'এর দুটো কারণ আছে,' হঠাৎ করে ভারী একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল রানার পিছন থেকে। ঘাড় ফেরাতে ডক্টর লয়েডকে দেখতে পেল ও।

ইঙ্গিতে শাহানার কোলের উপর পড়ে থাকা পাণ্ডুলিপিটা দেখালেন লয়েড। 'মূর্তিটা কোথায় নিয়ে গিয়ে রাখা হলো, জানতে পেরেছেন, ডক্টর শাহানা?'

'না। আরও পড়তে হবে।'

'তা হলে সংক্ষেপে সারি আমি, আপনি যাতে কাজে ফিরে যেতে পারেন। প্রথমেই বলে রাখি, এটা একটা গোপন তথ্য–টপ সিক্রেট। আমেরিকার মাত্র ষোলোজন মানুষ এটা জানে, তারমধ্যে এই প্লেনে আছেন চারজন। এখন আপনারাও জানছেন এই শর্তে যে মিশনটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনারা। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ভাবল, এর শেষ তো আমাকে দেখতেই হতো।

'গুড। সুপারনোভা তৈরি করার পিছনে দু'রকমের যুক্তি আছে। প্রথমটার কথা বলি। আঠারো মাস আগে জানা গেছে রাশিয়া আর জার্মানির সরকারী বিজ্ঞানীরা গোপনে সুপারনোভা তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। আমেরিকার প্রতিক্রিয়া ছিল এরকমঃ ওরা বানালে আমরাও বানাব।'

'গ্রেট লজিক,' বলল শাহানা।

'গ্রেট হোক বা না হোক, অ্যাটমিক বোমা তৈরির কারণ দেখাতে গিয়ে ওপেনহেইমার এই যুক্তিই দিয়েছিলেন।'

'আপনারা সবাই দৈত্যের পিঠে চড়ে আছেন, কর্নেল,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'দ্বিতীয় যুক্তিটা?'

'দ্বিতীয় যুক্তি হলোঃ আমেরিকা কখনও কোনও জাতি বা শক্তির অধীন হবে না। যদি কোনও দিন সেরকম পরিস্থিতি দেখা দেয়, তা হলে এই সুপারনোভা ফাটিয়ে দেয়া হবে। নীতিটা হলো–আমরা যদি ভোগ করতে না পারি, কাউকে ভোগ করতে দেব না।'

'ওহ্, গড!'

'হ্যাঁ, খোদাকে ডাকার মতই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন লয়েড। 'দুনিয়া ধ্বংস করার মত ডিভাইস তৈরি হচ্ছে, এই খবর লিক হয়ে যাওয়ায় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে আরও অনেক পার্টি। এ-ধরনের একটা অস্ত্রকে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার বলে মনে করছে তারা।'

'কারা তারা? জঙ্গি, সন্ত্রাসী?'

'হ্যাঁ, কয়েকটা সন্ত্রাসী গ্রুপ। সুপারনোভা হাতে পেলে সেটাকে মুক্তিপণ আদায়ের জন্যে ব্যবহার করবে।'

'আর আপনাদের সেই সুপারনোভা চুরি হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'হয়তো কোনও টেরোরিস্ট গ্রুপই কাজটা করেছে।'

'হ্যাঁ।'

'প্যাণ্ডোরার বাক্স খুলেছেন আপনারা, তাই না, ডক্টর লয়েড?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।' মাথার চুলে আঙুল চালালেন লয়েড। 'সেজন্যেই অন্য কেউ পৌঁছাবার আগেই মূর্তিটা পেতে চাইছি আমরা।'

লয়েড আর বোল্ডউইন চলে যেতে আবার পাণ্ডুলিপিটা চোখের সামনে মেলে ধরল শাহানা। পড়ে শোনাচ্ছে রানাকে।

ছয়

হার্নান্দো আর তার দল পাগলা কুকুরের মত তাড়া করছে আমাদেরকে, তাদের নাগালের বাইরে থাকার জন্য সারা রাত ঘোড়া ছোটালাম আমরা।

ভিলকাফর নামে একটা গ্রামের দিকে যাচ্ছি আমরা। লার্দিয়া আমাকে জানিয়েছে তার চাচা ওই গ্রামের সরদার। গ্রামটা পাওয়া যাবে অনেক দূর উত্তরের পাহাড় শ্রেণীর নীচে, পাহাড়গুলো যেখানে পুবের রেইনফরেস্টে মিলিত হয়েছে। লার্দিয়ার কথা শুনে বুঝলাম দুর্গসহ একটা শহর ভিলকাফর। বিপদ-আপদের সময় ওখানেই আশ্রয় নেন ইনকা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। ভিলকাফর একটা গোপন শহরও বটে, খুব কম লোকই জানে ঠিক কোথায় ওটার অবস্থান। ওখানে পৌঁছাতে হলে পথের হদিশ জেনে নিতে হবে জঙ্গলের ভিতর নির্দিষ্ট ব্যবধানে রাখা কিছু টোটেম পোল অনুসরণ করে। ওই পোল পেতে হলে কোড জানতে হবে। আর রেইনফরেস্টে পৌঁছাতে হলে পার হতে হবে বিশাল একটা পার্বত্য এলাকা।

কয়েক দিন পর ঘোড়া বাদ দিয়ে পায়ে হেঁটে এগোলাম আমরা। সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে, এরকম অনেকগুলো চূড়া পেরুতে হলো। রুমাক, সিপো, হুয়াঙ্কো—প্রতিটি গ্রামের নাম সংশ্লিষ্ট সরদারের নামে। গ্রামবাসীরা খাবার দিল আমাদেরকে, গাইড আর লামা দিল। লোকজনের আচরণ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় সবাই যেন রাজপুত্র লার্দিয়া কোজাকের মিশন সম্পর্কে জানে সব, সাহায্য করবার জন্য এক পায়ে খাড়া।

হার্নান্দো আর তার দল চুম্বকের মত আমাদের পিছনে লেগে আছে। নিজের একশো লোককে তিনভাগে ভাগ করে নিয়েছে সে। একদল যখন মার্চ করে, বাকি দুই দল তখন বিশ্রাম নেয়। বিশ্রাম পাওয়া দল দুটো পরে মার্চ করবে। ফলে গোটা দল সব সময় হাঁটার মধ্যে থাকছে। সন্দেহ নেই এক সময় ঠিকই আমাদের নাগাল পেয়ে যাবে তারা। প্রশ্ন হলো, সেটা কখন?

পাহাড়ী নদী পাওকারটামবো-র তীরে কোলকো নামে একটা গ্রামে থামলাম

আমরা। এখানে আসার পরেই একটা সূত্র পেলাম, কী কারণে বেঙ্কোকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে লার্দিয়া। আমি আগেই বলেছি, ইনকারা পাথর ব্যবহারে ভারি দক্ষ। কোলকো গ্রামে বিশাল এক খনি আছে। তাদের সব দালান-কোঠাই নিখুঁতভাবে কাটা পাথর দিয়ে তৈরি। সেই পাথর ছয় মানুষ সমান লম্বাও হয়, ওজনে এক টনের বেশি তো কম নয়। এ-ধরনের পাথর সংগ্রহ করা হয় কোকোর মত খনি থেকে। শহরের কর্তার সঙ্গে আলাপটা দ্রুত সেরে নিয়ে খনির দিকে রওনা হলো লার্দিয়া।

পাহাড়ের একটা পাশ কেটে খনির প্রকাণ্ড মুখ তৈরি করা হয়েছে। সেটার ভিতর ঢুকল লার্দিয়া। বেশ খানিক পর বেরিয়ে এল সে, হাতে ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি একটা থলে। থলের গায়ে পাথরের তীক্ষ্ণ কোণ ফুটে আছে। থলেটা বেঙ্কোর হাতে ধরিয়ে দিল সে।

থলেটায় কী আছে আমার জানার সুযোগ হয়নি। তবে রাতে যখন আমরা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামলাম, দেখলাম ক্যাম্পের এক কোণে সরে গিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসল বেঙ্কো। নিজের জন্য আলাদা আগুন জ্বালল সে, তারপর থলেটা নিয়ে কী কাজে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগল, কী অপরাধে জেল খাটছিল লোকটা?

আরও এগারোদিন হাঁটার পর পাহাড়শ্রেণীকে পিছনে ফেলে রেইনফরেস্টে ঢুকলাম আমরা। দুনিয়ার বুকে এত গভীর আর ঘন বনভূমি থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। এত মোটা, রীতিমত অশ্লীল, গাছ থেকে ঝুলে আছে অসংখ্য সাপ। আর নদীগুলোয় চুপিসারে ডুবে আছে রাক্ষুসে কুমির। চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না, একেকটা ছয় কদম লম্বা। পাস্কুটাপরা আর রোয়া গ্রামের লোকেরা বেত আর নলখাগড়া দিয়ে তৈরি ক্যানু দিল, নদী ধরে বনভূমির আরও গভীরে ঢুকলাম আমরা। তারপর, রাতে, নদী থেকে উঠে ঢাল বেয়ে পাহাড়ে চড়লাম, সেখান থেকে উপত্যকায় নেমে ক্যাম্প ফেললাম।

খাওয়াদাওয়ার পর আমাকে ইনকাদের ভাষা শেখাতে বসল লার্দিয়া। রোজ রাতেই কিছু কিছু শিখছি আমি। তারপর আগুনের আভায় তরোয়াল নিয়ে খেললাম দুজন। এর আগেও দেখেছি, যখন আমরা তরোয়াল নিয়ে লড়ি, বেঙ্কো তখন তীর ছোড়া প্র্যাকটিস করে। লক্ষ্যভেদে অসাধারণ সে। বন্দি হবার আগে ইনকা সাম্রাজ্যে সে-ই নাকি শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ ছিল। কথাটা আমি বিশ্বাস করি। এক সন্ধ্যায় তাকে আমি বুনো একটা ফল ছুঁড়তে দেখেছি আকাশে, এক মুহূর্ত পর তীর ছুঁড়ে সেটাকে দুই টুকরো করে ফেলে সে।

এ-কথা না বললেই নয় যে মূর্তিটাকে আমি ভীষণ ভয় পাই। তার কারণ, ওটার কাছাকাছি গেলেই নিজের উপর আমার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এটা যে শুধু একা আমার হয়, তা নয়। বেশ বুঝতে পারি, লার্দিয়ার আর বেঙ্কোরও হয়। আমি আর বেঙ্কো ওটাকে তাই এড়িয়ে চলি, পারতপক্ষে কাছাকাছি যাই না। কিন্তু লার্দিয়া নয়। বেশ বুঝতে পারি, ব্যাপারটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছে সে। সে-ও আমাদের মতই প্রভাবিত হয়, কিন্তু কীভাবে যেন নিজের উপর নিয়ন্ত্রণটা ধরে রাখতে পারে। কে জানে, তার ইচ্ছেশক্তি হয়তো আমাদের চেয়ে অনেক বেশি।

তারপর একদিন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটার সময় একটা জন্তু দেখে চমকে উঠলাম আমি। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে থাকা মস্ত একটা প্যান্থারের মত। তারপর উপলব্ধি করলাম জ্যান্ত নয়, পাথর কেটে তৈরি একটা মূর্তি। আকারে বিরাট হলেও, কোরিকানচা-র মন্দির থেকে সংগ্রহ করা মূর্তির সঙ্গে এটার মিল আছে।

পরে জেনেছি, এই বিড়াল সদৃশ জন্তুকে ঈশ্বরের মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে ইনকারা, আবার ভয়ও পায়।

টোটেমটা দেখিয়ে লার্দিয়া আমাকে জানাল, প্যান্থারের মত এই জন্তুটাকে ইনকা ভাষায় বলা হয় রাপা। আমার পিঠ চাপড়ে দিল সে, বলল আমি নাকি টোটেমগুলো প্রথমটাকে খুঁজে পেয়েছি, যেগুলো আমাদেরকে ভিলকাফরের পথ দেখাবে।

'কীভাবে?' জানতে চাইলাম আমি।

'একটা কোড আছে,' বলল লার্দিয়া। 'তবে অভিজাত ইনকাদের মধ্যে যারা প্রবীণ শুধু তাঁরাই জানেন।'

'আর সে যদি তোমাকে কোডটা জানায়, তা হলে তোমাকে খুন করতে হবে তার,' ঠোঁটে বিদ্রূপাত্মক হাসি নিয়ে বলল বেঙ্কো।

'কথাটা সত্যি,' বলল লার্দিয়া। 'তবে আমার মৃত্যু হলে কাউকে না কাউকে তো মিশনটা শেষ করতে হবে? তা করতে হলে টোটেম কোড জানাতে হবে তাকে।' আমার দিকে ফিরল সে। 'হোসে, তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে, সেই গুরুদায়িত্ব তুমি পালন করতে পারবে।'

'আমি?' ঢোক গিললাম।

'হ্যাঁ, তুমি। হোসে ওর্তেগা, তোমার মধ্যে একজন নায়কের বৈশিষ্ট্য দেখেছি আমি। আমি নিশ্চিন্ত মনে ইনকা জাতির ভাগ্য তোমার হাতে তুলে দিতে পারি।'

কৃতজ্ঞচিত্তে তার সামনে মাথা নোয়ালাম আমি।

'তুমি দূরে সরে দাঁড়াও,' বেঙ্কোকে নির্দেশ দিল লার্দিয়া।

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কয়েক পা সরে দাঁড়াল বেঙ্কো। আমার দিকে ঝুঁকল লার্দিয়া, ইঙ্গিতে রাপা-র মূর্তিটা দেখিয়ে নিচু গলায় বলল, 'কোডটা পানির মত সহজ–রাপার লেজ অনুসরণ করো।'

'রাপার লেজ অনুসরণ...' টোটেম পোলটার দিকে তাকিয়ে পুনরাবৃত্তি করলাম আমি। মূর্তিটার পিছন থেকে বেরিয়ে আসা আঁকাবাঁকা একটা লেজ দেখতে পাচ্ছি, উত্তর দিকে তাক করা।

'তবে,' হঠাৎ একটা আঙুল খাড়া করল লার্দিয়া, 'প্রতিটি টোটেমকে এভাবে অনুসরণ করা যাবে না। মান্যবরদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ শুধু তাঁরা জানেন এই নিয়ম। এমনকী আমিও জানতাম না, জেনেছি কোরিকানচায় মূর্তিটা আনতে গিয়ে, বৃদ্ধা পুরোহিতের কাছ থেকে।'

'নিয়মটা কী?' জানতে চাইলাম আমি।

'প্রথম টোটেমের দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে, দ্বিতীয়টির নয়, এভাবে বারবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। প্রতি এক জোড়া টোটেমের দ্বিতীয়টির দিক-নির্দেশনা অগ্রাহ্য করতে হবে। সে-সব ক্ষেত্রে সূর্যের চিহ্ন দেখে এগোতে হবে।'

'সূর্যের চিহ্ন?'

'চিহ্নটা অনেকটা এরকম,' বলল লার্দিয়া, বাম জুলফির চুল সরিয়ে নিজের একটা জন্মদাগ দেখাল, খুদে পিরামিড আকৃতির লাল জরুল। 'প্রথমটার পরে, দ্বিতীয় টোটেমের লেজ আমরা অনুসরণ করব না। তার বদলে সূর্যের চিহ্ন অনুসরণ করব।'

'কী ঘটবে, কেউ যদি রাপার লেজ অনুসরণ করে?' জানতে চাইলাম আমি। 'আমাদের শত্রুরা এক সময় তো বুঝেই ফেলবে ভুল পথে যাচ্ছে তারা।'

লার্দিয়া হাসল। 'না, হোসে। ভুল পথে গেলেও একের পর এক আরও টোটেম পাবে। তবে ওই পথে যত এগোবে, ততই দুর্গ থেকে দূরে সরে যাবে তারা।'

টোটেম অনুসরণ করে রেইনফরেস্ট পার হচ্ছি আমরা। উত্তর দিকে যাচ্ছি, যেখানে সম্ভব, নদীর কিনারা ঘেঁষে। এভাবে একটা মালভূমিতে পৌঁছালাম, পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনা আর জলপ্রপাত দেখতে পেলাম। ঢাল বেয়ে পাহাড়টার পুব দিকে উঠলাম আমরা, ক্যানুগুলোকে টেনে আনছি। এই ঢালেই সর্বশেষ টোটেমটা দেখতে পেলাম আমরা, সামনের পাহাড়ী নদীর উজানে যাবার পথ-নির্দেশ দিচ্ছে।

বিকেলের ঝম ঝম বৃষ্টির মধ্যে ক্যানু চালাচ্ছি আমরা। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি ছেড়ে গেল। হঠাৎ কুয়াশা নেমে এসে পরিবেশটাকে কেমন ভৌতিক, গা ছমছমে করে তুলল। দুনিয়াটা যেন হঠাৎ করে নীরব হয়ে গেছে।

একটা পাখিও ডাকছে না।

কোনও পোকাও নয়।

অস্বাভাবিক কী যেন আছে এখানে। লার্দিয়া আর বেঙ্কোও ব্যাপারটা খেয়াল করেছে, আগের চেয়ে ধীরে ধীরে বৈঠা চালাচ্ছে তারা।

তারপর হঠাৎ করে নদীর একটা বাঁক ঘুরলাম আমরা। ঘুরতেই তীরে দাঁড়িয়ে থাকা শহরটাকে দেখতে পেলাম, দীর্ঘ পাহাড়শ্রেণীর কোলে সুরক্ষিত। ছোট আকারের কয়েক গুচ্ছ কুঁড়েঘরের মাঝখানে পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড একটা কাঠামো মাথা তুলে আছে, সেটার চারদিকে তৈরি করা হয়েছে চওড়া পরিখা।

ভিলকাফের দুর্গ।

তবে আমরা কেউ তখন দুর্গ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। কিংবা ভাল করে খেয়াল করছি না সামনের ধূমায়িত, পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া শহরটাকে।

না। আমরা শুধু লাশগুলো দেখছি। শহরের মূল সড়ক জুড়ে অসংখ্য রক্তাক্ত মানুষ মরে পড়ে আছে।

সাত

পাতা ওল্টাল শাহানা, পরবর্তী পরিচ্ছেদ পড়বে, কিন্তু আর কোন পাতা নেই। দেখা যাচ্ছে এটাই ছিল ওর্তেগা পাণ্ডুলিপির শেষ পাতা। 'ধ্যাত!'

'ধ্যাত!' তিক্ত হেসে পুনরাবৃত্তি করল রানাও।

ঘাড় ফিরিয়ে আইল-এর উল্টোদিকে বসা লয়েডের দিকে তাকাল শাহানা। ল্যাপটপ কমপিউটারে কাজ করছেন তিনি।

'পাণ্ডুলিপি এইটুকুই?' জিজ্ঞেস করল শাহানা।

ভুরু কোঁচকালেন লয়েড। 'সরি?'

'পাণ্ডুলিপি। এখানে কি সবটুকু আছে?'

'তারমানে এরই মধ্যে আপনি অনুবাদ করে ফেলেছেন?'

'হ্যাঁ, এখানে যতটুকু আছে।'

'মূর্তিটার লোকেশান পেয়েছেন?'

'তা বলা যায়,' জবাব দিল শাহানা, অনুবাদ করবার সময় রানাকে দিয়ে লেখানো পয়েন্টগুলোর দিকে তাকাল।

কাগজটা নিয়ে পড়লেন লয়েড।

তারপর মুখ তুলে বললেন, 'বলা যায় পেয়েছেন, এ-কথার মানে?'

'ওরা ভিলকাফরে পৌঁছাবার পর পাণ্ডুলিপি শেষ হয়ে গেছে,' বলল শাহানা। 'নিশ্চয়ই পড়ার মত আরও কিছু আছে, কিন্তু আমি পাইনি।'

চিন্তিত দেখাল লয়েডকে। 'এটা তো মূল ম্যানুস্ক্রিপ্ট নয়, ওর্তেগার অনেক বছর পর আরেকজন সন্ন্যাসী নকল করেছিল, তা-ও আংশিক।'

'সেক্ষেত্রে...'

শাহানাকে থামিয়ে দিয়ে লয়েড বললেন, 'আমার আশা ছিল এটা থেকেই মূর্তিটার সঠিক লোকেশান পেয়ে যাব আমরা। তবে যদি না পাই, গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতগুলো জানতে চাইব–কে কী বলেছে, কোথায় দেখতে হবে, কোত্থেকে শুরু করতে হবে। সার্চ কোথায় শুরু করতে হবে জানা থাকলে লোকেশান পিন-পয়েন্ট করার মত টেকনোলজি আছে আমাদের। কাজেই আপনি আমাকে পুরো গল্পটা কষ্ট করে একবার শোনান, প্লিজ।'

গল্পটা মুখস্থ বলে গেল শাহানা। সবশেষে জানাল, 'ভিলকাফরে কীভাবে যেতে হবে তার বিস্তারিত পথ-নির্দেশ দেওয়া আছে পাণ্ডুলিপিতে। তবে সেখানে পৌঁছাতে হলে বিশেষ একটা জিনিস দরকার।'

'কী জিনিস?' জানতে চাইলেন লয়েড।

'ধরে নিচ্ছি পাথুরে টোটেমগুলো এখনও আছে ওখানে,' বলল শাহানা। 'আপনাকে জানতে হবে সূর্যের চিহ্ন জিনিসটা কী।'

ভুরু কুঁচকে ম্যাক্স রাইটের দিকে ফিরলেন লয়েড। অ্যানথ্রপলজিস্ট ও ইনকান এক্সপার্ট কয়েক সিট দূরে বসে রয়েছেন। 'ম্যাক্স। ইনকান কালচারে সূর্যের চিহ্ন কাকে বলে জানেন?'

'সূর্যের চিহ্ন? কেন, হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'কী সেটা?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিট ছাড়লেন রাইট, ওদের কাছে চলে এলেন। 'জিনিসটা স্রেফ জন্মদাগ। ইনকাদের বিশ্বাস এটার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, সরাসরি সূর্যদেবের পাঠানো একটা সংকেত। কোনও শিশুর মধ্যে এই দাগ দেখা গেলে রাজ্য জুড়ে

হইচই পড়ে যেত, সবাই ধরে নিত এই ছেলে একদিন খুব বড় কিছু একটা করবে।'

'আমারও যেহেতু ওরকম একটা দাগ আছে,' সকৌতুকে বলল রানা, 'তা হলে নিশ্চয় আমিও একদিন খুব...'

শাহানা বলল, 'তা হলে, কেউ যদি আমাদেরকে সূর্যের ইঙ্গিত অনুসরণ করতে বলে, আমরা স্ট্যাচুর বাম দিকে যাব?'

'হ্যাঁ,' বললেন রাইট। 'যদি আপনার জন্মদাগটা বামদিকে হয়।'

'তা হলে তো বাঁ দিকে গেলেই আমাদের দুর্গটা পাবার কথা?' জিজ্ঞেস করলেন লয়েড। 'রাজপুত্রের দাগটা যখন বাম জুলফিতে ছিল।'

দৃঢ়ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন রাইট। 'তাই তো পাবার কথা।'

পিপ পিপ আওয়াজ শুনে ল্যাপটপের কাছে ফিরে গেলেন লয়েড।

শাহানাকে রাইট বললেন, 'গোটা ব্যাপারটা খুব রোমাঞ্চকর, তাই না?'

'আপনাদের কাছে হয়তো তাই,' বলল শাহানা, ইঙ্গিতে রানাকেও দেখাল। 'আমার কাছে ততটা নয়।' হাতঘড়ি দেখল সে। চারটে বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট।

এই সময় ফিরে এলেন লয়েড। 'রানা,' বললেন তিনি, 'আইডিয়াটা কেমন লাগছে বলুন। আমি ব্যবস্থা করেছি খুসকোয় যাতে একজোড়া হেলিকপ্টার অপেক্ষা করে আমাদের জন্যে। ওগুলোকে আমরা ওর্তেগা ট্রেইল আকাশ থেকে অনুসরণ করার কাজে ব্যবহার করব। আপনি তো আন্দেজে আগে এসেছেন, মন্তব্য করুন।'

'রেইনফরেস্ট এত ঘন, পাইলটরা নীচের প্রায় কিছুই দেখতে পাবে না,' বলল রানা। 'তবে পাহাড়ী এলাকার জন্যে ঠিক আছে।'

'ধন্যবাদ,' বলে শাহানার দিকে ফিরলেন লয়েড। 'ডক্টর। আমি ভেবেছিলাম ম্যানুস্ক্রিপ্ট থেকে পরিষ্কার একটা ধারণা পাব মূর্তিটা কোথায় পাওয়া যাবে। তা যখন পাওয়া যায়নি, আপনাকে আমাদের ভিলকাফর পর্যন্ত দরকার হবে–লিখিত বর্ণনা আর সরজমিনের মধ্যে যদি অসঙ্গতি দেখা দেয়, তা হলে আবার পড়ে দেখতে হবে পাণ্ডুলিপি।'

'আমি খুসকোয় থেকে যেতে পারি না?' জানতে চাইল শাহানা। 'ওখান থেকে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলাম?'

'না,' বললেন লয়েড। 'তা সম্ভব নয়। আমরা খুসকো হয়ে পৌঁছাচ্ছি ঠিকই, তবে ওই পথে ফিরছি না। এই প্লেন আর ইউএস আর্মির যত লোকজন ওখানে অপেক্ষা করছে, আমরা কপ্টার নিয়ে রওনা হবার কিছুক্ষণ পরেই শহর ত্যাগ করবে। দুঃখিত, ডক্টর, ভিলকাফরে পৌঁছাবার জন্যে আপনাকে আমার দরকার।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল শাহানা।

'ভেরি গুড,' বলে হাত কচলালেন লয়েড। 'ভাল কথা, ফরমাল ড্রেস বদলে ফেলতে পারেন আপনারা। আমি ফোন করে বলে দিয়েছিলাম, আপনাদের জন্যে কিছু কাপড়চোপড় কিনে আগেই প্লেনে তোলা হয়েছে। আর বেশি দেরি নেই, জঙ্গলে ঢুকব আমরা।'

পাহাড়ের উপর দিয়ে ছুটছে হারকিউলিস।

প্লেনের নীচের কার্গো ডেক। সাদা টি-শার্ট, ব্লুজিনস আর কালো একজোড়া ক্যানভাস শু্য পরে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল রানা। মাথায় নেভি-ব্লু রঙের তোবড়ানো একটা ক্যাপও পরেছে।

সামনের ডেকে গ্রিন বেরেটদের দেখতে পাচ্ছে ও, অভিযান শুরু হওয়ার সময় হয়ে আসায় যে-যার আগ্নেয়াস্ত্র রেডি করছে। তাদের মাঝখানে হায়দার শরিফকেও দেখা যাচ্ছে। কমাণ্ডোদের সঙ্গে ভালই ভাব জমিয়ে ফেলেছে সে।

আর সবার মত শরিফকেও কয়েকটা আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হয়েছে—অটোমেটিক রাইফেল, পিস্তল, গ্রেনেড ইত্যাদি। গল্প করার ফাঁকে সেগুলোর নেড়েচেড়ে দেখে নিচ্ছে সে।

দোতালায় উঠে এসে প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টে মাঝখানের আইল ধরে এগোচ্ছে রানা, পিএ সিস্টেম থেকে একটা কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল। 'আমরা নামছি। খুসকো—আনুমানিক আর বিশ মিনিট।'

ম্যাক্স রাইটকে পাশ কাটিয়ে নিজের সিটের দিকে যাচ্ছে রানা, দেখল চশমা পরা ছোটখাট বিজ্ঞানী ওর লেখা নোটটা আরেকটা কাগজের পাশে ধরে রেখেছেন। কোনও ধরনের ম্যাপ বা নকশা হবে জিনিসটা, ফেল্ট-টিপ কলম দিয়ে দাগ দেওয়া।

মুখ তুলে ওর দিকে তাকালেন রাইট। 'মিস্টার রানা,' বললেন তিনি, 'বোধহয় আপনাকে দিয়েও আমার কাজ চলবে…'

'মিস্টারটা বাদ দিতে পারেন, রাইট।'

'ওহ্, থ্যাঙ্ক ইউ। এখানে একটু ব্যাখ্যা দরকার আমার। এই যে নোটে দেখা যাচ্ছে—পাস্কু, টাপরা আর রোয়া। এগুলো সিরিয়াল ধরে লেখা হয়েছে তো? মানে, লার্দিয়া কোজাক প্রথমে যেখানে গেছে সেটার নামই প্রথমে এসেছে—এভাবে?'

'হ্যাঁ, ম্যানুস্ক্রিপ্টে যেভাবে আছে।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

'আমার একটা কৌতূহল,' বলল রানা, রাইটের পাশের খালি সিটে বসে পড়ল।

'ইয়েস?'

'ওদের ভাষায় টিটি বা রাপা বলে, এরকম একটা প্রাণীর কথা বলেছে লার্দিয়া। আসলে কী সেটা?'

'রাপা, হুম।' মাথা ঝাঁকালেন রাইট। 'ঠিক আমার সাবজেক্ট না হলেও, এ-ব্যাপারে একদম যে কিছু জানি না তা নয়।'

'প্লিজ।'

'দক্ষিণ আমেরিকার আরও অনেক কালচারে যেমন দেখা গেছে, বড় আকারের প্যান্থার জাতীয় প্রাণীর প্রতি ইনকাদেরও এক ধরনের…কী বলে, মোহ-মুগ্ধতা ছিল। তারা ছোট-বড় স্ট্যাচু বানিয়েছে, আবার কখনও বা গোটা পাহাড়ের মুখ খোদাই করে ওগুলোর আকৃতি ফোটাবার চেষ্টা করেছে। কেন, এমনকী খুসকো শহরটাও তো প্যান্থারের আদলে তৈরি।

'তবে এই প্যান্থারের প্রতি ইনকাদের আকর্ষণ অদ্ভুতই বলতে হবে, কারণ সবাই জানে, দক্ষিণ আমেরিকায় ওগুলোর খুব অভাব। বড় জাতের প্যান্থার বলতে পাওয়া যায় জাগুয়ার, কিংবা লেপার্ড, আর পিউমা—সবই মাঝারি আকৃতির।'

সিটে নড়েচড়ে বসলেন রাইট। 'রাপার গল্প কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এগুলোকে লক নেস আর বিগফুট-এর দক্ষিণ আমেরিকান সংস্করণ বলা যেতে পারে। জনপ্রবাদে আছে, ওটা প্যান্থারের মত দেখতে প্রকাণ্ড কালো একটা বিড়াল।

'লক নেস আর বিগফুটের বেলায় যেমন ঘটে, দু'বছর অন্তর অন্তর দেখতে পাবার কথা শোনা যায়, দক্ষিণ আমেরিকাতেও তাই। ব্রাজিলের কৃষকরা হয়তো অভিযোগ করল তাদের গবাদি পশুকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে; পেরুর ইনকা ট্রেইলের ট্যুরিস্টরা হয়তো রিপোর্ট করল রাতের বেলা ক্যাম্পের বাইরে বিশাল আকৃতির প্যান্থার দেখতে পেয়েছে তারা; কিংবা কলম্বিয়ার নিচু এলাকায় মাঝে মধ্যে স্থানীয় কোনও লোকের লাশ পাওয়া গেল, কীসে যেন অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে। তবে আজ পর্যন্ত কেউ কোনও প্রমাণ যোগাড় করতে পারেনি। কিছু ফটো আছে, তবে একটাও গ্রহণযোগ্য নয়—ঝাপসা, আউট অভ ফোকাস, বোঝাই যায় না প্যান্থার নাকি ভাল্লুক।'

'তারমানে জায়ান্ট ক্যাট একটা মিথ?'

'সবুর, রানা, এত তাড়াতাড়ি মিথ বলে উড়িয়ে দেবেন না,' বললেন রাইট। 'জায়ান্ট ক্যাট কোথায় নেই বলুন? ভারতে আছে, আপনাদের বাংলাদেশে আছে, দক্ষিণ আফ্রিকা, সাইবেরিয়াতেও আছে। এমনকী, শুনলে অবাক হবেন, ইংল্যাণ্ডের লোকেরাও বিশ্বাস করে তাদের দেশে জায়ান্ট ক্যাট আছে।'

'ইংল্যাণ্ডে?'

'দ্য বিস্ট অভ এক্সমোর, দ্য বিস্ট অভ বান। দৈত্যাকার বিড়াল জাতীয় কী যেন রাতের বেলা টহল দেয়। কখনও ধরা পড়েনি। কখনও ফটো তোলা যায়নি। তবে কাদায় ওগুলোর পায়ের ছাপ দেখা গেছে। আরে, সাইটিং-এর ঘটনাগুলো যদি সত্যি হয়, তা হলে হয়তো দেখা যাবে হাউণ্ড অভ ব্যাস্কারভিলসও কুকুর নয়, আসলে প্রকাণ্ড একটা বিড়াল।'

কোনও রকমে হাসি চেপে রাইটের পাশ থেকে উঠে এল রানা। ফিরে এসে নিজের সিটে মাত্র বসেছে, ওর পাশে এসে বসল ক্রিস্টাল হারবিন।

'কেমন আছ তুমি, রানা?' জানতে চাইল সে।

'ভাল। তুমি?'

'খারাপ আছি বলতে পারি না,' হাসল ক্রিস্টাল। 'ডারপায় কাজ করার সুযোগ পাওয়াটা সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার।'

ইচ্ছে করেই ক্রিস্টালের ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছু জানতে চাইছে না রানা। তার কারণও আছে। বোকামি করেই হোক বা ভুল বুঝে, ওর বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণকে ভালবাসা ধরে নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসেছিল ক্রিস্টাল। রানার ব্যাখ্যায় তার চোখ খোলে, তারপর বোধহয় অভিমানেই দূরে সরে যায় সে।

'ল্যাণ্ড করার আগে তোমাকে বলতে এলাম,' মৃদুকণ্ঠে, হাসি হাসি মুখে বলল ক্রিস্টাল, 'অতীতের সেই দিনগুলোর কথা আমি ভুলে গেছি। এখানে যাই ঘটুক না কেন, তখনকার সেই তিক্ততার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকবে না।'

রানা ভাবল, এখানে কী ঘটবে? জানতে চাইল, 'তুমি খারাপ কিছু আশঙ্কা করছ?'

হেসে উঠল ক্রিস্টাল। 'একজন বোনাফাইড অ্যাডভেঞ্চারার হিসেবে প্রশ্নটা তোমাকে মানাল না, রানা। তুমি খুব ভাল করেই জানো, এ-ধরনের অভিযানে সম্ভাব্য সবকিছুই ঘটতে পারে।'

শেষ বিকেলের দিকে খুসকো উপত্যকার প্রান্তসীমায়, ধুলো ঢাকা একটা প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপে ল্যাণ্ড করল ওদের হারকিউলিস কার্গো প্লেন।

টিমের সবাই নেমে এসে ট্রুপ ট্রাকে চড়ল, সেটাও প্রকাণ্ড এই প্লেনের পেটে চড়ে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছেছে। বিরাট ট্রাক দেরি না করে নামকাওয়াস্তে পাকা রাস্তা ধরে সগর্জনে ছুটল উত্তর দিকে। উরুবামবা নদীর দিকে যাচ্ছে ওরা।

সারাটা পথ সারাক্ষণ ঝাঁকি খাও, ভাবল শাহানা। বডিগার্ড জন রিডকে পাশে নিয়ে ট্রাকের পিছনে বসেছে সে।

ডারপার প্রজেক্ট লিডার কর্নেল লয়েড, ফিযিসিস্ট ক্রিস্টাল, ফিযিসিস্ট বোল্ডউইন আর রানা বসেছে সামনের দিকে, রানা ছাড়া প্রত্যেকের পাশে একজন করে গ্রিন বেরেট বডিগার্ড রয়েছে।

লয়েড অবশ্য বলেছেন, 'এটা বিপজ্জনক মিশন, প্রত্যেকের সঙ্গে বডিগার্ড থাকতে হবে। রানা, আপনি যদি ইচ্ছে করেন, মিস্টার শরিফকে গানম্যান হিসেবে দায়িত্ব দিতে পারেন।'

তার প্রস্তাবে হ্যাঁ-না কিছুই বলেনি রানা। তবে খানিক পর দেখা গেল নিজের সিট ছেড়ে রানার পাশে এসে বসেছে শরিফ, কোলের উপর শক্ত হাতে তেরছা করে ধরে আছে একটা অটোমেটিক রাইফেল। চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায় একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করছে সে, বিপদের সময় নিজের জান দিয়ে হলেও সে তার মাসুদ ভাইকে রক্ষা করতে প্রস্তুত।

যাত্রার এক পর্যায়ে একটা ঢালের মাথা ধরে ছুটল ট্রাক, নিজের সিট থেকে খুসকো উপত্যকার পুরোটা দৈর্ঘ্য দেখতে পাচ্ছে রানা।

উপত্যকার বামদিকে, ঘাসে ঢাকা সবুজ পাহাড়ে ছড়িয়ে রয়েছে সাকসাইহুয়ামান-এর ধ্বংসাবশেষ, যে বিরাট দুর্গের কথা বলা হয়েছে ওর্তেগার পাণ্ডুলিপিতে। কেল্লার তিনটে স্তর এখনও আলাদাভাবে চেনা যায়, তবে সময় আর আবহাওয়া রাজকীয় ভাবগাম্ভীর্য কেড়ে নিয়েছে। চারশো বছর আগে রাজরাজড়াদের দৃষ্টিতে যে নির্মাণশৈলী অনুপম বলে গণ্য হয়েছে, তারই ভেঙে পড়া কাঠামো আজ শুধু ট্যুরিস্টদের চোখের খিদে মেটাচ্ছে।

ডানদিকে এক সাগর টেরাকোটা ছাদ দেখতে পাচ্ছে রানা, ওদিকটা আধুনিক খুসকো শহর, ওটাকে ঘিরে থাকা প্রাচীর অনেক আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ছাদগুলোর পিছনে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পেরুর দক্ষিণ পাহাড়শ্রেণী, খয়েরী আর কর্কশ। উত্তরে আন্দেজের বরফ ঢাকা চূড়া।

দশ মিনিট পর উরুবামবা নদীর তীরে পৌঁছাল ট্রাক। এখানে সাদা লিনেন সুট আর পানামা হ্যাট পরা এক লোক ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়েস হবে তার, নাম অ্যালেক ক্লগি, ইউএস আর্মির একজন লেফটেন্যাণ্ট।

ক্লগির পিছনে T আকৃতির একটা জেটির পাশে অলস ভঙ্গিতে নদীতে ভাসছে

এক জোড়া সামরিক হেলিকপ্টার। লম্বা-চওড়া নাম আছে, সংক্ষেপে বেল বলে এগুলোকে। তবে এই দুটো বেলকে সামান্য মডিফাই করা হয়েছে। লম্বা আর সরু ল্যাণ্ডিং স্ট্রাট সরিয়ে তার জায়গায় ফিট করা হয়েছে পড-এর মত পনটুন, ফলে নদীর সারফেসে ভাসছে কপ্টারগুলো। রানা দেখল, একটা কপ্টারের নাকের নীচে জটিল আর অদ্ভুতদর্শন ইলেকট্রনিক ডিভাইস ঝুলছে।

জেটির পাশে ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক। লাফ দিয়ে নীচে নামছে আরোহীরা।

লেফটেন্যান্ট ক্লগি সোজা লয়েডের দিকে হেঁটে এল। 'আপনি যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, কর্নেল, কপ্টারগুলো রেডি করে রাখা হয়েছে।'

'ওয়েল ডান, লেফটেন্যান্ট,' বললেন লয়েড। 'আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের খবর কী?'

'দশ মিনিট আগে একটা এসএটি-এসএন স্ক্যান করা হয়েছে, সার। হোমবারো আর তার টিম এই মুহূর্তে কলম্বিয়ার ওপরে উড়ছে, খুসকোয় আসার পথে।'

'জিযাস, সর্বনাশ! এরইমধ্যে কলম্বিয়ার ওপর চলে এসেছে!' ঠোঁট কামড়ালেন লয়েড। 'তারমানে দূরত্ব কমিয়ে আনছে ওরা।'

'খুসকোয় তিনঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাবে ওরা, সার।'

হাতঘড়ি দেখলেন লয়েড। কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা। 'সেক্ষেত্রে আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই,' বললেন তিনি। 'কপ্টার লোড করে আকাশে উঠি চলো।'

লয়েডের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, গ্রিন বেরেটরা বড় আকারের ছয়টা ট্রাঙ্ক বয়ে নিয়ে এসে বেলগুলোয় তুলতে শুরু করল। কাজটা শেষ হতে প্রতি কপ্টারে ছয়জন করে উঠল ওরা। নদী থেকে আকাশে উঠল যান্ত্রিক দুই ফড়িং; জেটিতে একা দাঁড়িয়ে থাকল অ্যালেক ক্লগি, হাতের হ্যাট দিয়ে বাতাস করছে নিজেকে।

বেল দুটো বরফ ঢাকা চূড়ার উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। দ্বিতীয় কপ্টারের পিছনে পাশাপাশি বসেছে রানা আর শাহানা, বিস্ময় জাগানো গভীর পাহাড়ী খাদের দিকে তাকিয়ে আছে দুজন।

'অল রাইট, এভরিওয়ান,' হেডসেটের মাধ্যমে লয়েডের কথা শুনতে পেল সবাই। 'আর বোধহয় ঘণ্টা দুয়েকের মত দিনের আলো পাচ্ছি আমরা। নীচে নেমেই কাজ শুরু করতে চাই আমি। প্রথম কাজ, প্রথম টোটেমটা খুঁজে বের করা। ম্যাক্স?'

ম্যাক্স রাইট বসেছেন লয়েডের সঙ্গে প্রথম কপ্টারে।

পাহাড়শ্রেণীকে পিছনে ফেলল বেলগুলো, পাশ কাটাল পাওকারটামবো নদীকে, ছুটছে ওর্তেগা পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া নদী-ঘেঁষা তিনটে গ্রামের দিকে—পাক্সু, টাপরা আর রোয়া।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে, প্রথম টোটেমটা পাওয়া যাবে সর্বশেষ শহর রোয়ার কাছাকাছি। এখন অ্যানথ্রপলজিস্ট, তথা সৌখিন আর্কিওলজিস্ট ম্যাক্স রাইটের কাজ হলো অঙ্ক কষে সেটাকে খুঁজে বের করা।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, ভাবল রানা, গন্তব্যে পৌঁছাতে লার্দিয়া কোজাক আর

হোসে ওর্তেগার যেখানে এগারোদিন লেগেছিল, ওদের সেখানে লাগল পঞ্চাশ মিনিট। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আন্দেজের এবড়োখেবড়ো চূড়াগুলোর উপর দিয়ে উড়ে আসবার পর হঠাৎ বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে ওরা দেখল যত দূর চোখ যায়, বোধহয় দিগন্ত ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর পর্যন্ত, গাঢ় সবুজ একটা চাদর বিছানো রয়েছে। এটাই সেই রেইনফরেস্ট, প্রায় নিশ্ছিদ্র বনভূমি। এখান থেকেই বিশাল অ্যামাজন রিভার বেসিনের শুরু।

রেইনফরেস্টের মাথার উপর দিয়ে উত্তর-পুব দিকে যাচ্ছে ওরা, কপ্টার দুটোর রোটর ব্লেড অনবরত কর্কশ আওয়াজ করছে নীরব বিকেলে। কয়েকটা নদী পেরুল ওরা; লম্বা আর মোটা বাদামী রেখা, সাপের মত এঁকেবেঁকে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে নদীর তীরে পুরানো গ্রামের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল, এরকম দু'একটা গ্রামের চৌরাস্তায় ভেঙে পড়া পাথুরে কাঠামোও রয়েছে। জার্নির এক পর্যায়ে গাঢ় হয়ে আসা দিগন্তের কাছে বৈদ্যুতিক আলোর অস্পষ্ট হলুদ আভা চোখে পড়ল।

'মাদ্রে দ্য ডিয়স গোল্ডমাইন,' এক পাশের সিট থেকে রানাকে ওদিকটা দেখাল ক্রিস্টাল। 'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ওপেন-কাট মাইনগুলোর একটা। যেমন দূর, তেমনি দুর্গম, চারপাশে সভ্যতার ছোঁয়া বলতে শুধু এটাকেই কাছাকাছি পাব আমরা। শুনেছিলাম গত বছর বন্ধ হয়ে গেছে। আবার বোধহয় খুলেছে...'

ঠিক সেই মুহূর্তে ম্যাক্স রাইট উত্তেজিত হয়ে রেডিওতে কথা বলতে শুরু করলেন, কপ্টার দুটোর সরাসরি নীচের একটা গ্রাম সম্পর্কে রিপোর্ট করছেন তিনি।

এরপর জভানি লয়েডের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা, পাইলটদের ল্যাণ্ড করবার নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি।

নদীর ধারে ফাঁকা একটা জায়গায় ল্যাণ্ড করল বেল দুটো, বাতাসের চাপে চারদিকের লম্বা ঘাস শুয়ে পড়ল। নিজেদের কপ্টার থেকে রাইটকে নিয়ে নীচে নামলেন লয়েড।

সবুজ ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে শ্যাওলা ঢাকা কিছু পাথরের মনুমেন্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েক মিনিট ধরে সেগুলো পরীক্ষা করলেন দুই বিজ্ঞানী, রাইট তাঁর নোটবুক খুলে কী যেন মেলালেন, তারপর একমত হলেন যে এটাই বোধহয় রোয়া নামের সেই গ্রাম।

এরপর রানা আর শাহানা সহ টিমের বাকি সদস্যরা যে-যার কপ্টার থেকে নামল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের জঙ্গলে সার্চ শুরু হয়ে গেল। মাত্র দশ মিনিট পেরিয়েছে, গ্রামের পাঁচশো মিটার উত্তর-পশ্চিমে প্রথম টোটেমটা খুঁজে পেলেন রাইট।

আট

দৈত্যাকার টোটেমটার সামনে দাঁড়িয়ে হাসি পেল রানার। যেখানেই সুযোগ পাবে, বাড়াবাড়ি করবেই ধর্মপ্রচারকরা, তা সে যে ধর্মেরই হোক। পেরুর ইনকা টোটেমের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই, অথচ দখলদার বাহিনীর ঈশ্বর ভীরু সদস্যরা চারশো বছর আগে ক্রস সহ নানা রকম নকশা এঁকে রেখেছে ওটার গায়ে।

জিনিসটা নয় ফুট উঁচু, সম্পূর্ণ পাথর দিয়ে তৈরি। পাথর কুঁদে ওটার গায়ে যে রূপটা বানানো হয়েছে, রানার মনে হলো আগে কখনও এরকম জিনিস দেখেনি ও। কেমন যেন ভয় ভয় লাগল।

শিশির লেগে ভিজে আছে ওটা, ফোঁটাগুলো গড়াচ্ছে। এই ভেজা ভাব জ্যান্ত করে তুলেছে খোদাইয়ের কাজটাকে।

রানার হাত ধরে ওখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে এল শাহানা।

প্রথম টোটেম পাওয়ার পর গোটা টিম আবার বেল দুটোয় উঠে বসল। পথ দেখাচ্ছে সামনের কপ্টার, যেটায় লয়েড রয়েছেন। রাপার ট্রেইল ধরে ছুটছে ওরা, জঙ্গলের ঠিক মাথার উপর দিয়ে।

হেডসেটে লয়েডকে বলতে শুনল রানা, '...ম্যাগনেটোমিটার অন করো। পরবর্তী টোটেম-এর রিডিং পেলে স্পটলাইট জ্বালা যাবে।'

'পেয়েছি...'

'ম্যাগনেটোমিটার? সেটা আবার কী?' জানতে চাইল শাহানা।

'একটা ডিভাইস,' বলল রানা। 'পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সামান্যতম তারতম্যও ডিটেক্ট করতে পারে। মাটির নীচে থাকা প্রাচীন জিনিসপত্র খুঁজতে আর্কিওলজিস্টরা ব্যবহার করে এটা। মাটির নীচে তেল আর ইউরেনিয়ামের রিজার্ভ আছে কিনা দেখার জন্যেও ব্যবহার করা হয়।'

'কীভাবে কাজ করে ওটা?'

'পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডে যত সূক্ষ্ম পরিবর্তনই ঘটুক, একটা ম্যাগনেটোমিটারে তা ধরা পড়বে–এই পরিবর্তন ঘটে কোনও জিনিস ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উর্ধ্বমুখী প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করলে। মেক্সিকোর আর্কিওলজিস্টরা অনেক আগে থেকেই এটা ব্যবহার করছে।'

শাহানা বলল, 'কিন্তু আমরা যে টোটেম খুঁজছি সেগুলো তো মাটির তলায় নয়, সারফেসে রয়েছে। গাছ আর প্রাণী থাকায় ম্যাগনেটোমিটার ঠিক মত কাজ করবে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। লয়েড নিশ্চয়ই শুধু নির্দিষ্ট ঘনত্বের জিনিস খুঁজছেন। গাছের ঘনত্ব প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে শূন্য-দশমিক-পাঁচাশি গ্রাম; হাড় থাকায় প্রাণীদের তারচেয়ে সামান্য একটু বেশি। আর রেইনফরেস্টের যে-কোনও মোটা গাছের চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি ঘন ইনকান পাথর।

'হ্যাঁ, ঠিক,' আবার লয়েডের গলা শুনল ওরা। 'সত্যি একটা রিডিং পাওয়া

গেছে। নাক বরাবর সামনে। করপোরাল, স্পটলাইট।'

এভাবেই চলল। পরবর্তী এক ঘণ্টা, আলো যখন কমছে আর পাহাড়ের ছায়া লম্বা ও গাঢ় হচ্ছে, লয়েড ও রাইটের কথা শুনে বোঝা গেল একের পর এক টোটেম আবিষ্কার করছেন ওঁরা। ম্যাগনেটোমিটারে একটা করে টোটেম ধরা পড়লেই নিজেদের বেল শূন্যে থামিয়ে সেটার উপর স্পটলাইটের চোখ ধাঁধানো সাদা আলো ফেলছেন। তারপর, হয় রাপার লেজ অনুসরণ করছেন ওঁরা, নয়তো ওটার বাম দিকে যাচ্ছেন।

প্রকাণ্ড ধাপ আকৃতির মালভূমিকে পাশে রেখে উত্তরে ছুটছে ওদের বেল দুটো। পাহাড়শ্রেণী আর রেইনফরেস্টকে এই মালভূমিটাই আলাদা করে রেখেছে।

সন্ধ্যা নামবার ঠিক আগে লয়েডকে বলতে শুনল রানা, 'ঠিক আছে, মালভূমির ওপর চলে আসছি আমরা। ওখানে বড় একটা জলপ্রপাত দেখতে পাচ্ছি আমি:...'

সিট ছেড়ে সামনে এগোল রানা, ফ্রন্ট উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাল। মালভূমির কিনারায় দৃষ্টিনন্দন জলপ্রপাত দেখা যাচ্ছে।

'অল রাইট...এবার নদীটাকে অনুসরণ করছি...'

দিনের সমস্ত আলো ফুরিয়ে আসায় একটু পর সামনের বেলটার শুধু টেইল-লাইট দেখতে পেল রানা; ওদের নীচের চওড়া কালো নদীটার পথ অনুসরণ করার সময় কখনও এঁকেবেঁকে যাচ্ছে, কখনও উঁচু-নিচু হচ্ছে, পানির গায়ে খুদে ঢেউয়ের উপর খেলা করছে স্পটলাইটের আলো। এখন পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা, রেইনফরেস্টের উপর মাথা তুলে থাকা পাহাড়গুলোর দিকে।

আর ঠিক এই সময় রানা দেখল লয়েডের বেল তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে ডানদিকে ঘুরে গেল, পার হয়ে এল জঙ্গল ঢাকা নদীর একটা মোচড়।

'এক মিনিট,' বললেন লয়েড।

উইণ্ডশিল্ড দিয়ে সামনে তাকাল রানা। ওর ডানদিকে লয়েডের বেল নদীর তীরে, শূন্যে দাঁড়িয়ে পড়ছে।

'দাঁড়াও...ফাঁকা একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে ঘাস আর শ্যাওলায় মোড়া...এক সেকেণ্ড, হ্যাঁ, ওই তো। দেখতে পাচ্ছি ওটা! বড়সড় পিরামিড আকৃতির একটা দালানের যেটুকু আছে আর কী...দুর্গ বলেই মনে হচ্ছে। অল রাইট, স্ট্যাণ্ডবাই। স্ট্যাণ্ডবাই ফর ল্যাণ্ডিং।'

ঠিক যখন লয়েডের হেলিকপ্টার ভিলকাফর শহরে ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে, ওই একই সময়ে আরও অনেক বড় আকারের তিনটে সামরিক বিমান নামছে খুসকো এয়ারপোর্টে।

একটা দৈত্যাকার সি-১৭ গ্লোবমাস্টার-৩ কার্গো প্লেন ও দুটো এফ-১৪ ফাইটার প্লেন। ফাইটার দুটো কার্গো প্লেনটাকে এসকর্ট করে নিয়ে এসেছে।

ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপের শেষ প্রান্তে থামল ওগুলো। ওখানে আরও কিছু এয়ারক্রাফট রয়েছে, মাত্র কয়েক মিনিট আগে খুসকোয় পৌঁছেছে ওগুলো।

তিনটে বিরাট সিএইচ-৫৩-ই সুপার স্ট্যালিয়ন হেলিকপ্টার রানওয়ের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে গ্লোবমাস্টারের জন্য অপেক্ষা করছে। সুপার স্ট্যালিয়ন আকারে

যেমন বড়, তেমনি শক্তিশালীও বটে, দুনিয়ার সবচেয়ে হেভি-লিফট হেলিকপ্টার ওগুলো।

ট্র্যান্সফারের কাজ দ্রুত সারা হলো।

গ্লোবমাস্টার থামতে না থামতে লাফ দিয়ে নীচে নামল তিনটে ছায়ামূর্তি, টারমাকের উপর দিয়ে কপ্টারগুলোর দিকে ছুটছে। তাদের একজন, বাকি দুজনের চেয়ে ছোটখাট আর কালো, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা–বগলের তলায় কী যেন আটকে রেখেছে, বোধহয় চামড়া মোড়া একটা বই।

তিনজন তারা লাফ দিয়ে একটা সুপার স্ট্যালিয়নে চড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তিনটে কপ্টারই টারমাক ছেড়ে উঠে পড়ল আকাশে। উত্তর দিকে যাচ্ছে।

তবে অন্তত একজনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নয়।

এয়ারপোর্ট থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, চোখে একজোড়া শক্তিশালী বিনকিউলার, পরনে সাদা লিনেনের সুট আর মাথায় ক্রিম কালারের পানামা হ্যাট।

লোকটা অ্যালেক ক্লুগি।

গোধূলির শেষে, ঝম ঝম বৃষ্টির মধ্যে, ভিলকাফর ধ্বংসাবশেষের পাশের নদীতে ধীরে ধীরে নামল বেল দুটো। নদীর সারফেসে স্থির হওয়ার পর পাইলটরা তাদের যান্ত্রিক ফড়িং দুটো ঘুরিয়ে নিল, যাতে পণ্টুনগুলো তীরের নরম কাদায় উঠে পড়ে। লাফ দিয়ে ডাঙায় চলে এল গ্রিন বেরেট, প্রত্যেকের হাতে বাগিয়ে ধরা এম-ষোলো। ওদের সঙ্গে সিভিলিয়ান হায়দার শরিফও রয়েছে। তাদের পিছু নিয়ে এসে কাদায় নামল সিভিলিয়ান সদস্যরা। সবার শেষে নামল রানা, নিরস্ত্র, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে শহর ভিলকাফরের ধ্বংসপ্রায় দুর্গের দিকে।

শহর বলতে চওড়া একটা মূল রাস্তা, প্রায় একশো গজ লম্বা। রাস্তার দু'পাশে ছাদবিহীন পাথুরে কুঁড়ে, শ্যাওলা আর আগাছায় ঢাকা। রাস্তাটার এ-মাথায় নদী আর কাঠের ভাঙাচোরা একটা জেটি রয়েছে। আর শেষ মাথায়, ছোট্ট শহরটার উপর ঝুঁকে রয়েছে যেন রক্ষকের ভঙ্গি নিয়ে পিরামিড সদৃশ প্রকাণ্ড কেল্লা।

দুর্গটা আসলে তিনতলা একটা বাড়ির চেয়ে বড় নয় আকারে। তবে অত্যন্ত নিরেটদর্শন পাথর দিয়ে তৈরি। ওর্তেগার পাণ্ডুলিপিতে যেমন লেখা আছে, ইনকান পাথর-মিস্ত্রীদের নৈপুণ্য আর দক্ষতার ছাপ পরিষ্কার বোঝা যায়। দৈত্যাকার চৌকো বোল্ডারকে কেটে-ছেঁটে নির্দিষ্ট একটা আকৃতি দেওয়ার পর কারিগররা অন্যান্য বোল্ডারের পাশে খাপে খাপে বসিয়েছে, সেগুলোও একই আকৃতির। বালি, কাদা কিংবা চুনের মিশ্রণ দরকার হয়নি।

দুর্গের গায়ে বৃত্তাকার তিনটে ব্যালকনি দেখা যাচ্ছে, একটা থেকে অপরটা দশফুট উঁচুতে; উপরেরগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে। কালের আঁচড়ে গোটা কাঠামোটা ক্ষতবিক্ষত ও বিধ্বস্ত। এক সময়ের পাথরের উঁচু দেয়ালে আঁকাবাঁকা ফাটল তৈরি হয়েছে, সে-সব ফাটল থেকে বেরিয়ে এসেছে সবুজ আগাছা। দালানটার ভিতর পাথরের একটা দরজা অদ্ভুত ভঙ্গিতে একদিকে কাত হয়ে রয়েছে।

দুর্গ ছাড়া প্রাচীন শহরে দেখার মত আরও একটা জিনিস আছে। ভিলকাফরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে শুকনো একটা পরিখা, ঘোড়ার খুর আকৃতির বিরাট একটা গর্ত, গর্তের দুটো মুখই নদীর কিনারা থেকে শুরু হয়েছে। পাথরের বিরাট দুটো বাঁধ পরিখায় পানি ঢুকতে বাধা দিচ্ছে।

পরিখাটা অন্তত পনেরো ফুট চওড়া, গভীরতাও তাই। জড়াজড়ি করে থাকা ঝোপ ঢেকে দিয়েছে মেঝেটা। শহরে যাওয়ার জন্য কাঠের দুটো সেতু আজও টিকে আছে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে ভিজছে রানা। ওকে পাশ কাটিয়ে এগোবার সময় ক্রিস্টাল সাবধান করে দিয়ে বলল, 'পানির কাছাকাছি বেশিক্ষণ থেকো না।'

ঘুরল রানা, অর্থটা বোঝেনি। বোতামে চাপ দিয়ে টর্চ জ্বালল ক্রিস্টাল, আলোটা ফেলল ওর পিছনের নদীতে।

সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল রানা। টর্চের আলোয় চকচক করছে চোখগুলো। সংখ্যায় এত বেশি যে গোনা কঠিন। কম করেও ষাট-সত্তর জোড়া। বৃষ্টি বিঘ্নিত কালো পানির সারফেস থেকে বেরিয়ে আছে।

'অ্যালিগেটর?'

'না,' বললেন রাইট, ওদের দিকে হেঁটে আসছেন। 'ব্ল্যাক কেইমান। মহাদেশের সবচেয়ে বড় প্রজাতির কুমির। কেউ কেউ বলে আকারে এগুলোই নাকি দুনিয়ার সবচেয়ে বড়।'

কেইমান সম্পর্কে খুব ভালই জানা আছে ওর। পনেরো থেকে পঁচিশ ফুট লম্বা হয় ওগুলো। দুই হাজার পাঁচশো পাউণ্ড পর্যন্ত ওজন হতে পারে। অর্থাৎ, কমবেশি এক হাজার কিলোগ্রাম। মানে, এক মেট্রিক টন।

যেন রানা তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরেই কেইমানগুলো নিজেদেরকে দেখাবার জন্য পানির উপর শরীর উঁচু করল। ওগুলোর লেজের চোখা প্লেট আর পিঠে জন্মসূত্রে পাওয়া কুমিরসুলভ ঢালগুলো দেখতে পাচ্ছে রানা।

'পানি থেকে ওগুলো উঠে আসতে পারে?' জানতে চাইল শাহানা, এইমাত্র রানার পাশে এসে দাঁড়াল। সে টর্চ জ্বালতে নিজের কাজে চলে গেল ক্রিস্টাল।

'ওঠার কথা নয়,' বলল রানা। 'সাধারণত পানির নীচে লুকিয়ে থাকে, হঠাৎ মাথা তোলে কিনারায় দাঁড়ানো শিকারকে ধরার জন্যে। কেইমানরা নিশাচর শিকারী হলেও সন্ধের পর ডাঙায় খুব কমই উঠতে দেখা যায়।'

প্রাচীন ভিলকাফরের মূল সড়কের শেষ মাথায় বুকে হাত বেঁধে একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন লয়েড। ধসে পড়া শহরটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তিনি।

তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন রজার বোল্ডউইন। 'খুসকো থেকে এইমাত্র কথা বলল ক্লুগি। হোমবারা খানিক আগে এয়ারপোর্ট ছেড়ে গেল। টমক্যাটের এসকর্ট নিয়ে গ্লোবমাস্টারে চড়ে পৌঁছায় সে। তারপর কয়েকটা কপ্টারে চড়ে এদিকে রওনা হয়েছে।'

'কী ধরনের হেলিকপ্টার?'

'সুপার স্ট্যালিয়ন। তিনটে।'

'ক্রিস্ট!' বললেন লয়েড। পুরো মাত্রায় লোড করা হলে সশস্ত্র পঞ্চান্নজন ট্রুপার ধরবে একেকটা সুপার স্ট্যালিয়নে। আসছে তিনটে। না জানি কত সৈনিক আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসছে হোমবারা! 'খুসকো থেকে এখানে আসতে কতক্ষণ লেগেছে আমাদের?' দ্রুত জানতে চাইলেন লয়েড।

'এই...দু'ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের মত,' বললেন বোল্ডউইন।

হাতঘড়ি দেখলেন লয়েড। ৭-টা বেজে ৪৫ মিনিট। 'ওদের স্ট্যালিয়ন আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছাবে,' বললেন তিনি, 'যদি ঠিক মত টোটেমগুলোকে ফলো করতে পারে। তাড়াতাড়ি সরে যাওয়া দরকার আমাদের। আমার ধারণা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবে ওরা।'

পাঁচজন গ্রিন বেরেট বেল কপ্টার থেকে স্যামসনাইট ট্রাঙ্ক বের করে ভিলকাফরের প্রধান সড়কে বয়ে নিয়ে এল।

লয়েড আর বোল্ডউইন সঙ্গে সঙ্গে খুললেন ওগুলো। ভিতর থেকে বেরুচ্ছে নানা ধরনের ইকুইপমেন্ট: হেক্সিয়াম ল্যাপটপ কমপিউটার থেকে শুরু করে ইনফ্রারেড টেলিস্কোপিক লেন্স, নানান ধরনের সেনসর, স্টেইনলেস-স্টিল ক্যানিস্টার ইত্যাদি।

সময় নষ্ট না করে দুই অ্যাকাডেমিক, লয়েড আর রাইট, মূল শহরে চলে গেলেন, দুর্গ আর ওটার চারপাশ পরীক্ষা করছেন।

বৃষ্টি থামবার কোনও লক্ষণ দেখতে না পেয়ে সবুজ রঙের একটা পারকা পরেছে রানা, অলস পায়ে হাঁটতে বেরিয়েছে। কপ্টার থেকে কার্গো নামাচ্ছে কমাণ্ডোরা, শরিফ তীক্ষ্ণ নজরে দেখছে চারপাশ। সার্জেন্ট জন রিড আর কমাণ্ডোদের লিডার ডন লেভিনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

কী একটা ব্যাপার নিয়ে হাসাহাসি করছে কমাণ্ডোরা।

হাসি থামিয়ে ঘাড় ফেরাল বেকার। রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল। কী যেন বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে, আবার খিক খিক করে হাসছে। লম্বা-চওড়া কমাণ্ডো লোকটাকে রানার কেন যেন ভাল লাগল না। তার মধ্যে নীচ প্রকৃতির কী যেন একটা আছে। স্রেফ একটা কসাই, নিজের নিষ্ঠুরতা চরিতার্থ করবার জন্য সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে।

এই সময় জন রিডকে নিয়ে ওদের লিডার ডন লেভিন দ্বিতীয় হেলিকপ্টার থেকে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল বেকারের হাসি।

বেকারকে জিজ্ঞেস করল লেভিন, 'এদিকের কাজ কী রকম এগোচ্ছে?'

'সুষ্ঠুভাবে, সার!' তাড়াতাড়ি জবাব দিল বেকার। 'কোথাও কোনও সমস্যা নেই, সার।'

'তা হলে যে যার গিয়ার নিয়ে শহরে ঢোকো, যাও,' নির্দেশ দিল লেভিন। 'ওঁরা টেস্ট শুরু করতে যাচ্ছেন।'

সৈনিকদের সঙ্গে মূল শহরে ঢুকল রানা। বৃষ্টি এখন ইলশে-গুঁড়ি। কাদায় ভরা রাস্তা ধরে এগোবার সময় ক্রিস্টালকে দেখল ও, সবচেয়ে বড় স্যামসনাইট ট্রাঙ্কের পাশে

দাঁড়িয়ে রয়েছে, সঙ্গে বোল্ডউইন।

ট্রাঙ্কটা কালো, অন্তত পাঁচ ফুট উঁচু। ওটার পাশের প্যানেলগুলোর ভাঁজ খুলছেন বোল্ডউইন, ফলে এক ধরনের ওঅর্কবেঞ্চের চেহারা পাচ্ছে সেটা। একহারা বিজ্ঞানী ট্রাঙ্কের ঢাকনিটা খুললেন, ভিতরে কিছু ডায়াল, একটা কিবোর্ড আর একটা কমপিউটার স্ক্রিন দিয়ে তৈরি কোমর সমান উঁচু কনসোল দেখা যাচ্ছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে কনসোলটার মাথায় সিলভার রডের মত দেখতে একটা জিনিস ফিট করছে ক্রিস্টাল, সম্ভবত লাউডস্পিকার।

'রেডি?' জানতে চাইল ক্রিস্টাল।

'রেডি,' জবাব দিলেন বোল্ডউইন।

স্যামসনাইট ট্রাঙ্কের গায়ে হাত দিয়ে একটা বোতামে চাপ দিল ক্রিস্টাল, কনসোলের চারদিকে লাল আর সবুজ আলো জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কিবোর্ড টেনে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন বোল্ডউইন।

'এটাকে নিউক্লিয়োটাইড রেজোন্যান্স ইমেজার, এনআরআই বলে,' জানতে চাওয়ার আগেই রানাকে বলল ক্রিস্টাল। 'আশপাশে কোনও নিউক্লিয়ার পদার্থ আছে কিনা বলে দেবে, জিনিসটার চারপাশের রেজোন্যান্স মেপে।'

'কী জিনিস?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ক্রিস্টাল বলল, 'যে-কোনও রেডিওঅ্যাকটিভ বস্তু, হোক ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম কিংবা থাইরিয়াম, মলিকিউলার লেভেলে অক্সিজেনের সঙ্গে রিয়্যাক্ট করে যেগুলো। আসলে রেডিওঅ্যাকটিভ পদার্থ নিজের চারপাশের বাতাসে কম্পন সৃষ্টি করে। এই মেশিনটা বাতাসের ওই কম্পন, অর্থাৎ রেজোন্যান্স ডিটেক্ট করে, আর এভাবেই আমাদেরকে জানিয়ে দেয় রেডিওঅ্যাকটিভ পদার্থের অবস্থান।'

এক মুহূর্ত পরেই টাইপের কাজ শেষ হলো বোল্ডউইনের। লয়েডের দিকে ঘুরে গেলেন তিনি। 'এনআরআই রেডি।'

'ডু ইট,' নির্দেশ দিলেন লয়েড। রাইটকে নিয়ে দুর্গের সামনে থেকে ফিরে এলেন তিনি।

কিবোর্ডের একটা চাবি টিপলেন বোল্ডউইন, সঙ্গে সঙ্গে মেশিনটার মাথায় ফিট করা সিলভার রড ঘুরতে শুরু করল। ধীর গতিতে ঘুরছে ওটা; নিয়মিত ছন্দে, মাপা একটা ভঙ্গিতে।

রানা খেয়াল করল টিমের সবাই কাছাকাছি চলে এসেছে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নিউক্লিয়োটাইড রেজোন্যান্স ইমেজারের দিকে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক। এই মেশিন কী বলে তার উপরই নির্ভর করছে সব। ইমেজার যদি কাছেপিঠে কোথাও মূর্তিটার অস্তিত্ব না পায়, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে এখানে এসে স্রেফ সময় নষ্ট করেছে ওরা।

ইমেজারের মাথার রড ঘোরা বন্ধ করল।

'একটা রিডিং পাচ্ছি,' হঠাৎ বলল ক্রিস্টাল, তার চোখ কনসোলের স্ক্রিনে আটকে আছে।

আটকে রাখা নিঃশ্বাস ফেললেন লয়েড। 'কোথায়?'

'এক সেকেণ্ড...' কিবোর্ডে কী যেন টাইপ করল ক্রিস্টাল।

ইমেজারের রড এখন নদীর উজান চিহ্নিত করছে, যেদিকে রেইনফরেস্টের গাছপালা কাছাকাছি পাথুরে মালভূমির খাড়া প্রাচীরে মিলিত হয়েছে।

ক্রিস্টাল বলল, 'দুর্বল সিগনাল, কারণ অ্যাঙ্গেল ঠিক নেই। তবে কিছু পেতে যাচ্ছি। দেখি ভেকটার অ্যাডজাস্ট করা যায় কিনা...'

আরও কয়েকটা বোতামে চাপ দিল সে। ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠতে চাইছে রড। ওটা ত্রিশ ডিগ্রি কোণে পৌঁছাতে ক্রিস্টালের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'জোরাল সিগনাল পাচ্ছি। অত্যন্ত হাইফ্রিকোয়েন্সি রেজোন্যান্স। বেয়ারিং ২৭০ ডিগ্রি পশ্চিম। ভার্টিকাল অ্যাঙ্গেল ২৯ ডিগ্রি, ৫৮ মিনিট। রেঞ্জ...৭৯৩ মিটার।'

কমাণ্ডো লিডার ডন লেভিনের দিকে ঘুরে গেলেন লয়েড। 'রেডিও অন করে পানামাকে জানাও জিনিসটার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এ-ও জানাও আমরা খবর পেয়েছি শত্রুরা আমাদের অবস্থান লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। ওদেরকে নির্মূল করার জন্যে একটা ফুল প্রটেকটিভ ফোর্স পাঠাতে বলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'ইয়েস, সার!'

বাকি সবার দিকে ঘুরে গেলেন লয়েড। 'ঠিক আছে, চলো তা হলে, মূর্তিটা নিয়ে আসি।'

সবাই তৈরি হচ্ছে।

কমোণ্ডোরা নিজেদের এম-ষোলো চেক করছে। ডারপা বিজ্ঞানীরা কমপিউটার, কমপাসসহ তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছেন। ক্রিস্টাল আর বোল্ডউইনকে একটা বেলে ঢুকতে দেখল রানা, নিশ্চয়ই নিজেদের কোনও গিয়ার নামাবে। কপ্টারটাকে পাশ কাটাচ্ছে, ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল একজোড়া কিশোর-কিশোরীর ব্যগ্রতা নিয়ে পরস্পরের মাথার চুলে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে ওরা দুজন, চুমো খাচ্ছে। হঠাৎ থেমে ওর দিকে তাকাল ক্রিস্টাল। চোখাচোখি হয়ে গেল।

'দুঃখিত...'

'না, ঠিক আছে,' বলল ক্রিস্টাল, কপাল থেকে চুল সরাল। 'এটা আমাদের জন্যে অত্যন্ত আনন্দের একটা মুহূর্ত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওখান থেকে দ্রুত সরে এল রানা। তবে দৃশ্যটা বারবার ফিরে আসছে মনের পরদায়। ক্রিস্টালের আঙুলে বিয়ের আঙটি দেখেছে ও। কিন্তু বোল্ডউইনের আঙুলে কোনও আঙটি নেই।

নয়

পুরু কাদায় ভর্তি পথটা নদীর কিনারা ধরে এগিয়েছে। পাথুরে মালভূমির গোড়ার

দিকে এগোচ্ছে ওরা। রাতের জঙ্গলের বিচিত্র সব আওয়াজ ঢুকছে কানে। আবার জোরাল হয়েছে বৃষ্টিটা। ওদের চারপাশের পাতার সাগর; বাতাস আর বৃষ্টি ঢেউ তুলছে তাতে।

ইতিমধ্যে রাত গাঢ় হয়ে উঠেছে। সামনের জঙ্গল ওদের টর্চের আলোয় উদ্ভাসিত। মুখ তুলতে রানা দেখল, গাঢ় মেঘের রাজ্যে ছোট-বড় ফাঁক তৈরি হয়েছে, সেই ফাঁক গলে নীলচে জোছনা নেমে এসে আলোকিত করে তুলেছে ওদের পাশের নদীটাকে। তবে দূরে কোথাও ঘন ঘন মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে। বোধহয় একটা ঝড় আসছে।

বোল্ডউইন ও ক্রিস্টাল পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে। ক্রিস্টালের হাতে, সামনে বাড়িয়ে ধরা, একটা ডিজিটাল কমপাস। হাতের এম-ষোলো বুকের কাছে ধরে পাশে রয়েছে তার বডিগার্ড মরিস বেকার।

ওদের ঠিক পিছনে রয়েছে রানা, শাহানা, লয়েড আর রাইট। লেভিন, রিড আর করপোরাল রেমন হেকম্যান রয়েছে সবার পিছনে

করপোরাল উইল ডুরান্ট আর হায়দার শরিফকে শহরে রেখে আসা হয়েছে।

পা চালিয়ে রানার পাশে চলে এলেন লয়েড 'আর বোধহয় বেশি দেরি নেই, রানা। আপনার অভিজ্ঞতা আর সার্ভিস, দুটোই দরকার হবে আমাদের।'

'আচ্ছা, শুরুতেই আর্মি একটা ফুল প্রোটেকটিভ ফোর্স পাঠায়নি কেন?' জানতে চাইল রানা। 'মূর্তিটা যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ, প্রিলিমিনারি টিম পাঠাল কী মনে করে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন লয়েড। 'ওপরমহলের কিছু কর্তা এই মিশন নিয়ে সন্দেহে ভুগছেন। তাঁদের ধারণা চারশো বছরের পুরানো একটা ম্যানুস্ক্রিপ্টের সূত্র ধরে থাইরিয়ামের মূর্তি খুঁজে বের করা রীতিমত হাস্যকর একটা প্রস্তাব। কাজেই ফুল অফেনসিভ ইউনিট না পাঠিয়ে ডিসকভারি টিম পাঠিয়েছেন। তবে এখন যখন রিপোর্ট পেয়েছেন, নতুন ফোর্স পাঠাতে দেরি করবেন না এক্সকিউজ মি, প্লিজ।' দ্রুত পা চালিয়ে ক্রিস্টাল আর বোল্ডউইনের পাশে চলে গেলেন তিনি

নদীর কিনারা ঘেঁষে হাঁটার সময় হঠাৎই রানা খেয়াল করল ব্যাপারটা। ওদের টিমের সঙ্গে গতি বজায় রেখে কয়েকটা কেইমানও এগোচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর ক্রিস্টাল আর বোল্ডউইন পাথুরে মালভূমির গোড়ায় পৌঁছাল। বিশাল পাথরের ভেজা পাঁচিল, উত্তর আর দক্ষিণে যত দূর দৃষ্টি যায়। রানা আন্দাজ করল শহর থেকে ছয়শো গজ দূরে চলে এসেছে ওরা।

বাম দিকে, নদীর ওপারে, পাথরের গা থেকে ঢাউস একটা জলপ্রপাত বেরুচ্ছে, খোরাক যোগাচ্ছে নদীটাকে।

রানা দেখল, ওর সামনের ভেজা আর খাড়া পাহাড় প্রাচীরের গায়ে একটা ফাটল রয়েছে। চওড়ায় মাত্র আট ফুট হলেও, অনেক উঁচু, অন্তত তিনশো ফুটের কম নয়। ফাটলটার পাঁচিলগুলোও পুরোপুরি খাড়া। পানির পাঁচ-ছয় ইঞ্চি গভীর একটা প্রবাহ বেরিয়ে আসছে ওটার নীচের দিক থেকে, জমা হচ্ছে পাথরের ডেবে থাকা একটা অংশে, সেখান থেকে উপচানো পানি গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে নদীতে।

পাথরের মুখে একটা প্যাসেজ। অতীতের কোনও ছোট ভূমিকম্পের ফল, উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত পাঁচিলটাকে সামান্য পুব-পশ্চিমে বাঁকিয়ে দিয়েছে।

ক্রিস্টাল, বোল্ডউইন আর লয়েড প্যাসেজটার মুখে তৈরি পাথরের পুকুরে নামলেন।

ওঁরা যখন পানিতে নামছেন, মনে পড়ে যাওয়ায় ঘাড় ফিরিয়ে নদীর দিকে তাকাল রানা। আশ্চর্য তো, কেইমানগুলো থেমে গেছে, এখন আর টিমটাকে অনুসরণ করছে না। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, গভীর পানির উপর স্থির হয়ে আছে ওগুলো।

তারপর হঠাৎ চরকির মত এক পাক ঘুরল রানা।

কী যেন ঠিক নেই এখানে।

শুধু কেইমানগুলোর আচরণ নয়। প্যাসেজটার চারপাশের গোটা এলাকা জুড়ে কী যেন একটা।

তারপর ব্যাপারটা ধরতে পারল রানা। শব্দ! জঙ্গলের সমস্ত আওয়াজ থেমে গেছে। বৃষ্টির টুপটাপ ছাড়া গোটা বনভূমি সম্পূর্ণ নীরব। কোনও পাখি ডাকছে না, ঝিঁঝি গাইছে না, খসখস করে নড়ছে না কোনও ডালপালা।

ক্রিস্টাল, বোল্ডউইন আর লয়েড বোধহয় এই নীরবতা খেয়াল করেননি; তাঁরা প্যাসেজে আলো ফেলে ভিতরে উঁকি মারছেন

'দেখে মনে হচ্ছে শেষ মাথা পর্যন্ত চলে গেছে,' বোল্ডউইন বললেন।

ঘাড় ফিরিয়ে লয়েডের দিকে তাকাল ক্রিস্টাল। 'ঠিক দিকেই যাচ্ছে এটা।'

'চলুন ঢুকি,' বললেন লয়েড। 'রানা, আপনি আমাদেরকে পথ দেখালে খুশি হই, প্লিজ।'

সরু, কঠিন পাথুরে প্যাসেজ ধরে পথ করে নিচ্ছে দশজন অ্যাডভেঞ্চারার, তাদের পদক্ষেপে অগভীর পানি ছলকাচ্ছে। এক লাইনে এগোচ্ছে ওরা, সামনে রয়েছে রানা আর মরিস বেকার। বেকারের অস্ত্রের ব্যারেলে আটকান টর্চটা ওদের সামনের পথ আলোকিত করে রেখেছে।

প্যাসেজটা প্রায় সরলই বলা যায়, শুধু মাঝখানে একটু আঁকাবাঁকা ভাব, মালভূমিটাকে কেটে দুশো ফুটের মত এগিয়েছে।

হাঁটার ফাঁকে মুখ তুলে উপরদিকে তাকাল রানা। সরু ফাটলটার দু'দিকের পাঁচিলই খাড়া উঠে গেছে। শেষ মাথায় আকাশ দেখা যাচ্ছে। এত সরু একটা ফাটলের এমন উঁচু হওয়াটা অবিশ্বাস্য লাগে।

তারপর হঠাৎ প্যাসেজের ভিতর থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। সামনের দৃশ্যটা দেখে দম বন্ধ হয়ে এল রানার।

পাথরের বিরাট একটা ক্যানিয়ান-এর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। চওড়া, সিলিণ্ডার আকৃতির একটা গহ্বর, ডায়ামিটারে অন্তত তিনশো ফুটের কম নয়।

ওর সামনে চকচকে পানির বিস্তৃতি, প্রকাণ্ড গর্তের বৃত্তাকার পাঁচিল আটকে রেখেছে, চাঁদের আলোর টানেল ছোট ছোট রুপালি ঢেউগুলোকে উদ্ভাসিত করে তুলছে।

এই পানি ভর্তি গহ্বরে পৌঁছাবার পথ সম্ভবত একটাই, যে সরু প্যাসেজ ধরে এইমাত্র এল ওরা। গর্তের দূর প্রান্তে সরু একটা জলপ্রপাত দেখা যাচ্ছে, পানির

প্রবাহ স্থির চাদরের মত, চারশো ফুট উপর থেকে নেমে আসছে ক্যানিয়ানের নীচে।

তবে একটু পরেই সবার দৃষ্টি কেড়ে নিল উল্টো করা পাহাড়ের মত একটা আকৃতি, লেকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটা।

নীচের দিকে জিনিসটা আশি ফুটের মত চওড়া, অন্তত তিনশো ফুট উঁচু, উপরে কী আছে বা কতটুকু বড় বোঝা যাচ্ছে না। দৈত্যাকার একটা পাথুরে টাওয়ার, জোছনার আলো মেখে চকচকে হয়ে থাকা লেক থেকে সোজা উঠে গেছে রাতের আকাশে।

টাওয়ারটার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই।

'জিযাস খ্রাইস্ট...' বলল বেকার।

ডিজিটাল কমপাসের সর্বশেষ রিডিংটা লয়েডকে দেখাল ক্রিস্টাল। 'শহর থেকে ঠিক ছয়শো মিটার এসেছি আমরা। জমিনের উঁচুটুকুও যদি ধরি, আমি বলব প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে আমাদের আইডল–মূর্তিটা–রক টাওয়ারের ঠিক মাথায় বসে আছে।'

'মিস্টার লয়েড, এদিকে!' বাঁ দিক থেকে ভেসে এল শাহানার গলা।

ঘুরল সবাই। ক্যানিয়ানের ক্রমশ বাঁকা দেয়ালের বাইরের দিকটা কেটে একটা কারনিস কিংবা পথ তৈরি করা হয়েছে, সেটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে শাহানা, ওর পাশে রানা।

পথটা খাড়াভাবে উঠেছে, বৃত্তাকার আউটার ওয়াল ধরে প্যাঁচানো সিঁড়ির ভঙ্গিতে; এক অর্থে গহ্বরের মাঝখানের রক টাওয়ারটাকেও ঘিরে রেখেছে ওটা, যদিও অন্তত একশো ফুট চওড়া ব্যবধান রেখে।

ক্রিস্টাল আর লয়েড সবার আগে থাকলেন। গোড়ালি ডোবা পাথুরে পুকুর থেকে উঠে এসে রানা আর শাহানাকে পাশ কাটালেন তাঁরা।

দশজনের দলটা উঠে এল প্যাঁচানো পথে। আবার ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তবে আকাশে আগের চেয়ে অনেক কম দেখা যাচ্ছে মেঘ। মাঝেমধ্যেই ফাঁক গলে নীল জোছনা নামছে।

প্যাঁচানো পথ ধরে উঠছে ওরা, সবারই দৃষ্টি বারবার ছুটে যাচ্ছে গহ্বরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা আশ্চর্য সুন্দর রক টাওয়ারের দিকে।

আকারে ওটা এত বড় যে প্রকাণ্ড বললেও যেন আরও কিছু বলার বাকি থাকে। আকৃতিটাও মনে কৌতূহল জাগায়–নীচের চেয়ে মাথার দিকটা একটু বেশি চওড়া।

প্যাঁচানো পথ ধরে যত উপরে উঠছে, রক টাওয়ারের চূড়াটা ধীরে ধীরে ততই উন্মোচিত হচ্ছে ওদের চোখের সামনে। রানা দেখল আকৃতিটা গোল, গম্বুজের মত। ঘন, সবুজ ঝোপ-ঝাড় ও লতা-পাতায় সম্পূর্ণ ঢাকা। কিনারা থেকে ঝুলছে বৃষ্টিস্নাত, গিঁট বহুল ডালপালা।

গহ্বরের মাথার কাছ পৌঁছে যাচ্ছে দলটা, এই সময় একটা ব্রিজ–আসলে ব্রিজ তৈরির আয়োজন–দেখতে পেল ওরা।

ক্যানিয়ানের ঠিক ঠোঁটের কাছে ওটা, পশ্চিম কিনারা থেকে নেমে আসা সরু জলপ্রপাত থেকে বেশি দূরে নয়। গহ্বরের দুই দিকে পরস্পরের দিকে মুখ করে

রয়েছে সমতল দুটো পাথুরে কারনিস, মাঝখানে একশো ফুট ব্যবধান। প্রতিটি কারনিসে জেটির আদলে তৈরি একটা করে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, যেগুলো থেকে এক সময় সম্ভবত কোনও ধরনের রশির তৈরি ব্রিজ ঝুলে থাকত।

রানার পায়ের সামনের প্ল্যাটফর্মটা ক্ষতবিক্ষত চেহারা পেয়েছে, তবে দেখতে জিনিসটা এখনও অত্যন্ত মজবুত। এত বেশি পুরানো যে বোঝাই যায় ইনকাদের আমলে তৈরি। এতক্ষণে রোপ ব্রিজটা দেখতে পেল রানা।

গহ্বরের উল্টোদিকে ঝুলছে ওটা, টাওয়ারের দিকে। প্ল্যাটফর্মের নিচু দুই দেয়ালের মাঝখান থেকে নেমে গেছে টাওয়ারের গা ছুঁয়ে। রোপ ব্রিজের নীচের প্রান্তে জোড়া লাগানো রয়েছে সুতো বেরিয়ে আসা হলুদ একটা রশি, যেটা গহ্বরের উপরে চওড়া একটা ধনুকের আকৃতি তৈরি করে পৌঁছে গেছে এপারে, এদিকের কারনিসে। পৌঁছাবার পর প্ল্যাটফর্মের নিচু একটা পাঁচিলের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে সেটাকে।

রোঁয়া বেরিয়ে থাকা রশিটা পরীক্ষা করলেন রাইট। 'শুকনো ঘাস দিয়ে তৈরি রশি। বেণী বাঁধার নিয়মে বোনা। ক্লাসিক ইনকান রোপ কনস্ট্রাকশন। একটা ইনকান শহরের সব লোক হাত লাগালে মাত্র তিনদিনে একটা রোপ ব্রিজ তৈরি করে ফেলত। মেয়েরা ঘাস তুলে এনে লম্বা বেণী বানাত। পুরুষরা সেগুলোকে জোড়া লাগিয়ে আরও লম্বা আর মোটা করত।'

শাহানা বলল, 'কিন্তু একটা রোপ ব্রিজ চারশো বছর টিকে থাকতে পারে না।'

'না...না, তা পারার কথা নয়,' বললেন রাইট।

'তারমানে ব্রিজটা ইনকারা নয়, অন্য কেউ বানিয়েছে,' বলল ক্রিস্টাল। 'সম্প্রতি।'

'কিন্তু এরকম একটা অদ্ভুত আয়োজন কেন?' প্রশ্ন করলেন রাইট, হাত বাড়িয়ে দেখালেন পানি ভর্তি গহ্বরের উপর দিয়ে চলে যাওয়া রোপ ব্রিজের সবচেয়ে নিচু অংশটা। 'ব্রিজের এই প্রান্তে আলাদা একটা রশি আটকে, পুরো জিনিসটাকে অপরদিকে ফেলে দেয়ার কী মানে?'

'রানা?' প্রশ্ন করলেন লয়েড।

'জানি না,' জবাব দিল রানা। 'তবে এ-ধরনের কিছু বানাতে চাওয়ার একটাই কারণ থাকতে পারে, টাওয়ারের মাথায় কেউ যদি কিছু লুকিয়ে রাখতে চায়...'

ক্রিস্টালের দিকে ঘুরে গেলেন লয়েড। 'আপনি কী বলেন?'

চোখ কুঁচকে টাওয়ারের দিকে তাকাল ক্রিস্টাল, হালকা বৃষ্টির মধ্যে কিছুটা অস্পষ্ট। 'এনআরআই রিডিং-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যথেষ্ট উঁচু ওটা,' বলল সে, চোখ নামিয়ে ডিজিটাল কমপাসে তাকাল। 'আমরা রয়েছিও শহর থেকে ছয়শো বত্রিশ মিটার দূরে। উচ্চতার কথা মনে রেখে বলতে হয়, আইডলটা ওখানে থাকার প্রচুর সম্ভাবনা আছে।'

জন রিড আর মরিস বেকার টেনে তুলল রোপ ব্রিজটা, তারপর প্রান্তগুলো লূপ বানিয়ে প্ল্যাটফর্মের নিচু পাঁচিলের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল। ধনুকের মত ঝুলে থাকা ব্রিজটা এখন গহ্বরের উপর টান টান হয়ে বিস্তৃত, যোগাযোগ রক্ষা করছে রক

টাওয়ার আর প্যাঁচানো পথের সঙ্গে।

থামি থামি করেও বৃষ্টিটা থামছে না। বিদ্যুৎচমকের আঁকাবাঁকা সাদা আলো মাঝে মধ্যেই উদ্ভাসিত করে তুলছে আকাশটাকে।

'সার্জেন্ট,' বলল বেকার। 'সেফটি রোপ।'

জন রিড সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাকপ্যাক থেকে একটা জিনিস বের করল। এক ধরনের গ্র্যাপলিং হুক ওটা, সঙ্গে কালো নাইলন রোপ-এর একটা কয়েল রয়েছে।

দীর্ঘদেহী সার্জেন্ট দ্রুত হাতে গ্র্যাপলিং হুকের শাফটটা গ্রেনেড লঞ্চারে আটকে দিল—গ্রেনেড লঞ্চারটা তার এম-ষোলো আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যারেলে ফিট করা। তারপর গহ্বরের ওপারে লক্ষ্যস্থির করল সে। এক সেকেণ্ড পর ফায়ার করল।

শু-উ-উস্ করে শব্দ তুলে ছুটল গ্র্যাপলিং হুক। উড়ে গহ্বর পেরুবার সময় ধারাল সিলভার আঙটাগুলো বেরিয়ে এসে পজিশন নিল, বাতাসে ঝাপটা মারছে পিছনের কালো রশি। ওপারে পৌঁছে মোটা একটা গাছের ডালে কয়েক প্যাঁচ খেল হুকটা। নিজের দিকটা এবার প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে বাঁধল সার্জেন্ট রিড, ফলে নাইলন রশিটা এখন খাদের উপর ঝুলে থাকল ঝুলন্ত রোপ ব্রিজের ঠিক চার ফুট উপরে।

'শুনুন সবাই,' একটু গলা চড়িয়ে বলল কমাণ্ডো লিডার লেভিন। 'ব্রিজ পেরোবার সময় একটা হাত রাখবেন সেফটি রোপে। আপনার নীচে থেকে ব্রিজ যদি নেমে যায়, রোপটা আপনাকে পড়ে যেতে দেবে না।'

শাহানাকে ম্লান হয়ে উঠতে দেখে রানা বলল, 'ভয় পাবার কিছু নেই, রশিটা ধরে থাকলেই হবে। আর আমি তো আছিই।'

কমাণ্ডোরা আগে গেল, একজনের পিছনে আরেকজন।

সরু ব্রিজ তাদের ভারে নিচু হলো, দোল খেল, তবে খসে পড়ছে না। তাদের পিছু নিয়ে টিমের বাকি সদস্যরা এগোল এবার, নাইলনের সেফটি রোপে হাত রেখে। বিরতিহীন বৃষ্টিতে শীত আরও কাবু করে ফেলছে ওদেরকে।

রানার সঙ্গে সবার শেষে ব্রিজ পেরুচ্ছে শাহানা। সেফটি রোপটা এত জোরে চেপে ধরেছে সে যে হাতের গিঁটগুলো সাদা হয়ে গেছে। ধীর পায়ে হাঁটার ফলে অপর প্রান্তের কারনিসে যখন পা রাখল, ততক্ষণে সামনের লোকগুলো গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেছে। শাহানা শুধু দেখতে পেল পাথরের তৈরি একটা সিঁড়ি গাছপালার দিকে উঠে গেছে। রানার সঙ্গে ধাপ বেয়ে উঠছে সে।

ওদের দু'পাশে ভিড় করে রয়েছে সবুজ পাতা, ডগা থেকে পানির ফোঁটা ঝরছে। প্রায় ত্রিশ সেকেণ্ড ধাপ বেয়ে ওঠার পর বড়সড় কয়েকটা ঝোপের ভিতর দিয়ে ফাঁকা একটা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা।

বাকি সবাই আগেই পৌঁছেছে এখানে। তবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। প্রথমে রানা বুঝতে পারল না এভাবে সবার দাঁড়িয়ে থাকবার কারণ কী। তারপর খেয়াল করল ওদের কয়েকটা টর্চ বাঁ দিকে তাক করা।

টর্চের আলো অনুসরণ করে তাকাতে জিনিসটা দেখতে পেল রানা। 'ওহ্, গড,' নিঃশ্বাস ছাড়ল ও।

রক টাওয়ারের সবচেয়ে উঁচু জায়গায়, শক্ত মাটি ও শ্যাওলায় ঢাকা, আগাছার ভিতরে লুকানো, বৃষ্টিতে ভিজে চকচক করছে অশুভ উপস্থিতির মত পাথরের একটা

কাঠামো।

বৃষ্টি আর ছায়া আড়াল করে রেখেছে ওটাকে, তবে পরিষ্কার বোঝা যায় এ-ধরনের একটা কাঠামোর ডিজাইন করার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য—ভয় দেখানো ও শক্তি প্রদর্শন।

ওটা একটা মন্দির।

কাঠামোটা দেখতে তেমন বড় নয়। হয়তো একতলা বাড়ির মত উঁচু হবে। তবে রানা বুঝতে পারছে আসলে ব্যাপারটা অন্য রকম। ওরা শুধু মন্দিরের মাথাটা দেখতে পাচ্ছে। যে ধ্বংসাবশেষটুকু ওদের চোখের সামনে পড়ে রয়েছে তার নীচের অংশ প্রায় অক্ষতই বলা যায়, অদৃশ্য হয়ে গেছে মাটির ভিতরে।

মন্দিরের মাথার দিকটা মোটামুটি পিরামিড আকৃতিরই বলা যায়। দুটো চওড়া পাথরের ধাপ ছোট একটা ছয়কোনা কাঠামোর সামনে পৌঁছেছে, আকারে সেটা সাধারণ একটা গ্যারেজের চেয়ে বড় নয়। কিউব আকৃতির জিনিসটার দিকে তাকিয়ে একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করছে রানা। এ-ধরনের জিনিস আগেও দেখেছে ও। এক ধরনের ট্যাবারন্যাকেল—পবিত্র একটি ঘর, যেমনটি অ্যাজটেক আর মায়ান পিরামিডের মাথায় পাওয়া গেছে।

ট্যাবারন্যাকেলের দেয়ালে ভীতিকর সব ছবি খোদাই করা হয়েছে: খেঁকানোর ভঙ্গিতে একটা প্যান্থার, নখরগুলো কাস্তে আকৃতির; মরণাপন্ন মানুষ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কালের আঁচড় অসংখ্য ফাটল তৈরি করেছে মন্দিরের দেয়ালে। বৃষ্টির ফোঁটা খোদাইয়ের কাজগুলোকে আরও জ্যান্ত করে তুলেছে। তবে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ জাগায় ট্যাবারন্যাকেলের মাঝখানটা। একটা মুখ। চৌকো একটা প্রবেশপথ।

তবে সেটা বন্ধ। কোন্ অতীতে কে জানে একদল লোক মুখটায় একটা প্রকাণ্ড বোল্ডার রেখে গেছে। সেটা এত বড়, রানা আন্দাজ করল জায়গা মত বসাতে অন্তত দশজন লোককে ঘাম ঝরাতে হয়েছে।

'অবশ্যই প্রি-ইনকান,' বললেন রাইট, খোদাইয়ের কাজ পরীক্ষা করছেন তিনি।

'কী করে বুঝছেন?' জানতে চাইলেন লয়েড।

'পিকটোগ্রাফগুলোর মাঝখানে ফাঁক খুব কম,' বললেন রাইট।

রানার দিকে ফিরলেন লয়েড। 'অ্যামেচার আর্কিওলজিস্টের মতামতও নেয়া যাক। আপনার অভিজ্ঞতা কী বলে, রানা?'

'খুব বেশি বিশদ বিবরণ দেখছি খোদাইয়ের কাজে,' বলল রানা। 'আমারও ধারণা, প্রি-ইনকান।'

লেভিনের দিকে ঘুরে গেলেন লয়েড। 'শহরের সঙ্গে যোগাযোগ করো, শরিফ আর ডুরান্টের খবর নাও।'

'ইয়েস, সার।' কয়েক পা পিছিয়ে এসে নিজের প্যাক থেকে একটা পোর্টেবল রেডিও বের করল লেভিন।

রানার সঙ্গে পরামর্শ করছেন রাইট। 'আপনার কি মনে হয়,' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'চাচাপয়ান?'

'সম্ভবত,' বলল রানা। 'আবার মোচি-ও হতে পারে। প্যান্থারের ইমেজটা লক্ষ করুন।'

সন্দিহান দেখাল রাইটকে। 'তা হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে জিনিসটা এক হাজার বছরের পুরানো হয়ে যায়।'

'তা হলে গহ্বরটাকে ঘিরে থাকা প্যাঁচানো পথ আর এখানকার টাওয়ারের ধাপগুলো সম্পর্কে কী বলবেন?'

'হ্যাঁ…হ্যাঁ, জানি। ভারি অদ্ভুত।'

মাঝখান থেকে লয়েড বললেন, 'কী সিদ্ধান্ত হলো?'

'আমাদের সামনে এটা একটা,' জবাব দিলেন রাইট, 'ব্যতিক্রম, কর্নেল।'

'কী বলতে চান?'

'প্যাঁচানো পথ আর এই টাওয়ারের সিঁড়ি নিঃসন্দেহে ইনকান কারিগরের কৃতিত্ব। ইনকারা আন্দেজের বহু জায়গায় নানা ধরনের ট্র্যাক আর ট্রেইল তৈরি করেছে, তাদের নির্মাণ কৌশল প্রমাণিত। এই দুটো জিনিসে ইনকাদের বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে।'

'অর্থাৎ?'

'পথ আর ধাপগুলো কমবেশি চারশো বছর আগে তৈরি। তবে এই মন্দিরটা আরও অনেক বেশি পুরানো।'

'তো?' অস্বস্তি বোধ করছেন লয়েড।

'তো এটাই ব্যতিক্রম,' বললেন রাইট। 'ইনকারা এমন একটা মন্দিরে যাবার পথ কী কারণে তৈরি করবে, যেটা তারা বানায়নি?'

'আর রোপ ব্রিজটার কথা ভুলবেন না,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'না,' বললেন রাইট, 'ভুলছি না, ভুলছি না।' বইয়ের পোকা, ছোটখাট বিজ্ঞানী গহ্বরটার কিনারার দিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকালেন। 'আমাদের তাড়াহুড়ো করা দরকার।'

'কেন?' জানতে চাইলেন লয়েড।

'কারণ, কর্নেল, আশপাশে কোথাও স্থানীয় আদিবাসীরা থাকতে পারে। পবিত্র স্থানে আমাদের নাক গলানো তারা ভাল চোখে না-ও দেখতে পারে।'

'কী করে বুঝছেন আশপাশে ইন্ডিয়ানরা থাকতে পারে?' দ্রুত জানতে চাইলেন লয়েড।

রাইট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর বললেন, 'আমার ধারণা, এই রোপ ব্রিজটা তারাই তৈরি করেছে।'

রাইট ব্যাখ্যা করলেন ব্যাপারটা। রশি দিয়ে বানানো ঝুলন্ত ব্রিজ খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে কিংবা ছিঁড়ে যায়। আর ঘাস দিয়ে বানানো রশির ব্রিজ ছিঁড়তে সময় নেবে মাত্র কয়েক বছর। মন্দিরে পৌঁছানোর যে ব্রিজটা ওদের সামনে ঝুলছে সেটা চারশো বছরের পুরানো হতেই পারে না। ওটা সম্প্রতি কোনও এক সময় বানানো হয়েছে। এমন একদল লোক বানিয়েছে, যারা ব্রিজ বানাবার ইনকান কৌশল জানে–সম্ভবত আদিম কোনও গোষ্ঠী, বংশ পরম্পরায় এই জ্ঞান পেয়েছে।

প্রায় গুঙিয়ে উঠলেন লয়েড। 'আদিম একটা গোষ্ঠী? এখানে? এখন?' ধীরে ধীরে রানার দিকে ঘুরলেন তিনি।

'ব্যাপারটা অসম্ভব নয়,' বলল রানা। 'অ্যামাজন বেসিনে হারিয়ে যাওয়া ট্রাইব প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। ব্রাজিলিয়ান রেইনফরেস্টে ভিলাস বোয়াস ভাইরা খুঁজে পেয়েছে হারানো ক্রিন আকরোরি ট্রাইবকে। ব্রাজিল সরকারের একটা নীতিই আছে, পাথর যুগের ট্রাইব খুঁজে বের করার জন্যে জঙ্গলে এক্সপ্লোরার পাঠাতে হবে।'

'আমাদের ভুললে চলবে না যে,' রানা থামতেই শুরু করলেন রাইট, 'এ-ধরনের প্রাচীন উপজাতিগুলো সাদা চামড়ার লোকজনকে ভয়ানক ঘৃণা করে। সরকারের পাঠানো এক্সপ্লোরাররা অনেকেই তাদের হাতে মারা গেছে, কিছু গুরুতর জখম নিয়ে কোনরকমে পালিয়ে এসেছে। যারা ফিরে আসেনি তাদের মধ্যে পেরুর বিখ্যাত অ্যানথ্রপলজিস্ট ডক্টর মিগুয়েল মারকুয়েজও রয়েছেন।'

'শুনুন!' প্রবেশ পথের কাছ থেকে হঠাৎ ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল শাহানা।

সেদিকে ঘুরল সবাই। চৌকো দরজার মুখে বসানো মস্ত বোল্ডারটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে শাহানা।

'এখানে কী যেন লেখা রয়েছে,' বলল সে। 'আমার একটা টর্চ দরকার।'

সবাই ছুটে এল তার কাছে।

হাত দিয়ে বোল্ডারে সেঁটে থাকা খানিকটা মাটি সরাল শাহানা। পাথরটার গায়ে কী যেন খোদাই করা রয়েছে, হরফের মতই দেখতে। আরও খানিকটা মাটি সরাতে বোঝা গেল ওগুলো সাজানো অক্ষরই বটে।

প্রথম অক্ষর একটা–'N'।

'কী লেখা রয়েছে?' জানতে চাইলেন লয়েড।

হরফগুলো একটা অর্থ পাচ্ছে।

NO ENTRARE···

চিনতে পারছে শাহানা। স্প্যানিশ ভাষায় NO ENTRARE··· মানে 'ভিতরে ঢুকো না'।

বোল্ডারের মাঝখান থেকে আরও খানিক কাদা সরাতে পুরো বাক্যটা বেরিয়ে এল–

NO ENTRARE ABSOLUTO
MUERTE ASOMARSE DENTROHO
JO

বাক্যটা মনে মনে অনুবাদ করল শাহানা। তারপর একটা ঢোক গিলল সে।

'কী বলা হয়েছে লেখাটায়, ডক্টর?' জানতে চাইলেন লয়েড।

তার দিকে ঘুরে গেল শাহানা। দুই সেকেণ্ড কিছুই বলল না সে। অবশেষে বড় করে একটা শ্বাস টেনে জানাল, 'বলা হয়েছে–"কোনও অবস্থাতেই ভিতরে ঢুকবে না। ভিতরে মৃত্যু অপেক্ষা করছে"।'

'JO-র মানে কী?' জানতে চাইল ক্রিস্টাল।

'আমার ধারণা,' শাহানা জবাব দিল, 'JO মানে হোসে ওর্তেগা।'

দশ

প্রাচীন ভিলকাফর শহর।

পরিখার পুব দিকটায় অলস পায়ে হেঁটে আসছে শরিফ, ডুরাণ্ট যেখানে এসি-সেভেন-ভি ঈগল আই সেনসরটা শুইয়ে রেখেছে।

ঈগল আই-এর মোশান-অ্যাকটিভেটেড থার্মাল-ইমেজিং সিস্টেম অন করল ডুরাণ্ট।

এক সেকেণ্ড পরেই মোশান সেনসর থেকে জোরাল একটা বিপ বেরুল।

ডুরাণ্ট আর শরিফ দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল। পরমুহূর্তে দুজনেই ঘুরে গিয়ে রেইনফরেস্টের গভীর অংশটায়, মোশান সেনসরের সামনে, চোখ বুলাল।

কিছুই নেই ওদিকে। ফার্ন গাছের ঝাঁক ঝাঁক পাতা পরস্পরের উপর দিয়ে চলে গেছে। ফাঁকা পড়ে রয়েছে ভেজা জঙ্গল।

ধীরে ধীরে নিচু হলো শরিফ, পায়ের কাছ থেকে এম-ষোলোটা তুলল। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠেছে। পুব পরিখার উপর ফেলা লগব্রিজে সাবধানে পা রাখল সে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, তারপর আবার এগোল বনভূমির সন্দেহজনক জায়গাটার দিকে।

রেইনফরেস্টের কিনারায় পৌঁছাল শরিফ, তারপর ব্যারেলে ফিট করা টর্চের বোতামে চাপ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল সে। চকচকে গায়ে ফুটকি আঁকা, এত বড় সাপ জীবনে কখনও দেখেনি! ত্রিশ ফুটী অ্যানাকোণ্ডা, একটা গাঁটসর্বস্ব অ্যামাজনিয়ান গাছের শাখা বেয়ে অলস ভঙ্গিতে উঠে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, ভাবল শরিফ, এটার নড়াচড়াই মোশান সেনসরকে 'অফ' করেছিল।

'কী ওখানে?' জানতে চাইল ডুরাণ্ট, তার পাশে এসে দাঁড়াল।

'কিছু না,' হেসে উঠে বলল শরিফ। 'স্রেফ একটা সা–'

পরমুহূর্তে, কথা শেষ না করেই বন করে আধ পাক ঘুরল শরিফ। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে মোশান সেনসর সম্পর্কে কী জানে সে। একটা সাপ মোশান সেনসর 'সেট অফ' করতে পারে না। সাপের রক্ত গরম নয়; আর মোশান সেনসর অপারেট করে থার্মাল-ইমেজিং সিস্টেমে। ওটা কাজ করে তাপ 'অনুভব' করলে।

আবার হাতের অস্ত্রটা বাগিয়ে ধরে সামনের জঙ্গলে টর্চের আলো ফেলল শরিফ। বুকের ভিতরটা ধুকধুক করছে তার।

অকস্মাৎ পাথর হয়ে গেল সে।

তার সামনে ভেজা ঝোপের উপর একটা লোক শুয়ে রয়েছে। উপুড় হয়ে শুয়ে স্বচ্ছ সেরামিক্রের তৈরি হকি মাস্কের ভিতর দিয়ে শরিফকে দেখছে সে, মাত্র দশ ফুট দূর থেকে। লোকটার ক্যামোফ্লাজ এত নিখুঁত, চারধারের গাঢ় গাছপালার ভিতরে কোনও রকমে চেনা যাচ্ছে তাকে।

তবে লোকটার ক্যামোফ্লাজের দিকে শরিফের খেয়াল নেই। তার দৃষ্টি আটকে আছে সাইলেন্সার লাগানো এমপি-পাঁচ সাবমেশিন গানের দিকে। সেটা সরাসরি তার নাকে তাক করেছে লোকটা।

ধীরে ধীরে মাস্ক ঢাকা ঠোঁটে একটা আঙুল তুলল লোকটা, ভঙ্গি করল শ্-শ্-শ্। ঠিক এই সময় শরিফ দেখল লোকটার পাশে একই ক্যামোফ্লাজ ড্রেস পরা আরেকজন শুয়ে আছে। তার পাশে আরেকজন। আরেকজনের পাশে আরও···

সামনের ঝোপগুলোয় কালো কাপড়ে মোড়া অন্তত বিশজন লোক মড়ার মত স্থির হয়ে শুয়ে আছে।

'কী ব্যাপার বলুন তো–' শুরু করেই থেমে গেল ডুরাণ্ট, শরিফের মত সে-ও কমাণ্ডোদের দেখতে পাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত চলে গেল অস্ত্রের বাঁটে। কিন্তু একযোগে অনেকগুলো আগ্নেয়াস্ত্রের জোরাল ক্লিক শুনে স্থির হয়ে গেল তার হাত। অন্ধকারে প্রায় বিশটা অস্ত্রের সেফটি রিলিজ করা হয়েছে।

হতাশায় অসুস্থ বোধ করছে শরিফ।

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ডুরাণ্ট। শহরটা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

'ভিতরে মৃত্যু অপেক্ষা করছে।' মন্দিরের পথ আগলে রাখা বোল্ডারটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন লয়েড।

তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে শাহানা, তাকিয়ে আছে মন্দিরের গায়ে খোদাই করা রোমহর্ষক দৃশ্যগুলোর দিকে–হিংস্র প্যান্থার আর যন্ত্রণায় কাতর মানুষ। 'আসলে, আরও আক্ষরিক অনুবাদ করা সম্ভব,' বলল সে, ঘুরে লয়েডের দিকে তাকাল। 'ASOMARSE-এর আক্ষরিক অর্থ ঝুলে থাকা। তা হলে বাক্যটির মানে দাঁড়ায়–"ভিতরে মৃত্যু ঝুলে আছে"।'

'আর এটা লিখেছে ওর্তেগা?'

'তাই বুঝতে হবে।'

এই সময় ক্যাপটেন লেভিন লয়েডের পাশে ফিরে এল। 'সার, একটা সমস্যা হয়েছে। ডুরাণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না।'

কথা বলার সময় তার দিকে ফিরলেন না লয়েড, এখনও বোল্ডারটার দিকে তাকিয়ে আছেন। 'পাহাড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে?'

'সিগনালে কোনও সমস্যা নেই, সার। ডুরাণ্ট ধরছে না। কিছু একটা হয়েছে।'

দুই ভুরুর মাঝখানে চিন্তার রেখা ফুটল লয়েডের। 'তবে কী এরই মধ্যে তারা···'

'হোমবারা, সার?' জিজ্ঞেস করল লেভিন।

'ড্যাম ইট,' বললেন লয়েড। 'এত দ্রুত তারা আসে কী করে!'

'আমরা এখন কী করব, সার?'

'তারা যদি শহরে পৌঁছে থাকে, তা হলে জেনে গেছে এখানে আছি আমরা।' লেভিনের দিকে দ্রুত ঘুরলেন লয়েড। 'পানামা, বেইস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করো। বলো, প্ল্যান বি শুরু করতে বাধ্য হচ্ছি আমরা, পাহাড়ের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি। বলো, এয়ার সাপোর্ট টিমকে রেডিও মেসেজ দিক, পাইলটরা যেন আমাদের

পোর্টেবল বিকন অনুসরণ করে আসে। এসো, এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে যেতে হবে।'

ক্রিস্টাল, বোল্ডউইন আর দুজন কমাণ্ডো তাড়াহুড়ো করে বোল্ডারটার তিনদিকে কমপজিশন-টু এক্সপ্লোসিভের কয়েকটা বল ফিট করল। সি-২ সফট প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, দুনিয়ার প্রায় সব আর্কিওলজিস্ট প্রাচীন কাঠামোর নাগাল পাওয়ার জন্য বাধা সরাতে এটা ব্যবহার করে, মূল দালান-কোঠার যাতে ক্ষতি না হয়।

সবাই যখন কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল, মন্দিরের পিছনটা দেখার জন্য এগোলেন লয়েড। ভাবছেন ভিতরে ঢোকার আরেকটা পথ থাকলে মন্দ হয় না। লয়েড না ডাকলেও তাঁর পিছু নিল রানা। এক সেকেণ্ড পর দেখা গেল রানার পাশে চলে এসেছে শাহানা। তাকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে, যেন রানার উদ্দেশ্যটা আঁচ করতে পেরেছে সে।

অলস পায়ে হেঁটে কিউবের মত কাঠামোটার পিছনে চলে যাচ্ছে তিনজন। পথটা সমতল পাথর, ট্যাবারন্যাকেলটাকে ঘিরে রেখেছে একটা রেলিংবিহীন ব্যালকনির মত।

মন্দিরের পিছনে পৌঁছাতে দেখা গেল মাটির একটা বাঁধ ওদের কাছ থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, একেবারে টাওয়ারের কিনারা পর্যন্ত।

মাটির টিলাটার মাথায় দাঁড়িয়ে নীচের পথটার দিকে তাকাল রানা–চৌকো পাথরের ব্লক সাজিয়ে তৈরি করা। সবগুলো একই আকৃতির পাথর, কোণগুলো তীক্ষ্ণ, কিনারাগুলোও তাই, শুধু একটা বাদে। সেটার ওপরদিকটা গোল বলেই সহজে চোখে পড়ল।

লয়েড আর শাহানাও দেখেছে। কাছাকাছি নেমে এসে পরীক্ষা করছে ওরা। ডায়ামিটারে আড়াই ফুট ওটা, পথের সারফেসের সঙ্গে একই লেভেলে বসানো। রানার মনে হলো, পথের উপর সিলিণ্ডার আকৃতির একটা গর্ত আছে, সেই গর্তের মুখে নিখুঁতভাবে বসে আছে পাথরটা।

'ভাবছি কী কাজে লেগেছে এটা,' বললেন লয়েড।

'হোমবারা কে?' প্রশ্ন করল রানা, লয়েডকে একেবারে হকচকিয়ে দিয়েছে।

লয়েডের বলা ঘটনাটা রানার মনে আছে–ফ্রেঞ্চ পিরানিজের মঠে খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের খুন করেছে জার্মান খুনিরা; খুনিদের লিডার ব্রায়ান ইকোর ফটোও দেখানো হয়েছে ওকে। কিন্তু হোমবারা নামে কারও কথা বলেনি লয়েড।

কে লোকটা? ভিলকাফর শহরে কী করছে সে? আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তার কাছ থেকে লয়েড পালাচ্ছে কেন?

রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন লয়েড, চোখ-মুখ আরও লালচে হয়ে উঠছে। 'রানা, প্লিজ...'

'কে হোমবারা?'

'এক্সকিউজ মি,' বলে রানাকে এক রকম ধাক্কা দিয়ে এগোলেন লয়েড, মন্দিরের সামনে ফিরে যাচ্ছেন।

'এভাবে আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন না,' পিছন থেকে বলল রানা। 'আমার

সহকারী হায়দার শরিফকে নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন। কী ঘটছে জানার অধিকার আছে আমার।'

উত্তর না দিয়ে হনহন করে হাঁটছেন লয়েড।

শাহানার সঙ্গে চোখাচোখি হলো রানার। শুধু কাঁধ ঝাঁকাল ও, কোনও মন্তব্য করল না। ধীর পায়ে মন্দিরের সামনে ফিরে এল ওরা। শাহানা রাইটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, রানা বসল মন্দিরের চওড়া একটা ধাপে। হাতঘড়িতে ন'টা বাজে; প্রায় বারো ঘণ্টার ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও। ভাবল, আমার চেয়ে বেশি ক্লান্ত হবার কথা শরিফের। সে যে মারাত্মক একটা বিপদের মধ্যে আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

শহরে ফিরে যাবে ও? কিন্তু কাদের সামনে পড়তে হবে, তারা কেমন লোক, সংখ্যায় কত, কিছুই জানা নেই ওর। না, আবেগের বশে বোকামি করা চলবে না। যা করার ভাল করে ভেবেচিন্তে করতে হবে।

হঠাৎ কেমন যেন আওয়াজ ঢুকল কানে। অদ্ভুত একটা শব্দ, যেন কেউ কিছু আঁচড়াচ্ছে। ব্যাপারটার মধ্যে দ্রুততা আছে, জেদ আছে, প্রায় অসহিষ্ণু একটা ভাব, অথচ আশ্চর্য রকম ভোঁতা। সেটা আসছে যেন ওর মাথার কাছের পাথুরে ধাপ থেকে।

ভুরু কোঁচকাল রানা। যেন পাথরের গায়ে নখর দিয়ে আঁচড়ানো হচ্ছে। ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, কথাটা জানানোর জন্য লয়েডের দিকে ফিরল। কিন্তু ঠিক এই সময় বৃষ্টির চাদর ফুঁড়ে রক টাওয়ারের মাথার কাছে বেরিয়ে এল দুটো হক অ্যাটাক হেলিকপ্টার, রোটরের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিস্ফোরিত হচ্ছে ওগুলোর মেশিন গান, স্পটলাইটের শক্তিশালী আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছে রক টাওয়ারটা।

প্রায় ওই একই সময়ে রানার চারপাশ থেকে শোনা গেল কানের পরদা ফাটানো অটোমেটিক গানফায়ারের আওয়াজ, ওর মাথার কয়েক ইঞ্চি দূরে পাথরের ধাপে তৈরি হলো পাঁচ-সাতটা গর্ত।

মন্দিরের কোণে ডাইভ দিয়ে আড়াল নিল রানা। কারও নরম শরীরে পা পড়ায় আছাড় খেতে যাচ্ছিল, কোনও রকমে তাল সামলাল। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাতে দেখতে পেল ছায়ামূর্তির একটা ছোটখাট বাহিনী জঙ্গলের ভিতর থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসছে ফাঁকা জায়গাটায়, তাদের আগ্নেয়াস্ত্রের মাজল থেকে আগুনের লকলকে জিভ বেরুচ্ছে।

এগারো

অকস্মাৎ হামলা শুরু হওয়ার পর শাহানার খোঁজে ছুটোছুটি করছিল জন রিড, কারণ সেই তার বডিগার্ড। কিন্তু শাহানাকে খুঁজে তো পায়নিই, উল্টে ভিজে কাদায় পা পিছলে দড়াম করে আছাড় খেয়েছে সে, হাত থেকে ছুটে গেছে অস্ত্রটা, পা মচকে

যাওয়ায় দাঁড়াতে পারছে না।

হঠাৎ কেউ তার আহত গোড়ালিটা মাড়িয়ে দিল। ব্যথায় জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হলো তার।

কয়েক সেকেণ্ড পর হুঁশ ফিরতে খেয়াল করল, ওর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, খুব কাছ থেকে গুলি করছে কে যেন। চোখ মেলল রিড, সরাসরি একটা কপ্টারের স্পটলাইটে তাকাল। আবার চোখ বুজল, সরষে ফুল দেখছে।

হাত দিয়ে চোখ ঢেকেছিল, সেটা ধীরে ধীরে সরিয়ে আবার তাকাল রিড। চোখের দৃষ্টি ফিরে আসছে। দেখল নতুন গানফায়ারের উৎস তারই খসে পড়া এম-ষোলো। তবে এখন সেটা রানার হাতে। আর রানা দাঁড়িয়ে আছে তার অচল শরীরটাকে কাভার দিয়ে, গুলি করছে স্পটলাইট লক্ষ্য করে।

একটা অ্যাটাক হেলিকপ্টার সগর্জনে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, রোটর ব্লেড বন বন করে ঘুরছে, টাওয়ারের মাথায় ছুটোছুটি করছে স্পটলাইটের আলো। ওটার পাশে ফিট করা মেশিন গান থেকে একটা গোলা ছুটে এসে রানার সামনের কাদাটে জমিন উড়িয়ে দিল বেশ খানিকটা। মেশিন গানটার গর্জনে গানফায়ারের আর সমস্ত আওয়াজ চাপা পড়ে যাচ্ছে।

রানার এয়ারপিস থেকে উন্মত্ত চিৎকার বেরিয়ে আসছে।

'তারা কোথায় দেখতে পাচ্ছি না–'

'–অনেক লোক!'

তারপর হঠাৎ লয়েডের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা: 'জন রিড, সিজ ফায়ার! সিজ ফায়ার!' তিনি জানেন না রিড নয়, এদিকটায় তার বদলে গুলি চালাচ্ছে রানা।

এক মুহূর্ত পরেই বন্ধ হলো রানার ফায়ার। সেই সঙ্গে থেমে গেল বন্দুকযুদ্ধ। এরপর সব কিছু স্থির হয়ে গেল। শুধু মাথার উপর অনবরত চক্কর দিচ্ছে একজোড়া অ্যাটাক হেলিকপ্টার, ওগুলোর কর্কশ সাদা আলোয় ভেসে যাচ্ছে নীচের সবকিছু। রানা দেখল ওদেরকে অন্তত বিশজন লোক ঘিরে ফেলেছে, তাদের প্রত্যেকের পরনে কালো ড্রেস, হাতে সাবমেশিন গান।

মন্দিরের সামনে, শূন্যে স্থির হয়ে থাকল অ্যাটাক কপ্টার দুটো, স্পটলাইটের আলো নীচের দিকে তাক করা।

জঙ্গলের কিনারা থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ছায়ামূর্তির দলটা। সবাই তারা সশস্ত্র। কারও হাতে এমপি-ফাইভ, কারও হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল–দুটোই জার্মানিতে তৈরি। তবে অ্যাটাক হেলিকপ্টারগুলো আমেরিকার তৈরি এএইচ-৬৪ অ্যাপাচি।

সশস্ত্র কমাণ্ডোরা রানার সামনে জড়ো হচ্ছে। সবার ড্রেস কালো–জেটব্ল্যাক কমব্যাট ফেটিগ, জেটব্ল্যাক গ্লাভ আর বুট ইত্যাদি। তবে ইউনিফর্মের সবচেয়ে নজরকাড়া জিনিসটা পরেছে তারা মুখে। ওগুলো পোরস্লিন-এর তৈরি হকি মাস্ক, চোখ ছাড়া মুখের বাকি সব ঢেকে রেখেছে। ওগুলো পরে থাকায় কমাণ্ডোদেরকে ঠাণ্ডা, অমানুষ, রোবট বলে মনে হচ্ছে।

একজন কমাণ্ডো দ্রুত এগিয়ে এসে রানার হাত থেকে রিডের এম-ষোলোটা

ছিনিয়ে নিল। এরপর ঝুঁকে রিডকে ধরে টান দিল, দাঁড় করাল তাকে। গোড়ালিতে ব্যথা পেয়ে উহ্ করে উঠল রিড।

বৃষ্টিটা থামছে না।

লয়েড, বোল্ডউইন আর ক্রিস্টাল বোল্ডারটার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্রত্যেকের হাত যার যার মাথার পিছনে শক্তভাবে এক করা। নিরস্ত্র গ্রিন বেরেটরাও দাঁড়িয়ে আছে তাদের পাশে।

হতচকিত ভাবটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি ম্যাক্স রাইট, মুখোশ পরা কমাণ্ডোদেরকে ভয়ে ভয়ে দেখছেন তিনি। তাঁর পাশে রয়েছে শাহানা, রীতিমত নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে।

পিঠে রাইফেলের গুঁতো মেরে ওদের পাশে এনে দাঁড় করানো হলো রানা আর রিডকে।

মাস্কগুলোর ভিতর লোকগুলো কে বোঝার চেষ্টা করছে রানা। এরা যদি নিও-নাৎসি হয়, তা হলে এদের নেতৃস্থানীয় দু'একজনকে ওর চেনার কথা। কিন্তু এরা নিও-নাৎসি হয় কী করে, এদেরকে তো সেনাবাহিনীর লোক বলে মনে হচ্ছে!

এই মাস্ক আগেও দেখেছে রানা। রাজনৈতিক দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে দক্ষিণ আফ্রিকার রায়ট পুলিশ ব্যবহার করে, ছুঁড়ে মারা পাথর থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য।

অর্ধবৃত্ত তৈরি করে দাঁড়ানো কমাণ্ডোদের পিছনে পুরুষ আর মহিলাদের আরেকটা দলকে দেখতে পাচ্ছে রানা। তাদের পরনে সিভিল ড্রেস। ওরা বিজ্ঞানী, ভাবল ও। জার্মান বিজ্ঞানীরাও থাইরিয়ামের তৈরি মূর্তির খোঁজে চলে এসেছে।

মন্দিরের প্রবেশপথের দিকে তাকাল রানা। প্রকাণ্ড বোল্ডারের তলা থেকে তার বেরিয়ে রয়েছে–ওগুলোর শেষ মাথায় আছে সি-টু এক্সপ্লোসিভ।

একজন কমাণ্ডো এক পা এগিয়ে এসে হাত তুলল নিজের কালো হকি মাস্কে। রানা উত্তেজিত, এক ধরনের প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছে, নিও-নাৎসিদের নতুন লিডার ব্রায়ান ইকোকে দেখতে পাবে, যার নেতৃত্বে জার্মান খুনিরা ফ্রেঞ্চ পিরানিজের মঠে সন্ন্যাসীদের নৃশংসভাবে খুন করেছে।

কমাণ্ডো তার মুখোশ খুলল। ভুরু কোঁচকাল রানা। একে চেনে না ও। এই লোক হিউগো হারমানের ভগ্নীপতি ব্রায়ান ইকো নয়। তা হলে তো দেখা যাচ্ছে এরা নিও-নাৎসিও নয়!

এর বয়স আরও বেশি, মুখে আঁকাবাঁকা অনেক রেখা আর ভাঁজ, কাঁচাপাকা গোঁফটা বিরাট। একটাও কথা না বলে রানাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে এগোল সে, বোল্ডারের সামনে হাঁটু গাড়ল। তারগুলো পরীক্ষা করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে দু'বার আওয়াজ করল। তারপর সিধে হয়ে ঘুরল, হেঁটে এসে দাঁড়াল ওয়াল্টার লয়েডের সামনে। কথা না বলে খুঁটিয়ে দেখছে তাকে, ঘন ভুরু দুটো ঠিক যেন হিটলারের মতই কুঁচকে রেখেছে।

তারপর হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে হিটলারী হুংকার ছাড়ল, নিজের ট্রুপসকে নির্দেশ দিচ্ছে জার্মান ভাষায়।

'সার্জেন্ট হয়েনডার, শহরে নিয়ে গিয়ে বন্দিদের আটকে রাখো। ক্যাপটেন ক্লার্ক, মন্দির খোলার প্রস্তুতি নাও।'

হয়েনডার পথ দেখাল দশজন বন্দিকে, মাস্ক পরা ছয়জন কমাণ্ডো তাদেরকে ঘিরে রেখেছে, সবাইকে অসম্মানের সঙ্গে খেদিয়ে রোপ ব্রিজ পার করানো হলো, তারপর নামানো হলো প্যাঁচানো পথ ধরে।

নীচে নেমে আসার পর সরু ফাটলে ঢোকানো হলো বন্দিদেরকে, মালভূমি হয়ে বিশ মিনিট হেঁটে পৌঁছে গেল তারা প্রাচীন শহরে।

শহরটা বদলে গেছে।

বিরাট একজোড়া হ্যালজেন ফ্লাডলাইট প্রধান সড়ক আলোকিত করে রেখেছে। রাস্তার মাঝখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে দুটো অ্যাপাচি হেলিকপ্টারকে। ব্যাটল ড্রেস পরা দশ-বারোজন জার্মান ট্রুপার নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে পানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমেরিকান টিমের বেল হেলিকপ্টার দুটোকে দেখতে পেল রানা, পানির কিনারায় ভাসছে। ঝকঝকে অ্যাপাচির তুলনায় লয়েডের বেল দুটোকে পুরানো আর ম্লান মনে হলো।

তারপর খেয়াল করল রানা, জার্মান লোকগুলো বেল দুটোকে দেখছে না। ওগুলোকে ছাড়িয়ে আরও সামনে চলে গেছে তাদের দৃষ্টি। নদীর সারফেসে ভাসছে আশ্চর্য সুন্দর একটি সিপ্লেন।

সিপ্লেনটা এত বড়, ডানা দুটোর বিস্তার অন্তত দুশো ফুটের কম হবে না। পেটের যে অংশটা পানিতে বিশ্রাম নিচ্ছে সেটাও বিরাট, ওদের কার্গো প্লেন হারকিউলিসের চেয়েও বড় হবে। ডানার তলায় ঝুলছে চারটে টারবোজেট ইঞ্জিন। প্রতিটি ডানা থেকে বেরিয়ে আছে দুটো করে বালব আকৃতি পণ্টুন, পানি ছুঁয়ে প্লেনটার ভারসাম্য রক্ষা করছে।

ওটা একটা অ্যান্টোনভ এএন-১১১ অ্যালবাট্রস। এটিই সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সিপ্লেন।

ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে অ্যালবাট্রস। ঘোরা শেষ হতে তীরের দিকে পিছু হটল। নরম কাদায় এসে ঠেকতেই পিছনের লোডিং র‍্যাম্প বেরিয়ে এসে উঠে পড়ল শক্ত মাটিতে। র‍্যাম্প বেয়ে সগর্জনে এগিয়ে এল দুটো ভেহিকেল—প্রথমটা যে-কোন দুর্গম এলাকায় চালাবার উপযোগী আট চাকার গাড়ি, দেখতে ট্যাংকের মত; দ্বিতীয়টি হার্ড-টপড় হামভি।

আর্মারড ভেহিকেল দুটো ব্রেক কষে মূল সড়কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। রানা সহ বন্দিদেরকে ওগুলোর দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

শহরে পা দেওয়ার মুহূর্ত থেকেই অস্থির হয়ে কী যেন খুঁজছিল রানার দৃষ্টি। হঠাৎ দেখতে পেয়ে পরম স্বস্তি অনুভব করল ও। দুজন জার্মান কমাণ্ডো পিঠে ধাক্কা দিয়ে ডুরান্ট আর শরিফকে ওদের দিকে হাঁটিয়ে আনছে।

'শোনো,' হয়েনডার জার্মান ভাষায় তার দলের কমাণ্ডোদের বলল। 'সৈনিক আর সরকারী লোকদের এটিভি-তে তোলো। বাকি সবাইকে ঢোকাও হামভিতে।

দরজায় তালা দেয়ার পর দুটো ভেহিকেলই অচল করে দাও।'

লয়েড, বোল্ডউইন আর পাঁচজন মার্কিন কমাণ্ডোকে ট্যাংকের মত দেখতে ভেহিকেলে তোলা হয়েছে; জার্মানরা শরিফকেও মার্কিন সৈনিক মনে করে একই গাড়িতে তুলেছে। রানা, শাহানা, ক্রিস্টাল আর রাইটকে বন্দি করা হয়েছে হামভির ভিতরে।

হামভি বড় আকৃতির জিপের মত দেখতে, তবে অনেক বেশি চওড়া, আর ছাদটা নিরেটদর্শন রি-ইনফোর্সড মেটাল দিয়ে তৈরি। এটার জানালায় লাগানো হয়েছে লেক্সান গ্লাস, এই মুহূর্তে খোলা সেগুলো।

ওদেরকে হামভিতে তোলার পর জার্মান কমাণ্ডোদের একজন বনেট উঁচু করে ইঞ্জিনের দিকে ঝুঁকল। রেডিয়েটর-এর নীচে হাত ঢুকিয়ে একটা বোতামে চাপ দিল সে। ঘটাং! হামভির সবগুলো দরজা আর জানালা জায়গামত সরে এসে সঙ্গে সঙ্গে লক হয়ে গেল।

একে বলে পোর্টেবল জেলখানা, ভাবল রানা। চমৎকার!

ওদিকে রক টাওয়ারের মাথায় শুরু হয়েছে জার্মানদের কর্মব্যস্ততা। ওখানে জার্মান সোলজার যারা রয়েছে তারা সবাই ক্র্যাক র‍্যাপিড-রেসপন্স ইউনিটের সদস্য, যেমন দক্ষ তেমনি কুশলী। এই স্কোয়াডের লিডার জেনারেল এলমার কুবিন। জার্মান ভাষায় নির্দেশ দেওয়ার সময় মুখের বলিরেখা আর কাঁচাপাকা চওড়া গোঁফ নড়ে উঠল। 'মুভ, মুভ, মুভ! জলদি, জলদি! হাতে সময় কম!'

লোকজন ছুটোছুটি করছে। নিজের চারদিকে চোখ বুলিয়ে কোথায় কী হচ্ছে দেখছে জেনারেল।

বোল্ডারটার তলা থেকে সমস্ত সি-টু এক্সপ্লোসিভ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ওগুলোর বদলে রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছে ওটাকে। গোটা টিম রশিগুলো টানার জন্য তৈরি হয়ে গেল। একটা ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা সেট করা হয়েছে, মন্দির খোলার অনুষ্ঠানটা ধারণ করা হবে।

সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা ঝাঁকাল জেনারেল কুবিন। সবাই তারা তৈরি। একটু পরেই মন্দিরে প্রবেশ করবে এণ্ট্রি টিম।

হামভির ছাদে জোরে ড্রাম বাজাচ্ছে ঝমঝম বৃষ্টি। কপালে চিন্তার রেখা, ড্রাইভিং সিটে বসে রয়েছে রানা। ওর পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে বসেছেন রাইট। শাহানা আর ক্রিস্টাল পিছনে।

উইণ্ডশিল্ড আর বৃষ্টির ভিতর দিয়ে রানা দেখল শহরের জার্মান সৈন্যরা একটা মনিটরকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আগ্রহ নিয়ে কী যেন দেখছে সবাই।

ভুরু কোঁচকাল ও। তারপর চোখ পড়ল হামভির ড্যাশবোর্ডে। ওখানে, সেন্ট্রাল কনসোলে, ছোট একটা টেলিভিশন স্ক্রিন রয়েছে–সাধারণত গাড়ির ঠিক যেখানটায় রেডিও থাকার কথা। ওর সন্দেহ হলো হামভির ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়ায় ইলেকট্রিকাল সিস্টেমেও বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে কিনা। জানার জন্য বোতাম টিপে

পাওয়ার অন করল।

ধীরে ধীরে একটা ছবি ফুটল স্ক্রিনে। আসলে কয়েকটা ক্যামেরা থেকে আসা আলাদা আলাদা দৃশ্য ফুটেছে স্ক্রিনে। এই মুহূর্তে অবশ্য বেশিরভাগ ছবিতেই মন্দিরের সামনের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। প্রবেশপথ আগলে রাখা বোল্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জার্মানরা। টেলিভিশনের স্পিকার থেকে তাদের কথাবার্তা বেরিয়ে আসছে। টেলিভিশনের নব ঘুরিয়ে 'কী বলছে ওরা?' জানতে চাইল ক্রিস্টাল।

'বোল্ডারের তিনদিকে তোমরা যে এক্সপ্লোসিভ বসিয়েছিলে সেগুলো সরিয়ে নিচ্ছে ওরা,' বলল রানা। 'ওদের ধারণা সি-টু গোটা কাঠামোটাকে গুঁড়িয়ে দেবে। বিস্ফোরকের বদলে রশি ব্যবহার করছে।'

একটা জার্মান নারীকণ্ঠ ভেসে এল স্পিকার থেকে, দ্রুত কী যেন বলছে।

ওদেরকে অনুবাদ করে শোনাল রানা: 'চেষ্টা করে দেখো হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো কিনা। ওদেরকে জানাও মন্দিরে পৌঁছেছি আমরা। নিও নাৎসিদের সব কটাকে আটক করেছি।'

বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেয়ে রানা ভাবল, সে কি! মানে? ও কি ভুল শুনেছে? না, প্রশ্নই ওঠে না। তার মানে, না বুঝে মারাত্মক ভুল করছে ওরা। এ মুহূর্তে কিছু করারও নেই।

স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে বোল্ডারটাকে লূপ পরানো হচ্ছে।

'ঠিক আছে। রেডি হও।'

স্ক্রিনের লোকগুলো টান টান করল রশিগুলো।

'এবার…টানো!'

টাওয়ারের মাথা। রশি জড়ানো বোল্ডার ধীরে ধীরে নড়ছে, দোরগোড়ার পাথুরে মেঝেতে ঘষা খাচ্ছে সশব্দে।

আটজন জার্মান কমাণ্ডো টানছে রশিগুলো, দৈত্যাকার বোল্ডারটাকে চারশো বছরের পুরানো আশ্রয় থেকে টেনে বের করে আনছে। ধীরে ধীরে নিজের জায়গা থেকে সরে এসে ঘন কালির মত কালো একটা মুখ খুলে দিল ওটা।

বোল্ডার সরে যেতেই জেনারেল কুবিন দ্রুত এগিয়ে এসে উঁকি দিয়ে মন্দিরের ভিতরে তাকাল। তার পায়ের নীচে থেকে এক প্রস্থ ধাপ নেমে গেছে, হারিয়ে গেছে গাঢ় অন্ধকারে।

'ঠিক আছে,' বলল সে। 'এণ্ট্রি টিম। তোমাদের পালা।'

হামভি। ঘাড় ফিরিয়ে শাহানা আর ক্রিস্টালের দিকে তাকাল রানা, বলল, 'ওরা ভেতরে ঢুকছে।'

টাওয়ার। জেনারেল কুবিনের কথা শেষ হতে পাঁচজন কমাণ্ডো সামনে এগিয়ে এল। এণ্ট্রি টিম। আলফ্রেড ক্লার্ক এদের লিডার। প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। মার্চ করে জেনারেল কুবিনের কাছে, মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়াল তারা।

'সহজে কাজ সারবে,' তরুণ ক্যাপটেন ক্লার্ককে বলল জেনারেল। 'আইডলটা খুঁজে বের করো, তারপর বেরিয়ে এসো...'

কোথাও কিছু নেই, ওদের চারদিকে তীক্ষ্ণ শিস দেওয়ার মত কয়েকটা আওয়াজ শোনা গেল। পরমুহূর্তে থং! লম্বা আর তীক্ষ্ণ কী যেন একটা গেঁথে গেল পুরু শ্যাওলায় ঢাকা মন্দিরের দেয়ালে, ঠিক জেনারেলের মাথার পাশে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থাকল কুবিন। ওটা একটা তীর, এখনও একটু একটু কাঁপছে।

ঝাঁক ঝাঁক তীর ছুটে আসছে মন্দিরের সামনে জড়ো হওয়া জার্মানদের দিকে। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে সাবমেশিন গান চালাচ্ছে কমাণ্ডোরা। মন্দিরের খোলা প্রবেশপথের দিকে পিছন ফিরে পজিশন নিয়েছে তারা, গুলি করছে তীর যেদিক থেকে আসছে।

প্রবেশপথের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে অন্ধকারে তাকাল জেনারেল কুবিন, শত্রুদের খুঁজছে। একটু পরেই তাদের দেখতে পেল সে। রক টাওয়ারের উপর, জঙ্গলে, জড়ো হয়েছে বেশ কিছু ছায়ামূর্তি। সব মিলিয়ে পঞ্চাশজন হতে পারে, রোগাটে মানুষের আকৃতি, জার্মান কমাণ্ডোদের লক্ষ্য করে প্রাচীন অস্ত্র কাঠের তীর ছুঁড়ছে। কুবিন ভাবল, কী জ্বালা!

টিভির স্পিকার থেকে বেরিয়ে আসা জার্মানদের চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছে রানা।

'টেমপল টিম! কী ঘটছে ওখানে?' শহর থেকে প্রশ্ন করা হলো।

'আমরা আক্রান্ত হয়েছি। আবার বলছি, আমরা আক্রান্ত হয়েছি!' উত্তর এল মন্দির থেকে।

'কে তোমাদের আক্রমণ করল?'

'ইণ্ডিয়ান বলে মনে হচ্ছে। রিপিট, ইণ্ডিয়ান। নেটিভ। তীর ছুঁড়ছে। তবে মনে হচ্ছে আমরা ওদেরকে হটিয়ে দিচ্ছি...অপেক্ষা করো। না, একটু অপেক্ষা করো। ওরা পিছু হটছে। ওরা পিছু হটছে।'

এক মুহূর্ত পর অটোমেটিক গানফায়ারের আওয়াজ থেমে গেল। দীর্ঘ নীরবতা। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে জার্মানরা সতর্কতার সঙ্গে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, তাদের অস্ত্রের মাজল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনও।

রাইটের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো রানার।

'এলাকায় একদল আদিবাসী আছে,' বলল রানা।

ভারি গলায় নির্দেশ দিচ্ছে জেনারেল কুবিন।

'ক্যাপেক! অগাস্ট! এক স্কোয়াড নিয়ে ওপরে ওঠো, কিনারা জুড়ে একটা পেরিমিটার তৈরি করো!' ঘুরে ক্লার্ক আর তার এণ্ট্রি টিমের দিকে তাকাল সে। 'ঠিক আছে, ক্যাপটেন, তোমরা এখন মন্দিরে ঢুকতে পারো।'

এণ্ট্রি টিমের পাঁচ সৈনিকের সামনে মুখ ব্যাদান করে আছে মন্দিরের অন্ধকার প্রবেশপথ।

সাবধানে এগোল ক্লার্ক, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। দোরগোড়ায় পৌঁছে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে, ঘাড় ফিরিয়ে পরিচিত জগৎটাকে আরেকবার দেখে নেওয়ার প্রবল ইচ্ছেটাকে অতি কষ্টে দমন করল সে, তারপর সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়ে থ্রোট মাইকে বলল, 'সিঁড়ি বেয়ে নামছি আমরা।'

এণ্ট্রি টিম সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেছে। অন্ধকার গ্রাস করেছে তাদেরকে।

'ক্যাপ্টেন, রিপোর্ট করো!' জেনারেল কুবিনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল ক্লার্কের হেডসেটে। এইমাত্র পাথরের স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ির নীচে নেমে এসেছে সে, তার টর্চের আলো অন্ধকার চিরে দিচ্ছে।

সরু একটা টানেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লার্ক, দেয়ালগুলো পাথরের। বেশ খানিক দূর এগিয়ে ধীরে ধীরে মোচড় খেয়ে ডান দিকে ঘুরে গেছে টানেলটা। মেঝেটা নীচের দিকে ঢালু। দু'পাশের দেয়ালে বড় আকারের কুলঙ্গি দেখা যাচ্ছে।

'সিঁড়ির নীচে পৌঁছেছি আমরা,' রিপোর্ট করল ক্লার্ক। 'সামনে একটা বাঁকা টানেল। ওটা ধরে এগোচ্ছি।'

মেঝেটা অসম্ভব ঢালু। পরস্পরের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে এগোল এণ্ট্রি টিমের সদস্যরা। সাবধানে, ধীরে ধীরে পা ফেলছে তারা। টর্চের আলো ভেজা চকচকে দেয়ালে খেলা করছে। ফোঁটা খসে পড়বার একটা আওয়াজ উঠে আসছে মন্দিরের গভীর কোথাও থেকে।

ক্লার্ক বলল, 'টিম, আমি এক নম্বর। সাড়া দাও।'

এণ্ট্রি টিমের বাকি সদস্যরা দ্রুত সাড়া দিল।

'আমি দুই।'

'তিন।'

'চার।'

'পাঁচ।'

টানেল ধরে আবার এগোচ্ছে দলটা।

হামভির ভিতর উত্তেজনাকর নীরবতা নেমে এসেছে। টিভি স্ক্রিনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে ওরা সবাই। জার্মান এণ্ট্রি টিমের ফিসফাস কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। অনুবাদ করল রানা।

'—এত ভিজে জায়গাটা, চারদিকে পানি।'

'সাবধানে, দেখেশুনে পা ফেলো।'

এই সময় টিভির স্পিকার থেকে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ভেসে এল।

'কী ওটা?' দ্রুত জানতে চাইল ক্লার্ক। 'টিম সাড়া দাও।'

'আমি দুই।'

'তিন।'

'চার।'

প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা, শেষ লোকটাও সাড়া দেবে। কিন্তু নীরবতা শুধু দীর্ঘই হতে থাকল।

মন্দিরের ভিতরে বন করে ঘুরে দাঁড়াল ক্লার্ক। 'ইউজিন! টানেল ধরে ফিরে আসার সময় হিসহিস করল সে, সঙ্গীদের পাশ কাটাল।

প্যাঁচানো টানেল ধরে খুব বেশি দূর এগোয়নি ওরা। টর্চ না জ্বাললে জায়গাটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

ফেলে আসা পথে, মোচড় খাওয়া টানেলের শেষ মাথায় টর্চের আলো খুব অল্পই পৌঁছাচ্ছে।

'ইউজিন!' ফিসফিস করল ক্লার্ক। 'ইউজিন! কোথায় তুমি?'

হঠাৎ তার পিছনে ধপ্ করে একটা আওয়াজ হলো। পরক্ষণে আরেকটা আওয়াজ!

বন করে ঘুরল ক্লার্ক।

দেখল তার লোক এখন মাত্র দুজন দাঁড়িয়ে আছে। তৃতীয়জনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ফেলে আসা পথের দিকে আবার ফিরল ক্লার্ক, মাইক্রোফোনে কিছু বলতে যাচ্ছে, এই সময় দেখল অস্বাভাবিক বড় একটা ছায়া বাঁকটার মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্থির হয়ে গেল সে।

টর্চের আলোয় ওটার আকৃতি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এমন ভীতিকর প্রাণী চোখে দেখা তো দূরের কথা, তার কল্পনাতেও ছিল না। ওটার ঘাড়ের কালো পেশি আর ক্ষুরের মত ধারাল দাঁত চকচক করছে টর্চের আলোয়।

হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতিতে জার্মান ক্যাপটেন এখনও ওটার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা আঙুল নাড়ার শক্তিও যেন নেই তার।

ওটা প্রকাণ্ড। তারপর হঠাৎ ওটার পিছন থেকে লাফ দিয়ে চলে এল একই আকৃতির আরেকটা জন্তু।

নিশ্চয়ই কুলঙ্গিগুলোর ভিতরে লুকিয়ে ছিল ওগুলো, ভাবল ক্যাপটেন ক্লার্ক। নিচু হয়ে অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষা করছিল সে আর তার সঙ্গীরা কখন পাশ কাটাবে, আর পাশ কাটিয়ে সামনে এগোলেই ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেবে।

তারপর প্রথম জন্তুটা লাফ দিল। আলফ্রেড ক্লার্ক কোনও সুযোগই পেল না। এত বিরাট আকার নিয়ে এরকম ক্ষিপ্রতা অবিশ্বাস্য। লাফ দেওয়ার পর এক সেকেণ্ডের মধ্যে ওটার খোলা চোয়াল তার পুরোটা দৃষ্টিপথ ঢেকে দিল। এতক্ষণে চিৎকার শুরু করল সে।

বারো

টিভির স্পিকার থেকে আর্তনাদ আর চেঁচামেচির আওয়াজ বেরুচ্ছে। রানাসহ সবাই ওরা চোখে-মুখে আতঙ্ক নিয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এণ্ট্রি টিমের শেষ তিনজন আর্তনাদ করছিল। আক্রান্ত হওয়ার আগেই গুলি শুরু করে তারা, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। হাত কেঁপে যাওয়ায় বেশিরভাগ

গুলিই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া, বুলেটকে গ্রাহ্য না করে লাফ দিয়ে দু'জনের ঘাড়ে চাপে দুটো জন্তু। তৃতীয়জন ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছে দূরে।

আর্তনাদের শব্দ হঠাৎই থেমে গেছে।

টিভির স্ক্রিনে মন্দিরের খোলা প্রবেশপথ দেখছে রানা।

'ক্লার্ক, ইউজিন, ক্রেইগ। রিপোর্ট।'

মন্দিরের ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। তারপর স্পিকার থেকে নতুন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

আতঙ্কে অস্থির, হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলছে কেউ। 'সার, আমি ক্রেইগ! রিপিট, আমি ক্রেইগ! ওহ্ গড···খোদা, সাহায্য করো আমাদের! এই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যান, সার! পালিয়ে যান সুযোগ থাকতে···'

ঠাস করে একটা থাপ্পড় মারার মত আওয়াজ হলো। তারপর ঘর-র-র চাপা গর্জন। সবশেষে মট-মট করে হাড় ভাঙার পিলে চমকানো আওয়াজ। এরপর শুরু হলো রোমহর্ষক আর্তচিৎকার। সেটাকে ছাপিয়ে উঠল একটা গর্জন। এত জোরাল, এত গম্ভীর, যেন একটা সিংহ ডাকছে। তবে তারচেয়ে ভরাট, প্রতিধ্বনির মাত্রাও অনেক বেশি।

অকস্মাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। টেলিভিশনের পরদায় যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে ও। প্রকাণ্ড একটা কালো জন্তু মন্দিরের খোলা মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। তলপেটে একটা অসুস্থকর আলোড়ন অনুভব করল ও।

টাওয়ারের মাথায় জেনারেল কুবিন সহ দশ-বারোজন জার্মান হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মন্দির থেকে এইমাত্র বেরিয়ে আসা জন্তুটির দিকে। ভারি সুন্দর একটি প্রাণী। চার পায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় পুরোপুরি পাঁচ ফুট উঁচু ওটা। সারা শরীর কালো লোমে ঢাকা। দেখতে অনেকটা প্যান্থারের মত। মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় ব্যস্ত চাঁদের আলোয় ওটার বিরাট দুই চোখ যেন হলুদ দ্যুতি ছড়াচ্ছে। রাগে কুঁচকে থাকা কপাল, পেশির স্তূপসহ কাঁধ, ছোরার মত দাঁত, যেন খোদ শয়তানকে এই আকৃতি দিয়ে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে।

এই সময় আকাশের এক কোণে বিদ্যুৎ চমকাল, সেই সঙ্গে কড়-কড়-কড়াৎ করে কোথাও একটা বাজ পড়ল। পরক্ষণে গর্জে উঠল দানবটা।

হয়তো কোনও ধরনের সংকেত ওটা।

কারণ গর্জনটা থামতে না থামতে আরও প্রায় বারোটা দৈত্যাকার কালো প্যান্থার মন্দিরের অন্ধকার থেকে ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে।

প্রত্যেকের সঙ্গে অ্যাসল্ট রাইফেল আর সাবমেশিন গান থাকা সত্ত্বেও, জার্মান অভিযাত্রী দলের সদস্যরা কোনও সুযোগই পেল না।

ব্ল্যাক প্যান্থারগুলো অসম্ভব ক্ষিপ্র, প্রচণ্ড শক্তিশালী, রিফ্লেক্সও অবিশ্বাস্য। যেন কালো পিশাচ! স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিজ্ঞানী আর সৈনিকদের ভিড়টার উপর ছুটন্ত ট্রাকের প্রচণ্ডতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওগুলো। কচমচিয়ে মাংস ছিঁড়ে চিবিয়ে খাচ্ছে।

দু'একজন সৈনিক কয়েকটা গুলি করতে পেরেছে। আহত হয়ে দড়াম করে

আছড়ে পড়ল একটা প্যান্থার, অনবরত পা ছুঁড়ে চারদিকে কাদা ছিটাচ্ছে।

কিন্তু আর কোনও লাভ হলো না, বাকি জন্তুরা চারপাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া বুলেটগুলোকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করছে না। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সৈনিকদের সবাইকে কাবু করে ফেলল ওগুলো। দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়ে আনছে, কামড় বসাচ্ছে গলায়।

মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর মানুষের আর্তচিৎকারে ভারি হয়ে উঠল গোটা এলাকা।

প্রাণ হাতে করে ছুটছেন জেনারেল কুবিন। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় ফার্ন গাছের পাতা ঝাপটা মারছে মুখে। এই সিঁড়িপথই তাঁকে ঝুলন্ত সেতুতে পৌঁছে দেবে। ব্রিজে একবার পৌঁছাতে পারলে হয়, ভাবছেন তিনি, তারপর ওপারে পৌঁছে নিচু পাঁচিল থেকে বাঁধনটা খুলে দিতে হবে–ব্যস, রক টাওয়ারে আটকা পড়বে ব্ল্যাক প্যান্থারগুলো।

ভেজা স্ল্যাবের উপর দিয়ে দুদ্দাড় করে নামছেন কুবিন, নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ খুব জোরাল শোনাচ্ছে কানে, তবে তাঁর পিছনে ডালপালা ভেঙে বিরাট কিছু একটার ধেয়ে আসার আওয়াজ আরও বেশি জোরাল হয়ে উঠছে। ফার্ন গাছের ডাল চড় মারছে গালে, তবে গ্রাহ্য করছেন না তিনি। প্রায় পৌঁছে গেছেন...

ওই তো! রোপ ব্রিজ! নিজের কয়েকজন লোককেও দেখতে পেলেন কুবিন, সেতুর মাঝখানে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা, রক টাওয়ারের হত্যাযজ্ঞকে পিছনে ফেলে পালাচ্ছে।

শেষ কয়েকটা ধাপ টপকে কারনিসে নেমে এলেন কুবিন। এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন তিনি।

কিন্তু না! এত ভারী, যেন দুনিয়টাই লাফ দিয়ে তাঁর পিঠে চড়ে বসল। সটান আছাড় খেলেন কুবিন। কারনিসের ভেজা পাথরে থেঁতলে গেল মুখটা। হাত দিয়ে মরিয়া হয়ে মেঝে আঁচড়ালেন তিনি, উঠে বসার চেষ্টা করছেন।

আতঙ্কে নীল হয়ে মুখ তুললেন কুবিন। একটা কালো প্যান্থার তাঁর উপর দাঁড়িয়ে আছে। দানব আকৃতির প্যান্থারটা গভীর, একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে, যেন কৌতূহল নিয়ে পরীক্ষা করছে অদ্ভুতদর্শন ছোট্ট প্রাণীটি কী করে ভাবতে পারল ওটাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব!

পরমুহূর্তে রক্ত হিম করা একটা গর্জন ছেড়ে কুবিনের ঘাড়ে কামড় বসাল ওটা।

শহরটা নীরব হয়ে গেছে। মনিটরের সামনে জড়ো হওয়া বারোজন জার্মান হতভম্ব হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে শুধু। মনিটরে যে দৃশ্যটা তারা দেখেছে, যে-কোনও হরর সিনেমাকেও হার মানায়। তাদের সঙ্গীরা যে যেদিকে পারে ছুটছিল। ধাওয়া করে প্রত্যেককে ধরে ফেলেছে ব্ল্যাক প্যান্থারগুলো, জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়েছে।

'রাইনার! এডওয়ার্ড!' সার্জেন্ট হয়েনডার যেন খেঁকিয়ে উঠল। 'পশ্চিমের লগ-ব্রিজ তুলে নাও।'

দুজন জার্মান সৈনিক ভিড় থেকে বেরিয়ে গেল।

তরুণ রেডিও অপারেটরের দিকে ফিরল হয়েনডার। 'ওপরের ওদের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছ?'

'চেষ্টা তো করছি, সার, কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না,' জবাব দিল রেডিও অপারেটর।

'থেমো না, চেষ্টা করতে থাকো।'

হামভির উইণ্ডশিল্ড দিয়ে হয়েনডার আর জার্মান কমাণ্ডোদেরকে দেখছে রানা। হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে নদীর দিকে তাকাল ও।

নদী সংলগ্ন পথ ধরে জার্মান সৈনিকদের একজনকে ছুটে আসতে দেখা গেল। সন্দেহ নেই রক টাওয়ার থেকেই আসছে সে। উন্মত্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়ছে, চিৎকার করছে, 'জলদি! প্লেনে ওঠো! দোহাই তোমাদের, প্লেনে ওঠো! আসছে ওগুলো!'

আবার বিদ্যুৎ চমকাল, এবার কাছাকাছি আকাশে। ছুটন্ত কমাণ্ডোর পিছনে পথটা মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। লাফাতে লাফাতে কী যেন আসছে। 'ওহ্, মাই গড!' দৈত্যাকার ব্ল্যাক প্যান্থার, কয়েক মিনিট আগে যেগুলোকে মন্দির থেকে বেরুতে দেখেছে রানা, তাদেরই একটা। তবে টিভির স্ক্রিনে দেখা আর সরাসরি দেখার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে।

এরকম ভীতিকর প্রাণী কল্পনা করা যায় না। মাথাটা নিচু করে ছুটছে ওটা, ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া কান দুটো পিছন দিকে সাঁটা, ছোটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাঁধের পেশিতে ঢেউ উঠছে। ক্ষিপ্র অথচ সাবলীল একটা ভঙ্গি আছে ছোটার মধ্যে; ভারসাম্য, শক্তি আর গতির সম্মিলিত প্রকাশ।

জার্মান সৈনিক প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে, তবে পিছনের বিশাল জন্তুটাকে ফাঁকি দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই তার। ছুটতে ছুটতে এদিক ওদিক সরে যাওয়ার চেষ্টা করল সে, পথের পাশে গাছের আড়াল নিল। কিন্তু জন্তুটা বড় বেশি ক্ষিপ্র। দ্রুতগতি চিতার মত দেখাচ্ছে ওটাকে, শক্তিশালী পা নিখুঁত ভাবে অ্যাডজাস্ট করছে, শিকারের নড়াচড়া নকল করছে হুবহু, কখনও বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে, কখনও কাত হচ্ছে ডান দিকে।

তারপর, মাঝখানের ব্যবধান কমে আসতে, জন্তুটা লাফ দিল। বিদ্যুতের চমক শেষ হতে অন্ধকার হয়ে গেল আকাশ। নদীর ধারের পথটাও হারিয়ে গেল।

নীরবতা।

অন্ধকার।

তারপর একটা আর্তনাদ শোনা গেল। হঠাৎ জার্মানদের কেউ একজন টর্চ জ্বালল। মাত্র এক কি দুই সেকেণ্ডের জন্য, তারপর নিভে গেল সেটা। তবে দৃশ্যটা রানার মগজে আঁকা হয়ে গেছে। অনুভব করল ওর রক্ত বরফ হয়ে যাচ্ছে।

বিশাল কালো প্যান্থার সৈনিকটার দু'পাশে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে, মস্ত মাথা ধরাশায়ী কমাণ্ডোর গলার কাছে নুয়ে আছে। অকস্মাৎ ঝটকা মেরে চোয়াল দুটো উপরদিকে তুলল ওটা, গা রিরি করা ছিঁড়ে আনার আওয়াজের সঙ্গে মৃত কমাণ্ডোর গলা শরীর থেকে আলাদা করে ফেলল। পরমুহূর্তে বিজয়ের উল্লাসে হুংকার ছাড়ল একটা।

হামভির ভিতর ঝাড়া এক মিনিট কেউ কিছু বলল না।

তারপর নীরবতা ভাঙলেন রাইট। 'আমরা মস্তবড় বিপদে পড়েছি।'

ভুল বলেননি তিনি। কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই গাছপালা ভেঙেচুরে বাকি জন্তুগুলোও নদী ঘেঁষা রাস্তায় উঠে এল। ওখানে থামল না, ঝড় তুলে ছুটে এল হামলা চালাতে। দৃষ্টিপথে জীবিত যা কিছু দেখছে, সবই তাদের টার্গেট।

ছড়িয়ে পড়ল ওগুলো, শহরে ঢুকল চারদিক থেকে। শহরের মাঝখানে, মনিটরের সামনে বোকার মত জড়ো হওয়া হয়েনডার আর তার লোকদেরকে একেবারে হকচকিয়ে দিল।

নরক থেকে ধেয়ে আসা রাক্ষসের মত মূল সড়ক ধরে লাফাতে লাফাতে ছুটে এল ওগুলো। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল দাঁড়িয়ে থাকা জার্মানদের উপর। তারা মাটিতে পড়ার পর থাবা মেরে বের করে আনল নাড়ীভুঁড়ি। কামড়ে ছিঁড়ে ফেলছে গলা।

রানা নিশ্চিত হতে পারছে না সংখ্যায় ওগুলো কটা। প্রথমে দশটা গুণেছিল, তারপর বারোটা, শেষবার পনেরো।

আল্লা!

এই সময়, এতক্ষণে, গুলির আওয়াজ হলো। ওরা সেই দুই জার্মান সৈনিক, হয়েনডার যাদেরকে পশ্চিমদিকের লগ-ব্রিজে পাঠিয়েছিল। রাইনার আর এডওয়ার্ড শহরের মূল সড়কে ফিরে এসে জন্তুগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে।

দুটো প্যান্থারকে ফেলে দিল তারা। দুটোই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে ছিটকে পড়ল কাদায়। ওগুলোর খিঁচুনি ওঠা শরীরকে অনায়াস ভঙ্গিতে লাফ দিয়ে টপকে এল অন্য কয়েকটা প্যান্থার, ধরে ফেলল তাদেরকে।

একটা প্যান্থার লাফ দিয়ে রাইনারের পিঠে চড়ল, তারপর তার কাঁধ কামড়ে ধরল। আরেকটা স্রেফ চোয়াল বসাল এডওয়ার্ডের ঘাড়ে, মড় মড় আওয়াজ তুলে ভেঙে ফেলল হাড়।

শহরের বাকি অংশকে দাঙ্গাবিধ্বস্ত একটা এলাকা বলে মনে হচ্ছে। এখনও বেঁচে থাকা জার্মান সৈনিকরা মরিয়া হয়ে দিক্‌বিদিক্ ছুটছে—কেউ অ্যাপাচি কপ্টারের দিকে, কেউ কুঁড়েগুলোর দিকে, আবার কেউ নদীর দিকে।

'কপ্টারে ওঠো!' একজন চেঁচাচ্ছে। 'কপ্টারে…'

ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাল রানা। দুটো অ্যাপাচিরই রোটর ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করেছে। প্রাণ হাতে করে সেদিকে ছুটছে জার্মানরা। কিন্তু ছোট আর রোগাটে ওগুলো, প্রতিটিতে শুধু একজন পাইলট আর একজন গানার বসার জায়গা আছে।

প্রথম অ্যাপাচি শূন্যে উঠছে। আতঙ্কিত একজন কমাণ্ডো ছুটে এসে লাফ দিল, উঠে পড়ল ল্যাণ্ডিং স্ট্রাট-এ, হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেলল ককপিটের দরজা। কিন্তু ভিতরে ঢোকার সুযোগ হলো না তার, লাফ দিয়ে স্ট্রাট-এ চড়ে বসল একটা প্যান্থার। তাকে থাবা দিয়ে নিজের পথ থেকে একপাশে সরিয়ে দরজা দিয়ে ককপিটে ঢুকে পড়ল ওটা, লম্বা লেজ চাবুকের মত এ-পাশে ও-পাশে ঝাপটা মারছে।

এক সেকেণ্ড পর ককপিট উইণ্ডোর ভিতর দিক রক্তে লাল হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে মাটি থেকে দশ ফুট উপরে পাগলামি শুরু করল কপ্টার।

ডানদিকে মারাত্মকভাবে কাত হলো ওটা, দ্রুতগতির কারণে ঝাপসা একটা

ঝলকের মত লাগছে রোটর ব্লেডগুলোকে।

দ্বিতীয় অ্যাপাচির দিকে এগোল ওটা। হঠাৎ নাকের নীচে বসানো ছয় ব্যারেল নিয়ে রোটারি মেশিন গানটা কীভাবে যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল, গোটা শহরকে সুপার-মেশিন গান ফায়ারে ক্ষতবিক্ষত করছে।

চারদিকে ছুটছে ঝাঁক ঝাঁক ট্রেসার বুলেট।

চার-পাঁচটা বুলেট লাগায় রানার হামভির উইণ্ডস্ক্রিন মাকড়সার জাল হয়ে গেল। ঝট করে মাথাটা নামিয়ে নিয়েছে ও, তবে তার আগে কমলা রঙের একটা আগুন ঝলসে উঠতে দেখল নদীর তীরে বেঁধে রাখা ওদের একটা বেল হেলিকপ্টারের গোটা টেইল সেকশন জুড়ে।

তারপর হঠাৎ, যেন আকাশের দিকে আতসবাজি ছুটছে, মাটিতে আছাড় খাওয়া অ্যাপাচির পড থেকে দুটো হেলফায়ার মিসাইল বেরিয়ে এল।

একটা মিসাইল কাছাকাছি পাথুরে কুঁড়েতে লাগল, ভেঙে হাজার টুকরো হয়ে গেল সেটা; আরেকটা ছুটল ভিলকাফর শহরের মূল সড়ক ধরে, সরাসরি এগোচ্ছে নদীতে পার্ক করা সিপ্লেনটার দিকে। খোলা লোডিং র‍্যাম্প হয়ে সিপ্লেনে ঢুকল ওটা, কার্গো বে-র ভিতরে।

এক সেকেণ্ড কিছুই ঘটল না।

পরমুহূর্তে বিরাট সিপ্লেন বিস্ফোরিত হলো। আগুন ওটাকে গ্রাস করছে, তবে পানিও বুঝে নিচ্ছে নিজের ভাগ। কাত হয়ে ডুবে যাচ্ছে আগুনে মোড়া উভচর জলযান, সেই সঙ্গে স্রোতের টানে ধীরে ধীরে ভাটির দিকে সরে যাচ্ছে।

যে অ্যাপাচিটা এত কিছুর জন্য দায়ী, এখনও সেটা উন্মত্ত ভঙ্গিতে নিজের যমজের দিকে এগোচ্ছে। দ্বিতীয় কপ্টারের পাইলট মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে ওটার পথ থেকে সরে যেতে, কিন্তু সময় পাওয়া গেল না। প্রথম অ্যাপাচির ঘুরন্ত রোটর ব্লেড দ্বিতীয়টার ব্লেডে আঘাত করল, কর্কশ ধাতব নিনাদে ভরাট হয়ে উঠল বাতাস। পরক্ষণে প্রথম অ্যাপাচির ব্লেড দ্বিতীয় অ্যাপাচির ফুয়েল ট্যাংক চিরে দিল। চোখের নিমেষে কমলা অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠল কপ্টার দুটো, শহরের মূল সড়কে ছড়িয়ে পড়ছে সেই আগুন।

'জিযাস খ্রাইস্ট, রাইট,' সামনের দৃশ্য থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা, হামভির সামনের সিটে ওর পাশে বসে আছে সে, 'কী ঘটল দেখলেন?'

রাইট জবাব দিলেন না।

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'মিস্টার রাইট? কী হলো–?'

ঘ-র-র-র-র…

আওয়াজটা শুনে স্থির হয়ে গেল রানা।

তারপর ধীরে ধীরে রাইটের মুখের দিকে আরও ভাল করে তাকাল ও। বইয়ের পোকা ছোটখাট অ্যানথ্রপলজিস্টের চোখ দুটো ডিমের মত বড় হয়ে উঠেছে, মনে হলো দম ফেলতেও পারছেন না। তাকিয়ে আছেন রানার চোখে নয়, কাঁধের উপর দিয়ে রানার পিছনে।

ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে, ঘাড় ফেরাল রানা।

প্রকাণ্ড একটা ব্ল্যাক প্যান্থার জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ওটার কালো মাথা এত বড়, গোটা জানালা ঢাকা পড়ে গেছে। ভয়ঙ্কর জন্তুটা কিছু করছে না, সরু হলুদ চোখ দিয়ে শুধু দেখছে রানাকে।

এবার ওটা গর্জন ছাড়ল। গভীর, অনুরণিত একটা গম্ভীর আওয়াজ।

ওটার বুক ওঠা-নামা করতে দেখছে রানা, নীচের ঠোঁট ছুঁয়ে বেরিয়ে আসা লম্বা আর সাদা দাঁত দেখতে পাচ্ছে। হঠাৎ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে খেঁকিয়ে উঠল জন্তুটা, সেই সঙ্গে গোটা হামভি প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল।

ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা।

আরেকটা প্যান্থার এইমাত্র লাফ দিয়ে হামভির বনেটে চড়ে বসেছে। বনেটে ওটা দাঁড়িয়েছে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে, সামনের পা দুটো বনেটে শুইয়ে রেখেছে, হলুদ চোখে রানা আর রাইটকে গভীর দৃষ্টিতে দেখছে, যেন বুঝতে চাইছে ঠিক কোথায় লুকানো আছে ওদের আত্মা।

স্ক্রি-ই-ই-ই-ই-ই-চ!

বনেটের প্যান্থার সিধে হলো, সামনে বাড়াল এক পা, নখর দিয়ে ইস্পাতের হুড আঁচড়াচ্ছে। দ্বিতীয় প্যান্থার, রানার বাঁ দিকে, নাক দিয়ে গুঁতো মেরে হামভির দরজা পরীক্ষা করছে।

শাহানার এয়ার পিসে সার্জেন্ট জন রিডের গলা ভেসে এল। 'ডক্টর শাহানা, আমরা আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছি।'

'বিপদের সময় আপনি ওখানে কেন?' শাহানার গলায় ক্ষোভ। 'দেহরক্ষীর দায়িত্ব পালন করার এই নমুনা?'

'আপনার কোনও ভয় নেই, ডক্টর,' আশ্বস্ত করল রিড। 'হামভির ভিতর আপনারা সবাই নিরাপদ।'

মুখ তুলে তাকাল রানা। ট্যাংকের মত দেখতে এটিভি-টা স্থির হয়ে রাস্তায় কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওদের হামভির কাছ থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

হঠাৎ বনেটের ব্ল্যাক প্যান্থার সামনের বাঁ পা ফাটল ধরা উইণ্ডস্ক্রিনে ঢুকিয়ে দিল। উইণ্ডস্ক্রিন বিস্ফোরিত হলো, একরাশ টুকরো কাঁচের সঙ্গে ভিতরে ঢুকল পা, স্থির হলো রানার মাথার ক্যাপ থেকে দু'ইঞ্চি দূরে।

'রানা!' আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল শাহানা।

রানা অসহায়, কী করবে বুঝতে পারছে না।

'মিস্টার রানা!' ওর এয়ার পিসে সার্জেন্ট রিডের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'জলদি! ড্যাশবোর্ডের তলায় দেখুন। গ্যাস পেডালের কাছে। স্টিয়ারিং কলামের নীচের দিকে কালো রাবার মোড়া একটা বোতাম আছে।'

খুঁজছে রানা। পেয়েও গেল। 'তারপর?'

'চাপ দিন ওটায়।'

চাপ দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল হামভির ইঞ্জিন।

রানার কোনও ধারণা নেই এই বোতামের কথা কীভাবে জানল সার্জেন্ট রিড। কাজে লেগেছে, এটাই যথেষ্ট, মাথা ঘামাবার দরকার কী।

নিচু করা মাথাটা তাড়াতাড়ি উঁচু করল রানা, দেখল চোখের সামনে হাঁ করে

রয়েছে বনেটে দাঁড়ানো কালো প্যান্থারটার মস্ত চোয়াল। হিস্‌স্‌স্ শব্দ করে খেঁকিয়ে উঠল ওটা। এত কাছে, উষ্ণ আর পচা টক টক গন্ধ সহ ঝড়ো নিঃশ্বাস অনুভব করছে নিজের সারা মুখে। সদ্য তৈরি উইণ্ডস্ক্রিনের ফাঁক গলে গাড়ির ভিতর ঢোকার জন্য শরীরটাকে মোচড়াচ্ছে ওটা, মানুষের রক্ত পানের লোভে ঝর ঝর করে লালা ঝরছে রানার কোলের উপর।

সিটের পিঠে যথাসম্ভব সেঁটে আছে রানা, হিংস্র জন্তুটার দাঁত যাতে নাগাল না পায়। আত্মরক্ষার তাগিদে ড্রাইভার সাইডের জানালার দিকে সরে যেতে হচ্ছে ওকে। ঘাড় ফেরাতে দেখল দ্বিতীয় প্যান্থারের চোয়াল দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

জানালায় বাড়ি মারল ওটা। স্প্রিঙের উপর ঘন ঘন দোল খাচ্ছে হামভি। বিদ্যুৎচমকের আকৃতিতে ফাটল ধরল জানালার কাঁচে।

তবে গাড়ির ইঞ্জিন চালু আছে। ব্যাক গিয়ার দিয়ে মেঝেতে অ্যাকসেলারেটার চেপে ধরল রানা। কাদাময় মূল সড়ক ধরে পিছন দিকে ছুটল হামভি। খানা-খন্দে পড়ে ঝাঁকি খাচ্ছে। কিন্তু বনেটের প্যান্থার এ-সব খুব একটা গ্রাহ্য করছে না। মাথাটা উইণ্ডস্ক্রিনের বাইরে টেনে নিল ওটা, তারপর ফাঁকের ভিতর সামনের একটা পা ঢুকিয়ে রানার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে।

গাড়ি পিছন দিকে ছোটায় বনেট থেকে রানার নাগাল পেতে সমস্যা হচ্ছে ওটার। অ্যাকসেলারেটারে আরও জোরে চাপ দিল রানা। গতি বাড়ল, সেই সঙ্গে একটা গর্তে পড়ল চাকা। মুহূর্তের জন্য শূন্যে উঠল গাড়ি, নামার সময় জোরাল ঝাঁকি খেল।

পিছলে পড়ে যাওয়ার উপক্রম করলেও, কীভাবে যেন বনেটের উপর রয়ে গেল প্যান্থারটা।

'রানা, দেখুন!' চেঁচিয়ে উঠল শাহানা।

'কী?'

'আমাদের পেছনে!'

কিন্তু পিছনদিকে তাকাবার সময় কোথায় রানার। উইণ্ডস্ক্রিনের ভিতর ঢুকে পড়া প্যান্থারের পা আরও একটু লম্বা হয়ে ওর বুকটাকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে।

'রানা, থামুন! আমরা নদীতে পড়তে যাচ্ছি!'

ঝট করে মুখ তুলে তাকাতেই রিয়ার-ভিউ মিররে নদীটাকে দেখতে পেল রানা। অগভীর পানিতে আমেরিকানদের একটা বেল হেলিকপ্টারকেও ভাসতে দেখল, সরাসরি ওদের সামনে।

দ্রুত হুইল ঘোরাল রানা, চাপ দিল ব্রেকে। কিন্তু চাকাগুলো পিচ্ছিল কাদায় পিছলাতে শুরু করেছে। গাড়িটা এখন ওর নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে। আর কিছু করার সুযোগ পাওয়া গেল না। বিরাট হামভি নদীর কিনারা থেকে লাফ দিল, নদীতে পড়তে যাচ্ছে।

তেরো

ঠিক নদীতে নয়, অগভীর পানিতে ভেসে থাকা বেল কপ্টারের কাঁচের তৈরি গম্বুজের উপর পড়ল হামভি। মাথায় কীসের যেন জোর বাড়ি খেল রানা।

সংঘর্ষের ধাক্কায় গাড়ি আর হেলিকপ্টার, দুটোই নদীর মূল অংশে ছিটকে পড়ল। হামভির বনেট থেকে মাঝ নদীতে ছিটকে পড়েছে প্যান্থারটাও, ঝপাৎ করে আওয়াজের সঙ্গে ছলকে উঠল পানি।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরেই ভয়ঙ্কর কেইমানগুলো ছেঁকে ধরল ওটাকে।

প্রচণ্ড গর্জন ছেড়ে মরিয়া হয়ে লড়াই করল প্যান্থারটা, কয়েকটাকে ঘায়েলও করল, কিন্তু অবশেষে শত্রুর সংখ্যার কাছে হার মানতে হলো; ডুবে গেল পানির তলায়।

তীরের কাছাকাছি রয়ে গেল শুধু বেল-হামভির অদ্ভুতদর্শন সঙ্কর, তীর থেকে বিশ ফুট দূরে, পঞ্চাশ শতাংশ জলমগ্ন।

হামভির আঘাতে বেলের সামনের গম্বুজ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। এই মুহূর্তে কপ্টারটার সামনের ভাঙা অংশ থেকে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বেরিয়ে রয়েছে হামভি। তবে বেলের রোটর হাউজিং আর টেইল সেকশনের কোনও ক্ষতি হয়নি। কিম্ভূত আকৃতির গোটা কাঠামোর মাথায় ওটার রোটর দুটো স্থির হয়ে রয়েছে, তবে সম্পূর্ণ অক্ষত।

হামভির ভিতর নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে রানা। ওর বাম দিকে সবুজাভ ঘোলা পানি জানালায় বাড়ি মারছে, ফুটো দিয়ে ভিতরে ঢুকছে ফিনকি দিয়ে। ওয়াটারলাইনের উপর-নীচ, দুটোই দেখতে পাচ্ছে ওরা।

জানালা দিয়ে একটা বা দুটো নয়, পাঁচ-পাঁচটা দৈত্যাকার কেইমানের পেট দেখতে পাচ্ছে রানা, সবগুলো ওর সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছে।

পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলল উইণ্ডস্ক্রিনের গর্ত দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়া পানি। রানার জিন ভিজে গেল, পায়ের কাছে অগভীর পুকুর তৈরি হচ্ছে।

ওর পাশে বসা ম্যাক্স রাইট উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, সম্ভবত হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হতে যাচ্ছেন তিনি। কানের কাছে অনবরত বিড় বিড় করে চলেছেন তিনি, 'ওহ্ মাই গড! ওহ্ মাই গড! ওহ্ মাই গড!'

ঘাড় ফেরাতে রাইটের পিছনে ক্রিস্টালকে দেখতে পেল রানা, তার বাম চোখের উপর ইঞ্চিখানেক লম্বা একটা ক্ষত দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কপ্টারের গায়ে হামভি আছড়ে পড়ার সময় আঘাতটা পেয়েছে সে। অত্যন্ত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

'এখান থেকে আমাদের বেরুনো দরকার, রানা!' চেঁচিয়ে উঠল শাহানা।

'কী বলছেন!' রানা ভাবল, শাহানাও কী পাগল হতে যাচ্ছে? উইণ্ডস্ক্রিনের ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে ভিতরে ঢুকল বড় বড় দাঁতওলা বিরাট একটা সিলভার মাছ, সরাসরি

ওর কোলে পড়ে লাফাতে লাগল।

রানার বাঁ দিকে কিছু একটা ধাক্কা দিল, হামভি এত জোরে ঝাঁকি খেল যে সিট থেকে পড়ে যাচ্ছিল ও। ঘাড় ফেরাতে দেখল ওর পাশের জানালায় ঝুলে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা কালো কেইমান, ফাটল ধরা কাঁচের ভিতর দিয়ে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'সেরেছে!' দৈত্যাকার সরীসৃপটাকে জানালার সামনে থেকে পিছু হটতে দেখে আঁতকে উঠল রানা।

'কী? কী?' পাশ থেকে ব্যাকুল সুরে জানতে চাইলেন রাইট।

'ওটা আবার ধাক্কা দিতে যাচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠল রানা, সিট টপকে পিছন দিকে চলে যাচ্ছে। 'সরে আসুন। জলদি, রাইট!'

পরমুহূর্তে রাইটও সিট টপকাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কেইমানটাও পিছু হটা শেষ করে ছুটে আসছে। এক সেকেণ্ড পর ড্রাইভার সাইডের জানালার কাঁচ বিস্ফোরিত হলো।

কাঁচ বৃষ্টির পিছু নিয়ে পানির তোড়সহ হুড়মুড় করে হামভির ভিতরে ঢুকে পড়ল আঁশে ঢাকা কেইমানটা। গাড়ির সামনের সিটে চলে এসেছে ওটা, প্রকাণ্ড শরীর ছোট্ট জায়গাটার সবটুকু দখল করে নিয়েছে। নিজের পা দুটো ঝট করে ব্যাক সিটে টেনে নিল রানা, হাঁ করা চোয়াল ওগুলোর নাগাল পাওয়ার আধ সেকেণ্ড আগে।

কিন্তু রাইট দেরি করে ফেলেছেন। পা দুটোকে সময় মত সরিয়ে নিতে পারলেন না তিনি। প্রচণ্ড বাড়ি মেরে ওগুলোকে প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজায় ঠেলে দিল কেইমানটা, চেপে ধরে রাখল ওখানে।

রাইট চেঁচাচ্ছেন। লেজ শক্ত আর পিঠ বাঁকা করে তাকে আরও যুৎসইভাবে আটকাবার চেষ্টা করছে কেইমানটা। ব্যাকসিট থেকে ওটার শুধু আর্মারড পিঠ আর লম্বা লেজটা দেখতে পাচ্ছে রানা; প্রচণ্ডশক্তিতে এদিক ওদিক চাবুকের মত আছড়ে পড়ছে লেজটা।

তারপর একেবারে হঠাৎ, এত দ্রুত যে হকচকিয়ে গেল রানা, রাইটকে মুখে নিয়ে যে জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছিল সেটা দিয়েই বেরিয়ে গেল কেইমানটা।

'নো-ও-ও-ও-ও!' জানালা দিয়ে অদৃশ্য হওয়ার সময় আর্তনাদ করে উঠলেন রাইট।

আতঙ্কিত দৃষ্টি বিনিময় করল রানা আর শাহানা।

'দোহাই আপনার!' কেঁদে ফেলল শাহানা। 'কিছু একটা করুন!'

করার আমার আছেটা কী? চারদিকে চোখ বুলিয়ে পরিস্থিতিটা দেখবার সময় ভাবল রানা। গাড়ির সামনের দিকটা দ্রুত পানিতে ভরে উঠছে। ফলে বামদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে হামভি, সেই সঙ্গে আরও নিচু হচ্ছে।

'গাড়িটা পানিতে তলিয়ে যাবে,' দ্রুত বলল রানা। 'আসুন, তার আগে বেরিয়ে পড়ি। জলদি, আপনার দিকের জানালা খুলুন! এখন ওগুলো খোলার কথা।'

সামনের পানি গাড়ির পিছনেও চলে আসছে নিজের দিকের জানালা খুলছে শাহানা। ওদিকে গাড়িটা একটু বেশি উঁচু, ফলে জানালাটা পুরোপুরি খোলার পর শুধু রাতের বাতাস পাওয়া গেল।

তারপরই আরেকটা কেইমান ড্রাইভারের জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। গাড়ির সামনের অংশে জমে ওঠা পানিতে ঝপাৎ করে পড়ল সেটা।

'বেরোন!' চিৎকার করে তাগাদা দিল রানা। 'ছাদে উঠে যান!'

শাহানা দ্রুতই বেরুল। এক সেকেণ্ডের মধ্যে হামভি থেকে বেরিয়ে ছাদে পৌঁছে গেল সে। এরপর ঘোরে পাওয়া, আচ্ছন্ন ক্রিস্টালের পালা। ব্যাকসিটের উপর দিয়ে সরে এসে শাহানার খোলা জানালার দিকে এগোল সে, ভাব দেখে মনে হলো জানে না কোথায় রয়েছে কিংবা কী করছে। পিছন থেকে তার কোমরের দু'পাশ ধরে ঠেলল রানা। বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে ক্রিস্টাল। ছাদ থেকে হাত বাড়িয়ে দিল শাহানা, টেনে তাকে নিজের পাশে তুলে নেবে।

ড্রাইভার সিটের কেইমানটা লেজ খাড়া আর পিঠ বাঁকা করে শিকার খুঁজছে। সামনের সিটে হড়হড় করে পানি ঢুকছে। গাড়ির পিছনে পানি এখন কোমর সমান।

আরেকটা কেইমান হামভির পিছনে, বাঁ দিকে জানালায় গুঁতো মারল। ঝাঁকি খেয়ে ঘাড় ফেরাতেই রানা দেখল হামভির পুরোটা বাম দিক পানির নীচে তলিয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে জানালা দিয়ে মাত্র অর্ধেকটা বেরুতে পেরেছে ক্রিস্টাল। সে পথ ছাড়লে বেরুবার চেষ্টা করবে রানা।

ক্রিস্টালের পা দুটো ঠেলে জানালার বাইরে বের করে দিচ্ছে ও। ধাতব একটা কর্কশ আওয়াজ হলো হামভির কোথাও। নাকটীয় ভঙ্গিতে গোটা গাড়ি ডানদিকে ঘুরে গেল। প্রথমে রানা ভাবল আরেকটা কেইমান গুঁতো মেরেছে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। এবার গাড়ির সবটুকু নড়ছে, গতি পাচ্ছে।

ভাটির দিকে ভেসে যাচ্ছে ওরা। সর্বনাশ, ভাবল রানা। নদীর স্রোত টান দিয়েছে হামভিকে।

পরমুহূর্তে আবার পরিচিত ঝাঁকি, একটা কেইমান বাঁ দিকের জানালায় গুঁতো মারল।

'কী করছ, ক্রিস্টাল!' চিৎকার শুরু করল রানা। 'পা দুটো তোলো!' ডান দিকের জানালার ভিতরে, ওর নাকের সামনে তার পা দুটো ঝুলছে। মেয়েটিকে অত্যন্ত সাহসী আর শক্ত বলেই জানত ও, দেখা যাচ্ছে ওর ধারণা ভুল ছিল।

ইতোমধ্যে সামনের সিটের কেইমানটা যেন বুঝে ফেলল তার শিকাররা কোথায়। আড়ষ্ট, আগোছাল ভঙ্গিতে পিছু হটার চেষ্টা করল ওটা, যাতে লাফ দিয়ে ব্যাকসিটে পৌঁছাতে পারে।

'ক্রিস্টাল!'

'প্রায় পৌঁছে গেছি...' পাল্টা চেঁচাল ক্রিস্টাল।

'হারি আপ!'

রানার চোখের সামনে থেকে ক্রিস্টালের পা দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল। ছাদ থেকে শাহানার চিৎকার ভেসে এল, 'ক্রিস্টালকে তুলে নিয়েছি, রানা!'

জানালা লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা, ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল মাথাটা, দেখল শাহানা আর ক্রিস্টাল ওর উপর ছাদে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মেয়ে দুটো দ্রুত নিচু হয়ে ওর হাত ধরল, গাড়ি থেকে টেনে বের করল পুরো

শরীরটা। রানার পা দুটো জানালা গলে বেরিয়ে যাচ্ছে, ব্যাকসিটে পৌঁছে ওগুলোকে লক্ষ্য করে কামড় বসাল কেইমানটা, তবে মাত্র এক সুতোর জন্য নাগাল পেল না।

শহরের মূল সড়কে, আট চাকার এটিভি-র ভিতরে, লয়েড আর বোল্ডউইন সহ পাঁচজন আমেরিকান কমাণ্ডো হ্যাণ্ডকাফ পরা অবস্থায় একের পর এক দুঃস্বপ্ন উন্মোচিত হতে দেখছে। তাদের সঙ্গে শরিফও রয়েছে।

বিনা নোটিশে তাদের আর্মারড ভেহিকেলের স্লাইডিং সাইড ডোর এক টানে বাইরে থেকে খুলে ফেলা হলো, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়ল কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। বাতাসের পিছু নিয়ে দুজন জার্মানও ঢুকল, তাদের কাদামাখা পা গাড়ির মেঝেতে থপ্ থপ্ আওয়াজ করছে। ইস্পাতের বিরাট দরজাটা নিজেদের পিছনে বন্ধ করে দিল তারা। এটিভি-র ভিতরটা নীরব হয়ে গেল।

লয়েড আর তার সঙ্গীরা কথা না বলে আগন্তুক দুজনকে দেখছে।

একজন তরুণ, একজন তরুণী।

দুজনেই ভিজে জবজবে হয়ে আছে, কাদায় মোড়া। পরনে সিভিল ড্রেস–ব্লু জিন আর সাদা টি-শার্ট। তবে চোখে লাগল যেটা, দুজনেই হিপ হোলস্টার পরে আছে, সেগুলোয় শোভা পাচ্ছে গ্লক-আঠারো পিস্তল। নেভি ব্লু রঙের বুলেটপ্রুফ ভেস্ট-ও পরেছে তারা। চেহারা, পরিচ্ছদ ও অস্ত্র দেখে মনে হচ্ছে আণ্ডারকাভার পুলিশ।

তরুণ লম্বা-চওড়া, শক্ত-সমর্থ। মেয়েটি ছোটখাট, তবে অ্যাথলেটিক, মাথায় ছোট করে কাটা লালচে-সোনালি চুল।

লয়েড জিজ্ঞেস করলেন, 'কারা আপনারা? কোত্থেকে এসেছেন?'

'আরে!' বলে পরস্পরের দিকে তাকাল তরুণ-তরুণী। 'কথা বলছে দেখি আমেরিকান ভাষায়!'

'একজন আমেরিকান আর কোন্ ভাষায় কথা বলবে?'

'আপনারা আমেরিকান!' বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল তরুণী।

'আপনারা কী মনে করেছিলেন?'

'আমরা তো জানি, আপনারা নিও নাৎসি!'

শুনে একযোগে আপত্তি তুলল সবাই।

তরুণ লোকটি আর সময় নষ্ট করল না। সোজা এগিয়ে এসে আমেরিকানদের হ্যাণ্ডকাফের তালা খুলতে শুরু করল। 'আপনারা এখন আর বন্দি নন,' পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল সে।

'আমরা সবাই এখন একদল। আসুন, যে-কজনকে পারা যায় বাঁচাতে চেষ্টা করি।'

রানা, শাহানা আর ক্রিস্টাল হামভির ছাদে দাঁড়িয়ে থাকলেও ওদেরকে অচল বলা যায় না, কারণ জোড়া লেগে থাকা হামভি-বেল স্রোতের টানে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ভাটির দিকে ভেসে চলেছে। সামনে ভঙ্গুরদর্শন নড়বড়ে কাঠের জেটিটা দেখতে পাচ্ছে রানা, গজ দশেক দূরে হবে। মনে হচ্ছে ওটার পাশ ঘেঁষেই এগোবে ওরা।

সুযোগটা নিতে হবে, ভাবল রানা।

হামভি-বেল আবার কেঁপে উঠল, সেই সঙ্গে আরও একটু ডুবল। এই মুহূর্তে নদীর সারফেস থেকে এক ফুট উপরে রয়েছে হামভির ছাদ, বেল রয়েছে সামান্য একটু বেশি উপরে। কিন্তু ভাটির দিকে প্রতি গজ এগোবার সময় দুটোই দুই ইঞ্চি করে নেমে যাচ্ছে পানিতে।

ডোবার হার হঠাৎ বেড়ে গেলে সর্বনাশ, জেটির নাগাল পাওয়া সম্ভব হবে না।

কেইমানগুলো ওদেরকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। তবে দূর থেকে।

আরও এক গজ এগোল ওরা।

জেটি যখন আর আট গজ দূরে, নদীর ছলকানো পানি হামভির ছাদের নাগাল পেয়ে গেল। এবার ওদের তিনজনের পায়ের তলায় পানি চলে এল। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে বেল-এর রোটর হাউজিং-এ উঠে পড়ল ওরা।

পাঁচ গজ দূরে।

দ্রুত ডুবছে।

বেলের রোটর হাউজিং থেকে ফ্লাড লাইটের আলোয় উদ্ভাসিত শহরটার উপর চোখ বুলাল রানা। এখন খালি ওটা; একমাত্র নড়াচড়া বলতে মূল সড়ক ধরে ব্ল্যাক প্যান্থারের ছায়ার মত স্যাঁৎ করে ছুটে যাওয়া। জীবিত মানুষজনের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

এই সময় ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা। ট্যাংক আকৃতির আট চাকার এটিভি গায়েব হয়ে গেছে। ওটার মধ্যে শরিফ আছে; আরও আছে লয়েড, বোল্ডউইনসহ পাঁচজন আমেরিকান কমাণ্ডো।

থ্রোট মাইকে কথা বলল রানা। 'সার্জেন্ট রিড, কোথায় আপনি?'

'চিন্তা করবেন না, আমরা ভাল আছি।'

'কোথায়?'

'এটিভি খুলে দুই জার্মান আমাদের সঙ্গী হয়েছেন,' জানাল সার্জেন্ট রিড। 'শহরটা ঘুরে দেখছি আমরা, উদ্ধার করার মত কাউকে যদি পাই।'

'ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে জেটিটার কাছে চলে আসুন,' অনুরোধ নয়, নির্দেশের সুরে বলল রানা।

জবাব দিতে এক সেকেণ্ড দেরি করল রিড। বলল, 'জী, আসছি!'

জেটি এখনও তিনগজ দূরে, অথচ হামভির ছাদ পুরোপুরি পানির তলায় চলে গেল। ঠোঁট কামড়াল রানা। যদিও পানির উপর উঁচু হয়ে থাকা বেলের রোটর হাউজিঙে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, কিন্তু জেটিতে পৌঁছাতে হলে হামভির ডোবা ছাদে পা ফেলতে হবে ওদেরকে। ভেসে থাক, বাপ! মনে মনে বলল ও।

দুই গজ।

হামভির ছাদ এখন ছয় ইঞ্চি পানির নীচে।

এক গজ।

পুরো এক ফুট নীচে।

আচ্ছন্ন ক্রিস্টালের কোমরে একটা হাত জড়াল শাহানা। 'ভয় পেলে চলবে না,' বলল সে। 'ক্রিস্টালকে আগে তুলে দিই জেটিতে। আপনি বললেই লাফ...'

'ঠিক আছে…এখন!'

হামভি-বেল জেটির পাশে চলে এসেছে। রোটর হাউজিং থেকে লাফ দিয়ে পানিতে ডোবা হামভির ছাদে পড়ল শাহানা আর ক্রিস্টাল, ওদের হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল। পানি ছলকে আরও দুই পা এগোল ওরা, তারপর ক্রিস্টালকে এক রকম জেটির দিকে ছুঁড়ে দিল শাহানা। পরমুহূর্তে নিজেও লাফ দিল সে, ঠিক যে-মুহূর্তে এক জোড়া কেইমান তার পিছনে ছুটে এসে চোয়াল ফাঁক করল। শাহানার নাগাল না পেয়ে জেটির তলা দিয়ে আরেক দিকে চলে গেল ওগুলো, বৃত্ত ধরে আবার ফিরে আসবে।

এবার রানার পালা। রোটর হাউজিং থেকে লাফ দিতে যাচ্ছে। হঠাৎ কেঁপে উঠে আরও এক ফুট ডুবল হামভি-বেল। ভারসাম্য হারাল ও, পানিতে পড়ে যাচ্ছে, তবে দ্রুত সামলে নিল। মুখ তুলতে দেখল পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। হামভির ছাদ এখন কম করেও তিন ফুট পানির নীচে। লাফ দিয়ে ওখানে পড়ার পর ওর নড়াচড়ার গতি কমে যাবে। কাছাকাছি অপেক্ষায় রয়েছে কয়েকটা কেইমান, সুযোগটা নিশ্চয়ই হাতছাড়া করবে না।

বেলের অবস্থাও ভাল নয়। কপ্টারের রোটর হাউজিঙে দাঁড়িয়ে থাকলে কী হবে, সেটাও ইঞ্চিখানেক পানির তলায় চলে গেছে। মরিয়া হয়ে চারদিকে তাকাল রানা, দেখল বেলের শুধু রোটর ব্লেড দুটো পানির উপর উঁচু হয়ে আছে।

চট করে একবার জেটির উপর চোখ বুলাতে গিয়ে এটিভিটাকে দেখতে পেল রানা, ব্রেক কষে জেটির গোড়ায় থামল। আট চাকার পাশের টানা দরজা খুলে গেল, ভিতরে জন রিড আর ডন লেভিনকে দেখা যাচ্ছে, ক্রিস্টালকে সেদিকে টেনে নিয়ে চলেছে শাহানা।

কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'রানা, লাফ দিন!'

সারাক্ষণ টলমল করছে বেল, এবার রানার জুতো পুরোপুরি সারফেসের নীচে ডুবে গেল। কপ্টার ডুবে গেছে, পানির উপর ভেসে আছে শুধু ওটার রোটর ব্লেড। ওগুলোর উপর উঠে দাঁড়ালে…না! ওর ভারে নুয়ে পড়বে ওগুলো। বন করে ঘুরে জেটির দিকে তাকাল রানা। তিনটে কেইমান স্থির হয়ে আছে, অর্ধেকটা করে পানির নীচে, পজিশন নিয়েছে জেটি আর ওর মাঝখানে।

দ্রুত হাত বাড়িয়ে একটা রোটর ব্লেড ধরল রানা। তারপর যত জোরে পারা যায় ত্রিশ ফুটী ইস্পাতের পাতটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করল।

স্রোতের টানে এখনও ভাটির দিকে ভেসে চলেছে জলমগ্ন বেল।

রোটর ব্লেড ঘুরল, সামনের ডগা প্রায় ছুঁয়ে দিল জেটিটাকে, ফলে নদীর উপর নিচু একটা ব্রিজের মত দেখতে লাগছে ওটাকে।

আবার টলে উঠল বেল, আরও ইঞ্চি দুয়েক ডুবল, আর ঠিক এই সময় প্রকাণ্ড কালো একটা আকৃতি পানির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মাথাচাড়া দিল রানার পাশে। স্রেফ রিফ্লেক্স অ্যাকশন, পা দুটো যতটা সম্ভব ফাঁক করল ও–ওগুলোর মাঝখান দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল কেইমানটা, ঝপাৎ করে পড়ল উল্টোদিকের পানিতে।

ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছি, ভাবল রানা। শেষবারের মত তাকাল মুক্তির পথটার দিকে–রোটর ব্লেড, দশ ইঞ্চি চওড়া ইস্পাতের একটা সেতু, নদীর সারফেস থেকে

মাত্র এক ফুট উঁচু।

ছুটল রানা। তিন পা এগিয়ে দেখল জেটি এখনও বিশ ফুট দূরে। অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে, অনুভব করল ওর নীচে ডেবে যাচ্ছে রোটর ব্লেড। নিচু হয়ে তিন কেইমানের পিঠ ছুঁতে যাচ্ছে ওটা।

ভারসাম্য ঠিক রাখতে ব্রিজের উপর নাচছে রানা, ব্রিজটা টিকে আছে কেইমানগুলোর পিঠকে অবলম্বন করে। লম্বা পা ফেলে রোটর ব্লেডের শেষ মাথায় পৌঁছাল ও, ঠিক লাফ দেওয়ার আগের মুহূর্তে দেখল চতুর্থ একটা কেইমান হাঁ করে ছুটে আসছে ওর দিকে। ইতিমধ্যে শূন্যে উঠে পড়েছে ও, তবে লাফ দেওয়ার মধ্যে ত্রুটি থেকে যাওয়ায় জেটির কিনারায় বুক দিয়ে পড়ল শরীরটা। পা দুটো কালো পানিতে আছাড় খাচ্ছে–চতুর্থ কেইমানের মুখের গ্রাস। হাঁটুর নীচ থেকে কিছু নেই, ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছে, মগজে এরকম একটা দৃশ্য চলে আসতে বিদ্যুৎবেগে জেটিতে তুলে ফেলল পা দুটো।

থ্যাচ! চতুর্থ কেইমানের চোয়াল বন্ধ করার আওয়াজ হলো পিছনে।

শরীরটাকে জেটির উপর গড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে এল রানা।

'মিস্টার রানা, চলে আসুন!' হঠাৎ সার্জেন্ট রিডের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ঢুকল রানার কানে। চোখ তুলতে দেখল জেটির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এটিভি, পাশের টানা দরজাটা খোলা।

কিন্তু রানার চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। এটিভির মাথায় তাকাতেই দেখল, লাফ দিয়ে সেটাকে টপকে আসছে প্রকাণ্ড একটা ব্ল্যাক প্যান্থার, নখরগুলো সামনে বাড়ানো, খেঁকানোর ভঙ্গিতে বিকৃত হয়ে আছে মুখ।

দানবটা জেটিতে নামল, রানার কাছ থেকে ঠিক পাঁচ ফুট দূরে। ওর সামনে স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকল ওটা, কাঁধ দুটো নিচু করে রেখেছে, কান জোড়া খুলিতে সাঁটা, ঠোঁট ভাঁজ খাচ্ছে, লাফ দেওয়ার আগের মুহূর্তে টান পড়ছে সমস্ত পেশিতে।

কোনও শব্দ হয়নি। আগে থেকে কিছুই বোঝা যায়নি। পুরানো কাঠের জেটি প্যান্থারটাকে নিয়ে স্রেফ নেমে গেল পানিতে। গোঙানি আর চাপা গর্জনের মাঝামাঝি একটা আওয়াজ বেরুল হতচকিত জন্তুটার গলা থেকে।

রানা দেখল কেইমানগুলো চারদিক থেকে ছুটে আসছে ওটার দিকে। দেখতে না দেখতে প্যান্থারটাকে নিয়ে রক্তাক্ত মহোৎসব শুরু হয়ে গেল এক জোড়া কেইমানের।

লাফ দিয়ে সদ্য তৈরি ফাঁকটা পার হয়ে এল রানা, ছুটল এটিভির দিকে।

গাড়ির ভিতর ঢুকল রানা, ওর পিছনে ইস্পাতের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল সার্জেন্ট রিড। দরজার গায়ে চৌকো একটা ছোট্ট জানালা আছে, ঘুরে সেটা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা।

যা দেখল এক কথায় অপ্রত্যাশিত।

প্যান্থারটা, সেই প্যান্থারটাই, কয়েক সেকেণ্ড আগে জেটিতে যেটা ওর পথ আগলে ছিল, পানি থেকে ধীরে ধীরে জেটিতে উঠে আসছে। নখর থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরছে, এবড়োখেবড়ো মাংসের ফালি ঝুলছে চোয়াল থেকে, পানি লেগে চকচক করছে গা। বোঝা গেল, কেইমানগুলো সহজে ছাড়েনি ওকে।

জন্তুটার বুক ঘনঘন ওঠা-নামা করছে। অতগুলো কেইমানের সঙ্গে লড়াই করে চরম ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওটা।

কিন্তু প্যান্থার তো ওই একটাই নয়। কথাটা শুধু রানাকে নয়, এটিভির সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিল চাপা একটা গর্জন।

গাড়ির বাইরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে আরও কয়েকটা প্যান্থার। রাস্তার গর্তে জমে ওঠা পানিতে পা ছোঁড়ার শব্দ হচ্ছে। মট মট করে হাড় ভাঙার আওয়াজও শুনতে পেল রানা। নিহত জার্মান কমাণ্ডোদেরকে খাচ্ছে প্যান্থারগুলো। একটু দূর থেকে ভেসে এল, অস্পষ্ট, কারও যন্ত্রণাকাতর কান্নার শব্দ।

আতঙ্কিত রানা ভাবছে, আমরা বাঁচব কীভাবে?

চোদ্দ

শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল রানা। জেগে উঠে দেখল এটিভির দেয়ালে হেলান দিয়ে রয়েছে। কাপড়চোপড় এখনও ভিজে, মাথাব্যথাটা আরও বেড়েছে।

পাশের টানা দরজা খোলা। বাইরে থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে।

'আপনারা এখানে কেন?'

'পাঠানো হয়েছে, তাই,' বলে একটু হাসল লোকটা। 'আমার নাম লোভেট হ্যানোভার। আমি একজন লেফটেন্যান্ট…'

সিট ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল রানা।

সকাল হয়েছে। শহরটা ঢাকা পড়ে আছে কুয়াশার পাতলা চাদরে। এটিভি এখন মূল সড়কের মাঝখানে পার্ক করা। বিরাট আর্মারড ভেহিকেল থেকে বেরিয়ে আসার পর চারদিকে কুয়াশার ধূসর দেয়াল দেখে কয়েক সেকেণ্ড দিশেহারা বোধ করল ও। তারপর ধীরে ধীরে ভিলকাফর শহরের মূল সড়ক পরিচিত মনে হলো।

স্থির হয়ে গেল রানা। রাস্তাটা সম্পূর্ণ খালি। কাল রাতের লাশগুলো অদৃশ্য হয়েছে। সেগুলোর বদলে কাদার ছোট বড় স্তূপ আর পানি ভর্তি গর্ত দেখা যাচ্ছে। অদৃশ্য হয়ে গেছে ব্ল্যাক প্যান্থারগুলোও।

ক্রিস্টালকে নিয়ে লয়েড ও বোল্ডউইন ওর বাঁ দিকে দুর্গের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কাছাকাছি রয়েছে পাঁচজন গ্রিন বেরেট, তাদের সঙ্গে শাহানা আর শরিফকেও দেখা যাচ্ছে। আরও রয়েছে পাঁচজন জার্মান। চারজন লোক, একটি মেয়ে।

তাদের মধ্যে দুজন মিলিটারি ফেটিগ পরে আছে–সৈনিক। বাকি সবার পরনে সিভিল ড্রেস। এদের মধ্যে দুজনকে, এক তরুণ আর এক তরুণীকে, অত্যন্ত স্মার্ট লাগছে, অ্যাথলেটিক কাঠামো, দাঁড়ানোর মধ্যে সপ্রতিভ ভাব, স্পাই কিংবা আণ্ডারকাভার পুলিশ হতে পারে।

রানাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল সার্জেন্ট রিড। 'আপনার মাথার ব্যথাটা এখন কেমন?'

'যাচ্ছেতাই,' বলল রানা। 'এখানকার খবর কী?'
মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর সরাসরি তার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে, সার্জেন্ট রিড।'
'ইয়েস?'
দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্র এক জার্মানের সঙ্গে কথা বলছেন লয়েড, এটিভির ভিতর থেকে এই লোকটিকেই নিজের নাম বলতে শুনেছে রানা—লেফটেন্যান্ট লোভেট হ্যানোভার।
'তা হলে আপনিও আইডলটা পাবার আশাতেই এখানে এসেছেন?' জানতে চাইলেন লয়েড।
মাথা নাড়ল হ্যানোভার। 'বিশদ কিছু আমি জানি না,' বলল সে। 'আমি সামান্য একজন লেফটেন্যান্ট, মিশনের সবটুকু আমার জানা নেই।'
'আপনাদের মধ্যে তা হলে কে জানে?' জানতে চাইলেন লয়েড।
অন্য একজন জার্মানের দিকে চিবুক তাক করল হ্যানোভার। 'আপনি মিস্টার কার্ল রিভোস্টি-র সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন।' জিনস আর হোলস্টার পরা স্বাস্থ্যবান তরুণ রিভোস্টি। 'হের রিভোস্টি বিকেএ-র সঙ্গে আছেন।'
'বিকেএ?' লয়েডকে বিস্মিত দেখাল।
তার অবাক হওয়ারই কথা, কারণ বিকেএ হলো যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআই-এর মত, শুধু দেশের ভিতরকার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়। বিকেএ নির্ভেজাল একটা পুলিশ ফোর্স, ওটার তো একটা মূর্তির খোঁজে পেরুতে চলে আসার কথা নয়।
'হারানো একটা ইণ্ডিয়ান আইডলের সঙ্গে বিকেএ-র কী সম্পর্ক?' রিভোস্টিকে জিজ্ঞেস করলেন লয়েড।
এক মুহূর্ত চিন্তা করল রিভোস্টি, যেন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে লয়েডকে কতটুকু জানানো যায়। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে—বোধহয় ভাবছে, কাল রাতে যা ঘটে গেছে তারপর আর গোপনীয়তা রক্ষার কোনও তাৎপর্য নেই। 'আপনি যা ভাবছেন ব্যাপারটা আসলে তা নয়,' বলল সে।
'আমি কী ভাবছি?'
'আইডলটা আমরা অস্ত্র তৈরির জন্যে চাইছি না,' সরাসরি বলল রিভোস্টি। 'আমাদের কাছে কোনও সুপারনোভাও নেই।'
'তা হলে আইডলটা কেন আপনাদের দরকার?'
'দরকার এই জন্যে যে,' জবাব দিল রিভোস্টি, 'আমরা জানি অশুভ একটা শক্তি ওটা পেতে চাইছে।'
'অশুভ শক্তি—কে?' আঁৎকে উঠে জানতে চাইলেন লয়েড।
'যারা পিরানিজের মঠে সন্ন্যাসীদের হত্যা করল,' বলল রিভোস্টি। 'যারা কিডন্যাপ করার পর খুন করল অ্যাকাডেমিক রুডলফ হাইনকে, গত বছরের শেষ দিকে পেরুর উল্কা সম্পর্কে তাঁর লেখাটা ছাপা হবার পর।'
'তাদের পরিচয়?'
'এরা হলো নতুন পাত্রে সেই পুরানো মদ,' তিক্ত হাসি দেখা গেল রিভোস্টির ঠোঁটের কোণে। 'নিজেদেরকে এখন এরা স্টর্মট্রুপার বলছে, হিটলারের এসএস

বাহিনীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর ইউনিট, যে-সব সৈন্যরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প চালাত।

'স্টর্মট্রুপার আর নিও-নাৎসি একই জিনিস। আগে ওদের হেডকোয়ার্টার ছিল আর্জেণ্টিনার বুয়েনস আইরিসে, কিছুদিন আগে আস্তানা গেড়েছে চিলির কলোনিয়া এইলমানিয়া নামে একটা জায়গায়। রীতিমত দুর্ভেদ্য দুর্গ একটা। নাৎসিদের ওটা একটা পুরানো ঘাঁটি, নতুন করে কাজে লাগানো হচ্ছে। ওদের লিডার বানানো হয়েছে হিউগো হারমান নিখোঁজ হবার পর তার বুড়ো বাপ হুইপ হারমানকে।

'হুইপ হারমান একটা সাইকোপ্যাথ, মানুষ খুন করে মজা পায়। ছেলে নিখোঁজ হবার পর জামাই ব্রায়ান ইকোর সাহায্য নিয়ে জার্মান আর্মির অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের দলে ভিড়িয়ে নতুন একটা বাহিনী গড়ে তুলেছে সে, উদ্দেশ্য পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নেয়া আর ব্ল্যাকমেইল করে নিও-নাৎসি পার্টির জন্যে ফাণ্ড সংগ্রহ করা। তবে এই লোক বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে, সুযোগ পেলে দুনিয়াটাকে ধ্বংস করে দিতে দ্বিধা করবে না।'

লয়েডকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'নিও-নাৎসি, তাই না? হুম।' এক মুহূর্ত পর প্রসঙ্গ পাল্টে আবার বললেন, 'কলোনিয়া এইলমানিয়ায় আইখম্যানও ছিল এক সময়।'

মাথা ঝাঁকাল রিভোস্টি। 'কলোনিয়া এইলমানিয়ায় ঘেসো জমি, লেক, বাড়ি-ঘর সবই আছে। গোটা এলাকাটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, গার্ড টাওয়ার থেকে নজরদারির ব্যবস্থা আছে, চব্বিশ ঘণ্টা টহল দেয় সশস্ত্র গার্ডরা, সঙ্গে থাকে ডোবারম্যান পিনশার।

'পিনোশের আমলে, সরকারের কাছ থেকে প্রোটেকশন পাওয়ার বিনিময়ে, কলোনিয়া এইলমানিয়াকে ডিক্টেটরের আন-অফিশিয়াল টরচার সেণ্টার হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছিল হুইপ হারমান। মানুষকে এখানে পাঠানো হত "অদৃশ্য" করে দেয়ার জন্যে।'

'ঠিক আছে, বুঝলাম,' বললেন লয়েড। 'কিন্তু এখানে তাদের কী? আইডলটা তাদের...'

'ও, আচ্ছা,' লয়েডকে বাধা দিয়ে বলল রিভোস্টি, 'সমস্যাটা তা হলে এখনও আপনি বুঝতে পারেননি। হের লয়েড, সমস্যা হলো, এই নাৎসিদের কাছে একটা সুপারনোভা আছে।'

'নিও-নাৎসিদের হাতে সুপারনোভা আছে?' যেন আকাশ থেকে পড়লেন লয়েড।

'হ্যাঁ।'

'জিযাস...!'

'হের লয়েড, প্লিজ। আপনাকে বুঝতে হবে। আমি অনেক বছর ধরে কাউণ্টার-টেরোরিস্ট কাজের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু স্টর্মট্রুপারের মত কোনও গ্রুপের দেখা পাইনি। এদের ফাণ্ড ভাল, সংগঠন ভাল, এরা ঐতিহ্যের প্রতি নিবেদিত, আর নিষ্ঠুরতার দিক থেকে স্রেফ পাষণ্ড।

'দু'ধরনের লোককে নিয়ে দলটাকে নতুন করে গড়ে তুলেছে হুইপ হারমান—সৈনিক আর বিজ্ঞানী। কোনও অপরাধ করার কারণে পৃথিবীর যে-কোন

দেশের সেনাবাহিনী থেকে যখনই কোনও জার্মানকে বের করে দেয়া হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে দলে টেনে নিয়েছে সে।

'বিজ্ঞানীদেরও একই পদ্ধতিতে দলে ঢুকিয়েছে তারা। দুনিয়ার বহু দেশে বিভিন্ন প্রজেক্টে জার্মান নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্টরা কাজ করে, তাদের মধ্যে যারা নাৎসিদের প্রতি সহানুভূতিশীল তাদেরকে মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে প্রস্তাব দেয়া হয় আদর্শের জন্যে কাজ করার।'

'এত টাকা এরা পায় কোত্থেকে?' জানতে চাইলেন হার্ভার্ডের নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্ট রজার বোল্ডউইন।

'ডক্টর বোল্ডউইন, আধুনিক নাৎসিদের টাকার কোনও অভাব নেই। গত বছর বিকেএ সুইস ব্যাঙ্কের একটা অ্যাকাউন্টের কথা জানতে পেরেছিল, সন্দেহ হয়েছিল সেটা নাৎসিদের হতে পারে, তাতে জমা ছিল প্রায় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিভিন্ন দেশের লুঠ করা আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করে এরচেয়ে অনেক বেশি টাকা পেয়েছে তারা...'

'ওহ্, গড!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বললেন লয়েড।

'এই নাৎসিরা প্লেন হাইজ্যাক করে না,' বলল রিভোস্টি। 'তারা সরকারী কর্মকর্তাদের খুন করে না, বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় না সরকারী সম্পত্তি। তাদের লক্ষ্য আরও অনেক বড় ধরনের বিজয়। যে বিজয় গোটা পৃথিবীর শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেবে।'

'আর এখন আপনার ধারণা তাদের কাছে একটা সুপারনোভা আছে?' জানতে চাইলেন লয়েড।

'তিনদিন আগে পর্যন্ত অপ্রমাণিত সন্দেহ ছিল আমাদের,' বলল রিভোস্টি। 'তবে এখন আমরা ব্যাপারটা নিশ্চিতভাবে জানি।'

'কীভাবে?'

'মাস ছয়েক আগে বিকেএ-র সার্ভেইলান্স এজেন্টরা চিলিতে গিয়ে কলোনিয়া এইলমানিয়ার ছবি তোলে, তাতে হুইপ হারমানের সঙ্গে এক লোককে হাঁটতে দেখা গেছে। পরে তাকে ডক্টর বেনেডিক্ট মুলহাউসেন বলে চিহ্নিত করা হয়। হের লয়েড, আপনি নিশ্চয়ই জানেন কে এই ডক্টর মুলহাউসেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

ডক্টর বেনেডিক্ট মুলহাউসেন সম্পর্কে রানাও জানে। এই মেধাবী জার্মান বিজ্ঞানী স্নায়ুযুদ্ধের সময় পেন্টাগনের একটা প্রজেক্টে কাজ করত। প্রজেক্টটা ছিল পারমাণবিক বোমার খুদে সংস্করণ তৈরি-গ্রেনেড আকৃতির। পঁচাশি সালের দিকে প্রজেক্টের টপ সিক্রেট রিসার্চ পেপার সহ গায়েব হয়ে যায় মুলহাউসেন। পরে গুজব রটে পূর্ব জার্মানি তাকে আশ্রয় দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যে তাদের নতুন একটা প্রজেক্টে কাজে লাগিয়েছে-প্রজেক্টটা ছিল, একটি মাত্র মারণাস্ত্র দিয়ে গোটা পৃথিবীকে ধ্বংস করা সম্ভব কিনা তার সম্ভাব্যতা যাচাই। এ-ধরনের উদ্ভট একটা কাজে তারা হাত দিয়েছিল আমেরিকানদের দেখাদেখি; স্নায়ুযুদ্ধের ওই সময়টায় খুব ছড়ায় গুজবটা, সে-ধরনের একটা অস্ত্র আমেরিকানরা নাকি প্রায় বানিয়ে ফেলেছে।

১৯৯০ সালে দুই জার্মানি এক হওয়ার পর আমেরিকানদের চাপে পশ্চিম

জার্মান পুলিশ গ্রেফতার করে মুলহাউসেনকে। জার্মানির এক আদালতে বিচার করা হয় তার। বিচারে ফাঁসির আদেশ হয়। ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে তার ফাঁসি কার্যকরীও করা হয়। তবে সত্যি সত্যি আসল মুলহাউসেনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে কিনা তা নিয়ে বহু বছর বিতর্ক ছিল। কারণ পরে অনেক লোকই তাকে দেখেছে বলে দাবি করেছে—আয়ারল্যাণ্ডে, ব্রাজিলে আর রাশিয়ায়।

রিভোস্টি বলল, 'ফাঁসির আগের রাতে রাশিয়ান কিছু অফিসার, যারা তখনও উপদেষ্টা হিসেবে পূর্ব-জার্মানিতে ছিল, মুলহাউসেনকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে বলে গুজব রটে।'

'...সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার আট বছর পর,' লয়েডকে বলতে শুনল রানা, 'মুলহাউসেন একটা নাৎসি টেরোরিস্ট গ্রুপের হেডকোয়ার্টারে উদয় হয়।'

'কারেক্ট,' বলল রিভোস্টি। 'কাজেই ওই পর্যায়ে আমরা ধরে নিয়েছিলাম নাৎসিরা সম্ভবত ছোটখাট একটা কনভেনশনাল নিউক্লিয়ার ডিভাইস বানাচ্ছে। কিন্তু ফ্রেঞ্চ পিরানিজ মঠে সন্ন্যাসীদের খুন করে নাৎসিরা যখন ওর্তেগা ম্যানুস্ক্রিপ্ট নিয়ে গেল, তারপর যখন জানা গেল ম্যানুস্ক্রিপ্টে আশ্চর্য একটা আইডলের কথা বলা হয়েছে, তখন এই দুটো বিষয়কে তৃতীয় একটা ঘটনার সঙ্গে এক করে দেখার সুযোগ সৃষ্টি হলো—পেরুতে রুডলফ হাইনের আবিষ্কার করা উল্কার গর্ত। হঠাৎ করেই আমাদের সন্দেহ বাস্তব চেহারা পেয়ে গেল। হয়তো বেনেডিক্ট মুলহাউসেনের তত্ত্বাবধানে নাৎসিরা স্রেফ প্রচলিত একটা নিউক্লিয়ার বোমা বানাচ্ছে না, হয়তো একটা সুপারনোভা তৈরি করতে পেরেছে ওরা, আর সেজন্যেই তাদের থাইরিয়াম দরকার।

'তারপর, তিনদিন আগে, যেদিন ফ্রেঞ্চ পিরানিজে হামলা হলো, চিলিতে আমাদের সার্ভেইলান্স টিম এটা পিক করে।' বুক-পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে লয়েডের দিকে বাড়িয়ে ধরল রিভোস্টি। 'পেরুর কোথাও থেকে একটা সেলুলার ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়েছিল কলোনিয়া এইলমানিয়ার মেইন ল্যাবের সঙ্গে, সেই কথাবার্তার অংশবিশেষ আমাদের টিম শুনতে পেয়েছে। পড়ে দেখুন।

কাগজটা নিয়ে ডাকলেন লয়েড। 'ডক্টর শাহানা, প্লিজ।'

রানার পাশ থেকে এগিয়ে এসে কাগজটা নিল শাহানা। ভাঁজ খুলে জার্মান ভাষায় লেখাটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনাল ওদেরকে। তার ঘাড়ের উপর দিয়ে লেখাটার উপর রানাও চোখ বুলাল।

কণ্ঠ ১: ...থেকে প্রাথমিক অপারেশন চালানো হবে, অর্থাৎ অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার ঠিক করা হয়েছে...ওই যে...যেখানে চকচক করত...

কণ্ঠ ২: ...ডিভাইস সম্পর্কে?...রেডি?

কণ্ঠ ১ : ...আমেরিকান মডেলের ওপর ভিত্তি করে আওয়ার গ্লাস ফরমেশন অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে...একটা টাইটেনিয়াম অ্যালয় ইনার চেম্বারের ওপর ও নীচে বসানো হয়েছে দুটো থার্মোনিউক্লিয়ার ডিটোনেটর। ফিল্ড টেস্ট আভাস দিচ্ছে যে... ডিভাইসটা...অপারেশনাল। এখন শুধু আমাদের দরকার... থাইরিয়াম।

কণ্ঠ ২: ...চিন্তার কিছু নেই, ইকো ওদিকটা দেখছে...

কণ্ঠ ১: মেসেজটার ব্যাপারে–?

কণ্ঠ ২: ...আইডলটা পাওয়া মাত্র পাঠানো শুরু করে দেব... ইইউ-এর সব কজন প্রধানমন্ত্রী আর প্রেসিডেন্টের কাছে...হ্যাঁ, একই সঙ্গে ইন্ট্যারনাল ইমার্জেন্সি হটলাইন-এর সাহায্যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছেও...এদের কাছ থেকে দুনিয়াবাসীর জন্যে মুক্তিপণ চাওয়া হবে...উন্নত বিশ্বের সব দেশের কাছ থেকে একশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার, শুধু মার্কিনিদের জন্যে পাঁচশো। তাছাড়া উত্তর আমেরিকার একটা স্টেটের সমস্ত ক্ষমতা আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে...দাও তো ভাল, নয়তো আমরা ডিভাইসটা ডিটোনেট করব...

কণ্ঠ ১: ...কোড?

কণ্ঠ ২: ...কী জানি অথর্ব বুড়োটা কী কোড ব্যবহার করবে। জিজ্ঞেস করলে বলে তার জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এরকম একটা কিছু হবে সেটা...

শাহানার হাতে ধরা কাগজটার দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন লয়েড।

সবাই চুপ হয়ে গেছে।

দুটো লাইন রানার মাথায় আবার ফিরে এল–পাঁচশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার...দাও তো ভাল, নয়তো আমরা ডিভাইসটা ডিটোনেট করব...

রিভোস্টির দিকে ফিরলেন লয়েড। 'তা এ-সব বিষয়ে কী ব্যবস্থা নিয়েছেন আপনারা?'

'দু'ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে,' জার্মান পুলিশ অফিসার বলল। 'একটা হলো, নাৎসিদের আগে থাইরিয়ামের পুতুলটা উদ্ধার করা। তা করার জন্যে ওর্তেগা ম্যানুস্ক্রিপ্টের একটা কপি সংগ্রহ করেছি। ওই পাণ্ডুলিপি পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে আমাদেরকে। নাৎসিদের আগে পৌঁছেছি আমরা, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি মন্দিরের ভেতরে ব্ল্যাক প্যান্থারের চেহারা নিয়ে একদল রাক্ষস অপেক্ষা করছে।'

রিভোস্টির কথা শোনার সময় রানার মগজে কিছু একটা ধরা পড়ল; কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি আছে, কিন্তু চিহ্নিত করা যাচ্ছে না।

'আর কী ব্যবস্থা?' জানতে চাইলেন লয়েড।

'নিও-নাৎসিদের উৎখাত করে কলোনিয়া এইলমানিয়া দখল করে নেয়া,' বলল রিভোস্টি। 'তিনদিন আগে ওই টেলিফোন আলাপ শোনার পর নতুন চিলি সরকারের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসি আমরা–চিলিয়ান সিকিউরিটি গার্ডসহ বিকেএ অফিসাররা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে কলোনিয়া এইলমানিয়ায় যাবে।'

'গুড। তারপর?'

'যদি ধরে নিই সব প্ল্যান অনুসারে এগোচ্ছে তা হলে এই মুহূর্তে বিকেএ এজেন্ট আর চিলিয়ান ন্যাশনাল গার্ড কলোনিয়া এইলমানিয়ায় হানা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করছে নিও নাৎসিদের সুপারনোভা। যে-কোনও মুহূর্তে ওদের কাছ থেকে একটা রেডিও আপডেট আশা করছি আমি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে, ছয়শো মাইল দূরে, চিলিয়ান ন্যাশনাল গার্ডের দশ টনী একটা ট্রাক কলোনিয়া এইলমানিয়ার গেট ভেঙে সগর্জনে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

দানব ট্রাকটার পিছু নিয়ে জলপাই রঙের ইউনিফর্ম পরা একদল চিলিয়ান সৈনিকও ঢুকল ভিতরে। তাদের পিছনে রয়েছে ব্লু অ্যাসল্ট হেলমেট পরা বারোজন জার্মান এজেন্ট।

কলোনিয়া এইলমানিয়া বেশ বড় একটা এস্টেট, আকারে বিশ হেক্টরের কম নয়। সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠের পিছনে মাথা তুলে রয়েছে খয়েরী টিলা আর পাহাড়। কর্কশ, শুকনো একটা এলাকায় ব্লু লেক আর ছবির মত সুন্দর সব কটেজ ভারি অদ্ভুত লাগছে দেখতে।

ন্যাশনাল গার্ড দরজা-জানালা ভেঙে প্রতিটি দালান আর ভবনে ঢুকে পড়ল। ব্যারাক হল তাদের মূল টার্গেট। কমপাউণ্ডের মাঝখানে সেটা, দেখতে অনেকটা হ্যাঙ্গারের মত।

কয়েক মিনিট পরেই ব্যারাক হলের দরজাও ভাঙা হলো। হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকল সৈন্য আর এজেন্টরা।

ঢোকার পর থমকে দাঁড়াল তারা।

প্রকাণ্ড হল-এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সারির পর সারি খালি বাঙ্ক বেড পড়ে রয়েছে। প্রতিটি বিছানা পরিপাটি। কিন্তু একটাতেও মানুষ নেই।

কমপাউণ্ডের বাকি অংশ থেকে দ্রুত রিপোর্ট আসতে লাগল। কলোনিয়া এইলমানিয়ায় কেউ নেই।

ব্যারাক হলের পাশের দালানটায় একটা ল্যাব রয়েছে। দুজন জার্মান টেকনিকাল এজেন্ট সামনে গাইগার কাউন্টার নিয়ে বাতাসের রেডিওঅ্যাকটিভিটি মাপছে। তাদের ছোটখাট ডিটেকশন ইউনিট জোরাল শব্দ করছে।

এজেন্ট দুজন এরপর কমপাউণ্ডের মেইন ল্যাবরেটরিতে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে উঠল তাদের গাইগার কাউন্টার।

'আমরা ল্যাব টিম, সমস্ত ইউনিটকে বলছি–মেইন ল্যাবে প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম আর প্লুটোনিয়াম থাকার সংকেত পাওয়া যাচ্ছে–'

প্রথম এজেন্ট একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা অফিসে ঢোকা যায় ওটা দিয়ে। হাতের যন্ত্রটা বন্ধ দরজার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। তার গাইগার কাউন্টার চার্ট ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সঙ্গীর সঙ্গে চট করে দৃষ্টি বিনিময় করল সে। তারপর দরজাটা খুলল, সেই সঙ্গে টান পড়ল তারে।

ওটা ছিল থার্মোনিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ।

বিস্ফোরিত হলো গোটা কলোনিয়া এইলমানিয়া।

অন্ধ করা অত্যুজ্জ্বল একটা সাদা আলো প্রতিটি দিকে ছুটল, নিজের পথে যা কিছু পেল নিঃশেষে মুছে ফেলছে সব। গোটা এলাকা বিলিয়ন বিলিয়ন দেশলাইয়ের কাঠির মত জ্বলে উঠল, কংক্রিট সাইলোগুলো ধুলোয় পরিণত হলো এক মিলিসেকেণ্ডে। ব্যারাক হল-এর পাঁচশো গজ পরিধির মধ্যে সব কিছু বাষ্প হয়ে উড়ে গেল চোখের নিমেষে, বলাই বাহুল্য একশো পঞ্চাশজন চিলিয়ান ন্যাশনাল গার্ড আর বারোজন বিকেএ এজেন্টসহ।

পনেরো

ভিলকাফর।

গ্রিন বেরেটকে নির্দেশ দিয়ে জার্মানদের রেডিও স্যাটেলাইট ইকুইপমেন্ট মূল সড়কে বের করে আনিয়েছেন লয়েড। 'দেখা যাক আপনাদের এজেন্টরা চিলি থেকে কী মেসেজ দেয়,' রিভোস্টিকে বললেন তিনি।

পোর্টেবল রেডিও কনসোলের ঢাকনি খুলে কিবোর্ডের বোতাম টিপতে শুরু করল রিভোস্টি। লয়েড আর গ্রিন বেরেট সদস্যরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, সবার চোখ কনসোলের স্ক্রিনে।

বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। একটু দূর থেকে তাকালে যে-কোনও লোকের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ভালভাবে পড়া যায়। ওদের প্রত্যেকের নড়াচড়া খুঁটিয়ে লক্ষ করছে ও। ওদের মধ্যে জভানি লয়েডকে সবচেয়ে দূরের মানুষ বলে মনে হলো ওর, যেন ভিন কোনও গ্রহ থেকে এসেছেন। বোল্ডউইনকে দেখে মনে হলো তিনি যেন কার উদ্দেশে গোপন হাসি হাসছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে নির্লিপ্ত গ্রিন বেরেটদের লিডার ডন লেভিন।

'কেমন লাগছে আপনার?' হঠাৎ একটি নারীকণ্ঠ ভেসে এল রানার পিছন থেকে।

ঘাড় ফেরাল রানা। জার্মান সেই তরুণী, বড় বড় চোখ দুটো থেকে যেন নীল জ্যোতি বেরুচ্ছে। মাথায় সোনালি চুল। ছোটখাট হলেও, ভারি সুন্দর গড়ন; দাঁড়িয়ে আছে হাত দুটোকে অলসভঙ্গিতে নিতম্বে রেখে, নির্মল হাসিটা যেন বলতে চাইছে তোমাকে একটু অন্যরকম লাগছে। টি-শার্ট আর জিনসে দারুণ মানিয়েছে তাকে। সাদা টি-শার্টের উপর বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরেছে সে, নিতম্বে দেখা যাচ্ছে কালো চামড়ার হোলস্টারে গ্লক-আঠারো।

'হাই!' এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল সে। 'ব্যথাটা এখন কেমন? আমার মনে হয় হামভিটা কপ্টারের ওপর আছড়ে পড়ার সময় মাথায় চোট পেয়েছেন আপনি। তারপর কপ্টারের রোটরে চড়ে যে সার্কাস দেখালেন, ওটা ছিল নির্ভেজাল অ্যাড্রেনালিনের কাজ।'

মুচকি একটু হেসে রানা বলল, 'তার মানে আপনি আমাকে হিরো বলতে রাজি নন? সব কৃতিত্ব অ্যাড্রেনালিনের?' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তবে ঠিক ধরেছেন, ব্যথা একটু পেয়েছি বটে।'

মিষ্টি করে হাসল মেয়েটি, সুন্দর একটা টোল পড়ল গালে। 'এখানে অপেক্ষা করুন,' বলল সে। 'আমার মেডিসিন প্যাকে কোডিন আছে, আপনার মাথাব্যথা সেরে যাবে।'

ঘুরে এটিভির দিকে রওনা হলো সে।

'শুনুন...' রানা বলল। 'আপনার নামটা তো জানা হলো না।'

ঘাড় ফিরিয়ে আবার হাসল মেয়েটি, এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না। 'আমি বেলেগু, বেলেগু বার্ড। বিকেএ-র সঙ্গে আছি।'

'পেয়েছি,' হঠাৎ বলল রিভোস্টি, পোর্টেবল রেডিওটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রেডিও কনসোলের সামনে জড়ো হওয়া লোকগুলোর দিকে এগোল রানা। লয়েডের কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে স্ক্রিনে জার্মান ভাষার একটা তালিকা দেখল। তাতে দেখানো হয়েছে জার্মান বিকেএ টিম পেরু আর চিলি থেকে কখন কোন সময় তাদের হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করেছে। চিলি থেকে সর্বশেষ পাঠানো রিপোর্ট ছিল—'আর্জেন্ট'।

আর্জেন্ট শব্দটার উপর ক্লিক করল রিভোস্টি। স্ক্রিন জুড়ে একটা মেসেজ ফুটল। জার্মান ভাষায় লেখা, অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—

'এটা চিলির ব্যাকআপ টিম। আবার বলছি। এটা চিলির ব্যাকআপ টিম। প্রথম টিম ধ্বংস হয়ে গেছে। আবার বলছি। প্রথম টিম ধ্বংস হয়ে গেছে।

'পনেরো মিনিট আগে প্রথম টিম চিলির ন্যাশনাল গার্ডের সঙ্গে কলোনিয়া এইলমানিয়ায় ঢুকেছিল। গোটা কমপাউণ্ড পরিত্যক্ত অবস্থায় পায় তারা। প্রথম টিম রিপোর্ট করে এলাকায় প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম আর প্লুটোনিয়াম আছে। কিন্তু এরপর নতুন কোনও তথ্য পাবার আগে কমপাউণ্ডের ভিতর একটা বিস্ফোরণ ঘটে।

'বিস্ফোরণটা সম্ভবত পারমাণবিক। আবার বলছি। বিস্ফোরণটা সম্ভবত পারমাণবিক।

'প্রথম টিম সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আবার বলছি। প্রথম টিম সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

'সন্দেহ নেই নাৎসিরা এরই মধ্যে পেরুর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে।'

লয়েডের অনুরোধে মেসেজের শেষ লাইনটা আরেকবার অনুবাদ করে শোনাল রিভোস্টি—'সন্দেহ নেই নাৎসিরা এরইমধ্যে পেরুর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। এগারোটা পাঁচ।

'এখানে তারা কখন পৌঁছাবে বলে মনে করছেন?' রিভোস্টিকে জিজ্ঞেস করলেন লয়েড।

'তা বলা সম্ভব নয়,' জবাব দিল রিভোস্টি। 'কারণ জানাই তো যায়নি ঠিক কখন কমপাউণ্ড ত্যাগ করেছে তারা—দু'দিন আগেও হতে পারে, আবার দু'ঘণ্টা আগেও হতে পারে। তবে চিলি থেকে এই জায়গার দূরত্ব খুব বেশি নয়। আমাদেরকে ধরে নিতে হবে খুব কাছে চলে এসেছে তারা।'

লেভিনের দিকে ফিরলেন লয়েড। 'ক্যাপটেন, আমি চাই পানামা স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওদেরকে তুমি জিজ্ঞেস করো আমাদের এক্সট্র্যাকশন টিম কখন পৌঁছাবে এখানে। বলবে আমাদের ফায়ারপাওয়ার দরকার—এখনই।'

'ঠিক আছে।' শরিফের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে রেডিও ইউনিটের দিকে চলে গেল লেভিন। তার পিছু নিল শরিফ। গ্রিন বেরেট লিডারের সঙ্গে তার বেশ ভাব জমে উঠেছে।

'করপোরাল বেকার,' বললেন লয়েড। 'যে বেলটা টিকে আছে, ওটার অবস্থা কী?'

মাথা নাড়ল বেকার। 'ওটায় গুলি লেগেছে। প্যান্থারগুলো হামলা করার সময় ওই যে অ্যাপাচিটা পাগলামি শুরু করেছিল। গুলি লেগে টেইল রোটর আর ইগনিশন পোর্টের ক্ষতি হয়েছে।'

'কতক্ষণ লাগবে মেরামত করতে?'

'এখানে আমাদের যন্ত্রপাতি যা আছে, ইগনিশন পোর্ট মেরামত করা সম্ভব, তবে বেশ সময় লাগবে। আর টেইল রোটরের কথা যদি বলেন···ওটা ছাড়া তো আর ওড়া সম্ভব নয়, ওটা মেরামত করা খুব কঠিন হবে।'

'করপোরাল, বেলটাকে আবার ওড়াবার ব্যবস্থা করো, যেভাবে পার,' বললেন লয়েড।

'ইয়েস, সার।' বৃত্ত থেকে বেরিয়ে গেল বেকার, সঙ্গে করে ডুরাণ্টকে নিয়ে গেল।

নীরব হয়ে এল পরিবেশটা।

এক সময় শাহানা বলল, 'তার মানে এখানে আমরা আটকা পড়ে গেছি।'

'শুধু আটকা পড়িনি,' বলল ক্রিস্টাল। 'একটা টেরোরিস্ট গ্রুপ যে-কোনও মুহূর্তে চলে আসবে।'

রানা বলল, 'ইচ্ছে করলে পায়ে হেঁটে এখান থেকে সরে যেতে পারি আমরা।'

সার্জেণ্ট রিড বলল, 'এখানে থাকলে স্রেফ মারা পড়ব সবাই।'

'কিন্তু আমরা চলে গেলে পুতুলটা নাথসিরা পেয়ে যাবে,' বললেন বোল্ডউইন।

'এবং একটা ওঅর্কেবল সুপারনোভা আছে ওদের কাছে,' বলল ক্রিস্টাল।

'এ আমরা হতে দিতে পারি না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন লয়েড। 'না, একটি মাত্র কাজই এখন করার আছে আমাদের।'

'কী কাজ?'

'নাথসিরা এখানে পৌঁছানোর আগেই আইডলটা পেতে হবে আমাদেরকে।'

মেঘ কাটেনি, ঝিরঝির করে আবার বৃষ্টি শুরু হলো। নদীর কিনারা ঘেঁষা পথ ধরে সাবধানে এগোচ্ছে তিনজন সৈনিক।

সামনে রয়েছে ক্যাপটেন লেভিন আর করপোরাল রেমন হেকম্যান, তাদের এম-ষোলো ডানদিকের ঘন জঙ্গলের দিকে তাক করা। নিঃসঙ্গ জার্মান প্যারাট্রুপার লোভেট হ্যানোভার এখন আমেরিকান এম-ষোলো ব্যবহার করছে; ওদের পিছু পিছু এগোচ্ছে সে, নজর রাখছে নিজের পিছনেও।

ওদের সবার হেলমেটের পাশে একটা করে খুদে ফাইবার-অপটিক ক্যামেরা ফিট করা আছে, শহরে রয়ে যাওয়া অফিসারদের কাছে ইমেজ পাঠাবে।

কিছুক্ষণ পর পাহাড়ের সেই ফাটলটার সামনে পৌঁছাল তিনজনের দলটা। এই ফাটল রক টাওয়ার আর মন্দিরের পথ দেখাবে।

লেভিন মাথা ঝাঁকাতে হেকম্যান বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সরু পাথুরে প্যাসেজের ভিতর ঢুকে পড়ল, হাতের অস্ত্র সামনে বাড়ানো।

প্রাচীন শহর ভিলকাফর।

রানা আর বাকি সবাই মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে। লেভিন, হেকম্যান আর হ্যানোভারকে ফাটল ধরে এগোতে দেখছে ও। কমাণ্ডোদের পাঠানো ইমেজ একই মনিটরে ধরা পড়ছে, তবে আলাদা তিনটে চৌকো ঘরে, ভৌতিক সাদা-কালোয়।

প্ল্যানটা সহজ।

লেভিন, হেকম্যান আর হ্যানোভার মন্দিরে ঢুকে পুতুলটা সংগ্রহ করবে, ওই সময় এদিকে বাকি গ্রিন বেরেট আর দ্বিতীয় জার্মান প্যারাট্রুপার গ্রস অবশিষ্ট বেল হেলিকপ্টারটা সারিয়ে তুলবে। আইডলটা পাওয়া গেলে ওরা আর দেরি করবে না, ভিলকাফর ছেড়ে উড়ে যাবে; আশা করা যায় নাৎসি সন্ত্রাসীরা এসে পৌঁছানোর আগেই।

'আমরা কিন্তু একটা কথা একদম ভুলে থাকছি,' লয়েডকে বলল রানা।

'কী?'

'প্যান্থারগুলোর কথা,' বলল রানা। 'ওগুলোর কারণেই তো আমাদের এই বেহাল অবস্থা দাঁড়িয়েছে। কোথায় ওগুলো?'

সবাই চুপ করে থাকল। কারও কাছে এর কোনও জবাব নেই।

'দিনের আলো ফুটতে ওগুলো শহর ছেড়ে চলে গেছে,' রানার পিছন থেকে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল কেউ।

ঘুরে তাকাতে চতুর্থ, অর্থাৎ শেষ জার্মান লোকটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। রিভোস্টি, হ্যানোভার বা গ্রসের সঙ্গে এর কোনও মিলই নেই। তাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়, পঁয়তাল্লিশ হবে। শারীরিক গঠন মোটেও অ্যাথলেটিক নয়। কেন যেন লোকটাকে বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না রানার। হয়তো চোখে-মুখে গর্ব আর জেদের ভাবটাই তার কারণ।

'ভোরের দিকে প্যান্থারগুলো মালভূমির দিকে চলে গেছে,' এমন সুরে বলল লোকটা, যেন জ্ঞান দান করছে। 'আমার ধারণা মন্দিরের ভেতর, নিজেদের আস্তানায় ফিরে গেছে ওগুলো।' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল। 'ওগুলোর কয়েকটা প্রজন্ম প্রায় চারশো বছর গাঢ় অন্ধকারে কাটিয়েছে, কাজেই দিনের আলো তো সহ্য করতে পারার কথা নয়।'

দাড়িওয়ালা লোকটা, জার্মানদের যেমন স্বভাব, হঠাৎ রানার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি ডক্টর এরিক ল্যাংম্যান, হ্যামবার্গ ইউনিভার্সিটির জুলজিস্ট ও ক্রিপটোজুলজিস্ট। বিশেষ একটা জন্তু সম্পর্কে পরামর্শ দেয়ার জন্যে এই মিশনের সদস্য করা হয়েছে আমাকে–যে জন্তুটার কথা বলা হয়েছে ম্যানুস্ক্রিপ্টে।'

'ক্রিপটোজুলজিস্ট কাকে বলে?' জানতে চাইল রানা।

'যে মিথিকল পশু নিয়ে পড়াশোনা করে,' জবাব দিলেন ল্যাংম্যান।

'মিথিকল পশু... '

'হ্যাঁ। বিগফুট, লক নেস মনস্টার, ইয়েতি, ইংলিশ মুর-এর গ্রেট ক্যাট, আর অবশ্যই দক্ষিণ আমেরিকার রাপা।'

'আপনি এই জন্তুগুলো সম্পর্কে জানেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'শুধু যাচাই না করা সাইটিং, স্থানীয় লোকগীতি আর দ্ব্যর্থবোধক প্রাচীন লিপি থেকে যতটুকু শিখেছি। তবে ক্রিপটোজুলজির সৌন্দর্যই এখানে, এতে এমন পশুকে স্টাডি করতে হবে যে পশুকে স্টাডি করা সম্ভব নয়, কারণ আসলে কেউ প্রমাণ করতে পারে না যে ওগুলোর অস্তিত্ব আছে।'

'কিন্তু যেগুলো আমাদের ওপর হামলা করল, ওগুলোকে আমার মিথিকল বলে মনে হয়নি,' বলল রানা। 'এমনকী এ-ও মনে হয়নি যে ওগুলোর অস্তিত্ব নেই।'

জবাবে হাসলেন না ল্যাংম্যান, বললেন, 'কমবেশি প্রতি পঞ্চাশ বছর পরপর অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটা ঢেউ ওঠে অ্যামাজন রেইনফরেস্টে। ওই সময় রাতের বেলা এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাবার সময় লোকজন গায়েব হতে শুরু করে। বিরল দু'একটা ক্ষেত্রে সকালবেলা তাদের অবশিষ্ট পাওয়া যায়–শরীর থেকে মুণ্ডু বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে।

'স্থানীয় লোকেরা রাতের এই দয়ামায়াহীন খুনি জন্তুর নাম দিয়েছিল রাপা, সেই নাম আজও এই অঞ্চলে প্রচলিত।'

'বেশ,' শান্তকণ্ঠে বলল রানা। 'রাপা সম্পর্কে আর কী জানেন আপনি?'

রানাকে খুঁটিয়ে দেখলেন ল্যাংম্যান। 'আমাদের আসলে স্থানীয় লোকগীতির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। শত্রুকে বুঝতে হলে এটা দরকার।'

'মানে?'

'যেমন ধরুন, এই লোকগীতির সাহায্যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্ল্যাক প্যান্থারের অনেক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারব আমরা।'

'কী ধরনের বৈশিষ্ট্য? পরিষ্কার করে বলুন।'

'ইয়ে...প্রথমেই ধরা যায় রাপা মূলত নিশাচর প্রাণী। স্থানীয় লোকদের অবশিষ্ট শুধু সকালে পাওয়া গেছে। তা ছাড়া, আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাও বলে যে ভোরের আলো দেখে পালিয়ে গেছে এই ব্ল্যাক প্যান্থারগুলো। অর্থাৎ, এগুলো নিশাচর, শুধু রাতের বেলা শিকার করে।'

'কয়েক প্রজন্ম ধরে ওই মন্দিরে আটকা পড়ে থাকলে,' জানতে চাইল রানা, 'ওগুলো বেঁচে আছে কীভাবে? খাচ্ছে কী?'

'তা আমি বলতে পারব না,' বললেন ল্যাংম্যান, ভুরু কোঁচকানো দেখে মনে হলো সিরিয়াস হয়ে উঠেছে, যেন জটিল কোন গাণিতিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

মুখ তুলে মালভূমির দিকে তাকাল রানা, যেটার কোলে আশ্রয় পেয়েছে রহস্যময় মন্দিরটা। তির্যক বৃষ্টির একটা চাদর ওটার পুবদিকের পাথুরে মুখ আড়াল করে রেখেছে। 'এখন তা হলে কী করছে ওগুলো?' জানতে চাইল ও।

'আমার ধারণা ঘুমাচ্ছে,' বললেন ল্যাংম্যান। 'সেজন্যেই তো পুতুলটা আনতে পাঠাবার আদর্শ সময় এটা।'

লেভিন, হেকম্যান আর হ্যানোভার সরু প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে এসে পা রাখল আশ্চর্য সুন্দর গহ্বরটার গোড়ায়, অগভীর পানি ভর্তি লেকে।

ক্যানিয়নের ভেতরটা অস্বাভাবিক অন্ধকার। দিনের অল্প আলোই ভিতরে ঢুকতে

পারত, গহ্বরের কিনারায় জন্মানো সারি সারি গাছ আর ঘন কালো মেঘ বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় তাও বাধা পাচ্ছে। খাদের দেয়ালের প্রতিটি চিড় আর ফাটল গাঢ় ছায়ায় ঢাকা।

লেভিন আর হেকম্যান সামনে রয়েছে। তাদের অস্ত্রের ব্যারেলে আটকানো ছোট টর্চের আলো পথ দেখাচ্ছে ওদেরকে

'ঠিক আছে, রিপোর্ট করছি–' থ্রোট মাইকে বলল লেভিন।

'ঢালু পথটা ধরে এখন আমরা ওপরে উঠছি,' মনিটরের স্পিকার থেকে ভেসে এল তার কণ্ঠস্বর।

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, শিরদাঁড়ার কাছে শিরশিরে একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর। লেভিন, হেকম্যান আর হ্যানোভারকে দেখতে পাচ্ছে ও, পানি থেকে উঠে এসে গর্তটার বাইরের দিকে দেয়াল কেটে তৈরি সরু পথ ধরেছে। ওদের সঙ্গে শরিফ নেই। লেভিন তাকে পোর্টেবল রেডিওর কাছে কী একটা কাজ দিয়ে গেছে।

এরিক ল্যাংম্যান বললেন, 'শত্রু সম্পর্কে আরও একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে আমাদেরকে, প্রথম আর শেষ কথা হলো ওগুলো দৈত্যাকার ব্ল্যাক প্যান্থার। নিজেদেরকে ওগুলো বদলাতে পারে না। তারা প্যান্থারের মত চিন্তা করে, প্যান্থারের মতই আচরণ করে।'

'কী বলতে চান?'

'বলতে চাইছি গ্রেট ক্যাটদের শুধু একটি প্রজাতি, চিতা, ধাওয়া করে শিকার ধরে।'

'অন্যান্য গ্রেট ক্যাটরা কীভাবে শিকার করে?'

'কয়েক ধরনের কৌশলই আছে। ভারতবর্ষের বাঘ লতা-পাতার আড়াল নিয়ে অপেক্ষায় থাকে, কখনও হয়তো কয়েক ঘণ্টা, যতক্ষণ ওই জায়গায় শিকার না পৌঁছায়। শিকার যথেষ্ট কাছে এলে তারপর হামলা করে।

'আবার আফ্রিকার বিড়াল, মানে সিংহ, সফিসটিকেটেড প্যাক-হান্টিং মেথড ব্যবহার করে। এ-ধরনের একটা টেকনিক–হরিণদের সামনে একটা সিংহ অলস ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করতে থাকে, সেই ফাঁকে তার সঙ্গী সিংহীরা চুপিসারে পৌঁছে যায় হরিণগুলোর পেছনে। খুব কাজের একটা কৌশল। তবে একই সঙ্গে অস্বাভাবিক।'

'অস্বাভাবিক কেন?'

'কারণ এর জন্যে সিংহদের মধ্যে এক ধরনের যোগাযোগ থাকার প্রয়োজন হয়।'

মনিটরের দিকে ফিরল রানা। প্যাঁচানো পথ ধরে অল্প একটু এগিয়েছে তিন সৈনিক, ফলে গর্তটার গোড়ায় জমে থাকা পানি থেকে এই মুহূর্তে মাত্র দশ ফুট উপরে রয়েছে তারা।

করপোরাল হেকম্যানের ক্যামেরা ভিউ দেখছে রানা, পানির সমতল বিস্তৃতি ধরা পড়েছে তাতে। হঠাৎ পানির সারফেসে ক্ষীণ একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর চোখে। পানির ঠিক নীচের কোন কিছু থেকে খুদে ঢেউ তৈরি হওয়ার মত···

'কী ওটা?' বলল রানা।
'কী কোন্টা?'
'হেকম্যান,' বলল রানা, মাইক্রোফোনের দিকে ঝুঁকল। 'এক সেকেণ্ডের জন্যে ডান দিকে তাকান—পানিতে।'
হ্যানোভার আর লেভিনও নিশ্চয় রানার কথা শুনতে পেয়েছে, কারণ পরমুহূর্তে তিন ক্যামেরাই ডানদিকে ঘুরে গেল—মনিটরের তিনটে চৌকো ঘরেই পানির বিস্তৃতি দেখা যাচ্ছে, যে পানি রক টাওয়ারের গোড়াটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে।
'কই, আমি তো কিছু দেখছি না...' বলল লেভিন।
'ওই তো!' বলল রানা, পানিতে আরেকটা ছোট্ট ঢেউ-এর দিকে আঙুল তুলল, মনে হলো কোনও প্রাণীর লেজের বাড়ি লেগে তৈরি হয়েছে, যেন সৈনিক তিনজনের দিকে এগোচ্ছে সেটা।

'কী ব্যাপার?' বলল লেভিন, সামনে পানির চওড়া বিস্তৃতির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। লেকের সারফেস ধরে ছোট একটা ঢেউ অস্বাভাবিক দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।
ভুরু কোঁচকাল লেভিন। তারপর সাবধানে একটা পা ফেলে পথের কিনারায় সরে এসে দাঁড়াল, উঁকি দিয়ে দশ ফুট নীচের পানির সারফেসে তাকাতে যাচ্ছে।
পানি নয়, তার বদলে তিনটে দৈত্যাকার প্যান্থার দেখতে পেল সে, তার সরাসরি নীচের প্রায় খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠে আসছে উপরে।
দ্রুত এম-ষোলো তুলল লেভিন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কুচকুচে কালো একটা প্রকাণ্ড প্যান্থার গাঢ়, লম্বা ফাটল থেকে লাফ দিয়ে তার পিঠে চড়ল, তাকে নিয়ে ঝপাৎ করে পড়ে গেল নীচের পানিতে। পরমুহূর্তে আরও কয়েকটা প্যান্থার ছেঁকে ধরল তাকে।
মনিটরে চোখ রেখে লেভিনের দৃষ্টিতে রোমহর্ষক দৃশ্যটা দেখছে রানা। ক্ষুরের মত ধারাল দাঁতগুলো এক ঝলক দেখতে পেল শুধু, মানুষের হাত-পা আক্ষেপে ছটফট করছে, চাপা ঘড়ঘড় আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল লেভিনের হাঁপানোর শব্দ আর নিস্তেজ হয়ে আসা চিৎকার।
তারপর পানির নীচে চলে গেল ক্যামেরা। স্ক্রিন খালি হয়ে গেল। থেমে গেল সব আওয়াজ।

ট্রিগারটা টেনে ধরে রেখেছে হ্যানোভার, এম-ষোলো থেকে একের পর এক বুলেট বেরুচ্ছে। হঠাৎ ধপ্! উপর থেকে তার ঘাড়ে নামল দশ মণী মাংসাশী শত্রু—অনেক উপরে, পাথুরে পাঁচিলের মাথায় ওত পেতে ছিল ওটা।
পথের আরও খানিকটা সামনে রয়েছে হেকম্যান। আওয়াজ শুনে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে, দেখল চারপেয়ে একটা রাক্ষসের সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়াই করছে জার্মান প্যারাট্রুপার হ্যানোভার। পরক্ষণে চচ্চড় করে একটা আওয়াজের সঙ্গে হ্যানোভারের ঘাড় থেকে গলাটা ছিঁড়ে বের করে আনল রাক্ষসটা। সঙ্গে সঙ্গে নিথর হয়ে গেল হ্যানোভারের শরীর।

বমি করছে হেকম্যান। 'শালা!'

যেন গালি শুনে অপমান বোধ করল রাক্ষসটা। হ্যানোভারের শরীরের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটা, ধীরে ধীরে মুখ তুলে সরাসরি হেকম্যানের চোখের দিকে তাকাল।

স্থির হয়ে গেল হেকম্যান। সামনে এগোচ্ছে প্যান্থারটা । হ্যানোভারের শরীরটাকে টপকে এল। ওটাকে আসতে দেখেও নড়ছে না হেকম্যান। বোধহয় শক্তি পাচ্ছে না।

আরও এক পা এগোল প্যান্থার।

এতক্ষণে যেন হুঁশ হলো হেকম্যানের। বিদ্যুৎবেগে ঘুরল সে। কিন্তু সামনে আরেকটা প্যান্থার দেখতে পেল, তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

দৌড়াবার জায়গা নেই। পালাবার পথ নেই।

আবার ঘুরল হেকম্যান। পাথরের দেয়ালে তৈরি চওড়া ফাটল আর গর্তগুলোর উপর চোখ বুলাল, ভাবল ওগুলোর একটা হয়তো তাকে বাঁচাতে পারে। বেশ বড় একটা ফাটলের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছে সে। শূন্যে স্থির হয়ে গেল তার পা। ফাটলের ভিতর থেকে মুখের কাছে সরে এসে ওর দিকে তাকাল একটা প্যান্থার। তারপরেই চড়াও হলো। হেকম্যান এমনকী চিৎকার করারও সময় পেল না। বুকের মাঝখানে বিরাট বোঝা নিয়ে পথের উপর পিঠ দিয়ে পড়ল সে, রাক্ষসটা তার গলাটা চোয়ালের মাঝখানে নিয়ে চাপ দিল।

মনিটরের দিকে হতবিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই।

'ও আল্লা রে!' নিঃশ্বাস ফেলল শাহানা।

'ইশশ্!' দাঁতে দাঁত চাপল ক্রিস্টাল।

অবশিষ্ট তিন গ্রিন বেরেট বোবা দৃষ্টিতে এখনও মনিটরের দিকে বোকার মত তাকিয়ে রয়েছে।

জার্মান জুলজিস্ট ল্যাংম্যানের দিকে ফিরল রানা। 'ওগুলো শুধু রাতে বেরোয়, তাই না?'

'ইয়ে,' দাড়ি চুলকাচ্ছেন ল্যাংম্যান। 'আসলে গর্তের গোড়াটা খুব অন্ধকার, তাই দিনের বড় একটা সময় ওখানে কাটাচ্ছে ওগুলো...'

'রেডিওতে কে?' হঠাৎ জানতে চাইলেন লয়েড।

পোর্টেবল রেডিওর কাছ থেকে সরে এল শরিফ। 'ক্যাপটেন লেভিন আমাকে রেডিওর দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন।'

'এক্সট্র্যাকশন টিমের খবর কী, শরিফ?' জানতে চাইলেন লয়েড।

'চেষ্টা করছি, কিন্তু পানামার সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে না, মিস্টার লয়েড,' বলল শরিফ। 'সিগনালগুলো ঠিকমত যাচ্ছে না।'

'বারবার চেষ্টা করুন,' বলে হাতঘড়ি দেখলেন লয়েড। সাড়ে এগারোটা বাজে। 'শিট!' অস্থির দেখাচ্ছে তাঁকে। হোমবারা-র কথা ভাবছেন তিনি। কী হলো তার টিমের? শেষবার রিপোর্ট পেয়েছেন, কাল সন্ধ্যা পৌনে আটটায়, খুসকো থেকে টেক-অফ করেছে তারা। এতক্ষণে এখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা।

হলোটা কী তাদের? নাৎসিরা গুলি করে আকাশ থেকে ফেলে দেয়নি তো? নাকি টোটেমের সংকেত বুঝতে ভুল করায় পথ হারিয়ে ফেলেছে?

যাই ঘটে থাকুক, বেঁচে থাকলে শেষ পর্যন্ত ঠিকই তারা ভিলকাফর শহরে পৌঁছাবে।

তারমানে দুই দল শত্রু এদিকে আসছে।

পাঁচ মিনিট পর শরিফকে এগিয়ে আসতে দেখলেন লয়েড।

'এক ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছে এক্সট্র্যাকশন টিম,' বলল শরিফ। 'সঙ্গে আছে তিনটে হেলিকপ্টার, তারমধ্যে দুটো কোমাঞ্চি, একটা ব্ল্যাক হক। ওরা আন্দাজ করছে, সন্ধের আগে পৌঁছে যাবে। একটা ইউএইচএফ সিগনাল অন করেছি, ওরা যাতে সেটা ধরে এখানে পৌঁছায়।'

সার্জেন্ট রিডের দিকে ফিরলেন লয়েড। 'স্যাটেলাইট নেটওঅর্কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি আমরা?' জানতে চাইল সে।

মাথা ঝাঁকাল রিড। 'আপনি বললেই যোগাযোগ করি, সার।'

'সেন্ট্রাল পেরুর ওদিকটায় ফোকাস করানো যায় কিনা দেখো তো। আমি জানতে চাই নাৎসি বেজন্মাগুলো ঠিক কোথায় আছে। ...বেকার।'

'ইয়েস, সার।'

'ভিলকাফরের স্যাটেলাইট ইমেজগুলো আরেকবার দেখাও আমাকে,' নির্দেশ দিলেন লয়েড। 'আমাদেরকে ডিফেন্সিভ পজিশন নিতে হবে।'

'ইয়েস, সার।'

রানা খেয়াল করল, বেকার ওখান থেকে সরে যেতে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন লয়েড। এটা প্রত্যাশিত, কারণ এরই মধ্যে নিজের অনেক লোককে হারিয়েছেন তিনি। তবে, এ-ও না ভেবে পারল না ও, ব্যাপারটা সেই গণ্ডারের মত, আজ কাতুকুতু দিলে তিনদিন পর হাসি পাবে–রানা ভোলেনি অ্যানথ্রপলজিস্ট ম্যাক্স রাইট খুন হওয়ার পর তাঁর সম্পর্কে একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি লয়েড।

'কিছু যদি মনে না করেন, কী ভাবছেন আপনি?' হঠাৎ লয়েডকে জিজ্ঞেস করল শাহানা।

'ওই পুতুলটা আমাদেরকে পেতেই হবে,' বললেন লয়েড। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এখন থেকে যে-কোনও মুহূর্তে পৌঁছে যাবে নাৎসিরা, অথচ প্যান্থারগুলোকে পাশ কাটাবার কোনও উপায় দেখছি না।'

রানা ভাবল, হোমবারা-র প্রসঙ্গটা আরেকবার তুলব নাকি? লাভ নেই, লোকটা মুখ খুলবে না।

'ওগুলোকে পাশ কাটাবার উপায় একজনের অন্তত জানা ছিল,' বলল শাহানা।

'কার?' ভুরু কোঁচকালেন লয়েড।

'ওর্তেগার,' বলল শাহানা।

'কী?'

'বোল্ডারটার কথা মনে আছে, মন্দিরের দোরগোড়ায় আটকে ছিল?'

'আছে...'

'তাতে একটা কথা লেখা ছিল–"কোনও অবস্থাতেই ভিতরে ঢুকবে না। ভিতরে

মৃত্যু ঝুলে আছে"। বাক্য দুটোর নীচে ওর্তেগার নাম লেখা ছিল। পুরো পাণ্ডুলিপিটা আমার পড়ার সুযোগ হয়নি, তবে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে আমাদের মত একই সমস্যায় পড়েছিল ওর্তেগা আর লার্দিয়া কোজাক। তারা ভিলকাফরে আসার আগে কেউ একজন মন্দিরটা খুলে রাফাগুলোকে ছেড়ে দিয়েছিল।

'তবে যেভাবেই হোক প্যান্থারগুলোকে আবার মন্দিরের ভেতর ফেরত পাঠাবার একটা উপায় খুঁজে বের করেছিল ওর্তেগা। তারপর বোল্ডারের গায়ে বাক্য দুটো খোদাই করে সে। এই কাজটা কীভাবে করেছিল সে? সেটা জানতে হলে পুরো পাণ্ডুলিপিটা পড়তে হবে।'

'তা আমরা কোথায় পাব!' একটু বিরক্তই বোধ করছেন লয়েড।

'পাব ওদের কাছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে অবশিষ্ট চারজন জার্মানকে দেখাল শাহানা।

চোখ ইশারায় সায় দিল রিভোস্টি।

'আমার ধারণা প্রাচীন ভিলকাফর শহরটা কোথায় পাওয়া যাবে, এটা জানার পর অনুবাদের কাজ বন্ধ করে দেন আপনারা, ঠিক?' জিজ্ঞেস করল শাহানা।

'হ্যাঁ, বাকিটা অনুবাদ করা হয়নি,' জানাল রিভোস্টি।

লয়েডের চোখে আগ্রহ ফুটল। 'তাড়াতাড়ি যান,' রিভোস্টিকে বলল সে। 'আপনাদের কপিটা নিয়ে আসুন।'

কয়েক মিনিট পর একটা কার্ডবোর্ড ফোল্ডারে ভরা একগাদা কাগজ শাহানার হাতে ধরিয়ে দিল রিভোস্টি। আগেরটার চেয়ে অনেক ভারি। এটা সম্পূর্ণ একটা পাণ্ডুলিপি।

'আপনাদের চারজনের মধ্যে কেউ বোধহয় অনুবাদক নন?' বিকেএ এজেন্টকে প্রশ্ন করলেন লয়েড।

মাথা নাড়ল রিভোস্টি। 'না। আমাদের অনুবাদক প্যান্থারের হামলায় রক টাওয়ারে মারা গেছেন।'

শাহানার দিকে ফিরলেন লয়েড। 'দেখা যাচ্ছে আপনার প্রয়োজন এখনও ফুরায়নি, ডক্টর। ভাগ্যিস আপনাকে আমি নিয়ে এসেছিলাম!'

ষোলো

লার্দিয়া, বেস্কো আর আমি ভিলকাফরের পরিত্যক্ত মূল সড়ক ধরে হাঁটছি। চারদিকের নীরবতা বিষণ্ন করে তুলছে আমাদেরকে, সেই সঙ্গে মনে ভয়ও ধরিয়ে দিচ্ছে। এমন মৌন রেইনফরেস্ট জীবনে কখনও দেখিনি আমি।

রক্তাক্ত একটা মৃতদেহ টপকে এলাম। ধড় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলা হয়েছে মুণ্ডুটা।

এরকম আরও অনেক লাশ পড়ে থাকতে দেখছি আমরা। 'হার্নান্দো?' ফিসফিস করে লার্দিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম।

'অসম্ভব,' আমার সাহসী সঙ্গী বলল। 'আমাদের আগে এখানে পৌঁছানোর

কোনও উপায় নেই তার।'

রাস্তা ধরে এগোবার সময় দেখলাম বিরাট একটা শুকনো পরিখা শহরটাকে ঘিরে রেখেছে। কাঠের দুটো সেতু দিয়ে শহরের অপর অংশে যাওয়া যায়। দুর্গসহ একটা শহরের সেতু যেমন হয়, প্রয়োজনের সময় দ্রুত সরিয়ে ফেলা যায়।

পিরামিড আকৃতির দুর্গে পৌছালাম আমরা। দরজায় পৌছে ভিলকাফর নামটা গলা চড়িয়ে বারকয়েক উচ্চারণ করল লার্দিয়া। খানিক পর কিছু লোকজন নিয়ে ভিলকাফর নিজেই এসে দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানালেন লার্দিয়াকে। লার্দিয়ার মামা হন ভিলকাফর। বেঙ্কোকে দেখে ভুরু কোঁচকালেন বুড়ো মানুষটা। 'ও কী করছে এখানে?'

'ওকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি বিশেষ একটা প্রয়োজনে, মামা,' বলল লার্দিয়া। 'তুমি এখানকার খবর বলো। কী হয়েছে এখানে?'

'বলছি। তার আগে এই লোকের পরিচয় দাও আমাকে,' আমার দিকে আঙুল তাক করলেন ভিলকাফর। 'শুনেছি একজন সোনাখেকো স্প্যানিয়ার্ড অসম্ভব সাহসের পরিচয় দিয়ে তোমাকে জেল থেকে বের করে এনেছে, এ কি সে-ই লোক?'

'হ্যাঁ, মামা,' বলল লার্দিয়া।

'তারমানে এ লোক ভাল সোনাখেকো...'

'মামা, এখানের খবর বলো!' তাগাদা দিল লার্দিয়া।

'ভাগ্নে লার্দিয়া, এখানে এসে তুমি ভাল করোনি। এই জায়গা এখন আর কারও জন্যে নিরাপদ নয়।'

'কেন, মামা?'

'না...একদমই নিরাপদ নয়।'

'কিন্তু কেন?'

'ভাগ্নে, এসো! তাড়াতাড়ি দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়ি! একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে, সেই সঙ্গে বেরিয়ে আসবে ওগুলো। এসো, দুর্গের ভেতরে আমরা নিরাপদ।'

'মামা, কী ঘটছে এখানে?'

'এর জন্যে আমি দায়ী, ভাগ্নে। আমি দায়ী।'

দেখলাম দুর্গের ভিতর মশালের আলোয় আহত নারী-পুরুষ আর বাচ্চাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। পাথরের মেঝেতে একটা গর্ত লক্ষ করলাম, মাঝে মধ্যে দু'একজন লোক উঠে আসছে ওটা থেকে। আমার প্রশ্নের জবাবে বেঙ্কো জানাল শহরের নীচে ওটা একটা গোলকধাঁধা, অনেকগুলো টানেলের সমষ্টি। এ-ধরনের গোলকধাঁধা বানানো প্রথমে শুরু হয়েছিল শাসক শ্রেণীর পালাবার প্রয়োজন হতে পারে ভেবে। শুধুমাত্র রাজপরিবারের সদস্যদের সূত্র জানানো হত, যে সূত্রের সাহায্যে পথ না হারিয়ে পালানো সম্ভব। এখন এটা ব্যবহার করা হয় মূলত জুয়া আর খেলার কাজে।

দুজন বীরকে গোলকধাঁধার ভেতরে ছেড়ে দেয়া হয়, তাদের সঙ্গে আরও ছাড়া হয় পাঁচটা জাগুয়ারকে। ওগুলোকে এড়িয়ে যে বীর গোলকধাঁধা থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে সে-ই জিতবে। খুবই জনপ্রিয় খেলা এটা।

দুর্গের এক কোণে এসে থামলাম আমরা। এখানে একটা আগুন জ্বলছে। খড়ের গাদায় বসতে বলা হলো আমাদেরকে। চাকরবাকররা আমাদের জন্যে পানি নিয়ে এল।

'তা হলে, ভাগ্নে, মূর্তিটা এখন তোমার কাছে?' জানতে চাইল ভিলকাফর।

'হ্যাঁ, মামা।' চামড়ার থলে থেকে সিল্ক কাপড়ে মোড়া পুতুলটা বের করল লার্দিয়া। কাপড় খুলে মামাকে দেখাল সেটা।

তাড়াতাড়ি দুই পা পিছিয়ে গেলেন ভিলকাফর, ঠিক বেঙ্কো আর আমি যেমন নিরাবরণ অবস্থায় ওটাকে দেখলে পিছিয়ে অন্তত পাঁচ ফুট দূরে সরে আসি। ওটার পাঁচ ফুটের মধ্যে থাকলে আমার মাথায় নানা কুবুদ্ধি ভিড় করে, তাই পিছিয়ে আসি আমি। তবে বেঙ্কো পিছায় লার্দিয়ার নির্দেশে–বলাই আছে, পুতুলটার কাছ থেকে সব সময় দূরে সরে থাকতে হবে তাকে।

'এটা নিয়তির লিখন, ভাগ্নে, বিদেশী হামলাকারীদের হাত থেকে পুতুলটাকে তুমি রক্ষা করবে। আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত, লার্দিয়া।'

'মামা, এখানে কী ঘটেছে বলো আমাকে।'

মাথা ঝাঁকালেন ভিলকাফর। তারপর শুরু করলেন তিনি। 'খবর পেলাম সোনাখেকো বিদেশীরা জঙ্গল আর পাহাড় টপকে আমাদের গোপন আশ্রয়ের দিকে ছুটে আসছে। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দুই চাঁদ আগে নতুন একটা বিশেষ পথ তৈরি করার নির্দেশ দিলাম আমি, যেটা পাহাড়ের গভীরে পৌঁছে দেবে আমাদেরকে। একবার ব্যবহার করার পর ধ্বংস করে ফেলা যাবে ওটাকে। তারপর, এই এলাকার বৈশিষ্ট্যের কারণে, পাহাড়ে ঢোকার অন্য কোনও পথ এখান থেকে অন্তত বিশ দিনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পিছু নেয়ার চেষ্টা করলে যে-কোনও লোক কয়েক হপ্তা নষ্ট করবে, ততদিনে গায়েব হয়ে যাব আমরা।'

'বলে যাও,' মামাকে তাগাদা দিল লার্দিয়া।

'আমার কারিগররা এই পথ তৈরি করার জন্যে আদর্শ একটা জায়গা খুঁজে পায়–বিস্ময়কর একটা ক্যানিয়ান, এখান থেকে বেশি দূরে নয়। ক্যানিয়ানটা চওড়া, গোল আকৃতির, সেটার মাঝখান থেকে ওপরদিকে উঠে গেছে পাথরের প্রকাণ্ড একটা আঙুল।

'দেখা গেল ক্যানিয়ানটার পাঁচিল আমাদের নতুন পথের জন্যে খুবই উপযোগী। সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করার নির্দেশ দিই আমি। সব ভালভাবেই চলল। তারপর একদিন ক্যানিয়ানের চূড়ায় পৌঁছাল আমার কারিগররা। ওখান থেকে নীচে তাকাতে জিনিসটা দেখতে পেল ওরা।'

'কী দেখতে পেল, মামা?'

'তারা এক ধরনের দালান দেখতে পেল, মানুষের তৈরি একটা কাঠামো, বানানো হয়েছে প্রকাণ্ড সেই পাথুরে আঙুলের চূড়ায়।'

লার্দিয়া চট করে একবার আমার দিকে তাকাল।

'জিনিসটা যাই হোক, ইনকাদের হাতে ওটা তৈরি হয়নি। দেখে মনে হলো ধর্মীয় কোন স্থাপনা, মন্দির অথবা পবিত্র কিছু হবে, গোটা বনভূমি জুড়ে এ-ধরনের ধর্মীয় স্থাপনা আগে যেমন পাওয়া গেছে। এই মন্দিরগুলো আমাদের সময়ের চেয়ে

বহু বছর আগে রহস্যময় কোনও সাম্রাজ্যের আমলে তৈরি করা হয়।

'তবে এই মন্দিরটার আশ্চর্য একটা ব্যাপার হলো, বিরাট বোল্ডার দিয়ে এটার প্রবেশপথ বন্ধ করা। বোল্ডারটার গায়ে নানা ধরনের ছবি আর সংকেত খোদাই করা আছে, আমাদের সবচেয়ে পবিত্র মানুষরাও সেগুলোর অর্থ বের করতে পারেনি।'

'তারপর কী হলো, মামা?' জানতে চাইল লার্দিয়া।

চোখ নামালেন ভিলকাফর। 'কেউ একজন বলল, ওটা সোলোন-এর মন্দির হতে পারে। তা যদি হয়, ভেতরে বিপুল পরিমাণে মণিমাণিক্য, অর্থাৎ সাতরাজার ধন পাওয়া যাবে।'

'কী করলে তুমি, মামা?'

'নির্দেশ দিলাম মন্দির খুলতে হবে,' বললেন ভিলকাফর, মাথাটা নিচু করলেন। 'আর আমার এই নির্দেশই শয়তানগুলোর লাগাম খুলে দিল। আমি রাপাগুলোকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দিলাম।'

রাত একটু বাড়তে দুর্গের ছাদে উঠে শহরের ওপর নজর রাখছি আমরা, রাপা নামের জন্তুগুলোকে দেখতে চাই।

বেঙ্কো অবশ্য অন্ধকার ছাদের একটা কোণ বেছে নিয়ে কামরার দিকে পিছন ফিরে বসল, আগের মতই কী যেন একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

দুর্গের ছাদ থেকে নীচের শহরটার দিকে তাকালাম আমি। একটু পর হঠাৎ অবাক হয়ে উপলব্ধি করলাম–আশ্চর্য তো, এখানে কোনও শব্দ নেই! শহরটাকে ঘিরে থাকা বনভূমি একদম নীরব হয়ে আছে। এমনকী কিছু নড়ছেও না।

'এখানকার ব্যাপারটা কী বলো তো?' লার্দিয়াকে প্রশ্ন করলাম আমি।

উত্তরে আমাকে একটা গল্প শোনাল লার্দিয়া।

'বহু হাজার বছর ধরে অনেক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে আমাদের এই মাটিতে। তাদের সম্পর্কে কিছুই আমরা জানি না। শুধু প্রাচীন কিছু স্থাপনা রেখে গেছে তারা, আর স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকগীতিতে তাদের গুণগান করা হয়।

'এরকম একটা সাম্রাজ্যের নাম ছিল মোচে। লোকগীতিতে বলা হয় মোচের লোকেরা রাপার পুজো করত। অনেকে বলে রাপাকে পোষ মানাত তারা, তবে এটা বিতর্কিত।

'তো মোচে সাম্রাজ্যে সোলোন নামে অনেক বড় একজন চিন্তাবিদ ছিলেন। সম্রাট তাঁকে নিজের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। সোলোন বুড়ো হলে সম্রাট তাঁকে প্রচুর মণিমাণিক্য উপহার হিসেবে দেন এবং বলেন, সাম্রাজ্যের যে-কোনও জায়গায় যে-কোনও আকৃতির মন্দির তৈরি করতে পারবেন তিনি। সোলোন যেমনটি চাইবেন, সম্রাটের কারিগররা ঠিক তেমনটি বানিয়ে দেবে।

'তারই ফলশ্রুতিতে তৈরি হয় ক্যানিয়ানের ভেতর, অত্যন্ত দুর্গম আর গোপন একটা জায়গায়, সেই মন্দির। মন্দির বানানোর পর সম্রাটের কাছে এক পাল রাপা চান সোলোন। মন্দিরের ভেতরে এই রাপারা তার মণিমাণিক্য পাহারা দেবে।'

'কী আশ্চর্য!' আমার কাছে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগল।

'এর মধ্যে আসলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই,' বলল লার্দিয়া। 'সোলোন কী চেয়েছেন

সেটা তোমাকে বুঝতে হবে। মন্দিরটাকে তিনি একটা পরীক্ষা হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। একদিকে বিপুল ঐশ্বর্য, আরেক দিকে নির্ঘাত মৃত্যু, এই অবস্থায় মানুষ কী করবে? যে লোভ সামলে মন্দিরটা খুলবে না, সে বেঁচে যাবে। যে লোভের কাছে হেরে গিয়ে মন্দিরে ঢুকবে, সে রাপার হাতে মারা পড়বে।'

বৃষ্টির মধ্যে আমি আর লার্দিয়া আরও দু'ঘণ্টা টহল দিলাম দুর্গের ছাদে। কিছুই ঘটল না। তারপর বিশ্রাম নেয়ার জন্যে জোর করে আমাকে একটা ঘরে পাঠিয়ে দিল লার্দিয়া।

ঘরের একধারে আগুন জ্বলছে। খড়ের গাদায় শুয়ে ক্লান্তিতে চোখ বুজলাম আমি।

নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জানি না কতক্ষণ পর একটা গান শুনে জেগে উঠলাম। বেসুরো গলায় কে যেন সুর করে একটা ছড়া আবৃত্তি করছে। ছড়ার কথাগুলো অনেকটা এরকম–

'সময় হলে একজন বীরপুরুষ
কানের পাশে সূর্যের চিহ্ন নিয়ে
আসবেই আসবে।
রাপার সঙ্গে লড়তে হবে তাকে
লড়তে হবে জিঙ্গার সঙ্গেও
জিতবেই জিতবে।
আমাদের আত্মাকে রক্ষার জন্য
সত্যি আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়বে সে
বাঁচবেই বাঁচবে।'

চোখ মেলে দেখি কী, হাড্ডিসার এক অশীতিপর বৃদ্ধ আগুনের ধারে বসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এমন কুৎসিত-কদাকার লোক জীবনে আমি দেখিনি।

আমাকে সে বলল, 'তোমার সম্পর্কে সব কথাই আমি জানি। আমাদের রাজপুত্র লার্দিয়া যেমন নিয়তির দ্বারা নির্বাচিত, তেমনি তুমিও। তুমি যে আসবে, লার্দিয়াকে মুক্ত করবে, জনগণের আত্মাকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে তাকে–এ-সবই আমাদের প্রাচীন গীতিতে বলা হয়েছে।'

বিনয়ের সঙ্গে চুপ করে থাকলাম আমি।

কুৎসিত বুড়ো এরপর বলল, 'ছোটবেলায় আমাদের রাজপুত্র লার্দিয়া একবার জিঙ্গার মুখ থেকে তার মা-জননীকে প্রাণে বাঁচিয়েছিল। জিঙ্গা হলো এক জাতের কুমির। সে সময় লার্দিয়ার বয়স ছিল মাত্র তেরো। আরেকটা কথা। তুমিও ওই রকম খুব সাহসের একটা কাজ করবে।'

'কী কাজ? কবে?'

'তা জানি না,' বলল বুড়ো। তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে। 'তোমার জন্যে একটা পুরস্কার এনেছি আমি। বলতে পার আগাম পুরস্কার–ভবিষ্যতে যে বীরত্ব দেখাবে, তার জন্যে।'

'কী পুরস্কার?' হাসি পেল আমার।
'মেঝে থেকে চামড়ার একটা ব্যাগ তুলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল বুড়ো। 'বাঁদরের পেশাব,' বলল সে।
'পুরস্কার? বাঁদরের পেশাব?'
'এই জল রাপার হাত থেকে রক্ষা করবে তোমাদেরকে,' বলল বুড়ো। 'গায়ে মেখে নিয়ো, ধারেকাছেও ঘেঁষবে না ওগুলো।'
'ধন্যবাদ,' চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে বললাম আমি। 'এ-ধরনের…চমৎকার একটা উপহার দেয়ার জন্যে।'
আমাকে খুশি হতে দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠল বুড়ো, বলল, 'তা হলে তোমাকে আরও একটা জিনিস দেব আমি।'
ভাবলাম এটাও নিশ্চয় অন্য কোনও প্রাণীর বর্জ্য হবে। তবে না, বুড়োর দ্বিতীয় উপহার কোনও বস্তু নয়।
বলল, 'আমি তোমাকে একটা গোপন তথ্য দেব।'
'কী সেই তথ্য?'
'এই শহর থেকে যদি কখনও পালাতে চাও, গোলক-ধাঁধায় নেমে ডানদিকের তৃতীয় টানেলে ঢুকবে। তারপর থেকে একটা করে বাম টানেল, একটা করে ডান টানেল, এভাবে এগোবে। সবশেষে এই গোলকধাঁধা তোমাকে একটা জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছে দেবে, যেখান থেকে বিশাল বনভূমি দেখতে পাওয়া যায়। গোলকধাঁধার রহস্যটা সহজই, শুধু যদি জানা থাকে কোত্থেকে শুরু করতে হবে। আমার ওপর আস্থা রেখো, তরুণ সোনাখেকো, আর উপহারগুলো ব্যবহার কোরো। ওগুলো হয়তো তোমার প্রাণ বাঁচাবে।'

দুর্গের ছাদে বেরিয়ে এসে দেখি লার্দিয়া এখনও শহরের ওপর নজর রাখছে। শহরের অবস্থা সেই আগের মতই–কিছুই নড়ছে না, কোথাও কোনও শব্দ নেই।
কথা বলার সময় আমার দিকে তাকাল না লার্দিয়া। 'মামা বলল মন্দিরটা দিনের বেলা খোলা হয়েছিল। সোলোনের ধন-সম্পদ বের করে আনার জন্যে পাঁচজন বীরযোদ্ধাকে ভেতরে পাঠানো হয়। তারা আর ফিরে আসেনি। তবে সন্ধের পর মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে রাপাগুলো।'
অনেক বলে কয়ে লার্দিয়াকে আমি ঘুমাতে পাঠিয়ে দিলাম। দুর্গের ছাদে একা হয়ে গেলাম আমি।
ব্যাপারটা শুরু হলো আরও এক ঘণ্টা পর।
চাঁদের আলোয় নদীর রুপালি ঢেউ দেখছিলাম, হঠাৎ একটা ভেলা চোখে পড়ল। ভেলার ওপর তিনটে ছায়া মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে।
আমার রক্ত বরফ হয়ে গেল। নিশ্চয়ই হার্নান্দোর লোক ওরা…
তবে…না! কাঠের জেটিতে ভেলাটা ভিড়ল, দেখলাম ওরা আসলে ইনকান। পুরুষটা ঐতিহ্যবাহী যোদ্ধার পোশাক পরে আছে। তরুণীর সঙ্গে ছোট একটা বাচ্চা রয়েছে। বৃষ্টির মধ্যে সবাই তারা মাথায় মাথাল পরে আছে।
শহরের মূল সড়ক ধরে হেঁটে আসছে তিনজন, এই সময় আমি দেখতে

পেলাম ওটাকে।

বিরাট একটা প্যান্থারের আকৃতি। কুচকুচে কালো, চারপায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় অন্তত পাঁচ ফুট উঁচু, ওপরদিকে তোলা নাক, কানগুলোর শেষমাথা সরু। খোরাক দেখতে পেয়ে চোয়াল খুলে হাঁ করে আছে।

হঠাৎ করেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল প্যান্থারটা। তিনজনের দলটা তখন দুর্গ থেকে মাত্র বিশ কদম দূরে। চাপা গলায় ওদেরকে আমি বললাম, 'এদিকে! তাড়াতাড়ি এসো! জলদি!'

প্রথমে ওরা বুঝতে পারল না আমি কী বলছি।

তারপর লাফ দিয়ে ওদের পিছনের রাস্তায় পড়ল প্যান্থারটা।

'দৌড়াও!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'তোমাদের পেছনে ওগুলো!'

পুরুষটা ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল। দানবটাকে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে।

জন্তুটা ধীর অথচ দৃঢ় ভঙ্গিতে এগিয়ে এল। দেখতে ঠিক যেন মস্ত একটা প্যান্থার। এক সেকেণ্ড পর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ওটার পাশে চলে এল আরেকটা প্যান্থার। দুটোই একযোগে নিচু করল মাথা, আঁটো করে জড়ানো স্প্রিঙের মত শরীর টান টান করল, অ্যাকশন শুরু করার জন্যে তৈরি।

'দৌড়াও!' চেঁচাচ্ছি আমি। 'দৌড়াও!'

এতক্ষণে দুর্গের দিকে ছুটল ওরা। ওদেরকে ধাওয়া করল প্যান্থার দুটো।

এক ছুটে সিঁড়ির মাথায় চলে এলাম আমি, চিৎকার করে বলছি, 'লার্দিয়া! দারোয়ান! মূল গেট খুলে দাও! দরজায় লোকজন এসেছে, খুলে দাও!'

আবার ছুটে ছাদের কিনারায় ফিরে এলাম। দেখলাম বাচ্চাকে বুকে নিয়ে দুর্গের গোড়ায় পৌঁছে গেছে বউটা, পুরুষটিও ছুটে আসছে। প্যান্থার দুটো ঠিক তার পিছনে চলে এসেছে।

দুর্গের দরজা কেউ খুলল না।

চোখে আতঙ্ক নিয়ে আমার দিকে মুখ তুলল বউটা। তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। তাড়াতাড়ি গায়ের চাদর খুলে ফালি ফালি করে ছিঁড়ে গিঁট বাঁধলাম, তারপর ঝুলিয়ে দিলাম নীচে। 'এটা ধরো,' চিৎকার করে বললাম তাকে। 'আমি তোমাকে টেনে তুলে নেব!'

চাদরের রশিটা ছোঁ দিয়ে ধরল লোকটা, তারপর গুঁজে দিল স্ত্রীর হাতে। 'যাও!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। 'নিজে বাঁচো, আমার ছেলেকে বাঁচাও!'

চাদর দিয়ে তৈরি রশিটা ধরে শরীরের সবটুকু শক্তিতে টানছি আমি। উঠে আসছে ওরা, কিন্তু গতি খুব ধীর। এই সময় দেখলাম বীরযোদ্ধাটাকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলছে রাপা দুটো। ওগুলোর সঙ্গে ভোজে যোগ দিল আরও কয়েকটা রাপা।

একটা রাপা ছুটে এল, লাফ দিল তরুণীর ঝুলন্ত দুই পা লক্ষ্য করে।

পা নয়, তরুণীর ঢোলা পোশাক ধরে ফেলল প্যান্থারটা। এক মুহূর্ত পর রশি ছেড়ে দিয়ে নীচে পড়ে গেল তরুণী।

এরপর কেউ যা চিন্তাও করতে পারে না, ঠিক তাই করে বসলাম আমি।

ছাদ থেকে লাফ দিলাম নীচে।

আজও জানি না ওরকম একটা কাজ কেন আমি করেছিলাম। হতে পারে নিজের ছেলেকে যেভাবে সে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিল, ওই ভঙ্গিটা আমাকে উদ্বুদ্ধ করে। কিংবা তার সুন্দর চেহারায় ফুটে ওঠা ভয়টা আমার ভেতর একটা পাগলামি জাগিয়ে তোলে। সত্যি আমি জানি না।

আনাড়ীর মত আড়ষ্টভঙ্গিতে কাদার মধ্যে পড়লাম। কাদাপানির ঝাপটা লাগল চোখে, অন্ধ হয়ে গেলাম।

চোখ থেকে কাদা মুছে তাকালাম। দেখলাম সাত-সাতটা রাপা অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে আমাকে ঘিরে, হলুদ ঠাণ্ডা চোখে দেখছে আমাকে।

বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। মনে হলো এই মুহূর্তে দুনিয়ার সবচেয়ে অসহায় মানুষ আমি। কী করব জানি না।

বউটা তার বাচ্চাকে নিয়ে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের সামনে সরে এসে দানবগুলোর উদ্দেশে চিৎকার করে উঠলাম। 'চলে যাও! দূর হও! সরো! যাও, ভাগো!'

পিঠের তূণ থেকে একটা তীর নিয়ে ধনুকে লাগিয়ে রাক্ষসগুলোর দিকে পালা করে তাক করলাম। কিন্তু আমার হাস্যকর আচরণে ওগুলোর মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না।

পরমুহূর্তে একটা রাপা সামনের পা দিয়ে ছোঁ মারল, তীরের চোখা মাথাটা ভেঙে নিয়ে গেল চোখের পলকে। প্রকাণ্ড জন্তুটা এরপর মাথা নিচু করে লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হলো।

আমার ডানদিকের কাদাপানির মধ্যে ছলাৎ করে কী যেন একটা পড়ল। ঘাড় ফেরাতেই দেখি লার্দিয়ার পুতুলটা। আশ্চর্য, এটা এখানে কেন? কে ফেলল?

চোখ তুলে তাকালাম। দুর্গের ছাদে দাঁড়িয়ে রয়েছে লার্দিয়া। সে-ই ছুঁড়ে দিয়েছে জনগণের আত্মাটাকে। কিন্তু কেন?

তারপরই ব্যাপারটা শুরু হলো।

স্থির হয়ে গেলাম আমি। জীবনে কখনও এরকম অদ্ভুত আওয়াজ শুনিনি। কোমল, তবে যেন অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে, বাতাসকে চিরে দিচ্ছে ধারাল ছুরির মত, ভেদ করে যাচ্ছে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দকেও।

মমমমমমম।

শুনতে পেল রাপাগুলোও। একটু আগে যেটা লাফ দিতে যাচ্ছিল, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল আমাদের সামনে, কেমন বোকা বোকা ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে মূর্তিটার দিকে।

তারপর অবাক হয়ে দেখলাম রাপাগুলো একযোগে পিছু হটছে। মূর্তিটার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সব কটা।

দুর্গের ছাদ থেকে লার্দিয়া বলল, 'সাবধানে সরে এসো, হোসে। গেট খোলা হচ্ছে। মূর্তিটা নিয়ে আসতে ভুলো না!'

দুর্গের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখি সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসছে লার্দিয়া। 'মিনা!' তরুণীকে চিনতে পেরে আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়ল সে। 'আর বানি!' ছেলেটাকে বুকে তুলে নিল।

'লার্দিয়া মামা!' ছেলেটা হাসছে।

'ভাই হোসে,' আমাকে বলল লার্দিয়া। 'তোমার অনেক ঋণই আমি শোধ করতে পারব না, তার সঙ্গে আরেকটা যোগ হলো। তুমি আমার বোন আর ভাগ্নেকে বাঁচিয়েছ!'

'তোমার বোন?' ভাল করে তাকাতে দেখি, দূর থেকে যতটা মনে হয়েছিল তারচেয়েও অনেক বেশি সুন্দরী মিনা।

'হ্যাঁ, আমার বোন,' বলল লার্দিয়া। 'ইনকা সাম্রাজ্যের প্রথম প্রিন্সেস। এসো পরিচয় করিয়ে দিই–আমার বন্ধু হোসে ওর্তেগা...'

এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল মিনা। স্বামীর শোকে কাতর সে। চোখ ভরা পানি নিয়ে শুধু বলল, 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আপনার সাহসিকতা আর বীরত্বের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না,' বললাম আমি।

'আমার ভাইকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্যেও ধন্যবাদ জানাই আপনাকে,' বলল মিনা। আমাকে বিস্মিত হতে দেখে হাসল সে। 'অবাক হবার কিছু নেই, আপনার কৃতিত্বের কথা সাম্রাজ্যের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।'

এই সময় চিন্তাটা এল আমার মাথায়। লার্দিয়ার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'বলো দেখি, তুমি জানলে কীভাবে মূর্তিটা দেখে রূপাগুলো ভিজে বিড়াল হয়ে যাবে?'

লার্দিয়ার ঠোঁটে দুষ্ট হাসি ফুটল। 'সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক কী ঘটবে আমার জানা ছিল না।'

'মানে?'

আমার কাঁধে হাত তুলে দিয়ে লার্দিয়া বলল, 'শুনেছিলাম যে মানুষকে উত্তেজিত আর হিংস্র পশুদেরকে শান্ত করার শক্তি আছে জনগণের আত্মার। এ-ও শুনেছিলাম, মূর্তিটা পানিতে ভেজানো হলে যে-কোনও খেপা জন্তুও শান্ত হতে বাধ্য। আর অসৎ কিংবা দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষকে ওটার কাছ থেকে অন্তত পাঁচ ফুট দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।'

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি।

'লার্দিয়া,' সামনে এগিয়ে এসে বলল মিনা। 'স্প্যানিয়ার্ডরা রোয়া দখল করে নিয়েছে। তোমার জন্যে আরও খারাপ খবর নিয়ে এসেছি আমি।'

'কী?'

'রোয়া দখল করলেও, টোটেমের সংকেত রূপান্তর করতে পারছে না হার্নান্দো। বাধ্য হয়ে চানকা ট্র্যাকারদের সাহায্য নিচ্ছে তারা। টোটেম দেখলেই ট্র্যাকাররা আশপাশের এলাকা চষে ফেলছে, তোমাদের ট্রেইল না পাওয়া পর্যন্ত থামছে না। যখন খবর পেলাম সোনাখেকোরা পাক্কু আর টাপরাও দখল করে

নিয়েছে, তোমাকে সাবধান করার জন্যে এখানে আসতে বলা হলো আমাকে। ওরা আসছে, লার্দিয়া।'

'কখন পৌঁছাবে?' জিজ্ঞেস করল লার্দিয়া।

ম্লান হয়ে উঠল মিনার চেহারা। 'ওরা দ্রুত আসছে, ভাই। খুব দ্রুত। আমার হিসেবে ভোরে পৌঁছাবে তারা।'

সতেরো

'কিছু পেলেন?' হঠাৎ শাহানার পিছন থেকে জানতে চাইলেন লয়েড। রানার সঙ্গে এটিভির ভিতর বসে রয়েছে শাহানা। লয়েডের প্রশ্ন শুনে একযোগে ঘাড় ফেরাল ওরা। একা শুধু লয়েড নয়, তাঁর সঙ্গে ক্রিস্টাল, বোল্ডউইন, ডক্টর ল্যাংম্যানও চোখে-মুখে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন ওদের দিকে।

সময়টা শেষ বিকেল। ঘন মেঘ থাকায় ওদের পিছনে আকাশ এরই মধ্যে কালো হয়ে উঠেছে।

হাতঘড়ি দেখল শাহানা। পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। কী আশ্চর্য! খেয়ালই ছিল না এতক্ষণ ধরে পড়ছে সে। একটু পরেই রাত নামবে। আর রাত হলেই বেরিয়ে আসবে রাপাগুলো।

'ডক্টর শাহানা? এখনও কিছু পাননি আপনি?' আবার প্রশ্ন করলেন লয়েড।

'ইয়ে...' শুরু করল শাহানা। গল্পটা পড়া আর অনুবাদ করার কাজে এমনই মগ্ন হয়ে পড়েছিল সে, মনেই ছিল না কেন পড়ছে।

'কিছু বলুন, প্লিজ...' বিরক্ত বোধ করছেন লয়েড।

শাহানাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করল রানা। 'এতে বলা হয়েছে শুধু রাতের বেলাই বেরোয় ওগুলো, কিংবা আলো কম থাকলে।'

ল্যাংম্যান বললেন, 'এ থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন আজ তারা গর্তের গোড়ায় অ্যাকটিভ হয়ে উঠেছিল। দিনের বেলাও ওই জায়গাটা অন্ধকার...'

'এ-ও বোঝা যায় যে রাপাগুলো এই শহরটাকে খাবারের ভাল উৎস বলে জানে,' বলল রানা। 'পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে এর আগেও এখানে দু'বার হামলা চালিয়েছে।'

'ম্যানুস্ক্রিপ্টে বলা হয়েছে মন্দিরের ভেতরে কীভাবে, কোত্থেকে এল ওগুলো?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। খুব নাম করা একজন চিন্তাবিদ মানুষজনের লোভ পরীক্ষা করার জন্যে রাপাগুলোকে মন্দিরের ভেতর ভরে রেখে ছিলেন।' সরাসরি লয়েডের দিকে তাকাল রানা। 'সে পরীক্ষায় আমরা বোধহয় ফেল করেছি।'

'সোলোন-এর মন্দির...' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল ক্রিস্টাল।

'জানানো হয়েছে, ওগুলোকে কাবু করার উপায় কী?' জানতে চাইলেন লয়েড।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এখন আমরা দুটো উপায়ের কথা জানি,' বলল ও। 'একটা হলো, বাঁদরের প্রস্রাব। বিড়াল গোত্রের সব প্রাণীই বোধহয় অপছন্দ করে জিনিসটা। গা ভিজিয়ে নিন, আপনার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে রাপাগুলো।'

'আর দ্বিতীয় উপায়টা?' জানতে চাইল ক্রিস্টাল।

'সেটা বেশ অদ্ভুতই বলতে হবে,' ব্যাখ্যা করছে রানা। 'কাহিনিটার এক পর্যায়ে, প্যান্থারগুলো যখন ওর্তেগাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে, ইনকান রাজপুত্র কাদাপানির মধ্যে ছুঁড়ে দেয় আইডলটা। পানির সংস্পর্শে আসা মাত্র ওটা থেকে অদ্ভুত একটা গুঞ্জন বেরুতে শুরু করে, আর সেই গুঞ্জন শুনে হিংস্র জানোয়ারগুলো একদম শান্ত হয়ে যায়।'

ভুরু কোঁচকালেন লয়েড।

'ইনকারা ব্যাপারটা জানত বলে মনে হয়েছে,' আবার বলল রানা। 'পাণ্ডুলিপির দু'জায়গায় বলা হয়েছে ইনকানরা বিশ্বাস করে তাদের আইডলকে পানিতে ভেজানো হলে যে-কোন বিপজ্জনক হিংস্র জন্তুকেও শান্ত করা যাবে।'

ক্রিস্টালের দিকে তাকালেন লয়েড।

'রেজোন্যান্স হতে পারে,' বলল ক্রিস্টাল। 'সিমপ্যাথেটিক ভাইব্রেশান বা রিইকোইং–যাই বলা হোক। পানিতে থাকা কনসেনট্রেইটেড অক্সিজেন মলিকিউল-এর সংস্পর্শে এসে থাইরিয়াম রেজোনেইট-এর কারণ সৃষ্টি করতে পারে, ঠিক যেভাবে অন্যান্য নিউক্লিয়ার পদার্থ বাতাসে থাকা অক্সিজেনের সংস্পর্শে বিয়্যাক্ট করে।'

'তবে এটা তো মনে হচ্ছে আরও বড় স্কেলে...,' বললেন লয়েড।

'সেজন্যেই বোধহয় যাজক গুঞ্জনটা শুনতে পেয়েছে,' বলল ক্রিস্টাল। 'মানুষের কান কিন্তু, প্লুটোনিয়ামের সঙ্গে অক্সিজেনের সংস্পর্শে যে শব্দ হয়, শুনতে পায় না। ফ্রিকোয়েন্সি খুব নিচু। কিন্তু থাইরিয়াম যেহেতু প্লুটোনিয়ামের চেয়ে অনেক বেশি ঘন, এটা খুবই সম্ভব যে পানির সংস্পর্শে এলে রেজোন্যান্স এত বেশি হয়ে ওঠে যে মানুষও তা শুনতে পায়।'

'আর যাজক যদি শুনে থাকে,' বললেন ল্যাংম্যান, 'প্যান্থার তো আরও অনেক জোরে শুনতে পাবে।'

সবাই তার দিকে ঘুরে গেল।

'ভুলে গেলে চলবে না মানুষের চেয়ে প্যান্থারের শ্রবণশক্তি প্রায় দশগুণ বেশি। আমরা শুনতেই পাই না, এমন অনেক শব্দ শোনে ওগুলো। আর, তা ছাড়া, নিজেদের মধ্যে এমন একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে যোগাযোগ রক্ষা করে ওগুলো, আমাদের শ্রবণযন্ত্রের সাধ্য নেই সেটা ধরতে পারে।'

'ওরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখে?' জানতে চাইল ক্রিস্টাল।

'হ্যাঁ,' বললেন ল্যাংম্যান। 'অনেক বছর আগেই এটা মেনে নেয়া হয়েছে যে অনুনাসিক শব্দ আর গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ভাইব্রেশান-এর মাধ্যমে গ্রেট ক্যাটরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। মূল পয়েন্ট হলো, যাজক ওর্তেগা যা-ই শুনে থাকুক, প্যান্থার যা শুনতে পায় তার দশ ভাগের মাত্র এক

ভাগ শুনেছে সে। গুঞ্জনটা নির্ঘাত উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয় ওগুলোকে, তাই তারা পালিয়ে আসার সুযোগ পায়।'

'পাণ্ডুলিপিতে আরেকটু বেশি বলা হয়েছে,' জানাল শাহানা। 'গুঞ্জন শুনে রাপাগুলো শুধু থামেনি, বরং আইডলটাকে অনুসরণ করছিল, যেন ওটা ওগুলোকে সম্মোহিত করেছে। আরেকটা মারাত্মক ব্যাপার জানা গেছে…'

'কী?'

'ইনকান রাজপুত্র ওর্তেগাকে জানিয়েছে, অসৎ আর দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষকে মূর্তিটার কাছ থেকে অন্তত পাঁচ ফুট দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, কারণ তা না হলে সেই লোকের নিজের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, নানা রকম কুবুদ্ধি গিজ গিজ করবে মাথায়।'

'কী আশ্চর্য!' বিস্মিত দেখাল লয়েডকে। 'এটার কী ব্যাখ্যা, ডক্টর ক্রিস্টাল?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ক্রিস্টাল। 'এটা একদম নতুন লাগছে আমার। পদার্থের এরকম কোনও গুণের কথা আগে কখনও শুনিনি আমি। তবে, মনে রাখতে হবে, থাইরিয়াম এই পৃথিবীর পদার্থ নয়, এটার অনেক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এখনও আমরা পুরোপুরি অন্ধকারে। ভালভাবে পরীক্ষা না করে এ-ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না।'

শাহানার দিকে ফিরে লয়েড জানতে চাইলেন, 'মন্দিরের ভেতরে আইডলটা এল কীভাবে, এ-ব্যাপারে ম্যানুস্ক্রিপ্টে কিছু বলা হয়েছে?'

'না,' জানাল শাহানা। 'অন্তত এখনও কিছু বলা হয়নি। কে জানে, এমন হতে পারে যে আইডলটাকে ভিজিয়ে রাপাগুলোকে মন্দিরে ঢোকায় লার্দিয়া আর ওর্তেগা। তারপর ওটাকেও মন্দিরের ভেতরে রেখে আসে।'

'প্যান্থারগুলো সম্পর্কে ম্যানুস্ক্রিপ্টে বলা হয়েছে ওগুলো নিশাচর?'

'বলা হয়েছে ওগুলো যে-কোন অন্ধকার পছন্দ করে–রাত হোক বা অন্য কোনও সময়।'

চোখ সরু করলেন লয়েড। 'আমরা তা হলে ধরে নিতে পারি খাবারের খোঁজে রোজ রাতে গর্তটা থেকে বেরিয়ে আসে ওগুলো?'

'পাণ্ডুলিপির বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে সেটাই ধরে নিতে হবে।'

'গুড,' বললেন লয়েড, শাহানার দিকে পিছন ফিরলেন।

'গুড কেন?' জানতে চাইল শাহানা।

'কারণ,' বললেন লয়েড, 'আজ রাতে প্যান্থারগুলো বেরিয়ে এলে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে আইডলটা বের করে আনব আমরা।'

প্রতি মিনিটে ম্লান হয়ে আসছে দিনটা।

মাথার উপর কালো মেঘের তুমুল ছুটোছুটি আর আলোড়ন চলছে। সন্ধ্যার ঠিক আগের মুহূর্তে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের সঙ্গে নেমে এল ধূসর কুয়াশা। থেমে থেমে হালকা বৃষ্টি চলছেই।

পাশে বসে ক্রিস্টালের কাজ দেখছে রানা। রাতে অ্যাকশন শুরু হতে

যাচ্ছে, সেটা মাথায় রেখে দুর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু ইকুইপমেন্ট প্যাক করছে সে।

'বিয়ে করার পর কেমন কাটছে জীবনটা?' নরম সুরে, একজন বন্ধু যেভাবে খোঁজ নেয়, জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাল। খুব ভাল। ও খুব সরল মানুষ।'

'কতদিন হলো বিয়ে করেছ?'

'দেড় বছর হবে।'

'খুশি হলাম,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। তবে, আসলে আগে দেখা দৃশ্যটার কথা ভাবছে ও। ক্রিস্টাল আর বোল্ডউইন পাগলপারা হয়ে পরস্পরকে চুমো খাচ্ছিল বেল হেলিকপ্টারের পিছনে বসে। রানা খেয়াল করেছে, বোল্ডউইনের আঙুলে বিয়ের কোনও আঙটি নেই। এটা কি তা হলে তার পরকীয়া প্রেম? নাকি বোল্ডউইনকেই বিয়ে করেছে ক্রিস্টাল? এমন তো হতেই পারে যে বোল্ডউইন আঙটি পরতে পছন্দ করে না।

'তুমি কি বিয়ে করেছ, রানা?'

কথা না বলে রানা শুধু মাথা নাড়ল।

'স্যাটেলাইট রিপোর্ট আসছে,' এটিভির দেয়ালে একটা কমপিউটার টার্মিনাল ফিট করা আছে, সেখান থেকে বলল সার্জেন্ট রিড।

আট চাকার ভেহিকেলে রিডের দু'পাশে জড়ো হয়েছে লয়েড, রানা, শাহানা, দুই বিকেএ এজেন্ট–রিভোস্টি আর বেলেগুা। গাড়িটা নদীর কাছাকাছি পার্ক করা, পশ্চিম লগব্রিজ থেকে বেশি দূরে নয়।

ক্রিস্টাল এরইমধ্যে দুর্গের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে, তার পিছু নিয়ে গেছেন ডক্টর ল্যাংম্যানও।

এই সময় এটিভিতে ফিরে এল করপোরাল মরিস বেকার। তার হাতে খয়েরি রঙের কী যেন রয়েছে, এক তাল কাদার মত নরম জিনিসটা। ভেহিকেলের বদ্ধ জায়গাটা উৎকট দুর্গন্ধে ভরে উঠল।

'ওখানে বাঁদর কিছু আছে ঠিকই,' বলল সে, 'কিন্তু একটাও আমার হাতে ধরা দিতে রাজি নয়। ধরাই যেখানে যাচ্ছে না, সেখানে পেশাব করাব কীভাবে?' হাতের খয়েরি জিনিসটা উঁচু করে দেখাল সে। 'তবে পেশাবের বদলে এটা আনতে পেরেছি। বাঁদরের মল। আমার মনে হয় এতেও কাজ হবে।'

দুর্গন্ধে বমি পাচ্ছে সবার। শাহানাকে নাকে রুমাল চাপতে দেখা গেল।

ব্যাপারটা খেয়াল করল বেকার। 'কী? গায়ে মাখতে রাজি নন, ডক্টর?' রানার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ভাগ্যিস আপনাদেরকে মন্দিরে ঢুকতে হচ্ছে না! হাতের বিষ্ঠা নিজের ফেটিগের বাইরে মাখতে শুরু করল সে। করপোরাল ডুরাণ্ট আর সার্জেন্ট রিডও তাই করছে। শুধু নিজেদের পরিচ্ছেদে নয়, সরু ফাটলের মত দেখতে এটিভির জানালার কিনারাতেও লাগানো হলো জিনিসটা।

শাহানা যখন ওর্তেগার প্রাণ্ডুলিপিটা অনুবাদ করছিল, সেই ফাঁকে বাকি সিভিলিয়ানদেরকে দিয়ে দুর্গের ভিতর একটা ছোট ঘাঁটি বানিয়ে নিয়েছেন

লয়েড। অবশিষ্ট গ্রিন বেরেটরাও বসে ছিল না, অচল হয়ে পড়া বেল হেলিকপ্টারটাকে মেরামত করার জন্য গলদঘর্ম হতে হয়েছে তাদেরকে। তবে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে তারা শুধু কপ্টারের ইগনিশন পোর্ট মেরামত করতে পেরেছে। বেকার প্রথমে যেমন ভেবেছিল, ক্ষতিগ্রস্ত টেইল রোটরটা মেরামত করা তারচেয়ে অনেক বেশি কঠিন। নানা রকম জটিলতা দেখা দিয়েছে, ফলে অনেক চেষ্টা করেও সেটাকে ঘোরানো সম্ভব হয়নি। টেইল রোটর ছাড়া কপ্টার উড়বেও না।

তারপর, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরে, লয়েড সিদ্ধান্ত নিলেন সবচেয়ে জরুরি কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আইডলটা সংগ্রহ করা। কপ্টার থেকে সরিয়ে গ্রিন বেরেটদের এটিভিতে নিয়ে আসা হলো। এখানে তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো আইডলটা পানি দিয়ে ভেজালে কী ঘটে।

রানা যখন এই কাজে ব্যস্ত, লয়েড তখন শাহানা, বোল্ডউইন, শরিফ আর তরুণ জার্মান প্রাইভেট গ্রসকে দুর্গের ভিতরে থাকার নির্দেশ দিলেন। তাঁর প্ল্যানটা হলো, রাপাগুলো শহরে বেরিয়ে আসার সময় টিমের বেশিরভাগ সদস্য দুর্গের ভিতর থাকবে, আর গ্রিন বেরেটদের নিয়ে তিনি নিজে থাকবেন এটিভির ভিতরে, মন্দিরের দিকে চলে যাওয়া নদীর কিনারা ঘেঁষা পথটার কাছাকাছি।

রানাকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, গ্রিন বেরেটদের ব্রিফ করা হয়ে গেলেই দুর্গের ভিতর ঢুকতে হবে ওকেও।

'স্যাটেলাইট রিপোর্ট পেয়েছি,' কমপিউটার টার্মিনাল থেকে বলল রিড। 'স্যাটেলাইট ছবিও আসছে।'

'কী দেখাচ্ছে?' জানতে চাইলেন লয়েড।

'দেখুন না,' সরে দাঁড়িয়ে বলল রিড।

এগিয়ে এসে স্ক্রিনের দিকে তাকালেন লয়েড। দক্ষিণ আমেরিকার অর্ধেক, উত্তরদিকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'এ থেকে কী বুঝব?' ভুরু কোঁচকালেন লয়েড।

'অন্তত আমাদের আশপাশের এলাকায় কোনও উপদ্রব নেই...' বলল রিড।

মানচিত্রের দিকে চোখ রেখে জানতে চাইল রানা, 'সব মিলিয়ে কী বোঝাতে চাওয়া হয়েছে?' ছবিটার উপর অনেক রেখা, খুদে চৌকো ঘর আর সংখ্যা দেখা যাচ্ছে।

ব্যাখ্যা করল রিড। 'সরলরেখাগুলো দক্ষিণ আমেরিকার পাঁচটা প্রধান কমার্শিয়াল এয়ার করিডর। আমাদের কাছাকাছি ধূসর রঙের চৌকো ঘরগুলো রেগুলার কমার্শিয়াল এয়ার করিডর নয়।'

'সংখ্যা আর হরফগুলো?' জানতে চাইল রানা।

রিড বলল, 'খুসকোর ঠিক ওপরে ধূসর রঙের বৃত্ত, নীচে এল-১ লেখা, হলাম আমরা। এল-১ মানে লয়েড-১, ভিলকাফর শহরে আমাদের টিম। এল-২, এল-৩ আর এল-৪ হলো আমাদের সাপোর্ট টিম, পানামা থেকে ভিলকাফরে আসছে। তবে দেখা যাচ্ছে এখনও যথেষ্ট দূরে রয়েছে ওরা।'

'ধূসর আরও কিছু চৌকো ঘর দেখতে পাচ্ছি,' বলল রানা।

'এইচ-১, এইচ-২ আর এইচ-৩ হলো হোমবারার হেলিকপ্টার,' জানালেন লয়েড।

'কিন্তু অনেক উত্তরে সরে গেছে ওরা,' বলল রিড, ঘাড় ফিরিয়ে লয়েডের দিকে তাকাল। 'এতটা দূরে কী করে যায়?'

'ওরা পথ হারিয়ে ফেলেছে,' বললেন লয়েড। 'নিশ্চয়ই টোটেমগুলোর সংকেত ধরতে পারেনি।'

আবার রানার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করল, কে এই হোমবারা? তবে জানে উত্তর পাবে না, তাই চুপ করে থাকল।

'আর এগুলো?' জানতে চাইল বেলেগু, হাত তুলল স্ক্রিনের একেবারে বাম প্রান্তে। সমুদ্রের উপর তিনটে চৌকো ঘর দেখা যাচ্ছে।

'এনওয়াই-১, এনওয়াই-২ আর এনওয়াই-৩। এগুলো ইউএস নেভি সিগনেচার,' ব্যাখ্যা করল সার্জেন্ট রিড। 'নিশ্চয়ই ওখানে কোথাও নেভির একটা ক্যারিয়ার আছে।'

'নাথসিদের কোনও চিহ্ন নেই?' জানতে চাইল রিভোস্টি।

'না।' গম্ভীর হয়ে উঠে মাথা নাড়লেন লয়েড।

রানার হাতঘড়িতে পাঁচটা বাজল। আকাশ জুড়ে ঘন মেঘের স্তর জমে থাকায় শেষ বিকেলটা অস্বাভাবিক অন্ধকার হয়ে উঠেছে। যেন এরইমধ্যে রাত হয়ে গেছে।

সার্জেন্ট রিডের দিকে ফিরলেন লয়েড। 'স্যাটেলাইটের কারেন্ট ভিশন পাব তো?' জানতে চাইলেন তিনি।

মাথা ঝাঁকাল রিড। 'আশা করছি ষাট সেকেণ্ডের মধ্যেই পাব।'

'তাৎক্ষণিক, নাকি কয়েক সেকেণ্ড পরের?'

'রিয়েল-টাইম ইনফ্রা-রেড।'

'গুড।' সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকালেন লয়েড। 'গর্ত থেকে বেরিয়ে এলেই প্যান্থারগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পাব আমরা। তোমরা সবাই রেডি?'

উঠে দাঁড়াল সার্জেন্ট রিড। তার পাশে করপোরাল মরিস বেকার আর করপোরাল উইল ডুরাণ্ট যে-যার এম-ষোলো তুলে বুকের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে চেপে ধরল।

'ইয়েস, সার,' বলল বেকার, বেলেগুর দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল। 'ককড্, লকড্ অ্যাণ্ড রেডি টু রক।'

তাকে লক্ষ করছে রানা।

জার্মান সুন্দরীর দিকে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বারবার তাকাচ্ছে বেকার। যেন লেযার সাইটসহ তার আগ্নেয়াস্ত্র, এম-২০৩ গ্রেনেড, গ্র্যাপলিং হুক লঞ্চার, ব্যারেলে ফিট করা শক্তিশালী টর্চ আর কমব্যাট ইউনিফর্ম তাকে যে-কোন তরুণীর চোখে 'মিস্টার হিরো' বানিয়ে দিয়েছে।

'স্যাটেলাইট লাইভ ছবি আসছে,' বলল রিড।

এই সময় এটিভির দেয়ালে আরেকটা কমপিউটার স্ক্রিন আলোকিত হয়ে

উঠল। ওটায় সাদা-কালো ছবি আসছে। প্রথমে রানা কিছুই দেখতে পেল না।

স্ক্রিনের বাম দিকটা পুরোপুরি কালো। ডানদিকের এক পাশের অংশ ঝাপসা একটা ঝলকের মত ধূসর দাগ, ওটার পাশে ঘোড়ার খুর আকৃতির কী যেন, ভিতরে খুদে চৌকো ফোঁটা, আর খুরটার ঠিক মাঝখানে বড় একটা ফোঁটা।

স্ক্রিনের মাঝখানে চওড়া আর গাঢ় একটা ডোরা। সেটার পাশে বাক্স আকৃতির কী যেন। দুটো খুদে সাদা বিন্দু ছোট বাক্সটা থেকে বেরিয়ে খুরের মাঝখানে বসানো বড় ফোঁটাটার দিকে এগোল।

এতক্ষণে যেন রানার চোখ খুলে গেল। ও তাকিয়ে রয়েছে ভিলকাফর শহরটার দিকে।

ঘোড়ার খুর আসলে বিরাট পরিখা, শহরটাকে ঘিরে রেখেছে। ওটার ভিতর চৌকো বিন্দুগুলো কুঁড়ে আর দুর্গ। বামদিকের অন্ধকার অংশটা পাথুরে মালভূমি, যে মালভূমিতে মন্দির রয়েছে। ঝাপসা ঝলকটা মালভূমি আর শহরের মাঝখানে রেইনফরেস্ট। আর গাঢ় ডোরাটা হলো নদী।

নদীর পাশে ছোট বাক্সটা, রানা বুঝল, এটিভি–যেখানে বসে রয়েছে ওরা, পশ্চিম লগব্রিজের পাশে।

স্ক্রিনে দুটো সচল বিন্দু দেখা যাচ্ছে, এটিভি থেকে দুর্গের দিকে এগোচ্ছে। দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা, দেখল ক্রিস্টাল ও ল্যাংম্যান কুয়াশার ভিতর দিয়ে দুর্গের দিকে হাঁটছেন।

থ্রোট মাইকে কথা বলছেন লয়েড। 'ক্রিস্টাল, এখানে আমরা সবাই রেডি। আপনারা ইতিমধ্যে ভেতরে ঢুকেছেন?'

'এক সেকেণ্ড,' ওদের ইণ্টারকমে ক্রিস্টালের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

স্ক্রিনে রানা দেখল সাদা রঙের খুদে বিন্দুগুলো–ক্রিস্টাল ও ল্যাংম্যান–গোলাকার ফোঁটার ভিতরে, অর্থাৎ দুর্গে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, মিস্টার লয়েড, ঢুকেছি আমরা,' বলল ক্রিস্টাল। 'আপনি কি রানাকে পাঠাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, এখনই,' জানালেন লয়েড। 'রানা, এখনই রওনা হয়ে যান। যেভাবে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে, এরপর আর সময় পাবেন না।'

'হ্যাঁ,' বলে দরজার দিকে এগোল রানা, শাহানা আর শরিফের সঙ্গেই থাকতে চায় ও।

'এক সেকেণ্ড দাঁড়ান, প্লিজ...' হঠাৎ বাধা দিল সার্জেণ্ট রিড।

স্থির হয়ে গেল সবাই।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন লয়েড।

'আমাদের সঙ্গী জুটেছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে স্ক্রিনের দিকটা দেখাল রিড।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সাদা-কালো কমপিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকাল রানা। মালভূমি আর ঘোড়ার খুর আকৃতির শহরটা দেখতে পাচ্ছে।

তারপর ধরা পড়ল চোখে। খুরের বাম প্রান্তে, ঝাপসা ঝলকের কাছে–মালভূমি আর শহরের মাঝখানে, অর্থাৎ রেইনফরেস্টে। সব মিলিয়ে...গুণল রানা...ষোলোটা। মালভূমির ওদিক থেকেই আসছে সবগুলো।

ষোলোটা সাদাটে ঝলক, ষোলোটা রূপা। প্রত্যেকটির পিছনে একটি করে চঞ্চল লেজ রয়েছে, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চুপিসারে এগিয়ে আসছে শহরের দিকে।

এটিভির ভারী ইস্পাতের দরজা ঠেলে সশব্দে বন্ধ করে দেওয়া হলো।

'সময়ের আগেই চলে এসেছে,' মন্তব্য করলেন লয়েড়।

'এর কারণ মেঘলা আকাশ,' স্পিকার থেকে ভেসে এল ল্যাংম্যানের কণ্ঠস্বর। 'নিশাচর প্রাণীরা ঘড়ি ব্যবহার করে না, ডক্টর লয়েড। আশপাশের আলোর মাত্রা দেখে শুধু যথেষ্ট অন্ধকার মনে হলে লুকানোর জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে।'

'সে যাই হোক,' বললেন লয়েড। 'বাইরে বেরিয়েছে, এটাই আসল কথা।' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালেন। 'দুঃখিত, রানা। উপায় নেই, আমাদের সঙ্গেই থাকতে হবে আপনাকে। ডক্টর ক্রিস্টাল, দুর্গ বন্ধ করে দিন।'

দুর্গের ছয়-ফুটী ডোরস্টোনটা ধরল ক্রিস্টাল আর বোল্ডউইন, তারপর সেটাকে গড়িয়ে এনে ফেলল দোরগোড়ার মেঝেতে কাটা একটা খাঁজে।

ডোরস্টোনটার আকৃতি প্রায় চৌকোই বলা যায়, তবে তলার দিকটা পাতিলের মত গোল করা, ফলে ডোরফ্রেমের ভিতরের খাঁজে সহজেই ওটাকে ঢোকানো আর বের করা যায়। তবে খাঁজটা দুর্গপ্রাচীরের ভিতর দিকে থাকায় বাইরে থেকে কোনও প্রাণী এত বড় একটা পাথরকে নড়াতে পারবে না।

গড়িয়ে এনে জায়গামত বসিয়ে দেওয়া হলো পাথরটাকে। তবে ক্রিস্টাল আর বোল্ডউইন ইচ্ছে করেই সামান্য একটু ফাঁক রেখেছেন ডোরফ্রেম আর পাথরটার মাঝখানে। দুর্গের ভিতর মানুষ আছে, এটা ওগুলোকে বুঝতে দেওয়াটা জরুরি।

কেননা ওদেরকে এখানে টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে রূপাগুলোর নাগালের বাইরে, গাধার সামনে ঝোলানো মুলোর মত।

এটিভির ভিতরে সবাই ওরা ভিউ স্ক্রিনে লাইভ স্যাটেলাইট ইমেজ দেখছে।

প্যান্থারগুলো দু'ভাগে ভাগ হয়ে শহরে ঢুকল। একটা দল এল সরাসরি পশ্চিম মালভূমির ওদিক থেকে, আরেক দল এল উত্তর দিক থেকে। ওগুলোর শরীর ইনফ্রারেডে জ্বলজ্বলে সাদা দেখাচ্ছে, লেজগুলো অলসভঙ্গিতে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে আর ছাড়াচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডায় শিরশির করে উঠল রানার গা। ব্যাপারটা খুবই উদ্বেগজনক, ভাবল ও। দলবদ্ধ এক পাল হিংস্র জন্তুর মধ্যে এ-ধরনের সমন্বয় থাকাটা মোটেও স্বাভাবিক নয়।

প্যান্থারগুলো কয়েক জায়গা দিয়ে পার হয়ে এল পরিখাটা। কিছু এল পশ্চিমের লগব্রিজ ধরে, বাকিগুলো শুকনো পরিখায় পড়ে থাকা গাছের গুঁড়িগুলোকে লাফিয়ে পার হয়ে এল।

শহরে ঢুকল ওগুলো। বেশিরভাগই সরাসরি দুর্গের দিকে যাচ্ছে। তবে

নিঃসঙ্গ একটা রাপাকে, স্ক্রিনে ছোট্ট একটা সাদা বিন্দু, স্থির দাঁড়িয়ে থাকা এটিভির পাশে দেখা যাচ্ছে। ঝট করে ডানদিকে ঘুরতেই পাশের সরু ফাটল আকৃতির জানালায় প্যান্থারটার মুখের কালো লোম দেখতে পেল রানা।

নাক টেনে শুঁকল রাপা, বানরের বিষ্ঠার উৎকট গন্ধ পেয়ে ওখানে আর দাঁড়াল না, দুর্গের দিকে এগোল দলে যোগ দেওয়ার জন্য।

'ঠিক আছে,' বললেন লয়েড। 'দেখা যাচ্ছে সব প্যান্থারই দুর্গের সামনে জড়ো হচ্ছে। ক্রিস্টাল, রিপোর্ট করুন–কী ঘটছে ওখানে?'

'দুর্গটাকে ঘিরে ফেলেছে ওরা। চেষ্টা করছে ভেতরে ঢোকার, তবে পারছে না। আপাতত এখানে আমরা নিরাপদ। এখন আপনি আপনার টিমকে মন্দিরে পাঠাতে পারেন।'

পাশে দাঁড়ানো গ্রিন বেরেটদের দিকে তাকালেন লয়েড। 'তোমরা রেডি?'

সৈনিক তিনজন মাথা ঝাঁকাল।

'তা হলে যাও, মূর্তিটা নিয়ে এসো।' এগিয়ে গিয়ে এটিভির পিছনের পপ-আপ হ্যাচ ঠেলে খুলে দিলেন লয়েড। বেকার, রিড আর ডুরাণ্ট–তাদের হেলমেট আর পরিচ্ছদে বানরের বিষ্ঠা মাখানো–ফাঁকটা গলে বেরিয়ে গেল। তাদের পিছনে সঙ্গে সঙ্গে হ্যাচ বন্ধ করে দিলেন লয়েড।

'শরিফ,' মাইকে বললেন তিনি। 'স্যাটেলাইটে কী দেখছেন?' নিজের লোকবল কমে যাওয়ায় শরিফকেও কাজে লাগাচ্ছেন।

'একশো মাইলের মধ্যে কিছু নেই, সার,' দুর্গ থেকে জানাল শরিফ।

লয়েড যখন কথা বলছেন, শহরের স্যাটেলাইট ইমেজের দিকে তখন তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে রানা। দুর্গের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে রাপার দল; ওগুলোর সতর্ক চলাফেরা, লেজের অলস মোচড় খাওয়া পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে শুধু ওগুলো নয়, স্ক্রিনের নীচের দিকে আরও কিছু আছে। তিনটে নতুন দাগ, এটিভি থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে, লগব্রিজ পার হয়ে শহর ছাড়ছে। চলে যাচ্ছে গাঢ় মালভূমির দিকে।

রিড, ডুরাণ্ট ও বেকার। মূর্তিটা আনতে মন্দিরে যাচ্ছে ওরা।

কুয়াশা ভেদ করে নদী ঘেঁষা পথটায় উঠে এল তিন সৈনিক। ফাটলটার দিকে ছুটছে ওরা। প্রত্যেকের হেলমেটে একটা করে ক্যামেরা ফিট করা আছে।

ফাটলটার কাছে পৌঁছাল ওরা। গাঢ় কুয়াশায় সেটাও ঢাকা। ধাপ বেয়ে ওঠার সময় ওদের কারও পা পিছলায়নি। তীরবেগে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

লয়েড, রিভোস্টি আর বেলেগু়া ভিডিও মনিটরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে, তিন সৈনিকের এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখছে ওরা। ফাটলটার দেয়াল সবেগে পিছাচ্ছে। দেয়ালে ঝোলানো স্পিকার থেকে বেরিয়ে আসছে তিন সৈনিকের হাঁপানোর আওয়াজ।

ভিডিও মনিটরগুলোর কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। একটু পরেই ব্যাপারটা লক্ষ করল ও, লয়েড সহ অন্য দুই জার্মান শুধু তিনটে হেলমেট

ক্যামেরা থেকে আসা ফটো দেখছে। সৈনিকদের মিশনটাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তারা, ফলে ভুলেও কেউ স্যাটেলাইট ইমেজ স্ক্রিনের দিকে তাকাচ্ছে না।

তবে রানা তাকাল। তাকিয়েই ভুরু কোঁচকাল। 'লয়েড,' বলল ও। 'কুইক! এদিকে আসুন!'

বিরক্ত হয়ে রানা আর স্যাটেলাইট মনিটরের দিকে তাকালেন লয়েড। কিন্তু স্ক্রিনের ইমেজ দেখে পিলে চমকে গেল তাঁর, ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'ওহ্ খ্রাইস্ট!'

স্যাটেলাইট ইমেজের ডান প্রান্তে, শহরের পুবদিকটায়, ধূসর রঙের আরও এক গুচ্ছ ঝাপসা ঝলক রয়েছে; রেইনফরেস্টের আরও একটা অংশ ওটা–সমমালভূমি ও বিশাল অ্যামাজন অববাহিকার কিনারায় গিয়ে শেষ হয়েছে ওই জঙ্গল।

ওখানে কিছু ছিল না, তাই ওদিকে তাকায়নি কেউ।

তবে এখন কিছু একটা আছে।

এক গাদা খুদে সাদা বিন্দু, শহরের ডান দিকে। সবগুলো দ্রুত শহরের দিকে এগোচ্ছে।

প্রতিটি বিন্দু মানুষ আকৃতির। প্রত্যেকের হাতে কী যেন রয়েছে, দেখে অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র মনে হলো রানার।

আঠারো

রেইনফরেস্ট থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল তারা। কাঁধের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আটকানো মেশিন গান, গুলি করার জন্য প্রস্তুত।

প্রত্যেকে তারা কালো সেরামিক বডি আর্মার পরে আছে। দ্রুত, সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে দলটা, কাভার দিচ্ছে পরস্পরকে; সামনের সারি নিচু হওয়া মাত্র ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে তাদেরকে টপকে আসছে পিছনের সারি, সময়ের চুলচেরা হিসেব থাকায় প্রতিবারই একযোগে আর নিখুঁতভাবে।

দুর্গ ঘিরে রাখা রাপাগুলো নতুন শত্রুর উপস্থিতি টের পেয়ে একসঙ্গে ঘুরল। টান পড়ল পেশিতে, হামলা করতে যাচ্ছে।

কিন্তু তারপর আর নড়ল না।

যে-কোনও কারণেই হোক, নতুন আগন্তুকদেরকে হামলা করছে না রাপাগুলো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে শুধু। এই সময় আগন্তুকদের হাতের একটা অ্যাসল্ট রাইফেল থেকে ফায়ার শুরু হলো। ওটা যেন স্টার ওঅরস মুভির কোনও অস্ত্র, চৌকো মাজল থেকে অবিশ্বাস্য দ্রুত বেগে অসংখ্য বুলেট বেরুচ্ছে। একটা ব্ল্যাক প্যান্থারের মাথা বিস্ফোরিত হলো, রক্ত আর মাংসের মিহি কণা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

দলের আরেকটা প্রাণী ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে দেখে প্যান্থারগুলো ছড়িয়ে পড়ল।

সরু জানালার দিকে আরেকটু সরে গিয়ে অস্ত্রগুলো ভাল করে দেখতে চেষ্টা করছে রানা। পুরোপুরি চারকোনা ওগুলো, দেখে মনে হচ্ছে গ্যানব্যারেল বলে কিছু নেই। লম্বা, চৌকো কাঠামোর ভিতর কোথাও নিশ্চয়ই লুকানো আছে ব্যারেলটা। চিনতে পারল ও, এ-ধরনের অস্ত্র আগে দেখেছে। তবে ব্যবহার করেনি। হেকলার অ্যাণ্ড কক্, জি-এগারো। বারো-তেরো বছর আগে ডিজাইন করা হলেও, সময়ের চেয়ে এখনও বিশ বছর এগিয়ে আছে অস্ত্রটা। আগ্নেয়াস্ত্রের ইতিহাসে এটার মাধ্যমেই প্রথম কেসবিহীন কার্ট্রিজ ব্যবহার করা হচ্ছে। হাতে নিয়ে ব্যবহার করা হয়, এরকম অস্ত্রের মধ্যেও এটাতেই প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে।

কেসলেস হওয়ায় জি-এগারো অবিশ্বাস্য হারে–প্রতি মিনিটে ২৩০০–বুলেট ছুঁড়তে পারে, অথচ আকারে এম-ষোলোর অর্ধেক ওটা।

রাজনৈতিক কী সব কারণে জার্মান সরকার হেকলার অ্যাণ্ড কক্ কোম্পানির সঙ্গে একটা চুক্তি করে জি-এগারোর উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, তবে তার আগেই চারশো অস্ত্র তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল। তবে ব্রিটেনের রয়াল অর্ডন্যান্স ওই কোম্পানির দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার সময় অডিট-এ দেখা যায় মাত্র দশটা জি-এগারো রয়েছে, বাকিগুলোর কোন হিসাব নেই।

এখন বোঝা যাচ্ছে, ভাবল রানা, হারানো সেই অস্ত্রগুলো কাদের হাতে পড়েছিল।

'নিও নাৎসিরা পৌঁছে গেছে,' রানার পাশ থেকে রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করল রিভোস্টি।

বাইরে গুলির শব্দে যেন নরক ভেঙে পড়ছে।

আরও দুটো ব্ল্যাক প্যান্থার ছিটকে পড়ল, ব্যথায় কাতরাচ্ছে। দুই নাৎসি বৃষ্টির মত গুলি করছে শহরে সুপার-মেশিন-গান দিয়ে। শহরটাকে ঘিরে থাকা রেইনফরেস্টে আশ্রয় নিল বাকি রাপাগুলো। একটু পরেই শহরের মূল সড়ক সশস্ত্র নাৎসিদের দখলে চলে গেল।

'স্যাটেলাইটের ক্যামেরায় ধরা না দিয়ে এখানে ওরা পৌঁছাল কীভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন লয়েড, যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছেন তিনি।

'রাপাগুলো ওদের ওপর হামলা করেনি কেন?' জানতে চাইল রানা। ওর প্রশ্নের জবাব অবশ্য পরমুহূর্তেই পাওয়া গেল। এটিভির সরু জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকল অ্যামোনিয়ার তীব্র ঝাঁঝ। বানরের প্রস্রাব। সন্দেহ নেই, ভাবল রানা, নাৎসিরা পাণ্ডুলিপিটা পড়েছে।

হঠাৎ স্পিকার থেকে সার্জেন্ট রিডের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আমরা রোপ ব্রিজের কাছে পৌঁছাচ্ছি।'

রানা আর লয়েড ঝট করে একযোগে মনিটরের দিকে তাকাল, যেটায় দেখা যাচ্ছে তিন সৈনিককে।

মনিটরে সার্জেন্ট রিডের ভিউ দেখা যাচ্ছে, রশির তৈরি সেতুর উপর দিয়ে ছুটছে সে। এই সেতুই ওদেরকে পৌঁছে দেবে মন্দিরে।

'ডুরান্ট, বেকার, রিড, জলদি!' রেডিওতে চেঁচাতে শুরু করলেন লয়েড। 'এখানে শত্রুরা…'

এটিভির স্পিকার থেকে তীক্ষ্ণ, কানের পরদা ফাটানো আওয়াজ বেরিয়ে এল, পরক্ষণে নীরব হয়ে গেল রেডিও।

'ইলেকট্রনিক কাউন্টারমেজার এনগেজ করেছে ওরা,' বলল রানা।

'মানে?' জানতে চাইল বেলেগুা।

'কমিউনিকেশন জ্যাম করে দিয়েছে,' বললেন লয়েড।

'এখন কী করব আমরা?' আবার প্রশ্ন করল বেলেগুা।

এক সেকেণ্ড চিন্তা করে লয়েড বললেন, 'তিন গ্রিন বেরেটকে জানাতে হবে এখানে ওরা ফিরতে পারবে না। আইডলটা নিয়ে এখান থেকে যত দূরে সম্ভব পালাতে হবে ওদেরকে। তারপর কোনও না কোনওভাবে এয়ার সাপোর্ট টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করবে ওরা, একটা কপ্টার ওদেরকে উদ্ধার করে পাহাড়ের কোনও নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেবে।'

'রেডিও বন্ধ, ওদেরকে জানাবেন কীভাবে?' প্রশ্ন করল রানা। দ্রুত কাজ করছে ওর মাথা। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, মূর্তিটাকে নিয়ে লয়েডের গোপন কোনও প্ল্যান আছে। যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে সেই প্ল্যানটা কী, তার বিরুদ্ধে কিছু করার প্রশ্ন ওঠে না।

তবে নাৎসিদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। শোনা যাচ্ছে তাদের কাছে সুপারনোভা আছে; আর তা যদি সত্যি হয়, থাইরিয়াম পেলে নির্ঘাত দুনিয়াটাকে ধ্বংস করার হুমকি দেবে। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে রানার, শুধু হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হয় না তারা।

কাজেই প্রথম কাজ আইডলটাকে ওদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া।

'আমাদের একজনকে মন্দিরে যেতে হবে,' রানার প্রশ্নের উত্তরে বললেন লয়েড।

এটিভির ভিতর নীরবতা নেমে এল।

এক মুহূর্ত পর রিভোস্টি জানতে চাইল, 'আমি গেলে হয়?'

'না, আমি যাব,' বলল রানা।

'না,' দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন লয়েড, তাকিয়ে আছেন রিভোস্টির দিকে। 'আপনাকে এখানে আমার দরকার হবে। তা ছাড়া, এই নাৎসি গ্রুপটাকে ভাল করে চেনেন আপনি। রানা, আমি চাই আপনিই যান।'

'কিন্তু রাপাগুলো…' শুরু করল বেলেগুা।

'আশা করি নাৎসিদের ভয়ে আমার কাছ থেকেও দূরে সরে থাকবে ওগুলো,' হাসল রানা, একটু বোধহয় জোর করেই।

'ঠিক আছে তা হলে। রানা নির্বাচিত হলেন,' বললেন লয়েড। এটিভির পপ-হ্যাচের দিকে এগোচ্ছেন তিনি। পা চালিয়ে তাঁর পাশে চলে এল রানা। 'নিন, এটা ধরুন,' বলে ওর হাতে এক্সট্রা ক্লিপসহ একটা এম-ষোলো ধরিয়ে

দিলেন তিনি। 'বলা যায় না, এটা হয়তো ব্ল্যাক প্যান্থারের খোরাক হওয়া থেকে রক্ষা করবে আপনাকে। এবার...যান!'

সবার দিকে একবার করে তাকিয়ে নিয়ে হ্যাচ গলে এটিভি থেকে বেরিয়ে এল রানা।

এটা অন্য এক জগৎ।

সুপার-মেশিন গানের ফায়ার রানার চারদিকে প্রতিধ্বনি তুলছে, ছিন্নভিন্ন করছে আশপাশের গাছের পাতা, ক্ষত তৈরি করছে ওগুলোর গায়ে। ভয়ানক বিপজ্জনক পরিবেশ।

তবে এ-সব কিছু গ্রাহ্য না করে পশ্চিম লগব্রিজের দিকে ছুটছে রানা। ওটা পার হয়ে এসে নদীর কিনারা ঘেঁষা পথটায় উঠল, এম-ষোলো ধরে আছে বুকের কাছে। দুর্ভেদ্য, ঘন কুয়াশা ঘিরে রেখেছে ওকে। গাঁটওয়ালা গাছের ডাল নুয়ে পড়েছে পথের উপর, সেগুলোকে এড়িয়ে যত জোরে পারা যায় ছুটছে ও। পথে কাদা আর পানি জমে আছে, ভয় হচ্ছে আছাড় না খায়।

তারপর, একেবারে বিনা নোটিশে, কুয়াশার ভিতর থেকে ওর ডানদিকে পিছলে বেরিয়ে এল একটা রাপা, ওর সামনে চলে এসে পুরোপুরি উঁচু হয়ে দাঁড়াল। প্রকাণ্ড প্যান্থারের সামনে কুঁকড়ে গেল রানা।

থ্-থ্যাচ!

বিস্ফোরিত হলো রাপার মাথা, ভারী বস্তার মত দড়াম করে পড়ে গেল ধড়টা, কাদায় পা ছুঁড়ছে। আবার ছুটল রানা, পিছনদিকে একবারও না তাকিয়ে রাপার লাশটাকে টপকে এল। আন্দাজ করল, নাৎসিদের জি-এগারোর বুলেট এ-যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছে ওকে।

এক মিনিট পর কুয়াশার ভিতর দেখা গেল পাহাড়ের গায়ের ফাটলটা। মাত্র চোখে পড়েছে, পিছন থেকে ভেসে এল নাৎসিদের কথাবার্তা।

'সামনে কেউ আছে?'

'আছে, আছে! পায়ের আওয়াজ হচ্ছে!'

তীরবেগে ফাটলটার ভিতর ঢুকে পড়ল রানা। ছুটছে। দু'পাশে ভেজা দেয়াল। তারপর একেবারে হঠাৎ প্রকাণ্ড ক্যানিয়ানে বেরিয়ে এল ও, যে ক্যানিয়ানের ভিতরে বহুতল ভবনের মত রক টাওয়ারটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এখানেও কুয়াশা খুব গাঢ়। রক টাওয়ারের গোড়াটা ঝাপসা হয়ে আছে।

রানা অবশ্য গ্রাহ্য করছে না। বাম দিকে প্যাঁচানো পথটা দেখতে পেল ও। লাফ দিয়ে চড়ল ওটায়, ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে।

এটিভির সরু জানালা দিয়ে শহরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বেলেঃঃগুা বার্ড। প্রায় ত্রিশজন সশস্ত্র নাৎসি জড়ো হয়েছে মূল রাস্তায়। তাদের সবার পরনে স্টেট-অভ-দা-আর্ট কমব্যাট ড্রেস—সেরামিক বডি আর্মার, লাইটওয়েট ট্যাকটিকাল হেলমেট আর কালো স্কি মাস্ক। হাঁটাচলার মধ্যে আত্মবিশ্বাস আর

শৃঙ্খলা আছে, ভাল ট্রেনিং পাওয়া দক্ষ কোনও সেনাবাহিনীর অংশ বলে মনে হচ্ছে তাদেরকে।

বেলেণ্ডা দেখল একজন নাৎসি পথের মাঝখানে সরে এসে মাথার হেলমেট খুলছে। হেলমেট খোলার পর কালো স্কি মাস্কটাও খুলে ফেলল সে, চারদিকে চোখ বুলিয়ে শহরটাকে দেখছে।

'একে ধরিয়ে দিন' লেখা পোস্টারে বহুবার দেখা সত্ত্বেও এখানে, এখন, রক্ত-মাংসের জ্যান্ত লোকটাকে দেখে এত ভয় পেল বেলেণ্ডা, মনে হলো তার চামড়ায় ঢেউ উঠছে।

ব্যাকব্রাশ করা চুল, বড় বড় চোখ, সুদর্শন চেহারা, দেখামাত্র চিনতে পারছে বেলেণ্ডা। বাম হাতে মাত্র চারটে আঙুল। এই লোক ব্রায়ান ইকো।

কথা না বলে আঙুল দিয়ে একটি V সাইন দেখাল ব্রায়ান ইকো, তারপর ইঙ্গিত করল এটিভির দিকে।

এরই মধ্যে তার বারোজন সশস্ত্র লোক এটিভিকে পাশ কাটিয়ে নদীর কিনারা ঘেঁষা পথ ধরে ফাটল আর মন্দিরের দিকে চলে গেছে। তার নির্দেশে আরও ছয়জন এটিভির দিকে এগোল। বাকি বারোজন শহরের চারদিকে ডিফেন্সিভ পজিশন নিয়ে পাহারায় থাকল।

তবে দুজন লোককে একপাশে সরে দাঁড়াতে দেখা গেল, রেডিও জ্যামিং ডিভাইসটিকে পাহারা দিচ্ছে তারা। জিনিসটা ব্যাকপ্যাক সাইজের ছোট একটা ইউনিট, পালস জেনারেটার বলা হয়। নিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পালস পাঠিয়ে শত্রুপক্ষের রেডিও সিগনাল নষ্ট করাই এটার কাজ–আরেক নাম ইএমপি। এই ইএমপি-টা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় নাৎসিরা নিজেদের রেডিও ঠিকই ব্যবহার করতে পারবে, অচল থাকবে শুধু প্রতিপক্ষের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা।

ছয়জন নাৎসি এটিভির কাছে এসে দেখল প্রতিটি জানালার শাটার ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বোল্ট লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি হ্যাচেরও।

বিরাট ভেহিকেলের ভিতর লয়েড, রিভোস্টি আর বেলেণ্ডা এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে, শব্দ হওয়ার ভয়ে ঠিকমত নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলছে না।

নাৎসিরা সময় নষ্ট করল না। এটিভির তলায় ঢুকে বিস্ফোরক বসাল তারা।

প্যাঁচানো পথ বেয়ে, চক্কর খেতে খেতে, ছুটছে রানা। হৃৎপিণ্ডের ধক-ধক-ধক-ধক আওয়াজ পাচ্ছে কানে। রোপ ব্রিজে পৌঁছাল। ফুটবলের মত ড্রপ খাওয়ার ভঙ্গিতে ছুটছে ওটার উপর দিয়ে। তারপর পাথরের ধাপ, মন্দিরে উঠে গেছে। ফার্ন গাছের ডাল আর পাতার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বেরিয়ে এল ও, সামনে মন্দিরের প্রবেশপথ, ছোট একটা ফাঁকা জায়গা।

জায়গাটা সম্পূর্ণ নির্জন। কোনও প্রাণীই নেই–না কোনও প্যান্থার, না কোনও মানুষ। কুয়াশার ভিতর ঝুলে রয়েছে মন্দিরের প্রকাণ্ড হাঁ করা মুখ।

ওটার ভিতর থেকে নীচে নেমে যাওয়া সিঁড়ির ধাপগুলো গাঢ় ছায়ায় মোড়া।

ওর্তেগার সতর্কবাণী মনে পড়ল রানার–

কোনও অবস্থাতেই ভিতরে ঢুকো না।

ভিতরে মৃত্যু ঝুলে আছে।

কিন্তু ও-সব গ্রাহ্য না করে এম-ষোলোর ব্যারেলে আটকানো টর্চ অন করল ও, আরও শক্ত করে ধরে সাবধানে পা ফেলে ঢুকে পড়ল মন্দিরের ভিতরে।

সিঁড়ির মাথায় এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল রানা। দেয়ালে ভয়াল দর্শন রাপা আর ক্ষতবিক্ষত লোকজনের ছবি খোদাই করা। ধাপগুলোর নীচে গভীর অন্ধকার।

'সার্জেন্ট রিড!' চাপা গলায় ডাকল রানা। 'সার্জেন্ট রিড, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

সাড়া নেই কারও।

দুই ধাপ নামল রানা। আরেক ধাপ নামবে, এই সময় জবাবটা কানে এল। যেন অনেক দূরে কোথাও, মন্দিরের গভীর কোনও প্রান্ত থেকে ভেসে এল ধীর লয়ে প্রলম্বিত সুরে ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ।

ঠিক বোঝা গেল না যন্ত্রণাকাতর মানুষের কাতর ধ্বনি, নাকি কোনও প্রাণীর চাপা গর্জন।

আরও এক ধাপ নামল রানা। কিছুই ঘটছে না। ওদেরকে আর ডাকার সাহস পাচ্ছে না ও। ডাক শুনে কে ছুটে আসবে বলা মুশকিল। আরও দশটা ধাপ টপকে নেমে এল সিঁড়ির নীচে।

অন্ধকারে, পাথরের প্যাসেজে দাঁড়িয়ে থাকল, দম আটকে। কাছেই হয়তো আছে একটা, দেখতে পাচ্ছে ওকে। ও প্যান্থার নয়, কাজেই ওটাকে দেখতে পাচ্ছে না।

প্যাসেজটা ক্রমশ ডানদিকে মোচড় খেয়ে এগিয়েছে। টর্চের আলো বেশিদূর যাচ্ছে না। দেয়ালের গায়ে ছোট একটা কুলঙ্গি, তার ভিতরে আলো পড়ল। আলোর পিছু নিয়ে রানার দৃষ্টিও ঢুকল সেটার ভিতরে।

একটা কঙ্কালের স্তূপ করা হাড় দেখা যাচ্ছে। খালি দুটো অক্ষিকোটর ওর দিকে তাকিয়ে কী যেন বলতে চাইছে।

ধ্যাত! নিজেকে তিরস্কার করল রানা। তারপরও আশ্চর্য একটা আকর্ষণ অনুভব করছে। কী ব্যাপার?

খুলির পিছনটা ভেঙে ভিতর দিকে সেঁধিয়ে গেছে। একটা হাতের কোনও অস্তিত্বই নেই। মুখটা এমনভাবে খোলা, যেন আতঙ্কে চিৎকার করার সময় মারা গেছে। চামড়ার তৈরি প্রাচীন একটা বর্ম পরে রয়েছে।

এক পা পিছাল রানা। চোখ ফিরিয়ে নিতে যাবে, এই সময় গলায় জড়ানো জিনিসটা ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল। নোংরা, পুরানো কঙ্কালের কশেরুকার আড়ালে থাকায় এতক্ষণ দেখতে পায়নি। ভাল করে দেখার জন্য সামনের দিকে একটু ঝুঁকল ও।

চামড়ার তৈরি নেকলেস বলে মনে হলো। একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায়

হাত বাড়িয়ে ধরল ওটা রানা, একটু টান দিয়ে ঘোরাল ওটাকে। কয়েক সেকেণ্ড পর কঙ্কালের গলার পিছন থেকে বেরিয়ে এল জ্বলজ্বলে সবুজ একটা পান্না, লেদার নেকলেসের সঙ্গে আটকানো।

একটা হার্টবিট মিস করল রানা। পান্নার এই লকেটটা ওর পরিচিত। আসলে এটার কথা অতি সম্প্রতি শুনেছে ও।

জিনিসটা রাজপুত্র লার্দিয়া কোজাকের নেকলেস।

খুসকো থেকে আইডলটা নিয়ে আসার সময় কোরিকানচার বৃদ্ধা পুরোহিত এটা দিয়েছিল লার্দিয়াকে।

চোখ বড় বড় করে কঙ্কালটার দিকে আবার তাকাল রানা। লার্দিয়া!

কঙ্কালের মাথা থেকে নেকলেসটা ছাড়িয়ে নিয়ে মুঠোয় ভরল রানা, হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল মাত্র কিছুক্ষণ আগে লয়েডকে শাহানা বলেছে—'কে জানে, এমন হতে পারে যে আইডলটাকে ভিজিয়ে রাপাগুলোকে মন্দিরে ঢোকায় লার্দিয়া আর ওর্তেগা। তারপর ওটাকেও মন্দিরের ভেতরে রেখে আসে।'

তা হলে এই কথাটাই সত্যি? ভাবছে রানা। আইডল নিয়ে মন্দিরে ঢোকে লার্দিয়া, তার সঙ্গে ঢোকে রাপাগুলোও?

স্তূপ হয়ে থাকা হাড়গুলোর দিকে আবার তাকাল ও। একজন হিরোর এই হলো পরিণতি!

'গুড বাই, লার্দিয়া,' বিড়বিড় করল রানা, মুঠোর নেকলেসটা পরে নিল নিজের গলায়।

ঠিক তখনই চোখ-ধাঁধানো কর্কশ আলো পড়ল মুখে। ঝট করে ঘাড় ফেরাল, যেন হেডলাইটের আলোয় একটা পশু ধরা পড়ে গেছে। ডুরাণ্ট, বেকার আর রিডের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। মন্দিরের গভীর কোথাও থেকে বেরিয়ে আসছে ওরা।

লালচে-বেগুনি রঙের ছেঁড়া-ফাটা কাপড়ে জড়ানো কী যেন একটা রয়েছে ডুরাণ্টের হাতে।

পাশ কাটাবার সময় ইচ্ছে করেই রানাকে ধাক্কা দিল বেকার, চোখে-মুখে বেপরোয়া ভাব। 'অস্ত্রটা নিচু করুন, মিস্টার সিভিলিয়ান!' মারমুখো হয়ে বলল সে। 'গুলি বেরিয়ে পড়লে মারা পড়ব যে!'

রানার সামনে থেমে উইল ডুরাণ্ট ঠোঁট বাঁকা করে হাসল, লালচে-বেগুনি কাপড়ে মোড়া জিনিসটা উঁচু করে দেখাল ওকে, বলল, 'পেয়েছি ওটা।'

হঠাৎ রানার মনে হলো, নিজের চিন্তা-চেতনার উপর নিয়ন্ত্রণ হারাবে ও। ডুরাণ্টের হাত থেকে আইডলটা কেড়ে নিতে ইচ্ছে করবে ওর। সেজন্য যদি তিন সৈনিককে গুলি করে মেরে ফেলতেও হয়, ওর যেন আপত্তি থাকবে না।

বেকারের বেপরোয়া আচরণের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।

তবে নিজের উপর দ্রুতই নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল রানা। এত দ্রুত, ওর সন্দেহ হলো, আইডলটার বোধহয় আসলে কোনও প্রভাবই নেই; ওর মত সবারই শোনা আছে গল্পটা, হয়তো সেজন্যেই মনে হচ্ছে কুবুদ্ধি জাগছে মাথায়।

'কী, বিশ্বাস হচ্ছে না?' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল ডুরাণ্ট। কাপড়ের

মোড়ক খুলে মূর্তিটা বের করে দেখাল রানাকে। 'এই দেখুন!'

ইনকান আইডল-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। জনগণের আত্মা। যেমনটি কল্পনা করেছিল, বাস্তবে জিনিসটা তারচেয়ে অনেক বেশি ভীতিকর আর অশুভ দেখতে।

মূর্তিটা এক ফুটের মত লম্বা, মোটামুটি জুতোর বাক্স আকৃতির। চৌকো পাথরটার সামনের অংশ খোদাই করে রূপার একটা মাথা তৈরি করা হয়েছে। খেঁকাচ্ছে প্যান্থারটা, প্রচণ্ড রাগী, পাথুরে মূর্তি যেন এখনই জ্যান্ত হয়ে হামলা করবে। কারিগরের নৈপুণ্যের সঙ্গে যোগ হয়েছে পাথরটার অসাধারণ প্রকৃতি, ফলে তাকালেই মনে হচ্ছে রূপাটাকে কীভাবে যেন কালো আর লালবেগুনি পাথরের ভিতর বন্দি করে রাখা হয়েছে, সেটাও সারাক্ষণ চেষ্টা করছে বেরিয়ে আসার।

পাথরটার ভিতরের রক্তবেগুনি শিরাগুলো রূপার মুখে নেমে এসেছে, তাতে আরও বেশি হিংস্র লাগছে জন্তুটাকে।

থাইরিয়াম।

মূর্তিটা তৈরি করার সময় ইনকারা জানত না জিনিসটা কী।

আবার তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে ওটাকে মুড়ে ফেলল ডুরান্ট। আর কোনও কথা হলো না, মূর্তিটা নিয়ে ফিরতি পথ ধরল ওরা। চারজনই ছুটছে, তারই মধ্যে খবরটা ওদেরকে জানাতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু ওর কথা শুনতে রাজি নয় কেউ।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেই অকারণ ঝাঁঝের সঙ্গে জানতে চাইল বেকার, 'হ্যাঁ, এবার বলুন, এখানে কী কাজ আপনার? আপনি কোন্ দুঃখে মরতে এসেছেন, হ্যাঁ?'

ল্যাং মেরে তাকে ফেলে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছেটা অতি কষ্টে দমন করল রানা। 'শহর এখন নাৎসিদের দখলে,' বলল ও।

বেকারের মুখ ঝুলে পড়ল। 'হোয়াট!'

'ওহ্, গড!' আঁতকে উঠল সার্জেন্ট রিড। ডুরান্ট আর বেকারকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রানার পাশে চলে এসেছে সে। ইতিমধ্যে সবাই ওরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'সব কথা খুলে বলুন, মিস্টার রানা, প্লিজ!'

পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা। ওদের রেডিও কমিউনিকেশন জ্যাম করে রেখেছে নাৎসিরা, তাই গ্রিন বেরেটদের সতর্ক করার জন্য স্বেচ্ছায় এসেছে ও। নাৎসিরা মন্দিরেও আসছে, তাই কর্নেল লয়েড চাইছেন আইডলটা নিয়ে তারা তিনজন যেন শহর ছেড়ে জঙ্গলে বা পাহাড়ে চলে যায়, তারপর সময় সুযোগ মত...

রানার কথা শেষ হয়নি, অকস্মাৎ সুপার-মেশিন গানের ফায়ার শুরু হয়ে গেল। ওদের পাশে, প্রবেশ পথের পাথুরে দেয়ালগুলো ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। ঝট করে মাথা নিচু করে বোল্ডারটার পিছনে আড়াল নিল ওরা। নিরেট, পুরু পাথরের তৈরি মন্দিরের প্রবেশপথ ওদের চোখের সামনে এমনভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, ওটা যেন সাধারণ প্লাস্টার।

বোল্ডারের আড়াল থেকে উঁকি দিতেই রানা দেখল ফাঁকা জায়গাটার কিনারায়, গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড়ের ভিতরে আড়াল নিয়েছে নাৎসি যোদ্ধারা, গুলি করছে জি-এগারো থেকে। এম-ষোলো তাক করে সেদিকে আধ মিনিট গুলি করল ও, দেখাদেখি রিড আর বেকারও। এম-ষোলোর গর্জন আলট্রা-হাই-টেক জি-এগারোর তুলনায় করুণ মিনতির মত শোনাল ওদের কানে।

'সেরেছে, আমরা এখন কী করব?' বলল রানা। 'এখানে থাকলে নির্ঘাত মারা পড়ব। যেভাবে হোক রোপ ব্রিজের কাছে ফিরে যেতে হবে...'

কথাটা শেষ হলো না, তার আগেই ওদের মাথার উপর থেকে প্রতিধ্বনিসহ একটা বুমবুমবুমবুম আওয়াজ নেমে এল।

মুখ তুলে আকাশে তাকাল রানা। কুয়াশার পুরু চাদর ভেদ করে বেরিয়ে এল কালো একটা মাসকিটো লাইট অ্যাটাক হেলিকপ্টার, সগর্জনে রক টাওয়ারের উপর উঠে যাচ্ছে।

অ্যাপাচি আর কোমাঞ্চির চেয়ে ছোট মাসকিটো, ফায়ার পাওয়ারও সেই হারে কম, তবে স্পিড খুব বেশি, আর দ্রুত ওঠা-নামা করতে পারে।

অ্যাটাক হেলিকপ্টারের দুই পাশে বসানো মেশিন গান গর্জে উঠল, ওদের সামনের কাদায় অবিচ্ছিন্ন একটা রেখা তৈরি করল এক ঝাঁক বুলেট।

'ওরা দেখে ফেলেছে আমরা এখানে লুকিয়েছি!' বলল রানা। 'এখনই এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার...'

এটিভির নীচে বসানো নাৎসিদের এক্সপ্লোসিভ বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো। আট চাকার বিরাট ভেহিকেলের তলায় উথলে উঠল গোলাকার একটা অগ্নিকুণ্ড, জমিন থেকে দশ ফুট শূন্যে তুলে দিল ওটাকে, পাক খেল একবার, নীচে পড়ল কাত হয়ে।

ওটার ভিতরে দুনিয়াটা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

নাৎসিরা ভেহিকেলের তলায় বিস্ফোরক বসাচ্ছে, এটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে লয়েড, বেলেণ্ডা আর রিভোস্টি নিজেদেরকে কয়েকটা সিটের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছিল, তৈরি ছিল ঝাঁকিটা সামলে নেওয়ার জন্য। এই মুহূর্তে তিনজন তিনটে লম্বা রেখার মত ঝুলছে গাড়ির মেঝের উপর, এখনও সিটের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা, তাদের জগৎ ঘুরে পুরোপুরি কাত হয়ে গেছে। ঝাঁকি খেয়ে প্রাণবায়ু না বেরুলেও, কিছুক্ষণের জন্য হুঁশ ছিল না তিনজনেরই।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এটিভিটা টিকে আছে, বিস্ফোরণে ভেঙে পড়েনি।

আপাতত।

দুর্গের ছাদ থেকে শহরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে হায়দার শরিফ। এটিভি থেকে বেরিয়ে রানাকে মন্দিরের দিকে ছুটতে দেখেছে সে, দেখেছে খানিক পর রানার পিছু নিয়ে নাৎসিদের একটা দল রওনা হলো সেদিকে। তারপর বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ শুনল, চাক্ষুষ করল আট চাকার এটিভির শূন্যে লাফিয়ে ওঠা।

এত কিছু দেখার পরেও ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল শরিফ, কারণ নাৎসিরা জানে না দুর্গের ভিতরও লোকজন আছে। দুর্গের প্রাচীন দেয়াল এতই দুর্বল, কোনও ধরনের বিস্ফোরণ সহ্য করার ক্ষমতা নেই।

জার্মান ভাষায় কেউ একজন চিৎকার করে একটা নির্দেশ দিল। ভাষাটা জানে না শরিফ, তবে এক সময় কিছু শব্দ শিখেছিল। দীর্ঘ নির্দেশটার মধ্যে এক আধটা শব্দ তার পরিচিত লাগল, যেমন-'DAS SPRENGKOMMANDO.' এর অর্থ হলো, 'ডিমলিশন টিম'।

শব্দ দুটো শুনে স্থির হয়ে গেল শরিফ। তারপর ঝট করে ঘাড় ফেরাতে দেখল, নির্দেশটা শুনে চারজন নাৎসি নদীর দিকে এগোচ্ছে।

বোল্ডারের আড়ালে দাঁড়ানো সার্জেন্ট রিড তার লঞ্চার থেকে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ল। এক সেকেণ্ড পর গাছপালার কাছে নাৎসিদের পজিশনে ফাটল ওটা, চারদিকে প্রচুর কাদা আর পাতা বৃষ্টি হলো।

'সার্জেন্ট!' চেঁচাচ্ছে বেকার।

'কী?'

'এখানে থাকলে মারা পড়ব সবাই। ওদের ফায়ার পাওয়ারের সঙ্গে পারব না আমরা। এক সময় দেখা যাবে আমাদের অ্যামো নেই। কিছু একটা করুন!'

'মিস্টার রানা, এনি সাজেশন?' জানতে চাইল রিড।

'সাজেশন তো একটাই,' বলল রানা। 'আমি বলার চেষ্টা করছি, কিন্তু আপনারা শুনছেন না।'

'প্লিজ, এবার একটু খুলে বলুন।'

'এই টাওয়ার ত্যাগ করার একটাই তো পথ, তাই না? রোপ ব্রিজটা?'

'হ্যাঁ,' বলল রিড।

'কাজেই প্রথমে আমাদেরকে ওই ব্রিজে পৌঁছাতে হবে, ঠিক?'

'ঠিক।'

'এবার বলি কীভাবে ওখানে যাব,' ব্যাখ্যা করছে রানা। 'মন্দিরের পেছন দিয়ে ঘুরে এগোব আমরা, নীচে নেমে টাওয়ার চূড়ার কিনারায় পৌঁছাব। ওখান থেকে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল নিয়ে ফিরব রোপ ব্রিজে। পার হবার পর নীচে ফেলে দেব ব্রিজ, ফলে যে-কজন বেজন্মা নাৎসি টাওয়ারে আছে তারা ওখানে আটকা পড়বে।'

ডুরান্ট বলল, 'ভাল প্ল্যান! সত্যি দারুণ!'

'তা হলে আর দেরি করি কেন,' বলল রিড। 'মিস্টার রানা, পথ দেখান!'

তৈরি হয়ে নিল ওরা।

'ঠিক আছে-শুরু!'

বোল্ডার থেকে বেরিয়ে তীর বেগে ছুটল রানা। বাকি তিনজন পিছু নিল। চারজনের হাতেই গর্জন করছে এম-ষোলো।

জঙ্গলের কিনারা থেকে পিছু হটল নাৎসিরা। রানা আর ডুরান্ট বাঁক ঘুরল প্রথমে, মন্দিরের পিছনে পৌঁছে যাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই মন্দিরের কোণ

আড়াল দিল ওদেরকে, এখন আর নাৎসিদের গুলি ওদেরকে লাগবে না।

মন্দিরের পিছনে, সমতল পাথরের তৈরি পথের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, পিচ্ছিল কাদাময় ঢালের কিনারায়। এই পথটা আগেও দেখেছে রানা, যেখানে অস্বাভাবিক বৃত্তাকার পাথরটা রয়েছে।

ওদের নীচের ঢালটা পুরোপুরি কাদায় ভর্তি, প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে পনেরো কি ষোলো মিটার, শেষ হয়েছে ছোট একটা পাথুরে কারনিসে–ওই কারনিসটাই টাওয়ার চূড়ার সর্বশেষ কিনারা। কারনিসের পরে তিনশো ফুট গভীর খাদ। তবে কারনিসের বামদিকে বেশ কিছু গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড় আছে, ওগুলোর ভিতর দিয়ে রোপ ব্রিজের দিকে যাওয়া যায়।

কাদায় ঢাকা ঢালটা দেখে এক রকম খেপেই উঠল বেকার। 'এরকম একটা সমস্যার মধ্যে কী কারণে ফেললেন আপনি আমাদেরকে?' জেরা করার সুরে রানাকে জিজ্ঞেস করল সে। 'এই ঢাল বেয়ে নামা অসম্ভব!'

পরমুহূর্তে, ঠিক যেন সাগরের গভীর থেকে মাথাচাড়া দিচ্ছে একটা হাঙর, কুয়াশা ভেদ করে কারনিসটার নীচে থেকে উঠে এল মাসকিটো অ্যাটাক হেলিকপ্টারটা, তারপর ওদের চারজনের সামনে শূন্যে ঝুলে থাকল স্থির হয়ে, দু'পাশের মেশিন গান থেকে ফায়ার করছে গানার।

সবাই ওরা জমিন লক্ষ্য করে ডাইভ দিল।

কিন্তু করপোরাল উইল ডুরান্ট নড়তে দেরি করে ফেলল। এক ঝাঁক বুলেট নির্দয়ভাবে ঢুকছে তার শরীরে, ছিঁড়ে ফালা ফালা করছে তাকে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে হাড়গোড়, মারা যাওয়ার পরেও সটান দাঁড় করিয়ে রেখেছে। প্রতিটি গুলি তার শরীরে ঢোকার সময়, নক্ষত্র আকৃতির রক্তের বিস্ফোরণ ছড়িয়ে পড়ল তার পিছনের ভিজে দেয়ালে।

করপোরাল মরিস বেকার দুটো গুলি খেল পায়ে–যতটা না ব্যথায়, তারচেয়ে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল সে। কাদার মধ্যে ভারী বস্তার মত দড়াম করে পড়ল সার্জেন্ট রিড, বুলেট লাগার ভয়ে কান আর খুলি হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

ডাইভ দিলেও, শরীরটাকে দ্রুত গড়িয়ে চিৎ হলো রানা, বুকের সঙ্গে খাড়াভাবে ধরে এম-ষোলো থেকে বিরতিহীন ফায়ার করছে নাগালের মধ্যে নেমে আসা মাসকিটোকে লক্ষ্য করে। ওর এই হার-না-মানা পাল্টা হামলার সামনে টিকতে না পেরে অবশেষে পিছু হটল অ্যাটাক হেলিকপ্টার, ফিরে যাওয়ার জন্য বাঁক নিচ্ছে। মেশিন গানের কবল থেকে ছাড়া পেয়ে কাদায় থ্যাচ্ করে মুখ থুবড়ে পড়ল ডুরান্টের লাশ।

সমস্যা হলো, আইডলটা রয়েছে ওই লাশের হাতে।

ডুরান্ট কাদায় আছাড় খেতেই তার হাত থেকে ছুটে গেল মূর্তিটা। জমিনে দু'তিনবার ড্রপ খেল, ছুটছে কিনারার দিকে।

রানাই প্রথমে দেখল ওটাকে। 'না!' চিৎকারটা সম্ভবত নিজের অজান্তেই ওর গলা থেকে বেরিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে ডাইভ দিল ও, পেট দিয়ে পড়ল নীচে, ওটার পিছু নিয়ে কাদা মোড়া ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে। ওর ধারণা,

মূর্তিটার নাগাল পাক বা না পাক কারনিস ধরে নিজের পতন ঠেকাতে পারবে।

হতভম্ব সার্জেন্ট রিড আঁতকে উঠল। 'মিস্টার রানা, থামুন, না–!'

তবে ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর কার সাধ্য সেটাকে ফিরিয়ে আনে। দ্রুত বেগে পিছলাচ্ছে রানা, এম-ষোলোসহ, সোজা এগোচ্ছে আইডলটার দিকে।

আট ফুট দূরে।

পাঁচ ফুট।

তিন ফুট।

সগর্জনে, বাতাসে তীব্র আলোড়ন তুলে, ফিরে এল মাসকিটো; মেশিন গান থেকে গুলি করছে একনাগাড়ে, রানা আর আইডলটার মাঝখানের কাদায় এক লাইনে অসংখ্য গর্ত তৈরি করছে।

বিদ্যুৎবেগে রিয়্যাক্ট করল রানা। বুলেটের তৈরি রেখার পথ থেকে সরিয়ে নিল শরীরটাকে, বিস্ফোরিত কাদা থেকে বাঁচাবার জন্য হাত দিয়ে আড়াল করল চোখ দুটোকে। জান বাঁচানো ফরজ, বাদ দিল আইডলটার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা। শরীরের ভার ঘুরিয়ে নিয়েছে ও, ফলে এগিয়ে আসা বুলেটের রেখাকে ফাঁকি দিয়ে নেমে যাচ্ছে ঢালের আরেক দিকে।

ঢালের পর কারনিস, সেটাকে তীর বেগে এগিয়ে আসতে দেখতে পাচ্ছে রানা। দেখতে পাচ্ছে ওটার সামনে খাড়া খাদ। আর খাদের উপর আজরাইলের অত্যাধুনিক বাহন, অ্যাটাক হেলিকপ্টার মাসকিটো ঝুলে রয়েছে।

শেষ মুহূর্তে রানার হিসাবটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ওর কল্পনাতেও ছিল না মাসকিটো এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। এটাও ভাবেনি যে নিজের গতির উপর ওর কোনও নিয়ন্ত্রণই থাকবে না।

তারপর, বোধহয় নিজেও জানে না কী ঘটতে যাচ্ছে, রক টাওয়ারের কিনারা থেকে শাঁ করে বেরিয়ে গেল শরীরটা। রানা এখন শূন্যে। ওর তিনশো ফুট নীচে ক্যানিয়ানের মেঝে।

উনিশ

শূন্যে বেরিয়ে আসার পর ঝট করে একটা হাত বাড়িয়ে কারনিসের ঠোঁটটা ধরে ফেলল রানা। ঝাঁকি খেয়ে থামল, কারনিসের কিনারা থেকে এক হাতে ঝুলছে, ক্যানিয়ানের তলা থেকে তিনশো ফুট উপরে।

সরাসরি রানার মাথার উপর শূন্যে স্থির হয়ে রয়েছে অ্যাটাক হেলিকপ্টার মাসকিটো, রোটর ব্লেডের প্রচণ্ড বাতাস মাথার সুতি ক্যাপটাকে খুলির সঙ্গে চেপে রাখছে, বাম হাতে এখনও রানা ধরে রেখেছে এম-ষোলো। ওটাকে কিনারায় রেখে শরীরটাকে কারনিসে তোলার চেষ্টা করছে ও।

নীচে তাকিয়ো না, নিজেকে সাবধান করল রানা। অথচ পরমুহূর্তেই

তাকাল। রক টাওয়ারের খাড়া প্রাচীর লম্বা হয়ে ধূসর কুয়াশার ভিতরে হারিয়ে গেছে।

দু'একবার গুঙিয়ে ওঠার মত আওয়াজ করে কনুই দুটো কারনিসে তুলে আনতে পারল রানা, এরপর সহজেই তোলা যাচ্ছে বাকি শরীর। মুখ তুলতেই ওর ডানদিকে দেখতে পেল সার্জেন্ট রিডকে, বেকারকে কাঁধে নিয়ে গাছপালার ভিতর দিয়ে ছুটছে।

নাৎসিদেরও দেখতে পেল, সব মিলিয়ে বারোজন, সবার হাতে জি-এগারো, দু'দলে ভাগ হয়ে মন্দিরের দু'পাশ থেকে একযোগে বেরিয়ে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে আইডলটাকে দেখতে পেল তারা, কাদা মোড়া খাড়া ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় কাত হয়ে পড়ে রয়েছে।

দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল তারা, একজন বাদে সবাই কাভারিং পজিশন নিল। অবশিষ্ট লোকটা অত্যন্ত সাবধানে, এক পা এক পা করে, আড়াআড়ি ভাবে ঢাল বেয়ে আইডলটার দিকে নামছে।

লোকটা পৌঁছে গেল। হাত বাড়িয়ে ধরল মূর্তিটা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একজন নাৎসি দেখে ফেলল রানাকে—কারনিস থেকে অর্ধেক শরীর নীচের দিকে ঝুলছে, সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

নাৎসিরা সবাই একযোগে জি-এগারো তুলল, সবাই লক্ষ্যস্থির করল রানার কপালে। ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুলগুলো, দেখতে পেয়ে নার্ভাস হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। বুঝল, আর দেরি করা উচিত হবে না।

কারনিসের কিনারা থেকে খসে পড়ল ও।

ভারী পাথরের মত তীরবেগে নামছে রানা। টাওয়ার প্রাচীরের অমসৃণ গা সবেগে পাশ কাটাচ্ছে ওকে। মুখ তুলে তাকাতে কারনিসটা দেখতে পেল, ধূসর কুয়াশার ভিতরে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

শান্ত থাকো, নিজেকে নির্দেশ দিল রানা। ঝাঁপ দিয়েছ, কারণ জানো এই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবে তুমি।

'তা বটে। এম-ষোলোটাকে হাতে ঘুরিয়ে নিল রানা। গহ্বরের উপর দিয়ে সার্জেন্ট রিডকে গ্র্যাপলিং হুক ফায়ার করতে দেখেছে, কাজটা সে কীভাবে করেছিল মনে করতে চেষ্টা করছে ও।

হুকটা ফায়ার করার জন্য দ্বিতীয় একটা ট্রিগারে টান দিয়েছিল রিড। সেটা থাকার কথা ব্যারেলে নীচের দিকে কোথাও।

এখনও নামছে রানা।

নিজেকে অস্থির, প্রায় উন্মাদ মনে হচ্ছে। অস্ত্রটা চোখের সামনে তুলে ট্রিগারটা খুঁজছে।

এই তো!

সঙ্গে সঙ্গে এম-ষোলো তুলল রানা, দ্রুত অদৃশ্য হতে শুরু করা টাওয়ার চূড়ায় লক্ষ্যস্থির করল। তারপর দ্বিতীয় ট্রিগারে চাপ দিল।

রিকশার টায়ার পাংচারের মত আওয়াজ করে ওর অস্ত্রের গ্রেনেড লঞ্চার

থেকে উপর দিকে ছুটল গ্র্যাপলিং হুক, এঁকেবেঁকে ওটার পিছু নিল নাইলনের রশি।

এখনও নামছে রানা।

টাওয়ারের মাথাকে ছাড়িয়ে আরও উপরে উঠে গেল হুকটা।

চোখ বুজে অপেক্ষায় আছে রানা—হয় রশিটা ঝাঁকি খাবে, নয়তো লেকের সারফেসে বাড়ি খাবে ও, যেটা আগে ঘটে।

ঝাঁকিটাই আগে লাগল।

মুহূর্তের মধ্যে টান টান হলো গ্র্যাপলিং হুকের রশি। অকস্মাৎ প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল রানা। মনে হলো হাত দুটো সকেট থেকে এই মাত্র খুলে নেওয়া হয়েছে। তবে কীভাবে যেন এম-ষোলোটাকে ধরে রাখতে পেরেছে ও।

চোখ খুলল।

টাওয়ারের কিনারা থেকে একশো ফুট নীচে, নাইলন রশির শেষ প্রান্তে ঝুলছে রানা। ঝাড়া এক মিনিট হাঁপাল ও। তারপর বার কয়েক মাথাটা ঝাঁকিয়ে মুখ তুলে আবার তাকাল উপরদিকে। কারনিসের কিনারায় নাৎসিরা কেউ আসছে না। সম্ভবত ওকে খসে পড়তে দেখে ওখান থেকে চলে গেছে তারা। অবশ্যই আইডলটা সহ।

হতাশায় মাথা নাড়ল রানা। ওর কাজ বরং আরও বেড়েছে। যেভাবেই হোক নাৎসিদের হাত থেকে আইডলটা উদ্ধার করতে হবে এখন ওকে। জানা কথা, একার চেষ্টায় তা সম্ভব নয়। কর্নেল লয়েড ও তার পোষ মানানো গ্রিন বেরেটদের সাহায্য নিতে হবে ওকে। তবে ওর ধারণা, এমন একটা সময়ও আসবে, তখন এরাই হয়তো ওর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে।

সে সময় হলে দেখা যাবে। এখন ওকে রশি বেয়ে উঠতে হবে রক টাওয়ারে।

টাওয়ারের মাথায়, ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে, বেকারকে কাঁধে নিয়ে ছুটছে সার্জেন্ট রিড, হাতের ছুরিটাকে ম্যাচেটির মত ব্যবহার করছে।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে ঢাল থেকে নাৎসিদেরকে আইডলটা তুলে নিতে দেখেছে সে, কাজেই এখন যেভাবেই হোক তাদের আগে রোপ ব্রিজে পৌঁছাতে হবে তাকে।

রশির সেতু টাওয়ার চূড়ার একেবারে দক্ষিণ কিনারায়, ঝোপ-ঝাড় কেটে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে নতুন একটা পথ তৈরি করে সেদিকে এগোচ্ছে ওরা।

নাৎসিরাও ব্রিজের দিকে যাচ্ছে, তবে সরাসরি পথটা ধরে। প্রথমে ফাঁকা জায়গাটা পেরুবে তারা, তারপর পাথুরে ধাপগুলো টপকাবে।

শেষ কয়েকটা ঝোপ কেটে সামনে এগোতেই রিড আর বেকার দেখল ওদের সামনে গহ্বরের উপর ঝুলে রয়েছে রোপ ব্রিজ, টাওয়ার টপ আর আউটার পাথ-এর মাঝখানে।

এই মুহূর্তে উপর-নীচে দোল খাওয়া ব্রিজটা ওদের কাছ থেকে মাত্র পনেরো গজ দূরে, এগারো কি বারোজন নাৎসি পার হচ্ছে সেটা, প্রায় পৌঁছে গেছে

অপরপ্রান্তে।

মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে রিডের। এত কষ্ট করেও নাৎসিদের আগে ব্রিজে পৌঁছাতে পারেনি তারা। এপার থেকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছে একজন নাৎসি ব্রিজ থেকে নিরেট জমিনে পা দিল, ভাঁজ করা হাত দিয়ে কী যেন একটা বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে সে, নীলবেগনি কাপড়ে মোড়া। আইডলটা!

এরপর সার্জেন্ট রিডের আরেকটা আশঙ্কা বাস্তবে রূপ নিল। সে যেটা করতে চেয়েছিল নাৎসিরা ঠিক তাই করছে। গোড়া থেকে প্যাঁচ খুলে রশির ব্রিজটাকে নীচে ফেলে দিল তারা।

বিরাট সেতুটা ঝুলে পড়ল খাদে। গহ্বরের টাওয়ারের দিকটায় এখনও আটকানো রয়েছে ওটা, ফলে সবটুকু তলায় খসে পড়ল না। ওটার নীচের প্রান্তে জোড়া লাগানো রয়েছে সুতো বেরিয়ে আসা হলুদ একটা রশি, দুর্ভেদ্য কুয়াশার ভিতর ঝুলে থাকল সেটা।

আইডলটা নিয়ে কুয়াশার ভিতরে হারিয়ে যাচ্ছে নাৎসিরা। সেদিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সার্জেন্ট রিড আর করপোরাল বেকার। রক টাওয়ারে আটকা পড়ে গেছে তারা।

হাত দুটো নিতম্বে রেখে ভিলকাফর শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রায়ান ইকো। প্রাচীন শহরে তাদের অপারেশন যেভাবে এগোচ্ছে তাতে সে খুশি।

পালস জেনারেটার ঠিকমত কাজ করেছে, বন্ধ করে দিয়েছে শত্রুদের রেডিও কমিউনিকেশন। এটিভির ভিতরে ইঁদুরের মত লুকিয়ে থাকা আমেরিকানদেরকে সহজেই অচল করে দেওয়া গেছে। আর এইমাত্র খবর পেয়েছে, তার অ্যাসল্ট স্কোয়াডের মন্দির অভিযান পুরোপুরি সফল–কয়েকজন আমেরিকানের কাছ থেকে আইডলটা কেড়ে নিয়েছে তারা।

সব বেশ সুষ্ঠুভাবেই এগোচ্ছে।

একটা চিৎকার ভেসে এল। ঘাড় ফেরাতেই ইকো দেখল নদীর কিনারা ঘেঁষা পথটায় বেরিয়ে আসছে টাওয়ার স্কোয়াড।

স্কোয়াডের লিডার সরাসরি তার সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর বাড়িয়ে ধরল পুরানো কাপড়ে মোড়া একটা জিনিস। 'হের ব্রায়ান ইকো–আইডলটা!'

সন্তুষ্টচিত্তে হাসল ইকো।

গ্র্যাপলিং হুকের নাইলন রশি বেয়ে রক টাওয়ারে উঠে এল রানা। মন্দিরের পিছনটা ফাঁকা পড়ে রয়েছে, কেউ কোথাও নেই। গ্রিন বেরেটদের কেউ বেঁচে আছে কিনা দেখার জন্য ছুটল ও।

মন্দিরের সামনেও কাউকে দেখা গেল না। তবে রোপ ব্রিজের কারনিসে সার্জেন্ট রিড আর বেকারকে দেখল রানা। 'শয়তানের বাচ্চারা!' গহ্বরের উপর রোপ ব্রিজ নেই দেখে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল ও। 'ব্রিজ ফেলে দিয়েছে।'

'পার হবার আর কোন উপায় নেই,' বলল রিড। 'এখানে আমরা আটকা পড়ে গেছি।'

তার কথা শেষ হয়েছে মাত্র, কালো অ্যাটাক কপ্টার মাসকিটো সগর্জনে পাশ কাটিয়ে গেল ওদেরকে, পাশের মেশিন গান থেকে ব্রাশ ফায়ার হচ্ছে। নিশ্চয়ই কাজটা শেষ করার জন্য নাৎসিরা রেখে গেছে ওটাকে।

তিনজনই ওরা ডাইভ দিয়ে গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড়ের নীচে পড়ল। ওদের মাথার উপর বিস্ফোরিত হলো রাজ্যের পাতা আর ডালপালা। গাছের কাণ্ডগুলো ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে।

'মর শালারা!' গানফায়ারের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল বেকারের নিষ্ফল চিৎকার।

উঁকি দিয়ে মাসকিটোর দিকে তাকাল রানা। গহ্বরের উপর শূন্যে ভেসে রয়েছে ওটা। লাল রেখা তৈরি করে মেশিন গান থেকে বেরিয়ে আসছে বুলেটগুলো। যান্ত্রিক ফড়িং-এর লম্বা ল্যাণ্ডিং স্কিড কাঠামোর নীচে ঝুলছে।

ল্যাণ্ডিং স্কিড···ভাবছে রানা।

হঠাৎ ডাকল ও। 'রিড!'

'ইয়েস!'

'আপনি আমাকে কাভার ফায়ার দিন।'

'কেন?'

'কপ্টারটাকে আরেকটু ওপরে ওঠাবার জন্যে। ঠিক আছে? তবে পাইলট যেন আবার ভয় পেয়ে পালিয়ে না যায়।'

'মিস্টার রানা! আপনি ঠিক কী করতে চান বলুন তো?'

'কী আবার, এই জায়গা থেকে সরে যেতে চাই!'

দারুণ খুশি হলো রিড। এক সেকেণ্ড পর ঝোপের আড়াল থেকে খানিকটা বেরিয়ে কালো মাসকিটোর দিকে এক পশলা গুলি করল সে। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে জায়গা বদল করল ওরা।

জবাবে একটু উপরে উঠে গেল পাইলট, আর গানার আবার ব্রাশ ফায়ার শুরু করল।

ইতিমধ্যে গ্র্যাপলিং হুক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে রানা, প্যাঁচানো নাইলন রশি দ্রুত খুলছে। মুখ তুলে মাসকিটোর দিকে তাকাল। 'আরেকটু ওপরে তুলতে হবে!' চিৎকার করে বলল রিডকে। 'ওপরে, ওপরে!'

মাসকিটো আর নিজের মাঝখানে দূরত্বটা চোখ দিয়ে মাপল রানা। এত কাছে ওটা, লঞ্চার থেকে গ্র্যাপলিং হুক ফায়ার করা চলে না। হাত দিয়ে ছুঁড়তে হবে ওটা।

আরও খানিকটা রশি খুলল ও, আলগাভাবে ফেলে রাখল একপাশে, ছোঁড়ার পর যাতে জড়িয়ে না যায়। 'বেকার!' চিৎকার করে জানতে চাইল, 'ভাঙা পা নিয়ে দোল খেতে পারবে তুমি?'

'আপনি মনে হয় আমাকে ব্যঙ্গ করছেন!'

'তার মানে তুমি সত্যি অকেজো হয়ে গেছ। কী আর করা, থাকো এখানে পড়ে। সার্জেণ্ট রিড, কাভার দিন আমাকে।'

তারপর, কপ্টারকে লক্ষ্য করে জন রিড আরেক পশলা গুলি করতেই,

ঝোপ-ঝাড় থেকে বেরিয়ে এল রানা, হাত থেকে গ্র্যাপলিং হুক ঝুলছে। ক্ষিপ্র ও সাবলীল ভঙ্গিতে মাসকিটোর বামদিকের স্কিড লক্ষ্য করে জিনিসটা ছুঁড়ল ও।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল রানা, ছোঁড়াটা নিখুঁত হয়েছে। বাতাস চিরে শূন্যে ভেসে থাকা কপ্টারের দিকে ছুটে যাচ্ছে গ্র্যাপলিং হুক। উত্থানের শেষ সীমায় পৌঁছাল ঠিক যখন মাসকিটোর বামদিকের স্কিড পাশে চলে এসেছে, ঝন-ঝনাৎ আওয়াজের সঙ্গে ল্যাণ্ডিং স্ট্রাটকে দু'বার প্যাঁচাল হুকটা, তারপর ঝুলে থাকল।

'ঠিক আছে, সার্জেন্ট রিড, চলুন!'

দৌড় শুরু করার আগে কপ্টারের দিকে শেষ আরেক দফা গুলি করল রিড। তারপর কারনিসের কিনারায় রানার পাশে পৌঁছাল সে।

'ধরুন এটা,' নিজের এম-ষোলোটা বাড়িয়ে দিল রানা তার দিকে। গ্র্যাপলিং হুকের রশির শেষ প্রান্ত অস্ত্রটার সঙ্গে বাঁধা।

সেটা নিয়ে রানার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল রিড, যেন এই প্রথমবার দেখছে ওকে।

কারনিস থেকে একযোগে লাফ দিল দুজনে। বড় একটা দোল খেয়ে একশো ফুট চওড়া গহ্বরটা পার হচ্ছে ওরা, ধনুকের মত ক্রমশ বাঁকা দর্শনীয় একটা পথ তৈরি করে, ঝুলে আছে অ্যাটাক হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসা রশি ধরে।

'আরি শালা...' তলাবিহীন খাদের উপর দিয়ে ওদেরকে উড়ে যেতে দেখে বিস্ময়ের ঘোরটা কাটাবার জন্য মাথা ঝাঁকাল বেকার।

ওপারে পৌঁছে পথের উপর নামল ওরা। তাড়াতাড়ি এম-ষোলো থেকে গ্র্যাপলিং হুকের রশিটা খুলে ছেড়ে দিল রানা।

মাসকিটোর ভাব দেখে মনে হলো পাইলট জানে না কোথায় গেছে ওরা। খাদের উপর শুধু শুধু পাক খাচ্ছে আর যেদিক খুশি এলোপাথাড়ি গুলি করছে। ওদিকে প্যাঁচানো পথ ধরে ছুটছে রানা আর রিড। শহরে ফিরছে ওরা।

বিশ

কাপড়ে মোড়া প্যাকেজটা হাতে নিয়ে দম আটকাল ব্রায়ান ইকো, ধীরে ধীরে মোড়কটা খুলছে। 'হ্যাঁ,' চকচকে কালো মূর্তিটা বেরিয়ে আসতেই বিড়বিড় করল। 'হ্যাঁ...'

তারপর ঝট করে ঘুরল সে, অস্থির পদক্ষেপে পুবদিকের লগ-ব্রিজের দিকে হাঁটছে। 'ডিমলিশন টিম!' জার্মান ভাষায় কথা বলছে। 'ক্লরিন চার্জগুলো সেট করা হয়েছে?'

'আর পাঁচ মিনিট, হের ইকো,' এক লোক জবাব দিল তোবড়ানো এটিভির কাছ থেকে।

'ওই পাঁচ মিনিটই বেশি নিচ্ছ তুমি,' গর্জে উঠল ইকো। 'ওগুলো তাড়াতাড়ি

বসিয়ে নদীতে দেখা করো আমাদের সঙ্গে।'

'জী, হের ইকো।'

নিজের রেডিও অন করল ইকো। 'হের, জেনারেল?' শ্বশুরকে ডাকছে সে।

'হ্যাঁ, বলো,' হুইপ হারমানের গলা ভেসে এল।

'আমরা ওটা পেয়েছি, হের জেনারেল।'

'হের হিটলারের আত্মা পরম শান্তি পাবেন। ব্রাভো, ব্রাভো, মাই সান! নিয়ে এসো ওটা।'

'জী, জেনারেল। এখনই।' পুবদিকের লগব্রিজ পার হয়ে হন হন করে এগোল ইকো, তারপর রেইনফরেস্টে হারিয়ে গেল।

প্যাঁচানো পথ বেয়ে দ্রুত নেমে এল রানা আর রিড। ফাটলের ভিতর ঢুকে পুরোটা দৈর্ঘ্য ছুটে পার হলো, পৌঁছাল নদীর কিনারা ঘেঁষা পথে, হাতে বাগিয়ে ধরা আগ্নেয়াস্ত্র। কুয়াশায় চারপাশ ঢাকা।

পথটা ধরে ছুটছে রানা, হঠাৎ করে রেডিও এয়ারপিসটা জ্যান্ত হয়ে উঠল। '...রিড, রিপোর্ট। রিপিট। বেকার, ডুরাণ্ট, জন রিড, রিপোর্ট-'

কর্নেল লয়েডের কণ্ঠস্বর। ওদের রেডিও আবার কাজ করছে। নাৎসিরা তাদের জ্যামিং সিস্টেম নিশ্চয়ই অফ করে দিয়েছে, কিংবা অন্তত সরিয়ে নিয়ে গেছে রেঞ্জের বাইরে কোথাও।

ছোটার গতি ধরে রেখে সাড়া দিল সার্জেণ্ট রিড। 'কর্নেল, সার্জেণ্ট রিড বলছি। ডুরাণ্টকে হারিয়েছি আমরা, আর বেকার আহত হয়েছে। আরও খারাপ খবর হলো, আইডলটা এখন নাৎসিদের হাতে। রিপিট। আইডলটা এখন নাৎসিদের হাতে। আমার সঙ্গে মিস্টার রানা রয়েছেন। শহরে ফিরছি আমরা।'

'আইডলটা ওদের হাতে তুলে দিয়েছ?' খেঁকিয়ে উঠলেন লয়েড।

'ইয়ে...'

'যেভাবে পার ফিরিয়ে আনো ওটা-দ্যাটস অ্যান অর্ডার!' হুকুম করলেন লয়েড, তারপর যোগাযোগ কেটে দিলেন।

পশ্চিম লগব্রিজে পৌঁছাল রানা আর রিড। সাবধানে পার হয়ে এল ওটা।

পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে শহরটা। কুয়াশার চাদরে মোড়া। কোথাও কোনও নাৎসিকে দেখা যাচ্ছে না। কোথাও কোনও রাপাও নেই।

ওদের সরাসরি সামনে এটিভির গাঢ় কাঠামোটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, একদিকে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। বাম দিকে ভিলকাফরের বিভিন্ন আকৃতির ঘর-বাড়ি কুয়াশার ভিতর মাথা তুলে রয়েছে।

এটিভির দিকে এক পা এগোল রিড। 'কর্নেল...?' ডাকল সে।

জবাবে গুলির শব্দ শোনা গেল।

নাৎসি ডিমলিশন টিমের তিনজনকে শহরে রেখে যাওয়া হয়েছে। ব্রায়ান ইকোর নির্দেশ এটিভির নীচে করিন চার্জ বসাচ্ছিল তারা, রিডের গলা শুনে জি-এগারো থেকে গুলি করছে।

ডাইভ দিয়ে বাম দিকে পড়ল রানা, রিড পড়ল ডানদিকে। গড়িয়ে স্থির হওয়ার পর দুজনেই গুলি করার জন্য অস্ত্র তুলল, কিন্তু কোনও লাভ নেই। কুয়াশার ভেতর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ওরা।

কাদার মধ্যে নিজের সঙ্গে এক রকম ধস্তাধস্তি করে মাত্র সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছে রানা, দেখল একজন নাৎসি গেরিলা এটিভির পাশ থেকে বেরিয়ে এল, হাতে উদ্যত জি-এগারো।

ঠিক তখনই—কড়াক্—জোরাল একটা গুলির আওয়াজ হলো রানার পিছনে কোথাও, নাৎসি লোকটার মাথা রক্তের ফিনকি ছেড়ে ঝাঁকি খেল পিছন দিকে। বিস্ময়ের ধাক্কায় হতভম্ব হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকল রানা, ওর চোখের সামনে দড়াম করে পড়ে গেল লাশটা।

'কে...' আওয়াজটার দিকে ঘুরে গেল রানা।

কুয়াশার ভিতর থেকে ঝট করে ওর সামনে বেরিয়ে এল একটা রাপা, দাঁত বের করে খেঁকাচ্ছে, তারপরই গর্জন ছেড়ে ওর গলা লক্ষ্য করে লাফ দিল।

কড়াক্।

শূন্যে থাকতেই ধাক্কা খেয়ে এক পাশে সরে গেল রাপাটা। অব্যর্থ আরেকটা বুলেট ওটার মাথার পাশে লেগেছে, মৃত্যু ঘটেছে তৎক্ষণাৎ। বিরাট জন্তুটার ধড় পিছলে এসে থামল রানার পায়ের কয়েক ইঞ্চির মধ্যে।

এখানে আসলে ঘটছেটা কী?

'মাসুদ ভাই!' কুয়াশার ভিতর থেকে ভেসে এল হায়দার শরিফের দৃঢ় কণ্ঠস্বর। 'এদিকে! চলে আসুন! আপনাকে আমি কাভার দিচ্ছি!'

চোখ কুঁচকে কুয়াশার ভিতর দিয়ে তাকাতে দুর্গের ছাদটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল রানা। ওখানে, দুর্গ প্রাকারের মাথায়, কাঁধে স্নাইপার রাইফেল চেপে ধরে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে শরিফ।

পাথুরে দুর্গের নিরাপদ পাঁচিলে দাঁড়িয়ে শহরটার সবটুকুই দেখতে পাচ্ছে হায়দার শরিফ। ক্যাপটেন ডন লেভিন ওকে শক্তিশালী একটা স্নাইপার রাইফেল দিয়েছিল—এম ৮২এ১এ—থারমাল সাইটসহ; ফলে কুয়াশা থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। তার স্কোপে প্রতিটি মূর্তি ধরা পড়ছে বহুরঙা লম্বাটে ফোঁটার আকৃতিতে—রানা, রিড আর অবশিষ্ট দুই নাৎসিকে খানিকটা মানুষের আদল বিশিষ্ট ফোঁটা বলে মনে হচ্ছে, চারটে দিক বিশিষ্ট আকৃতির মত দেখাচ্ছে এটিভিকে, তবে উত্তাপবিহীন হওয়ায় কোন রঙ নেই, আর রাপার ফোঁটাগুলোয় রয়েছে চারটে করে পা।

প্যান্থারগুলো!

নাৎসিরা তাদের অস্ত্র নিয়ে চলে যাওয়ার পর ওগুলো আর দেরি করেনি, আবার বেরিয়ে এসেছে শহরে।

ফিরে এসে খাবার খুঁজছে ওগুলো।

রানা আর রিডের মাঝখানে হঠাৎ গাঢ় হয়ে উঠেছে কুয়াশা, পরস্পরকে দেখতে

পাচ্ছে না ওরা।

'মিস্টার রানা!' ডাকল রিড। 'এটিভিকে সিধে করতে হবে, আপনার সাহায্য দরকার।'

'আসছি,' বলে পা বাড়াল রানা। পরমুহূর্তে স্থির পাথর হয়ে গেল, কারণ লাফ দিয়ে সামনে পড়ল আরেকটা রাপা।

কুয়াশা এত ঘন, রিড ওটাকে দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হয় না। 'তাড়াতাড়ি, মিস্টার রানা!' তাগাদা দিল সে।

এই সময় চারদিক কাঁপিয়ে গর্জে উঠল রাপাটা। লাফ দিয়ে আরও কয়েক ফুট এগোল।

আর দেরি না করে হাতের এম-ষোলো সামান্য একটু ঘুরিয়ে ট্রিগার টেনে দিল রানা।

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। গুলি বেরুচ্ছে না! দ্বিতীয় ট্রিগার টেনে গ্র্যাপলিং হুক ছোঁড়ার সময় নিশ্চয়ই কিছু একটা গোলমাল করেছে ও, ফলে জ্যাম হয়ে গেছে ফায়ারিং মেকানিজম।

মাত্র এক সেকেণ্ড কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়ে খিঁচে দৌড় দিল।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। কুয়াশা এরই মধ্যে ঢেকে ফেলেছে দানব প্যান্থারটাকে, তবে কাদার উপর দিয়ে ওটার ছুটে আসার আওয়াজ পাচ্ছে ও–থক্-থক্-থক্...

তারপর–কড়াক্! দড়াম!

এখনও ছুটছে রানা, তবে কাদায় এখন আর রাপাটার পা আওয়াজ করছে না। ওটাকে মাত্র এক গুলিতেই মেরে ফেলেছে শরিফ।

এবার ডান পাশ থেকে সামনে চলে এল আরেকটা রাপা। এই লাফ দিল!

কড়াক্! গর্জে উঠল স্নাইপার রাইফেল। রাপার গোটা মাথা স্রেফ বিস্ফোরিত হলো। চারপেয়ে জন্তুটা কাদায় পিঠ দিয়ে ছটফট করছে।

শরিফের এরকম অব্যর্থ লক্ষ্য অবিশ্বাস্য লাগছে রানার। এ যেন কোনও দেবদূত সাহায্য করছে ওকে। ওর কাজ শুধু ছুটে চলা, চারপাশের সমস্ত বিপদ সামলানো শরিফের দায়িত্ব, যে বিপদের সবগুলো নিজে দেখতেও পাচ্ছে না ও।

কাদায় আরও পায়ের আওয়াজ হচ্ছে, এ-ও খুব ভারী, চারপেয়ে জন্তুর।

কড়াক্! দড়াম!

দুর্গের ব্যালকনিতে হায়দার শরিফ উল্লসিত। পরমুহূর্তে অসহায় বোধ করল সে। অ্যামিউনিশন শেষ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি একটা আড়াল নিয়ে ব্যস্ত হাতে রিলোড শুরু করল।

কুয়াশার ভিতর দিয়ে এখনও ছুটছে রানা, হঠাৎ যেন ওর চোখের সামনে থেকে পরদা সরে গিয়ে উন্মোচিত হলো একটা মঞ্চ। কুয়াশার চাদর ফাঁক হয়ে বেরিয়ে পড়ল দুর্গটা।

তবে সেদিকে ভাল করে তাকাবার সময় পাওয়া গেল না। কাছাকাছি

কোথাও একটা জি-এগারোর সেফটি রিলিজ করার ক্ল্যাক-ক্ল্যাক আওয়াজ ঢুকল কানে। স্থির হয়ে গেল রানা, ধীরে ধীরে ঘুরল, দেখল ওর পিছনে কুয়াশার ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরও একজন নাৎসি গেরিলা, হাতের অস্ত্র ওর মাথা বরাবর তাক করা।

ইতিমধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠা শরিফের স্নাইপার রাইফেলের আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় রয়েছে রানা। কিন্তু আওয়াজটা হচ্ছে না।

জানে কোনও লাভ নেই, তারপরেও হাতের এম-ষোলোটা ছুঁড়ে মারার কথা ভাবল ও। তবে তারও সময় পাওয়া গেল না। একটা ভয়ানক গর্জন ওদের দুজনেরই পিলে চমকে দিল।

তবে গর্জনটা কোনও রাপা করেনি। ওটা একটা শক্তিশালী ইঞ্জিন স্টার্ট নেওয়ার শব্দ।

ব্যাপারটা চোখের পলকে ঘটে গেল। কুয়াশা ভেদ করে এক্সপ্রেস ট্রেনের মত ছুটে এসে নাৎসির পিঠে ধাক্কা মারল এটিভি। ছিটকে পড়ল জার্মান সন্ত্রাসী, আট চাকার ভেহিকেল তাকে চাপা দিয়ে ছুটল। এমনকী রানাকেও লাফ দিয়ে সরে যেতে হলো ওটার পথ থেকে।

ওকে পাশ কাটিয়ে সোজা ছুটল এটিভি, তারপর ঝাঁকি খেয়ে থামল ঠিক দুর্গের প্রবেশ পথের সামনে একটু বাঁকা হয়ে, যাতে বাম দিকের টানা দরজাটা দুর্গের দরজার মুখোমুখি থাকে।

এক সেকেণ্ড পর এটিভির হ্যাচ খুলে যেতে দেখল রানা, সেটা থেকে উপরে উঠল সার্জেন্ট রিডের মাথা। 'মিস্টার রানা!'

এক লাফে এটিভির পিছনে উঠে পড়ল রানা, তারপর ডাইভ দিল এই মুহূর্তে খালি হ্যাচ লক্ষ্য করে।

গাড়ির ভিতর রানা ঢুকতেই নিজের পিছনে ইস্পাতের হ্যাচ ঘটাং করে বন্ধ করে দিল রিড।

'আইডলটা নিয়ে গেছে ওরা,' বলল সার্জেন্ট। দুর্গের মেঝেতে বসে রয়েছে সে, বাকি সবাইও বসে আছে তার চারপাশে। টর্চ জ্বেলে আলোচনায় বসেছে ওরা। এটিভির খোলা দরজাটা তার পিছনে, দুর্গের পাথুরে দোরগোড়াটাকে পুরোপুরি ঢেকে দিয়েছে।

'গড,' বললেন লয়েড। 'ওই থাইরিয়াম যদি তারা একটা ওঅর্কেবল সুপারনোভায় ফিট করে, সব শেষ...'

ডক্টর ল্যাংম্যান জানতে চাইলেন, 'এখন আমাদের করণীয় কী?'

'ওটা আমরা ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনব,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন লয়েড।

'কিন্তু কীভাবে?' জানতে চাইলেন রজার বোল্ডউইন।

'সেটাই ঠিক করতে হবে—কীভাবে,' গম্ভীর সুরে বললেন লয়েড। 'এনি সাজেশন?'

এটিভির ভিতর নীরবতা নেমে এল।

পাশাপাশি বসেছে শরিফ, শাহানা আর রানা; নিজেদের মধ্যে নিচু গলায়

কথা বলছিল তিনজনে, ওরাও থেমে গেছে। কেউ কিছু বলছে না দেখে একটু নড়েচড়ে বসে রানাই মুখ খুলল।

'আইডলটা ফিরে পেতে চাইলে ওদের পিছু নিতে হবে,' বলল ও। 'এই সময়টাতেই সবচেয়ে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে তারা। এখানে এসেছিল আইডলটা কেড়ে নেয়ার জন্যে, এখন তারা ফিরে যাচ্ছে যেখানে সুপারনোভাটা রেখেছে। আসা-যাওয়ার এই সময়টা তাদের জন্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক।'

'ওদের আস্তানাটা তা হলে কোথায়?'

'কাছাকাছি কোথাওই হবার কথা,' দৃঢ় সুরে বলল রানা। 'এখানে ওদের আসার ধরনটা অন্তত তাই বলে।'

'এখানে আসার ধরন মানে?' ভুরু কোঁচকালেন বোল্ডউইন। 'আপনার কথা ঠিক...'

'কেন, লক্ষ করেননি, এখানে আসার জন্যে এমন ট্র্যান্সপোর্ট ব্যবহার করেছে তারা, আপনাদের স্যাটেলাইটে তা ধরা পড়েনি? উড়ে আসেনি তারা, নিশ্চয় হেঁটেও আসেনি–তা হলে বাকি থাকল কী? ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন লোককে রেইনফরেস্টের ভেতর দিয়ে দ্রুত, সহজে পৌঁছে দিতে পারে?'

'ওহ্! কেন যে আগে মনে পড়েনি...' মাথা নাড়লেন লয়েড।

'কী?' চোখে-মুখে অস্বস্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বোল্ডউইন।

সংক্ষেপে জবাব দিলেন লয়েড। 'নদী পথ।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'বোটে চড়ে এখানে এসেছে তারা। এর মানে হলো, তাদের অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার খুব বেশি দূরে নয়।'

'বেশ, দূরে নয়। কিন্তু কত কাছে?' জানতে চাইলেন লয়েড, একটু ঘুরে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে। 'ঠিক কোথায় হতে পারে তাদের অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার, মিস্টার রানা?' মিস্টার-এর উপর অতিরিক্ত জোর দিল সে।

তবে তাঁর কথায় কান নেই রানার। কী যেন একটা মনে পড়তে চাইছে ওর। এই বিষয়টার সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার...

কোথায় শুনেছে শব্দ দুটো?

'রানা?' তাগাদা দিলেন লয়েড, ক্ষীণ একটু ব্যঙ্গের সুরও আছে তাঁর গলায়।

না, শোনেনি, শব্দ দুটো দেখেছে রানা। হঠাৎই মনে পড়ে গেল। 'ক্রিস্টাল, টেলিফোন সংলাপের সেই কপিটা কি এখনও আছে তোমাদের কারও কাছে?' জিজ্ঞেস করল ও, দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'রিভোস্টি যেটা দেখিয়েছিল আমাকে, যেটার মধ্যে নাৎসিদের মুক্তিপণ প্রসঙ্গটা ছিল?'

'পেরু আর কলোনিয়া এইলমানিয়ার মাঝখানে টেলিফোন আলাপটা তো, বিকেএ যেটা ইন্টারসেপ্ট করেছিল? কেন, কী আছে তাতে?' কথা শেষ হবার আগেই নিজেদের ইকুইপমেন্ট হাতড়াতে শুরু করেছে ক্রিস্টাল।

তিন মিনিট পর বলল, 'পেয়েছি,' কাগজটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

সেটার প্রথম কয়েকটা লাইনে নতুন করে চোখ বুলাল রানা।

কণ্ঠ-১…থেকে প্রাথমিক অপারেশন চালানো হবে, অর্থাৎ অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার ঠিক করা হয়েছে…ওই যে…যেখানে চকচক করত…

চোখ তুলে ক্রিস্টালের দিকে তাকাল রানা। 'এখানে আসার পথে বেল কপ্টার থেকে একটা পরিত্যক্ত সোনার খনি দেখেছিলাম আমরা। কী যেন নাম ওটার? আলোয় ঝলমল করছিল, মনেই হচ্ছিল না যে পরিত্যক্ত।'

'মাদ্রে দ্য ডিয়স গোল্ডমাইন,' বলল ক্রিস্টাল।

'ওখানে এক সময় কী চকচক করত?' হাসছে রানা। 'সোনা। ওটা কি নদীর ধারে?'

'হ্যাঁ, অলটো পুরুস নদীর কিনারায়। অ্যামাজনের ওপেন-কাট টাইপের প্রায় সব খনিই নদীর ধারে, কারণ এদিক থেকে সোনা নিয়ে যাবার বাহন বলতে হয় বোট নয়তো সিপ্লেনকে বোঝায়।'

'এখান থেকে কত দূরে হবে খনিটা?'

'ঠিক বলতে পারব না। ষাট কি সত্তর মাইল হবে।'

লয়েডের দিকে ফিরল রানা। 'ওখানেই যাচ্ছে তারা। মাদ্রে দ্য ডিয়স গোল্ডমাইনে। বোটে চড়ে।'

ঝোপ-ঝাড় ভেঙে পুবদিকে এগোচ্ছে ব্রায়ান ইকো। সর্বশেষ ঝোপের কয়েকটা ডাল একপাশে সরিয়ে দিল সে, সেই সঙ্গে তার চোখের সামনে উন্মুক্ত হলো আশ্চর্য সুন্দর একটি দৃশ্য। সেই দিগন্ত পর্যন্ত সবুজ কার্পেটের মত বিস্তৃত অ্যামাজন রেইনফরেস্ট।

সমমালভূমির কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ইকো, ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা একটা পাহাড়-প্রাচীরের মাথায়, যেখান থেকে নীচের রেইনফরেস্ট দেখা যাচ্ছে যত দূর দৃষ্টি পৌঁছায়। তার ডানদিকে ঝরছে দুশো ফুট লম্বা জলপ্রপাত, সমমালভূমির কিনারা থেকে নামছে কেইমান ভর্তি নদীটায়, যে নদী প্রাচীন ভিলকাফর শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে।

জলপ্রপাতের দিকে তাকালই না ইকো। তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে নদীর চওড়া অংশে ভাসমান জোডিয়াক স্পিডবোটটা। আপন মনে হাসল ইকো। তারপর আইডলটাকে বুকের সঙ্গে সেঁটে ধরে রশির তৈরি মই বেয়ে পাহাড়-প্রাচীর থেকে নদীর দিকে নামতে শুরু করল।

'বেশ, বুঝলাম,' বললেন বোল্ডউইন। 'কিন্তু এখন এই ক্রিমিনালদের ধরার উপায় কী? পনেরো মিনিট হলো এখান থেকে রওনা হয়েছে তারা, এরই মধ্যে অনেক দূর চলে গেছে। তা ছাড়া, ভুললে চলবে না যে বাইরে রাপা আছে–'

'তাদের বোট যেখানে আছে বলে ধারণা করছি,' বলল রানা, 'সেখানে পৌঁছাবার অন্য একটা পথ আছে। এমন একটা রুট, যেটা ধরে গেলে রাপাগুলোকে এড়াতে পারব আমরা।'

'কোন্ রুট?' প্রশ্ন করলেন লয়েড।

মেঝেতে হাঁটু গাড়ল রানা, দুর্গের মাটির মেঝে হাতড়াচ্ছে।

'কী করছেন আপনি?'

'একটা জিনিস খুঁজছি।

'একটা জিনিস...কী?'

জবাব না দিয়ে মেঝেটায় তল্লাশি চালাচ্ছে রানা। ওর্তেগার পাণ্ডুলিপি অনুসারে জিনিসটা এখানেই কোথাও থাকার কথা। একমাত্র প্রশ্ন হলো ইনকারা জিনিসটা চিহ্নিত করার জন্য একই প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করেছে কিনা।

'এই যে, এটা খুঁজছি,' হঠাৎ বলল রানা। মাটির মেঝেতে হাত বুলিয়ে ধুলো-মাটির পাতলা আবরণের নীচে পাথরের একটা স্ল্যাব পেয়েছে ও। স্ল্যাবটার এক কোণে প্রতীক চিহ্নটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে–বৃত্তের ভিতর এক জোড়া V।

'একটু সাহায্য করুন,' বলল রানা।

রিড আর শরিফ এগিয়ে এল। তিনজন তিন দিক থেকে স্ল্যাবটাকে ধরে টানছে। পাশের পাথরে ঘষা খেয়ে গম্ভীর আওয়াজ করছে স্ল্যাব, নিজের আস্তানা ছেড়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে, উন্মুক্ত করছে কালির মত কালো একটা গর্ত।

'এটা একটা কোয়েঙ্কো,' বলল রানা।

'কী?' জিজ্ঞেস করলেন লয়েড।

'ইনকা ভাষায় এটাকে কোয়েঙ্কো বলে। ওর্তেগার ম্যানুস্ক্রিপ্টে এটার কথা আছে। ডক্টর শাহানা অনুবাদ করার সময় শুনেছিলাম। কোয়েঙ্কো মানে গোলকধাঁধা। এই গোলকধাঁধা পাথর কেটে ভিলকাফর শহরের নীচে তৈরি করা হয়েছে–এস্কেপ রুট হিসেবে। এটা একটা টানেল সিস্টেম, সমমালভূমির শেষ মাথায় জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছানো যাবে–গোলকধাঁধার রহস্যটা যদি আপনার জানা থাকে।'

'তারমানে কি রহস্যটা আপনার জানা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে জানলেন আপনি?' বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করলেন বোল্ডউইন।

'বললাম না পাণ্ডুলিপির অনুবাদটা আমি শুনেছি।'

'এখন তা হলে ঠিক করা দরকার কে কে যাবে,' বলল ক্রিস্টাল।

'আমি তো যাবই,' বলল রানা, 'কারণ নাৎসিদের এই গ্রুপটাকে খতম করতে পারলে একটা অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা হবে আমার।'

'আপনি গেলে, ধারণা করি, আপনার সঙ্গে শরিফও যাবেন,' বললেন লয়েড। মার্কসম্যান হিসেবে তার তো জবাব নেই।'

'সত্যি কথা বলতে কী, ওটা আসলে ঝড়ে বক ছিল।'

'না, শরিফ, তা ছিল না,' ভারী গলায় বলল রানা। 'ঝড়ে বক এক-আধটা হতে পারে, কিন্তু তুমি তিনজন নাৎসি আর তিন থেকে চারটে রাপাকে মেরেছ। এখন আমার থাকার কথা ছিল রাপার পেটে, অথচ এখানে বসে নাৎসিদের ধরার প্ল্যান করছি, এর সবটুকু কৃতিত্ব তোমার। আমি চির কৃতজ্ঞ বললেও কিছু বলা

হয় না। কেউ যখন কারও প্রাণ বাঁচায়, সেই ঋণ কখনও শোধ হবার নয়।'

'ট্রেনিংটা কার কাছ থেকে পেয়েছি সেটাও তো দেখতে হবে, মাসুদ ভাই!' হাসছে শরিফ। 'তা-ও তো আমি ছিলাম আপনার সবচেয়ে খারাপ শিষ্য...'

'যারা গুলি ছুঁড়তে পারে তারা সবাই যাবে,' বললেন লয়েড, তারপর একে একে দুই বিকেএ এজেন্ট আর অবশিষ্ট জার্মান ট্রুপারের দিকে তাকালেন তিনি। সাড়া দিয়ে বেলেগু, রিভোস্টি আর গ্রস মাথা ঝাঁকাল।

বোল্ডউনের দিকে ফিরলেন লয়েড। 'আপনি, মিস্টার রজার?'

'আমি জীবনে কখনও গুলি ছুঁড়িনি।'

রানার দিকে তাকালেন লয়েড। 'আপনি যেহেতু নাৎসিদের এই গ্রুপটা সম্পর্কে জানেন, তাই মূল দায়িত্ব আপনার কাঁধেই থাকল, মেজর রানা।'

রানা কী বলে তা শোনার অপেক্ষায় না থেকে সার্জেন্ট রিডের দিকে তাকালেন লয়েড। 'অনুমতি দিলাম, যা করা দরকার করবে, সেজন্যে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, শুধু আইডলটা ফিরিয়ে আনো।'

'ইয়েস, সার।'

'এখন থেকে যে-কোনও মুহূর্তে আমাদের এয়ার সাপোর্ট টিম চলে আসবে। ওরা আসা মাত্র তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। তোমরা শুধু আইডলটা উদ্ধার করো, সাপোর্ট টিম ওখান থেকে তুলে আনবে তোমাদেরকে। ঠিক আছে?'

'ইয়েস, সার!' রানার হাতে নতুন একটা এম-ষোলো ধরিয়ে দিল সার্জেন্ট রিড। 'চলুন, সার!'

***

শেষ হাসি-২

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬

এক

পেরুর রেইনফরেস্ট। প্রাচীন ইনকা শহর ভিলকাফর।

থাইরিয়ামের তৈরি আইডলটা নিয়ে পালিয়ে গেছে নাৎসিরা। ওই থাইরিয়াম যদি একটা ওয়ার্কেবল সুপারনোভায় ফিট করা হয়, তারপর সেটা যদি কেউ ফাটিয়ে দেয়, পৃথিবী থাকবে না। থাকবে না মানে, সুপারনোভার বিস্ফোরণে দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশ উড়ে যাবে, ফলে কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়বে গ্রহটা, রওনা হবে অন্ধকার ও ঠাণ্ডা অসীম মহাশূন্যের দিকে।

নাৎসিদের এই গ্রুপটাকে আগে থেকেই চেনে মাসুদ রানা, তা ছাড়া ওর ধারণা আছে কোথায় যাচ্ছে তারা, তাই যারা গুলি চালাতে জানে তাদেরকে নিয়ে আইডলটা ফিরিয়ে আনার অভিযানে বেরিয়েছে ও।

কর্নেল লয়েড অবশ্য প্রশ্ন তুলেছিলেন, ঝুঁকি নিয়ে এটা-সেটা অনেক কিছুই করতে উৎসাহ দেখাচ্ছে রানা, কারণটা কী?

রানা জবাব দিয়েছে, ও চায় না গোটা দুনিয়ার মানুষ মারাত্মক কোনও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাক। এ-ও চায় না মূর্তিটা খারাপ কোনও লোকের হাতে পড়ুক। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করেছে ও—মূর্তিটা আনতে অন্যদের কেন পাঠাচ্ছেন লয়েড, তিনি নিজে কেন যাচ্ছেন না?

লয়েড জবাব দিয়েছেন, একাধিক কারণে এখানে থাকতে হচ্ছে তাঁকে। যেমন, তাঁর আরও লোক আসার কথা, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। আরও বিষয় আছে, সবাইকে এখনই বলা যাবে না।

এ নিয়ে রানা আর কৌতূহল দেখায়নি।

পিরামিড আকৃতির দুর্গের মেঝে থেকে আলগা একটা পাথরের স্ল্যাব সরিয়ে শহরের অনেক নীচে নেমে এসেছে দলটা। এখানে রয়েছে অসংখ্য টানেলের সমষ্টি, ইনকা ভাষায় যেটাকে বলা হয় কোয়েস্কো। এই গোলকধাঁধার সন্ধান পাওয়া গেছে চারশো বছর আগে হোসে ওর্তেগার লেখা পাণ্ডুলিপিতে।

পথ দেখাচ্ছে মাসুদ রানা। এম-ষোলোটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে ও, হাতে ধরা টর্চের আলো ওদের সামনের টানেল আলোকিত করে রেখেছে। ওর পিছনে রয়েছে সার্জেন্ট জন রিড, শরিফ, আর তিনজন জার্মান। জার্মানদের মধ্যে দুজন বিকেএ এজেন্ট, কার্ল রিভোস্টি ও বেলেণ্ডা বার্ড। বাকি একজন, গ্রস, প্যারাট্রুপার। তারা সবাই যে যার অস্ত্র তৈরি রেখেছে।

দুর্গ থেকে শহরে বেরুলে হামলা করবে ব্ল্যাক পান্থার, তাই বৃত্তের ভিতর জোড়া V খোদাই করা স্ল্যাবটা সরিয়ে গোলকধাঁধায় নেমেছে রানা। নাৎসিদের কাছে একটা সুপারনোভা আছে, এখন যে কোনও মূল্যে থাইরিয়ামের মূর্তিটা ফিরিয়ে আনতে হবে ওদের।

নাৎসিরা অস্ত্রটা বানিয়েছে ফাটিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে কিছু সুবিধা আদায়ের জন্য। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু ভয় দেখানোর পর্যায়ে থাকবে না। কারণ থাইরিয়াম দুশো একষট্টির নিজস্ব একটা ক্ষমতা আছে, ওটার পাঁচ ফুটের মধ্যে এলে মানুষের মাথায় কুবুদ্ধি ভর করে।

প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া সূত্র ধরে গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে দ্রুতই এগোচ্ছে রানা, তবে নার্ভাস বোধ করছে ও। তার কারণ হলো পাতালের এই টানেলগুলো শেষ পর্যন্ত কোথায় ওদেরকে নিয়ে যাবে নিশ্চিত করে বলা যায় না। পাণ্ডুলিপিতে নীচের এই ভয়ানক পরিবেশের কথা কিছুই বলা হয়নি।

ওরা যেন একটা দুঃস্বপ্নের ভিতরে রয়েছে। টানেলগুলো এত সরু ও স্যাঁতসেঁতে, ক্লস্ট্রফোবিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দম আটকে আসতে চাইছে ওদের। ছয়জনের দলটাকে এগোতে দেখে বিরাট আকারের মাকড়সাগুলো তাড়াতাড়ি ফাটল ও গর্তের ভিতরে লুকাচ্ছে। প্রতিটি সাপ এত মোটা যে রীতিমত অশ্লীল লাগে, মেঝের পুরু কাদার উপর দিয়ে শ্লথগতিতে আসা-যাওয়া করছে, পায়ে বেধে যাওয়ায় প্রায়ই হোঁচট খেতে হচ্ছে ওদেরকে।

'ডানদিকের তৃতীয় টানেলটা ধরব আমরা,' বলল রানা, অনেকটা নিজেকে মনে করিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে। 'তারপর আঁকাবাঁকা পথ, বামদিক থেকে শুরু।'

রেডিওর সাহায্যে কর্নেল লয়েডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ওরা। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে সার্জেন্ট রিড।

ঠিক ওই একই সময়ে সমমালভূমির নীচে নেমে এল ব্রায়ান ইকো, তার পিছু নিয়ে আরও ছয়জন নাৎসি গেরিলা। নদীর কিনারায় পৌঁছে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে সরাসরি রাবারের তৈরি স্পিডবোটে চড়ল তারা। রেডিওর মাইক অন করল ইকো। 'ডিমলিশন টিম। রিপোর্ট।'

কোনও জবাব এল না।

টানেল ধরে ছুটছে দলটা। সেটা কখনও ডানে মোচড় নিয়েছে, কখনও বাঁয়ে। কোথাও মাকড়সার জাল দুর্ভেদ্য। কোনও কোনও মোটা সাপ চল্লিশ ফুটী। যেখানে কাদা নেই সেখানে আছে কালচে শ্যাওলা। মোরগ আকৃতির ব্যাঙ লাফ দিয়ে পথ থেকে সরে যাচ্ছে, দেখে কে বলবে উড়ছে না!

টানেলের ভিতর দিয়ে সাত মিনিট হলো ছুটছে ওরা ছয়জন, সবার আগে রানা; হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরেই ধাক্কা খেল ও নিরেট পাথরের দেয়ালে।

তবে না, ওটা আসলে দেয়াল নয়, একটা ডোরস্টোন। দুর্গে যেরকম ডোরস্টোন আছে, প্রায় সেরকমই: চৌকো একটা বোল্ডার, নীচের দিকটা পাতিলের মত, ভিতর দিক থেকে গড়িয়ে খোলা যায়।

রিডের সাহায্য নিয়ে বোল্ডারটাকে সরাল রানা, সেই সঙ্গে ওদের উপর যেন আছড়ে পড়ল বিশাল একটা জলপ্রপাতের গর্জন। প্রপাতটা ওদের থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে, চোখে-মুখে উড়ে এসে লাগছে পানির মিহি কণা।

চারদিকে ভাল করে চোখ বুলাল রানা। ইনকা আমলের একটা পথের উপর

দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, জলপ্রপাতের পিছনদিকে পাথরের দেয়াল কেটে তৈরি। অর্থাৎ এরই মধ্যে সমমালভূমির কিনারায় পৌঁছে গেছে ওরা।

জলপ্রপাতের গর্জন এখানে অবিশ্বাস্যরকমের জোরালো। অন্য সমস্ত আওয়াজকে চাপা দিয়ে রেখেছে। কথা বলার সময় চিৎকার করতে হলো রানাকে। 'এদিকে!' বাঁয়ে ঘুরে গেল ও।

ভিজে পাথুরে পথটা পিচ্ছিল হয়ে আছে, অঝোর ধারায় নেমে আসা পানির পরদার পিছন দিয়ে সাবধানে এগোল ওরা। পরদার প্রান্তে পৌঁছাতে দেড় মিনিট সময় লাগল ওদের। জলপ্রপাতটা খুব চওড়া, গোলকধাঁধা থেকে ওটার ঠিক মাঝ বরাবর বেরিয়ে এসেছে ওরা।

নিরেট জমিনে সবার আগে পৌঁছাল রানা, কর্দমাক্ত নদীর কিনারায় পিছলাতে শুরু করা পা দুটোকে কোন রকমে নিয়ন্ত্রণে রাখল। 'ওই যে!' কয়েকটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে সামনে তাকিয়ে আছে ও।

'কী, সার?' ওর পাশে চলে আসার সময় জিজ্ঞেস করল রিড।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রথমেই রিড দেখতে পেল ব্রায়ান ইকোর স্পিডবোটটা, পিছনের পানিতে মসৃণ ফিতের মত একটা চওড়া দাগ রেখে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। বোটে দাঁড়ানো লোকগুলোর মাথা গুণল সে, সাতটা।

তারপর বাকি বোটগুলোও দেখতে পেল ওরা।

প্রায় পাঁচশো গজ দূরে, খয়েরী রঙের চওড়া নদীর মাঝখানে রয়েছে ত্রিশ ফুটী একটা সাদা ক্যাটামারান, ওটাই নাৎসিদের কমাণ্ড বোট। ভারি সুন্দর দেখতে, আনকোরা নতুনের মত ঝকঝক করছে। কমাণ্ড বোটের পিছনে একটা কপ্টার বসে রয়েছে। চল্লিশ গজ পিছনে রয়েছে ছোটখাট একটা বার্জ, হেলিপ্যাড সহ। বার্জের গায়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে সামান্য তোবড়ানো একটা গ্রুমম্যান গুজ সিপ্লেন।

এই সময় জলপ্রপাতের আওয়াজকে ছাপিয়ে মাথার উপর থেকে ইঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। তাড়াতাড়ি গাছগুলোর আড়ালে সরে এল ওরা। ওদের পিছনের পাহাড়চূড়ার উপর দিয়ে উড়ে এল একটা মাসকিটো হেলিকপ্টার, বাঁকা একটা পথ ধরে অনুসরণ করল নদীটাকে, তারপর ল্যাণ্ড করল হেলিপ্যাড বার্জে।

ব্রায়ান ইকোর স্পিডবোটকেও কমাণ্ড ভেহিকেলে পৌঁছাতে দেখল রানা। নাৎসি ফিল্ড কমাণ্ডার চড়ল ওটায়। বাকি ছয়জন গেরিলা স্পিডবোটে রয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেল ক্যাটামারান। ওটার দেখাদেখি বার্জ, সিপ্লেন ও স্পিডবোটও সচল হলো।

স্পিডবোটটা গতি কমিয়ে বার্জের পাশে চলে এল। বার্জে ল্যাণ্ড করা মাসকিটো হেলিকপ্টার থেকে বেরিয়ে এল ছয়জন নাৎসি কমাণ্ডো, তারপর বার্জ থেকে লাফ দিয়ে স্পিডবোটে উঠল তারা। স্পিডবোট আবার গতি বাড়িয়ে চলে গেল কমাণ্ড বোটের পাশে। নতুন ওঠা কমাণ্ডোদের নামিয়ে দেওয়া হলো সেটায়। বাকি কমাণ্ডোরা স্পিডবোটেই থেকে গেল।

বার্জের কেবিনে দু'তিনজন ক্রুকে দেখা গেল, সশস্ত্র কোনও কমাণ্ডো চোখে পড়ছে না। রানা লক্ষ করল, এইমাত্র ল্যাণ্ড করা মাসকিটো হেলিকপ্টারেও কেউ নেই।

'ওরা চলে যাচ্ছে!' বলল সার্জেন্ট রিড।

'ওদিকে!' হাত লম্বা করে তিনটে পরিত্যক্ত রিভারবাইক দেখাল রানা, নদীর কিনারায় পড়ে রয়েছে, জলপ্রপাতের কাছ থেকে বেশি দূরে নয়। সন্দেহ নেই নাৎসি ডিমলিশন টিমের সদস্যরা এগুলো এখানে রেখে গিয়েছিল। মনে মনে আরেকবার শরিফের প্রশংসা করল রানা। তার কৃতিত্বেই নাৎসি ডিমলিশন টিম শহর থেকে ফিরে আসতে পারেনি এখানে।

'আসুন সবাই!' বলল রানা।

তিনটে রিভারবাইকের দিকে ছুটল ওরা ছয়জন। একেকটা নয় ফুট লম্বা, অনায়াসে দুজন করে বসতে পারবে।

একটায় চড়ল রানা ও রিড। রিড চালাবে, তার পিছনে বসেছে রানা, এক হাতে এম-ষোলো।

ওদের ডান দিকে রয়েছে শরিফ, চালকের আসনে; তার পিছনে বসেছে জার্মান প্যারাট্রুপার গ্রস।

বামে রয়েছে বেলেগু ও রিভোস্টি; বেলেগু চালাচ্ছে, দুজনের হাতেই এম-ষোলো।

'মিস্টার রানা!' চেঁচিয়ে উঠল রিড। 'আমাদের প্ল্যানটা কী?'

দূরে তাকিয়ে নাৎসিদের জলযানগুলোকে বাঁক নিতে দেখছে রানা। দীর্ঘ বিস্তৃতি নিয়ে নদী ওখানটায় ধনুকের মত বেঁকে গেছে, ফলে সেটা ঘুরতে সময় লাগছে প্রচুর। 'মূর্তিটা উদ্ধার করার জন্যে প্রথমে দখল করতে হবে ওদের কমাণ্ড বোট,' বলল ও। 'কিন্তু সংখ্যায় ওরা অনেক বেশি, সরাসরি লড়াই করে জিততে পারব না।'

'এয়ার সাপোর্ট না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হয় না?' জানতে চাইল রিড।

'সেটা কখন আসবে, আদৌ আসবে কিনা, কিছুই আমাদের জানা নেই...'

'তা হলে?'

'ওদেরকে চমকে দিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে,' বলল রানা। 'চলুন, আগে রওনা হই, দেখি কোনওভাবে ওদের সামনে পৌঁছনো যায় কিনা। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ওদেরকে অ্যামবুশে ফেলতে পারি।'

'ঠিক আছে, আপনি যা বলেন।'

ছয়জনকে নিয়ে ছুটল তিনটে রিভারবাইক।

ওদের সামনে সাত-আটশো গজ দূরে শুরু হয়েছে বাঁকটা। সেটা ঘুরে চোখের সামনে থেকে এইমাত্র অদৃশ্য হয়ে গেছে নাৎসিদের বোটগুলো।

'অল রাইট, এভরিবডি,' থ্রোট মাইকে বলল রানা। 'সামনের গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন? ওদিকেই যাচ্ছি আমরা। 'মনে হচ্ছে নাৎসিদেরকে সারপ্রাইজ দেয়ার একটা সুযোগ পেলেও পেতে পারি।' যে বাঁক ঘুরে নাৎসিরা অদৃশ্য হয়ে

গেছে, সেটার কিনারায় প্রচুর গাছপালা দেখতে পাচ্ছে রানা। গাছগুলোর গোড়ায় কোনও বালি, মাটি বা আবর্জনা নেই। যেন সরাসরি পানি থেকে খাড়া হয়েছে ওগুলো।

তারপর ব্যাপারটা বুঝল রানা। এটা বর্ষাকাল, আর কদিন ধরে অনবরত বৃষ্টি হওয়ায় অ্যামাজন অববাহিকার নদীগুলোর সারফেস নাটকীয় ভাবে উঁচু হয়ে গেছে। ফলে জঙ্গলের গাছগুলো বেশ কয়েক ফুট করে ডুবে গেছে আকস্মিক বন্যায়।

এর মানে, রিভারবাইকের মত ছোট জলযান নিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়েও এগোনো সম্ভব, সেটাই সোজা ও সংক্ষিপ্ত পথ হবে। নদীর স্বাভাবিক বাঁক ধরে না ঘুরলেও পারে ওরা।

রিড ও রানাকে পাশ কাটিয়ে শরিফের রিভারবাইক জঙ্গলের রেখা লক্ষ্য করে ছুটল। পিছন থেকে তাকে উৎসাহ ও দিক নির্দেশনা দিচ্ছে প্যারাট্রুপার গ্রস, নাৎসিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অস্থির হয়ে আছে সে। ওদের ঠিক পিছনে থাকল রিড।

দু'পাশের গাছের কাণ্ডগুলো শাঁ শাঁ করে পিছিয়ে যাচ্ছে। তিনটে রিভারবাইকের চালক যার যেমন সুবিধে মত কখনও ডানে কখনও বাঁয়ে কাত হয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নিজের পথ তৈরি করে নিচ্ছে, ওগুলোর প্রায় চ্যাপ্টা খোল নামমাত্র স্পর্শ করছে পানির সারফেস। গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে নাৎসিদের জলযানগুলোকে মাঝে মধ্যে দেখতে পাচ্ছে ওরা, এখনও বাঁক ঘোরা শেষ হয়নি ওগুলোর।

প্রতিটি রিভারবাইকের চালক ও আরোহী, দুজনেই যতটা সম্ভব নিচু করে রেখেছে নিজেদের মাথা, নাৎসিরা যাতে ওদেরকে দেখতে না পায়।

একাগ্রচিত্তে রিভারবাইক চালাবার চেষ্টা করছে রিড। ওদের স্পিড এত বেশি, যে-কোন মুহূর্তে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

উঁচু স্যাডলে বসে শরিফকে অনুসরণ করছে রিড, আপাতদৃষ্টিতে কোনও কারণ ছাড়াই হঠাৎ দেখল শরিফ ও গ্রস দুজনেই ঝট করে মাথা নিচু করল। পরক্ষণে কারণটা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'সার, মাথা নামান!' দুজন একযোগে মাথাসহ ঊর্ধ্বাঙ্গ নিচু করল, এক সেকেণ্ড পরেই ঝুলে থাকা কিছু ডালপালাকে তীরবেগে পিছনে ফেলে এল ওরা।

'ধন্যবাদ!' বলল রানা।

এর একটু পরেই গাছের গাঢ় কাণ্ডের ফাঁকে আলো দেখতে পেল রানা। কুয়াশায় ঝাপসা শেষ বিকেলের আলো। 'অল রাইট, এভরিওয়ান,' থ্রোট মাইকে বলল ও। 'অ্যারোহেড ফরমেশন। গ্রস ও শরিফ, তোমরা সামনে থাকো। রিভোস্টি ও বেলেণ্ডা, আপনারা বাম দিকে থাকুন। রিড ও আমি ডানদিকটা কাভার করব। ওকে, রেডি সবাই?' এম-ষোলোটা উঁচু করে দেখাল সবাইকে।

'জী, মাসুদ ভাই, আমরাও রেডি,' শরিফের গলা ভেসে এল। 'শুরু যখন করেছি, হিটলারের সবগুলো চামচাকে মেরে একেবারে ভূত বানিয়ে দেব।'

তিন জার্মান জানাল, 'রেডি, রেডি, রেডি।'
'বেশ,' বলল রানা। 'চলুন, শুরু করি।'

দুই

তিনটে রিভারবাইক তীরের নিখুঁত মাথা তৈরি করেছে, জঙ্গলের কিনারা থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে এল নাৎসিদের বোটগুলোর পাশে। একেবারে সামনে পড়ল স্পিডবোটটা। ওটার ছ'জন গেরিলাকে লক্ষ্য করে এম-ষোলো থেকে গুলি চালাচ্ছে ওরা।

চমকে দিতে পারায় কাজ হয়েছে, আকস্মিক হামলায় হকচকিয়ে গেল নাৎসিরা। যে-যার অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াবার আগেই রানা, রিড, বেলেগুা ও রিভোস্টির গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল চারজন নাৎসি। স্পিডবোটে আড়াল নেওয়ার জায়গা নেই, বাকি দুজন নদীতে লাফ দিল। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হলো না। কোত্থেকে কে জানে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল কয়েকটা কেইমান। দেখতে না দেখতে লাল হয়ে উঠল ওখানকার পানি।

রিভারবাইক ঘুরিয়ে নিয়ে কমাণ্ড বোটের দিকে ছুটল বেলেগুা, পিছনে রিভোস্টি।

রানার নির্দেশে রিড ছুটল হেলিপ্যাড বার্জের দিকে।

আর গ্রসকে নিয়ে আগেই গুজ সিপ্লেনের দিকে রওনা হয়ে গেছে শরিফ।

অপ্রত্যাশিত হামলার সুবিধেটাকে কাজে লাগিয়ে কমাণ্ড বোটের কাছাকাছি পৌঁছে গেল বেলেগুা। ওটাতে কোন মানুষজন আছে বলে মনেই হলো না।

বেলেগুাকে স্পিড কমাতে বলে তৈরি হলো রিভোস্টি। কমাণ্ড বোটের গা ঘেঁষে রিভারবাইক চালাচ্ছে বেলেগুা। ওটার সাদা রেলিং হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল রিভোস্টি, তারপর লাফ দিয়ে সেটাকে টপকে ডেকে নামল।

একটা প্যাসেজের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছে কয়েকজন নাৎসি। এটা তাদের তরফ থেকে একটা সারপ্রাইজ। শিকারকে সুযোগ দিচ্ছে রেঞ্জের মধ্যে চলে আসার।

রিভোস্টি নিরাপদে কমাণ্ড বোটে নেমেছে দেখে সাহস পেল বেলেগুা। স্পিড বাড়িয়ে আরও খানিক এগিয়ে এল সে, তবে কমাণ্ড বোটের পাশেই থাকল। তারপর ওটার রেলিং ধরে রিভারবাইক ছেড়ে দিল। নিয়ন্ত্রণ করার কেউ নেই, কাত হয়ে গেল ওটা, পিছিয়ে পড়ছে।

লাফ দিয়ে রেলিং টপকাচ্ছে বেলেগুা, এই সময় চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ল।

হাতে উদ্যত জি-এগারো নিয়ে একটা প্যাসেজের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে তিনজন নাৎসি গেরিলা। চেঁচিয়ে উঠল বেলেগুা, 'রিভোস্টি, ডানদিকে!'

পরমুহূর্তে তার হাতে গর্জে উঠল এম-ষোলো।

একই সঙ্গে গুলি করেছে নাৎসিরাও। এক ঝাঁক বুলেট রিভোস্টিকে থরথর করে কাঁপিয়ে দিল, দুই সেকেণ্ড পর ছিটকে পড়ল তার ক্ষতবিক্ষত লাশ।

বেলেগুাকে একেবারে শেষ মুহূর্তে দেখতে পেয়েছে নাৎসিরা। তার ব্রাশ ফায়ারের অন্তত দশটা বুলেট তাদের তিনজনকেই আহত করল। প্যাসেজের ভিতর দিকে অপেক্ষা করছিল আরও তিনজন নাৎসি, আহত সঙ্গীদের দ্রুত সরিয়ে নিল তারা।

এই ফাঁকে রেলিং টপকে ডেক পেরুল বেলেগুা, পাশের একটা দরজা দিয়ে কমাণ্ড বোটের ভিতরে ঢুকে পড়ল। সরু ও সাদা একটা করিডর ধরে সাবধানে এগোচ্ছে। হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। একটা বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এল দুজন নাৎসি। তবে দ্রুত পাশ কাটাল তারা, তাকে হয়তো দেখতেই পায়নি। একজন আরেকজনকে বলল, 'কারা হামলা করেছে, সংখ্যায় কত, কিছুই তো আমরা জানি না!'

নীল কার্পেটের উপর দিয়ে সাবধানে হাঁটছে বেলেগুা। জানে ধরা পড়লে মরতে হবে, তারপরও ভয় পাচ্ছে না সে। একটাই উদ্দেশ্য তার। আইডলটা উদ্ধার করা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বেলেগুা। ওর ডান দিকের একটা দরজা থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে। পা টিপে টিপে কিছুটা এগিয়ে উঁকি দিয়ে চৌকাঠের ভিতরে তাকাল।

কামরাটা আল্ট্রা-হাই-টেক ল্যাবরেটরি। সেটার মাঝখানে যে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে চেনে বেলেগুা। লোকটা বুড়ো; তবে দশাসই, ভয়ানক মোটা। ষাঁড়ের মত প্রকাণ্ড কাঁধ, বিশাল ভুঁড়ি। সাদা পপলিনের শার্টটা গায়ে এঁটে বসেছে।

হুইপ হারমান-এর দিকে দম বন্ধ করে তাকিয়ে থাকল বেলেগুা। নিও নাৎসিদের সংগঠন স্টর্মট্রুপারস-এর লিডার সে। তার বয়স পঁচাত্তর হলেও, দেখে পঞ্চাশের একদিনও বেশি মনে হয় না। সাদা ধবধবে চুল মাথার দু'পাশে ঝুলে আছে। নীল চোখে উন্মত্ত একটা ভাব। নিজের লোকজনকে নির্দেশ দিচ্ছে সে।

'–সেক্ষেত্রে পাল্টা হামলা চালাও, শালা হারামজাদারা! দু'চারজন আহত হলে লেজ তুলে পালাতে হবে নাকি, বেজন্মা কুত্তা কোথাকার!' একজন কমাণ্ডোর পেটে মোটা আঙুল দিয়ে খোঁচা মারল। 'এই শালা, শুয়োরের বাচ্চা! এক্ষুনি এখানে হাজির কর ব্রায়ান ইকোকে!'

নাৎসি লিডারের চারদিকে কাঁচ ও ক্রোম দেখা যাচ্ছে। দেওয়ালগুলোয় সারি সারি সুপার-কমপিউটার। ওঅর্ক বেঞ্চে বসে রয়েছে ভ্যাকিউম-সিল চেম্বার। সাদা কোট পরা ল্যাব টেকনিশিয়ানরা সারাক্ষণ এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে। হাতে পিস্তল নিয়ে মেইন গ্লাসডোর দিয়ে বেরিয়ে গেল নাৎসি গেরিলারা। ওদিক দিয়ে ক্যাটামার‍্যানের পিছনের ডেকে বেরুনো যায়, যেখানে হেলিপ্যাড রয়েছে।

তবে অন্য কিছুতে নয়, বেলেগুর দৃষ্টি শুধু হুইপ হারমানের বাম হাতে ধরা জিনিসটার উপর স্থির হয়ে আছে। ছেঁড়া নীলবেগুনি কাপড়ে মোড়া।

ইনকা আইডল।

হেলিপ্যাড ডেক থেকে ঝড়ের মত ল্যাবে ঢুকল ব্রায়ান ইকো, শ্বশুর হুইপ হারমানের সামনে সামরিক কায়দায় অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল সে। 'আমাকে আপনি ডেকেছেন, হের হারমান?'

'কী ঘটছে রিপোর্ট করো আমাকে,' গম গম করে উঠল হুইপ হারমানের ভারি কণ্ঠস্বর।

'চারদিকেই দেখা যাচ্ছে ওদেরকে, হের হারমান। স্পিডবোটের ছয়জনই মারা গেছে। কমাণ্ড বোটেও আহাত হয়েছে তিনজন। ওরা বোধহয় ঘিরে ফেলছে আমাদেরকে...'

'সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে চলে যাব আমরা,' বলে কাপড়ে জড়ানো মূর্তিটা জামাই ইকোর হাতে ধরিয়ে দিল হুইপ হারমান, তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল হেলিপ্যাড ডেকে। 'জলদি,' তাগাদা দিল সে। 'এসো, আইডল নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ি, পাইলট আমাদেরকে মাইনে পৌঁছে দিক।'

'কিন্তু, হের হারমান, আমাদের দাবি আদায়ের কী হবে?'

'সরকারপ্রধানদের কাছে মেসেজ পাঠানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আলাদা মেসেজ, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর জন্যে আলাদা।'

'ও, আচ্ছা,' সন্তুষ্ট দেখাল ইকোকে।

গুজ সিপ্লেনে নিরস্ত্র পাইলট ছিল দুজন, আর পাহারায় ছিল দুজন সশস্ত্র নাৎসি কমাণ্ডো। রিভারবাইক নিয়ে শরিফ ও গ্রসকে ছুটে আসতে দেখে কমাণ্ডোরা পজিশন নিল সিপ্লেনের কেবিনে। তাদের বিরতিহীন গুলিবর্ষণে সামনে বাড়তে সাহস পেল না শরিফ, রিভারবাইক ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য হলো সে। ঠিক তখনই সিপ্লেনের ভিতর থেকে ছোঁড়া হলো গ্রেনেডটা। শরিফ ও গ্রস, দুজনের কেউই জানে না পিছন থেকে কী ছুটে আসছে।

ওদের এত কাছে ফাটল ওটা, শরিফের মনে হলো তার কানের পর্দা ফেটে গেছে। ওদের রিভারবাইক উল্টে গেল। দুজনেই ছিটকে পড়েছে পানিতে। তবে শরিফের পিছনে বসে থাকায় বিস্ফোরণের ধাক্কাটা সরাসরি গ্রসকে লেগেছে। তার শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে, উড়ে গেছে মাথার অর্ধেকটা।

এদিকে সাবধানে রিভারবাইক চালিয়ে হেলিপ্যাড বার্জের দিকে ছুটছে রিড ও রানা। হঠাৎ বার্জের পাশে সিপ্লেনটাকে দেখতে পেল ওরা, দেখল ওটার কেবিনের ভিতর থেকে কালো একটা বল ছোঁড়া হলো। আকৃতি দেখেই চিনতে পারল জিনিসটা কী। রিভারবাইকের স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে প্রায় নির্জন বার্জটাকে পাশ কাটাল ওরা, সিপ্লেনের পাশে চলে এল। ওটার খোলা জানালা দিয়ে ভিতরে তাকাতেই দেখতে পেল নাৎসি কমাণ্ডোরা কানে আঙুল ঢুকিয়ে বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করছে।

গ্রেনেডটা ফাটল, একই সঙ্গে ফাটল দুই নাৎসি কমাণ্ডোর কপাল। রিড ও রানার গুলিতে দুজনেই মারা গেছে। পাশ কাটাবার সময় ককপিটে নড়াচড়া লক্ষ করে সেদিকেও এক পশলা গুলি করল ওরা। পাইলট দুজন দরজা খুলে লাফ দিল পানিতে।

পাশেই বার্জের কেবিন, সেদিকেও কয়েক পশলা গুলি করল রানা। এই সময় হঠাৎ জ্যাম হয়ে গেল ওর হাতের এম-ষোলো। তবে ভাগ্য ভাল যে পাল্টা কোনও গুলি হলো না।

রক্তের গন্ধ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে রিভোস্টির লাশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কেইমানগুলো। এবার শরিফকেও ধরতে আসছে।

তবে ওগুলোর আগে তার কাছে পৌঁছে গেল রানা ও রিড। পানি থেকে উদ্ধার করে শরিফকে নিয়ে সিপ্লেনে উঠল রানা।

ওদেরকে রেখে পরিস্থিতি বোঝার জন্য জলযানগুলো ঘিরে একটা চক্কোর দিতে চলে গেল রিড।

একটু ধাতস্থ হওয়ার পর কনসোল প্যানেলে হাত দিল শরিফ। দেখা গেল কোনটা কী কাজ করে সবই হয় তার মনে আছে, নয়তো আন্দাজ করতে পারছে।

ইগনিশন সুইচে চাপ দিতে ডানায় বসানো প্রপেলার দুটো সঙ্গে সঙ্গে সচল হলো। হেলিপ্যাড বার্জ থেকে আলাদা হয়ে সরে এল সিপ্লেন। এই সময় কেবিন থেকে ককপিটে ঢুকল রানা। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করছে ও।

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট সামনে, একটু বাঁ দিকে ঘেঁষে, নাৎসি কমাণ্ড বোটকে দেখা যাচ্ছে। ঠিক ওই সময় হঠাৎ দুজন লোককে ওটার পিছনের ডেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখল ও। হেলিকপ্টারে উঠতে যাচ্ছে তারা।

দেখামাত্র তাদের একজনকে চিনতে পারল রানা–ব্রায়ান ইকো, হিউগো হারমানের ভগ্নীপতি। সঙ্গের বুড়ো লোকটাকে আগে কখনও দেখেনি ও, তবে পরিচয়টা আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না। ছেলে হিউগো নিখোঁজ হওয়ার পর নাৎসি পার্টির নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে সে। বাপ ও ছেলের চেহারায় আশ্চর্য মিল। পার্থক্য শুধু একটাই, হুইপ হারমান খুব মোটা।

তাড়াহুড়ো করে কপ্টারে চড়ে বসল শ্বশুর ও জামাই। কপ্টারের রোটর ঘুরতে শুরু করল।

এতক্ষণে সংবিৎ ফিরল রানার। সর্বনাশ! আইডল নিয়ে পালাচ্ছে ওরা!

এই সময় চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। ভাল করে সেদিকে তাকাল রানা। ছোট্ট একটা মূর্তি কমাণ্ড বোটের স্টারবোর্ড প্যাসেজ ধরে ছুটে আসছে। চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ওর। সচল মূর্তিটা বেলেণ্ডা। সাইড প্যাসেজ ধরে ক্যাটামার‍্যানের পিছনে চলে আসছে সে, বুকের কাছে শক্ত করে ধরে রেখেছে এম-ষোলোটা। বাঁক ঘুরল, ঘুরেই ফায়ার শুরু করল নাৎসি কপ্টারকে লক্ষ্য করে।

কপ্টারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা নাৎসিদের মধ্যে দুজন ঝাঁকি খেয়ে ওখানেই পড়ে গেল। তবে বাকি লোকগুলো আড়াল নিয়ে একে-সাতচল্লিশ থেকে গুলি করছে।

পাল্টা গুলি হচ্ছে দেখে পিছিয়ে প্যাসেজে ঢুকে পড়ল বেলেগুা। ওদিকে ডেক ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল নাৎসি কপ্টার।

এক সেকেণ্ড চিন্তা করল বেলেগুা, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্যাসেজ ধরে পিছু হটতে শুরু করল, কমাণ্ড বোটের সামনের দিকে যাচ্ছে। ওখান থেকে শেষ একবার চেষ্টা করে দেখবে আকাশ থেকে নাৎসি কপ্টারকে ফেলে দেওয়া যায় কিনা।

দ্রুত পিছু হটার সময় গুলিও করছে সে, প্যাসেজের মুখে আটকে রেখেছে নাৎসিদেরকে।

এই সময় লোকটাকে দেখতে পেল রানা।

নিঃসঙ্গ একজন নাৎসি গেরিলা। কমাণ্ড বোটের চওড়া ছাদ ধরে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, গন্তব্য বেলেগুার পজিশন। সাবধানে, দৃঢ় পায়ে এগোচ্ছে সে, বেলেগুার দৃষ্টিপথের বাইরে থাকছে। নাগালের মধ্যে পেলেই ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়বে তার ঘাড়ে।

অসহায় বোধ করছে, দাঁতে দাঁত চাপল নিরস্ত্র রানা। কিছু করার আছে কিনা দেখার জন্য এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। নেই।

খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে সিপ্লেনের ডানায় উঠে পড়ল রানা। তাল বজায় রেখে ছুটল ও, টলমল করছে।

গায়ে রংচটা জিনস ও টি-শার্ট, মাথায় খুলি কামড়ানো সুতি ক্যাপ; পঞ্চাশ ফুট লম্বা গুজের ডানা ধরে ছোটার সময় অদ্ভুতই দেখাল রানাকে।

ওর সামনে কমাণ্ড বোট যেন ঝুলে রয়েছে। সরু প্যাসেজটা দেখতে পাচ্ছে ও: বো-র দিকের মাথায় রয়েছে বেলেগুা, মাঝে মধ্যে গুলি করে আরেক মাথায় তিনজন নাৎসিকে আটকে রেখেছে। নিঃসঙ্গ নাৎসি লোকটাকেও দেখতে পেল, ক্যাটামার‍্যানের ছাদে রয়েছে, সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে বেলেগুার দিকে।

তারপর, যেন একটা রেসিং কার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ওভারটেক করছে, কমাণ্ড বোটের পাশে পৌঁছে গেল গুজ। ছুটে বাম ডানার শেষপ্রান্তে পৌঁছেছে রানা, সেখানে না থেমে কিনারা থেকে লাফ দিল ও।

শূন্য থেকে লাফিয়ে নামল রানা কমাণ্ড বোটের ছাদে, নিঃসঙ্গ নাৎসির একেবারে পাশে।

সঙ্গে অস্ত্র নেই, কাজেই সময় নষ্ট করল না রানা। পতনের ঝোঁকটাকে কাজে লাগিয়ে লোকটাকে ধাক্কা দিল, ফলে দুজনেই ছাদ থেকে খসে পড়ল নীচের ফোরডেকে। ওখান থেকে বেশি দূরে নয়, স্টারবোর্ড প্যাসেজওয়ের সামনের প্রান্তে রয়েছে বেলেগুা।

ডেকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাকে গড়িয়ে দিল রানা, কিন্তু থামার পর দেখল নাৎসি গেরিলা এরইমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে। লোকটা অত্যন্ত কুৎসিত, কিন্তু বিপদটা আরও বেশি ভয়ঙ্কর। উল্টো করে বাগিয়ে ধরা একে-সাতচল্লিশ

মাথার পাশ থেকে সবেগে নামিয়ে আনছে সে ওর কপালে। পরমুহূর্তে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

বন করে আধ পাক ঘুরতেই বেলেগুা দেখল রাইফেল বাঁটের বাড়ি খেয়ে রানার মাথা পিছন দিকে ভয়ানক ঝাঁকি খেল। শরীরটা ঢলে পড়ল ডেকে। পড়ার পর আর নড়ল না।

কুৎসিত নাৎসিটাকেও দেখল বেলেগুা। অচেতন রানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপর হঠাৎ ঝট করে মুখ তুলে তার দিকে তাকাল।

অস্ত্র তুলে হাসল লোকটা।

আচ্ছন্ন, বিভ্রান্ত এবং মাথার প্রচণ্ড ব্যথায় কাতর মাসুদ রানাকে অস্ত্রের মুখে নাৎসি কমাণ্ড বোটের পিছন দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওর পাশে বেলেগুাও হাঁটছে, তাকে পিছন থেকে ঠেলছে কুৎসিত দর্শন সেই নাৎসি গেরিলা, যাকে যমের অরুচি বলাই সঙ্গত হবে।

যমের অরুচি রানা ও বেলেগুাকে কাবু করার পর স্টার বোর্ড প্যাসেজের অপর প্রান্তে দাঁড়ানো লোকগুলোকে অস্ত্র সংবরণের নির্দেশ দিয়েছে। এখন বন্দি দুজনকে মার্চ করিয়ে কমাণ্ড বোটের পিছন দিকে, হেলিপ্যাডে নিয়ে যাচ্ছে সে।

হেলিপ্যাড থেকে সাদা জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টার টেক-অফ করেছিল, তবে এখন আবার সেটা ল্যাণ্ড করেছে। বন্দি দুজনকে দেখে চিনতে পেরেছে ব্রায়ান ইকো। কপ্টারের পাশের দরজা খুলে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ওদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো!'

তিন

'কে তুমি?' প্রথমে ঠাস করে বেলেগুার মুখে একটা চড় মারল, তারপর জার্মান ভাষায় প্রশ্ন করল হুইপ হারমান।

'একবার তো বললাম, আমার নাম বেলেগুা বার্ড। আমি বিকেএ-র স্পেশাল এজেন্ট,' কপ্টারের যান্ত্রিক গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল তাঁর তীক্ষ্ণ চিৎকার।

নদীর উপর দিয়ে ছুটছে সাদা কপ্টার, যাচ্ছে পুবদিকে। রানা ও বেলেগুাকে হাতকড়া পরিয়ে পিছনের কমপার্টমেণ্টে বসানো হয়েছে। ওদের সামনে বসেছে বুড়ো হুইপ হারমান, ব্রায়ান ইকো ও যমের অরুচি। সামনের কেবিনে নিঃসঙ্গ পাইলট কপ্টার চালাচ্ছে। কেবিন ও কমপার্টমেণ্টের মাঝখানের দরজাটা খোলা।

রানার দিকে ফিরল হুইপ হারমান। 'এবার বলো, তুমি কে?'

'ইনি আমেরিকান নন...' শুরু করল বেলেগুা।

আবার তাকে চড় কষল বুড়ো হুইপ। আগের চেয়েও জোরে। 'প্রশ্নটা আমি তোমাকে করিনি।' রানার দিকে ফিরল। 'কে তুমি? কোথায় ট্রেনিং পেয়েছ? আমাদের বোটগুলোকে যেভাবে ডোবাচ্ছিলে...'

'ও মাসুদ রানা,' নাৎসি লিডারের পাশ থেকে তার জামাই ইকো শাস্ত, ঠাণ্ডা গলায় বলল। 'পৃথিবীর বুকে আমরা যে মহাপ্লাবন আনার প্ল্যান করেছিলাম, সেটা বানচাল করে দেয় এই লোকটাই। আপনার ছেলে হিউগো হারমোনের মৃত্যুর জন্যেও সে দায়ী।'

প্রথমে ওদের চোখে তেমন কিছু ধরা পড়ল না। শুধু ক্ষীণ একটু ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল হুইপ হারমান। তারপর দেখা গেল একটু একটু কাঁপছে সে। ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল সেটা। রানার দিকে তাকিয়ে আছে যেন অশুভ একটা শক্তি, দৃষ্টিতে গভীর ঘৃণা ও আক্রোশ। এক পর্যায়ে অদম্য হয়ে উঠল তার থরথর কাঁপুনি। ঝাড়া দুই মিনিট চলল এই অবস্থা। তারপর ইস্পাতের মত ইচ্ছেশক্তির জোরে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল নাৎসি লিডার।

'তুমিই তা হলে?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হুইপ হারমান, চোখ দুটোয় যেন আগুন জ্বলছে। 'আমাদের অত সুন্দর প্ল্যানটা তুমিই নষ্ট করে দিয়েছ!'

ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা–প্রথমে ছেলে নয়, প্ল্যানটার কথা মনে পড়েছে লোকটার। 'প্ল্যানটা সুন্দর ছিল কিনা জানি না, তবে নিখুঁত ছিল না,' বলল ও। 'নিখুঁত হলে নষ্ট করলাম কীভাবে?'

'আমি শুনেছি তুমি নুমার একজন স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর,' বলল হুইপ হারমান। 'আন্দেজের এই গভীর জঙ্গলে নুমা কেন? তাদের হাতে কি একটা সুপারনোভা আছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি এখানে ডারপা-র সঙ্গে এসেছি,' বলল ও।

কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কোঁচকাল নাৎসি লিডার। তারপর মাথা নাড়ল। 'উঁহুঁ, না, তা সম্ভব নয়,' বলল সে।

'ডক্টর জভানি লয়েডের সঙ্গে এসেছি আমি,' বলল রানা। 'ইউএস আর্মির কর্নেল ভদ্রলোক, কাজ করছেন ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি, ডারপা-য়।'

'জভানি লয়েডের সঙ্গে?' রানার মুখে গরম নিঃশ্বাস ছেড়ে জানতে চাইল বুড়ো হিটলার সমর্থক।

'হ্যাঁ।' মুখটা একটু পিছিয়ে নিল রানা।

'ও, আচ্ছা,' বলল হুইপ, মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'ডক্টর শাহানাকে ওরা নিয়ে এসেছে ম্যানুস্ক্রিপ্টটা অনুবাদ করানোর জন্যে। আর তুমি সম্ভবত এসেছ ডক্টর শাহানার সঙ্গে, আমাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়ার জন্যে। গুড-গুড-গুড। তা, তোমাকে খুন করার আগে, মিস্টার গোদের ওপর বিষফোঁড়া, তোমার একটা ছোট্ট ভুল ধারণা আমি ভেঙে দিতে চাই।'

'কী ভুল ধারণা?'

'জভানি লয়েড ডারপা-য় নেই।'

'হোয়াট?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'ঠিকই শুনেছ। আরও শুনবে? তার এখানে আসাটা বৈধ নয়।'

'মানে?' ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না রানা। ডারপা-য় কাজ না করলেও কেন লয়েড বলবে করে। ভাবল, তারমানে ওদেরকে মিথ্যে বলেছে সে। এখন

ব্যাপারটা পরিষ্কার, কোনও কুমতলব আছে লয়েডের। এখন থেকে এই লোককে আর বিশ্বাস করা যায় না।

জবাব না দিয়ে জামাই ইকোর দিকে ফিরল হুইপ হারমান। 'শুনলে? কর্নেল লয়েডের সঙ্গে এসেছে ও। তারমানে আমেরিকান আর্মিও পৌঁছে গেছে এখানে। এ-ব্যাপারে তুমি কী ভাবছ শোনা যাক।'

'নিশ্চয়ই আরেকজন গুপ্তচর আছে, হের হারমান,' বলল ইকো, রানা ও বেলেগুার উপস্থিতিকে গুরুত্বই দিচ্ছে না। 'তা না হলে ওদের আর্মিও ম্যানুস্ক্রিপ্টের কপি পাবে কোত্থেকে?'

'ডারপা-য়?'

মাথা ঝাঁকাল ইকো। 'আমরা জানি আমেরিকান টেরোরিস্ট গ্রুপের সঙ্গে লিঙ্ক আছে, তবে এটার বিষয়ে জানা ছিল না–'

'হুম!' বাতাসে হাত ঝাপটে প্রসঙ্গটা বাতিল করে দিল হুইপ হারমান। 'এর অবশ্য কোনও গুরুত্ব নেই, কারণ আইডলটা এখন আমাদের হাতে।'

'এ-সব থেকে আপনারা আসলে কী অর্জন করতে চান?' তিক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল বেলেগুা। 'আপনাদের উদ্দেশ্যটা কী? দুনিয়াটাকে ধ্বংস করে ফেলবেন?'

হাসল স্টর্মট্রুপার লিডার। 'সত্যি কথা বলতে কী, দুনিয়াটাকে আমি ধ্বংস করতে চাই না। এখনও চাই এটাকে নতুন করে বানাব, নতুন নিয়মে চালাব, হের হিটলার ঠিক যেভাবে চেয়েছিলেন। আমেরিকার কাছে অনেক কিছু চেয়েছি আমরা। দেখা যাক কী বলে তারা, তারপর সিদ্ধান্ত নেব। যদি বুঝি আমার দাবি মানবে না, তা হলে দুনিয়াটার এক তৃতীয়াংশ হয়তো সত্যি সত্যি ফাটিয়ে দেব আমি! সেরকম একটা ইচ্ছে এখনই হচ্ছে আমার।'

বন্দি অবস্থায় অসহায়, শঙ্কিত বোধ করল রানা। মূর্তিটার কুপ্রভাব মন্দ লোক হুইপ হারমানকে আরও বেশি কাবু করে ফেলবে।

এই সময় ককপিট থেকে পাইলটের চিৎকার ভেসে এল। 'ওয়াশিংটন থেকে মেসেজ আসছে, হের হারমান!'

সিট ছেড়ে তাড়াতাড়ি কেবিনে চলে গেল নাৎসি লিডার। তিন মিনিট পর থমথমে চেহারা নিয়ে ফিরে এল সে, নিজের সিটে বসে কপ্টারের পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রানা ও বেলেগুাও তাকাল।

দৃশ্যটা ভারি সুন্দর। অ্যামাজন রেইনফরেস্ট দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, সীমাহীন সবুজ একটা চাদর যেন। তবে কাছাকাছি দূরত্বে সবুজ চাদর একটু ছেঁড়া–ওখানের মাটিতে খয়েরী রঙের বিশাল একটা গোলাকার গহ্বর দেখা যাচ্ছে।

গহ্বরটা নদীর ধারে, ডায়ামিটারে আধ মাইলের কম নয়। ট্রাক বহর ওঠা-নামার জন্য অল্প ঢালু পথ তৈরি করা হয়েছে, গর্তটার গা পেঁচিয়ে নেমে গেছে একেবারে তলায়। কিনারায় স্ট্যাণ্ড-এর উপর ঝুলছে ফ্লাডলাইট, গোধূলির ঝাপসা ভাব কাটিয়ে আলোকিত ফুটবল স্টেডিয়ামের মত করে তুলেছে জায়গাটাকে।

বিশাল গর্তের মাঝখানে, মাকড়সার জালের মত টান টান করে বিস্তৃত কেইবল্-এর সমষ্টি বড়সড় সাদা বাক্স আকৃতির একটা কেবিনকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে। এক ধরনের কন্ট্রোল বুদ ওটা, চারদিকেই একটা করে চওড়া জানালা দেখা যাচ্ছে।

ওই কন্ট্রোল বুদে যাওয়ার পথ হলো গর্তের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত লম্বা দুটো সাসপেনশন ব্রিজ। উত্তর ও দক্ষিণ, বিপরীতমুখী দুই প্রান্ত থেকে শুরু ব্রিজ দুটো, দুটোরই মাঝখানে বেশ খানিকটা ঝুলে পড়া ভাব। প্রতিটি ব্রিজ কম করেও চারশো গজ লম্বা, মোটা ইস্পাতের কেইবল্ দিয়ে তৈরি।

এটাই সেই সোনার খনি। মাদ্রে দ্য দিয়স গোল্ড মাইন।

'হোয়াইট হাউস আরও সময় চাইছে,' ব্রায়ান ইকো ও যমের অরুচির উদ্দেশে বলল হুইপ হারমান। 'বলছে ক্যালিফোর্নিয়া আমাদের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়েছে ওদের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু সময় লাগছে টাকা যোগাড় করতে।'

'এটা তো ভাল খবর, হের হারমান,' বলল ইকো। 'কিন্তু আপনাকে আমরা গম্ভীর দেখছি...'

'কারণ ওরা যেভাবে কাকুতিমিনতির সুরে বারবার বলছে, "প্লিজ, ওটা ফাটাবেন না! দোহাই লাগে, দুনিয়াটাকে ধ্বংস করবেন না!" আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে, ইকো।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল হিটলার সমর্থক। 'সন্দেহ হচ্ছে, আমেরিকানরা আমার সঙ্গে চালাকি করছে না তো?'

'জানতে পারি কী কী সুবিধে চাইছেন আপনারা?' প্রশ্ন করল রানা।

'হাজার বিলিয়ন ডলার ছাড়াও আমেরিকার কাছে পুরো ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যটা চেয়েছি। ওখানে চিরকাল আমরা রাজত্ব করব, ভুলেও কেউ আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে আসতে পারবে না। চেয়েছি ওখানে পৌঁছাবার জন্যে নিরাপদ এয়ার প্যাসেজ। এই রকম আরও অনেক কিছু চাওয়া হয়েছে। যদি দেখি দাবি মেটাতে টালবাহানা করছে, ফাটিয়ে দেয়ার হুমকি দেব।'

'কিন্তু যদি শুধু হুমকিতে কাজ না হয়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সময়-সীমা বেঁধে দেব,' বলল হুইপ হারমান। 'এখন ওদের সুমতির জন্যে অপেক্ষা করছি আমি। যদি দেখি সুপারনোভায় থাইরিয়াম ফিট করার পরও সরকার প্রধানরা আমাদের চাহিদা মেটাতে দেরি করছে, তখন ওটা আর্ম না করে আমাদের কোনও উপায় থাকবে না। তারপর যদি দেখি ওদের উদ্দেশ্য ভাল নয়... ফাটিয়ে দেব।'

বিরাট ওপেন-কাট মাইনের কিনারা থেকে বেশি দূরে নয়, নদীর সারফেসে পনটুন-এর সাহায্যে ভাসছে হেলিপ্যাডটা, জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টার সেটার উপর এসে নামল।

নদীর সরাসরি দক্ষিণে মাইনটা। নদী ও মাইনের মাঝখানে ভাঙাচোরা কিছু পুরানো দালান আছে–ওয়্যারহাউসের মত দেখতে তিনটে কাঠামো, কালের আঁচড়ে অত্যন্ত করুণ চেহারা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কাঠামোটা বেরিয়ে এসেছে

নদীতে। ওটার পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে গ্যারেজের মত বেশ কয়েকটা চওড়া দরজা রয়েছে, ভিতরে যাতে বোট ও সিপ্লেনকে ঢোকানো যায়। অতীতে, রানা ধারণা করল, মাইনিং কোম্পানির বোট ও সিপ্লেন এখানে এসেই সোনা তুলত হোল্ডে।

আমেরিকান স্যাটেলাইট ক্যামেরাগুলোকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য নাৎসিরা তাদের বোট আর সিপ্লেন এখানে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে।

ভাসমান হেলিপ্যাডে কপ্টারটা নামা মাত্র একটা রিমোটের বোতাম টিপল পাইলট। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকের মরচে ধরা গ্যারেজের একটা দরজা খুলে গেল। আণ্ডারওয়াটার কেইবল্ মেকানিজম-এর কল্যাণে চৌকো পনটুন, যেটার উপর কপ্টার বসে রয়েছে, পানির উপর দিয়ে খোলা দরজার দিকে এগোল। রানা দেখল বড়সড় ওয়্যারহাউসের ভিতর টেনে নেওয়া হচ্ছে কপ্টারটাকে। এক সেকেণ্ড পর উপরের আকাশ হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল, তার বদলে ওয়্যারহাউসের ছাদ দেখা যাচ্ছে–মরচে ধরা ইস্পাতের বিম আর গাঢ় রঙের কড়িকাঠের জটিল সমষ্টি।

ওয়্যারহাউসের চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে রানা।

জায়গাটা বিরাট হ্যাঙ্গারের মত। সিলিং-এর বিমে আটকানো হ্যালজেন লাইট থেকে আলো আসছে। নদীটা ঢুকে এসেছে ওয়্যারহাউসের ভিতর। দু'ফুট চওড়া ডেকওয়ের উপর দিয়ে ডাঙায় উঠতে হয়, সেটার অন্তত বারো জায়গায় শাখা গজিয়েছে, প্রতিটি শাখা একটি করে ছোট আকৃতির ডেক। সোনা নিতে এসে এই সব ডেকের মাথায় ভিড়ত বোট ও সিপ্লেন।

সেন্ট্রাল ডেকওয়ের পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে একটা কনভেয়ার বেল্ট দেখা যাচ্ছে। ডাঙার দিকের দেয়ালে বড় একটা গর্ত আছে, সেটার ভিতর ঢুকেছে বেল্টটা, তারপর লুপ হয়ে ফিরে এসে ডেকওয়ের দূর প্রান্তে চলে গেছে।

ছোট একটা ডকের মাথায় থামল ধীরগতি পনটুন। ওটার উপর বসে থাকা কপ্টারের রোটর এখনও নিস্তেজ ভঙ্গিতে ঘুরছে। কপ্টারের পিছন থেকে রানা দেখল, ওয়্যারহাউসের ডাঙার অংশে কাঁচ মোড়া একটা অফিস রয়েছে, সেটা থেকে চারজন লোক বেরিয়ে এল।

তাদের তিনজনের পরনে সাদা ল্যাব কোট। এরা বিজ্ঞানী বা টেকনিশিয়ান। চতুর্থ লোকটা পরেছে কমব্যাট ফেটিগ, হাতে জি-এগারো রাইফেল। এ লোকটা সৈনিক।

ল্যাব কোট পরা একজন, খেয়াল করল রানা, আকারে খুবই ছোট। অনেক বয়সও হয়েছে তার। বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে পড়ায় আরও ছোট দেখাচ্ছে তাকে। চোখ দুটো আকারে বিরাট ও গোল। মাথা ভর্তি রুপালি চুল। রানা আন্দাজ করল, এ-ই বোধহয় বেনেডিক্ট মুলহাউসেন–মেধাবি নাৎসি বিজ্ঞানী, যার বিষয়ে রিভোস্টি ও লয়েডকে আলোচনা করতে শুনেছে ও।

কাঁচ-মোড়া অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চারজন লোক ছাড়া ওয়্যারহাউসের বাকিটা পুরোপুরি খালি। তারমানে, ভাবল রানা, এখানে বেশি লোক নেই; আইডলটা আনতে প্রায় সবাইকেই পাঠানো হয়েছিল ভিলকাফরে। ওখান থেকে ফিরেছে শুধু চারজন–ব্রায়ান ইকো, হুইপ হারমান, যমের অরুচি ও

পাইলট। আর এখানে রয়েছে চারজন।

'সার্জেন্ট হারজা,' ঝাঁকি খেয়ে কপ্টারটা স্থির হওয়ার পর বলল হুইপ হারমান। 'তোমাকে একটা গুরুদায়িত্ব দিচ্ছি। বেলেণ্ডা বার্ড ও এই লোকটাকে রিফিউজ পিট-এ নিয়ে যাও। কী করতে হবে তোমার জানাই আছে। পুঁতে ফেলবে লাশ দুটো। এরউইনকে সঙ্গে নাও, সে তোমাকে সাহায্য করবে।'

'কিন্তু, হের হারমান,' শ্বশুরের উদ্দেশে বলল ব্রায়ান ইকো, 'অত ঝামেলার মধ্যে যাবার দরকার কী? ওদের ব্যবস্থা এখানেই তো করা যায়।'

'না, যায় না!' রীতিমত চটে উঠল নাৎসি লিডার। 'কেন, তুমি জানো না যে আমি রক্ত দেখতে পারি না?'

পিঠে রাইফেলের গুঁতো মেরে খুন করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদেরকে। প্রকাণ্ড ওয়্যারহাউস থেকে দূরে, রেইনফরেস্টের ভিতর দিয়ে মেঠো একটা পথ এটা।

বন্দিদের পিছনে যমের অরুচি ছাড়াও নাৎসি গেরিলা এরউইন রয়েছে। তার হাতেও জি-এগারো।

'কোনও আইডিয়া আছে,' হাঁটার সময় রানাকে জিজ্ঞেস করল বেলেণ্ডা, 'বিপদটা কীভাবে কাটিয়ে ওঠা যায়?'

'আমার মাথা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেছে,' ঠাণ্ডা সুরে জবাব দিল রানা।

'অথচ আমি ভাবছিলাম এক-আধটা প্ল্যান নিশ্চয় আপনার কাছ থেকে পাওয়া যাবে।'

'নেই। কোনও প্ল্যান নেই।'

'তারমানে কি আমাদেরকে মরতে হবে?'

'দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।'

পথটা বাঁক নিয়েছে। ঘুরতেই নাক কোঁচকাল রানা, উৎকট দুর্গন্ধে বমি পাচ্ছে। খানিক পরেই পথটার শেষ মাথায় এসে থামল ওরা চারজন। সামনে, প্রায় পঞ্চাশ গজ জায়গা জুড়ে গাছপালার ফাঁকে আবর্জনার স্তূপ ছড়িয়ে রয়েছে—পুরানো টায়ার, ফেলে দেওয়া পচা খাবার, পুরানো ধাতব যন্ত্রাংশ, এমনকী কয়েকটা জন্তুর লাশও।

রিফিউজ পিট।

'হাঁটু গাড়ুন, দুজনেই,' ভারি গলায় খেঁকিয়ে উঠল যমের অরুচি।

'মাথা পিছু দু'লাখ মার্কিন ডলার,' বলল রানা। 'নতুন পাসপোর্ট, নতুন পরিচয়-পত্র, সেই সঙ্গে যে-কোনও দেশের রাজধানীতে পৌঁছাবার প্লেনের টিকিট।'

'প্রশ্নই ওঠে না।' হেসে উঠল যমের অরুচি।

তার সঙ্গী নাৎসি গেরিলা এরউইন ঘৃণার সঙ্গে বলল, 'আমরা একটা মহান আদর্শের জন্যে লড়ছি, অনার্য বেয়াদব কোথাকার!'

'ঠিক আছে, দুজনের জন্যে ছয় লাখ...' শুরু করল রানা।

'যথেষ্ট হয়েছে!' গর্জে উঠে থামিয়ে দিল ওকে যমের অরুচি। 'এই খেলার এটাই নিয়ম—ধরা পড়লে এই-ই হয়। আপনাদের হাতে আমরা ধরা পড়লে ঠিক

এভাবেই আমাদেরকেও চলে যেতে হত। নিন, ফ্রয়লিন বেলেগুা, হের রানা—হাঁটু গাড়ুন।'

নির্দেশ পালন করল ওরা।

'যে যার হাত মাথার ওপর তুলুন।'

সে নির্দেশও পালন করল ওরা।

ক্লিক!

এরউইন তার জি-এগারোর সেফটি রিলিজ করল, এটা তারই আওয়াজ।

এরপর ওর পিছনে এরউইনের পায়ের আওয়াজ পেল রানা। এগিয়ে আসছে। তারপর অ্যাসল্ট রাইফেলের শক্ত স্পর্শ পেল মাথার পিছনে।

হাতে হাতকড়া, কিচ্ছু করার নেই। এই নরম কাদার মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে শরীরটাকে কোনও ভাবে দ্রুত ব্যবহার করাও সম্ভব নয়...তাতেই বা কী লাভ! ওদেরকে নড়তে দেখলেই তো গুলি করবে।

তবে এভাবে মরতে হবে ভাবেনি ও। সব কিছু অসম্ভব দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। এক-আধটু সময় নষ্ট করবে না তারা? নিজেদের মধ্যে খানিক হাসি-ঠাট্টা? কোনও সুযোগই কি পাওয়া যাবে না!

এ-সব ভাবতে ভাবতেই ফুরিয়ে গেল সময়। অবশেষে অপেক্ষার অবসান ঘটল।

কড়াৎ!

চোখের পাপড়ি কেঁপে উঠল রানার। কিছুই ঘটেনি।

জি-এগারো বিস্ফোরিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কী কারণে যেন, কী এক অদ্ভুত কারণে যেন, যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে ওর মাথা ও মগজ।

তারপরেই...দড়াম! রানার হাঁটু গাড়া কাঠামোর পাশেই কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ল একটা শরীর। বেলেগুা! ওরা তা হলে প্রথমে মেয়েটিকে মেরেছে।

ঘাড় ফিরাল রানা।

কিন্তু না। মুখ থুবড়ে পড়েছে একজন পুরুষ!

পিছন দিকে তাকাল রানা। দেখল নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যমের অরুচি। হাসছে।

'তা হলে সেই কথাই রইল—ছয় লাখ?'

সদ্য নিহত নাৎসি কাদায় মুখ দিয়ে পড়ে আছে, মাথার পিছনের গর্তটা থেকে ক্ষীণ ধারায় বেরিয়ে আসছে রক্ত ও মগজ।

'হারজা,' বলল বেলেগুা, সিধে হয়ে যমের অরুচির দিকে ফিরল।

বেলেগুার হাতকড়া খুলে দিল হারজা। পরস্পরকে উষ্ণ আলিঙ্গন করল ওরা।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'মানে?'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বসন্তের দাগ ভর্তি নাৎসি গেরিলার চওড়া বুকে কিল মারল বেলেগুা। 'ওহ্, গড! মানুষ এত দেরি করে! আমার তো হার্ট অ্যাটাক করতে যাচ্ছিল।'

'সত্যি আমি দুঃখিত, বেলেণ্ডা,' যমের অরুচি ওরফে হারজা বলল। 'বোট-হাউস থেকে যথেষ্ট দূরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছি আমি, তা না হলে বাকি সবাই জেনে ফেলত।'

সরাসরি হারজাকে প্রশ্ন করল রানা। 'আপনি বিকেএ?'

'হ্যাঁ,' প্রকাণ্ডদেহী বলল। এগিয়ে এসে রানার হাতকড়াও খুলে দিল সে। করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল সে।

কৃতজ্ঞচিত্তে হাতটা ধরল রানা। ধীরে ধীরে ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে ওর কাছে।

'আমি বিকেএ-র স্পেশাল এজেন্ট ওয়ার্নার হারজা। তবে নাৎসিরা আমাকে হেনেরিক হারজা বলে জানে।'

'পাণ্ডুলিপিটা,' বলল রানা। 'বিকেএ যে কপিটা পেয়েছিল। সেটা আপনার দেয়া।' এখন ওর অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে লয়েড কিংবা রিভোস্টি কথায় কথায় একবার বলেছিল স্টর্মট্রুপার-এর ভিতরে বিকেএ-র একজন লোককে রাখা হয়েছে।

'হ্যাঁ।'

'আসুন,' নিহত নাৎসিকে টপকে বলল হারজা। এরপর লাশের অস্ত্রগুলো নিয়ে ওদের দুজনকে দিল সে। জি-এগারো ও দুটো কনভেনশনাল গ্রেনেড পেল বেলেণ্ডা।

'আপনি সবার শত্রু, চান বা না চান এক সময় সবার টার্গেট হয়ে উঠবেন,' রানাকে বলল হারজা। ওর দিকে একটা কালো কেভলার ব্রেস্টপ্লেট ছুঁড়ে দিল সে।

দেখেই চিনতে পারল রানা, এটা শুধু বুকের বর্ম নয়, প্রয়োজনে প্যারাশুট হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। একটা পিস্তলও দেওয়া হলো ওকে।

'জলদি, জলদি!' ওদেরকে তাগাদা দিল হারজা। 'সুপারনোভাকে আর্ম করার আগেই হুইপ হারমানকে থামাতে হবে!'

চার

ব্রায়ান ইকো ও হুইপ হারমান বোট-হাউসের ভিতর, কাঁচমোড়া অফিসগুলোর একটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারপাশে কয়েক স্তরে সাজানো রেডিও ও কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট।

তাদের সামনে বাতের ব্যথা ও বয়সের ভারে কুঁজো নাৎসি বিজ্ঞানী বেনেডিক্ট মুলহাউসেন একটা চেয়ারে বসে, হাতের ইনকান আইডলটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাল করে দেখছে। জিনিসটা দেখতে খানিকটা ভীতিকর কুৎসিত হলেও, বিড়বিড় করে বলল সে, 'ভারি সুন্দর! সত্যি ভারি সুন্দর!'

'আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান সরকারগুলো কী বলছে?' তাকে জিজ্ঞেস

করল হুইপ হারমান।

'জার্মান ও মার্কিন সরকার টাকা সংগ্রহের জন্যে আরও সময় চেয়েছে। বাকিরা রাজি হয়ে গেছে,' জবাব দিল মুলহাউসেন। 'মার্কিনিদের এটা সময় পাবার একটা কৌশল। প্রথমে ওদেরকে জানতে হবে নিজেদের টিম আইডলটা পায়নি।'

'সেক্ষেত্রে ওদেরকে দেখিয়ে দিলেই তো হয় যে কার কাছে আছে আইডলটা,' ভরাট গলায় বলল নাৎসি লিডার। ঘুরে জামাই ইকোর দিকে তাকাল। 'এখনই ওটার একটা ডিজিটাল ইমেজ তৈরি করো। সময় ও তারিখ রাখার ব্যবস্থা করবে। তারপর সরাসরি বন ও ওয়াশিংটনে পাঠাবার জন্যে কমপিউটারে ভরবে।'

'জী, হের হারমান।' মুলহাউসেনের হাত থেকে আইডলটা নিল ইকো।

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। প্রেসিডেন্টদের বলো, তাদের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হচ্ছে দেখে ডিভাইসটা আর্ম করা হয়েছে। ডিটোনেটিং টাইম সেট করা হচ্ছে এখন থেকে ঠিক ত্রিশ মিনিট পর। কাউন্টডাউন শুধু তখনই থামানো হবে যখন আমাদের জুরিখ অ্যাকাউন্টে হাজার বিলিয়ন ডলার ট্রান্সফার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত খবর পাব আমরা।'

'জী, হের হারমান,' বলল ইকো, ঘুরে কামরার আরেকদিকে যাচ্ছে ডিজিটাল ক্যামেরার সুইচ অন করতে।

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি,' তাকে থামাল হারমান। 'আরও বলবে: আধঘন্টার মধ্যে আমাদের পুরো চাহিদা মেটানো না হলে আবার শুরু হবে কাউন্টডাউন।'

চলে গেল ইকো।

'ডক্টর মুলহাউসেন,' বিষণ্ন সুরে বলল নাৎসি লিডার।

'ইয়েস, হের হারমান।'

'ইকোর কাজ শেষ হলে, আমি চাই আইডলটা নিয়ে কন্ট্রোল বুদে চলে যাবেন আপনি, এবং সময় নষ্ট না করে সুপারনোভাটা আর্ম করবেন। ত্রিশ মিনিটের কাউন্টডাউন সেট করবেন, চালু করবেন ঘড়িটা। সময় চেয়ে আমাদের সঙ্গে কৌশল করছে ওরা, কাজেই এখন আর আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না।

'ইয়েস, হের হারমান।'

রানা, বেলেগু ও হারজা মেঠো পথ ধরে বোট-হাউসের দিকে ছুটছে।

নিজের জি-এগারো রাইফেলের সঙ্গে রানার গ্লক পিস্তল বিনিময় করতে চেয়েছিল বেলেগু। রানা বলেছে তার কোনও দরকার নেই।

ইতিমধ্যে টি-শার্টের নীচে নাৎসিদের কালো কেভলার ব্রেস্টপ্লেটটা পরে নিয়েছে রানা। জিনিসটা আগে দেখলেও, ব্যবহার করেনি কখনও। পরার পর বুঝতে পারছে অসম্ভব হালকা। নড়াচড়াতেও কোন বাধা সৃষ্টি করছে না। ইংরেজি A আকৃতির একটা ইউনিট আছে ব্রেস্টপ্লেটটার পিছনদিকে,

শোল্ডারব্লেড দুটো ঢেকে রেখেছে। এটিও হালকা। প্যারাশুট।
ছোটার সময় একটা হাত তুলে মাথার সুতি ক্যাপটা ঠিক করে নিল রানা।

'ডিজিটাল ইমেজ কমপ্লিট,' বলল ইকো। রেডিও ও কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আইডলটা টেবিলে রাখল সে। কাজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে আবার, বলল, 'মেসেজসহ এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি ওটা।'

কয়েক মিনিট পর ইকো জানাল, 'ইমেজটা জার্মান প্রেসিডেন্ট, পেন্টাগন ও মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে গেছে।'

'কী বলছে ওরা?' জানতে চাইল হুইপ হারমান।

'সেই একই অনুরোধ–সময় দিতে হবে।'

'তার মানে আমার সন্দেহই ঠিক,' হতাশ কণ্ঠে বলল হুইপ হারমান। মুলহাউসেনের দিকে তাকাল সে। 'ঠিক আছে, 'সুপারনোভা আর্ম করুন।'

'তার আগে জিনিসটা একবার পরীক্ষা করে নিলে হত না?' জানতে চাইল মুলহাউসেন।

'কতক্ষণ?'

'এই দুই-আড়াই ঘণ্টা...'

'মারব শালা এক চড়!' বুড়ো বিজ্ঞানীকে পাগলাটে চোখে আপাদ-মস্তক দেখল হারমান। 'এক্ষুনি আর্ম করুন! হাতে সময় নেই!'

আইডলটা নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মুলহাউসেন। তার পিছু নিল নাৎসি লিডার।

'ওইদিকে!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল বেলেগুা, হাত তুলে অস্বাভাবিক লম্বা ঝুলন্ত ব্রিজ দুটো দেখাচ্ছে। নদীর তীর ঘেঁষা দালান-কোঠা ও গর্তের মাঝখানে, শূন্যে ঝুলে থাকা কন্ট্রোল বুদটাকে সংযুক্ত করে রেখেছে ওই দুই ব্রিজ।

মাইনের দিকে তাকিয়ে দুটো সচল মূর্তি দেখতে পেল রানা, একজন মোটা, অপরজন ছোটখাট ও কুঁজো। স্টিল কেইবল দিয়ে তৈরি আধুনিক ব্রিজের উপর দিয়ে ছুটছে তারা।

কুঁজো লোকটা বুকের সঙ্গে কী যেন একটা চেপে ধরে রেখেছে। জিনিসটা নীলবেগুনি কাপড় দিয়ে মোড়া। নিশ্চয় আইডল।

রানা ও হারজা মেঠো পথ ছেড়ে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর ঢুকে পড়ল, গর্তটার দিকে ছুটছে। ওদের পিছু পিছু বেলেগুাও।

কিছুক্ষণ পরেই বিশাল মাইনের কিনারায় পৌঁছাল তিনজন।

'ওরা হুইপ ও মুলহাউসেন,' বলল হারজা, মাইনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'আইডল নিয়ে সুপারনোভার কাছে যাচ্ছে।'

'কোথায় সেটা?' দ্রুত জানতে চাইল রানা।

'মাইনের ওপর ওই যে কন্ট্রোল বুদ ঝুলছে, ওখানে,' জবাব দিল হারজা। 'দেখতেই পাচ্ছেন, উত্তর-দক্ষিণের ওই দুই ব্রিজ ছাড়া ওখানে যাবার অন্য

কোনও পথ নেই। এখন যেভাবেই হোক ওই কেবিনে গিয়ে সুপারনোভাটাকে ডিজআর্ম করতে হবে।'

'ডিজআর্ম করতে হবে...কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওটাকে ডিজআর্ম করতে হলে,' জানাল হারজা, 'আর্মিং কমপিউটারে একটা কোড ঢোকাতে হবে।'

'কী সেই কোড?'

'আমার জানা নেই,' ম্লান সুরে বলল হারজা। 'আমাদের কারও জানা নেই। একমাত্র বেনেডিক্ট মুলহাউসেন জানে। সে-ই ডিভাইসটার ডিজাইন তৈরি করেছে, কাজেই...' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'গ্রেট,' বলল রানা।

ঘুরে সরাসরি ওর দিকে তাকাল হারজা। 'ঠিক আছে, শুনুন আমি কীভাবে দেখছি ব্যাপারটাকে। তিনজনের মধ্যে একা আমি শুধু কন্ট্রোল বুদে বিনা বাধায় যেতে পারব। কেইবল ব্রিজ ধরে আপনাদের কাউকে যেতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তারা ফেলে দেবে ব্রিজ, নাগালের বাইরে চলে যাবে বুদ।

'ওরা আশা করছে এখনই ওদের কাছে ফিরব আমি, রিপোর্ট করব আপনাদেরকে খুন করা হয়েছে। এবার শুনুন আমার প্ল্যান। ফিরে গিয়ে কন্ট্রোল বুদটা দখল করার চেষ্টা করব আমি। তারপর...তারপর বোঝাব...মুলহাউসেন যাতে ডিভাইসটা ডিজআর্ম করে।'

'এদিকে আমরা কী করব?' জানতে চাইল বেলেগু।

'প্ল্যানটাকে সফল করতে হলে,' হারজা বলল, 'মুলহাউসেনকে একা পেতে হবে আমার। আমি চাই তোমরা দুজন বোট-হাউসে গিয়ে ইকো আর বাকি লোকদের ব্যবস্থা করো।'

মাইনের মেঝে থেকে ঠিক সাতশো ফুট উপরে ঝুলছে কন্ট্রোল কেবিনটা। তার ভিতরে একটা কমপিউটার কনসোল-এর সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক অনেকগুলো বোতামে চাপ দিল বেনেডিক্ট মুলহাউসেন। তার পাশেই রয়েছে একটা লেযার কাটিং মেশিন, ওটার ভ্যাকিউম-সিল্ড চেম্বারে থাইরিয়ামের তৈরি মূর্তিটা কাটা হবে।

মুলহাউসেনের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে হুইপ হারমান। আর তার পিছনে, কন্ট্রোল বুদের ঠিক মাঝখানটায়, দাঁড়িয়ে আছে ছয় ফুট লম্বা একটা ডিভাইস।

দুটো থার্মোনিউক্লিয়ার ওঅরহেড, প্রতিটি তিন ফুট উঁচু এবং দেখতে মোটামুটি কলার মোচার মত। 'আওয়ারগ্লাস ফরমেশন', অর্থাৎ বালিঘড়ির ঢঙে ওঅরহেডের উপরের অংশ নীচের দিকে মুখ করা, নীচের অংশ উপরের দিকে। দুটো ওঅরহেডের মাঝখানে, বালিঘড়ির গলায়, টাইটানিয়ামের তৈরি কঙ্কালসার একটি কাঠামো রয়েছে, ওটাতেই থাইরিয়ামের সাবক্রিটিকাল ম্যাস বসানো হবে।

এটাই সুপারনোভা।

একজোড়া কন্টেইনার, কিনারায় সীসে মোড়া, প্রতিটি সাধারণ আকৃতির

ডাস্টবিনের মত, ডিভাইসার পাশে রাখা হয়েছে। ওগুলো ওঅরহেড ক্যাপসুল, রেডিয়েশন প্রুফ কণ্টেইনার, নিরাপদে পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

মুলহাউসেন জানে কনভেনশনাল নিউক্লিয়ার ওঅরহেডে কমবেশি সাড়ে চার পাউণ্ড প্লুটোনিয়াম দরকার হয়। সুপারনোভায় দরকার হবে, তার হিসাব অনুসারে, মাত্র আধ পাউণ্ড থাইরিয়াম।

এই মুহূর্তে সেজন্যই দুটো ক্রেই ওয়াইএমপি সুপার-কমপিউটার ও একটা হাই-পাওয়ারড় লেযার বিম-এর সাহায্যে থাইরিয়ামের ছোট সিলিণ্ডার আকৃতির একটা অংশ আইডলটা থেকে বের করে নিচ্ছে মুলহাউসেন। এই যন্ত্রগুলো এত সূক্ষ্মভাবে কাজ করে যে এক মিলিমিটারকে এক হাজার ভাগও করা সম্ভব।

উনিশশো চল্লিশ সালে লস অ্যালামস-এ জে. রবার্ট ওপেনহেইমার-এর যুগান্তকারী কৃতিত্বের পর নিউক্লিয়ার সায়েন্স দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। অতি প্রয়োজনীয় গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করতে মান্ধাতার আমলের কমপিউটারের সাহায্যে ওপেনহেইমার ও তাঁর মেধাবী সঙ্গীদের সময় লেগেছিল ছয় বছর, সেটা এখন ওয়াইএমপি সুপার-কমপিউটারের সাহায্যে করা যাচ্ছে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে।

মুলহাউসেনের সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল মূল ডিভাইসটা তৈরি করা। এমনকী সুপার-কমপিউটারের সাহায্য পেয়েও কাজটা শেষ করতে দুই বছরের কিছু বেশি সময় লেগেছে তার।

থাইরিয়ামের আণবিক ওজনের উপর ভিত্তি করে, একটি প্রিসেট ওয়েট-ফর-ভলিউম অনুপাত অনুসারে কাটা চলছে ভিন জগতের পাথরটা, সেই ফাঁকে কাছাকাছি একটা সুপার-কমপিউটারের অত্যন্ত জটিল একটি গাণিতিক ফর্মুলা ঢোকাল মুলহাউসেন।

কয়েক মুহূর্ত পর লেযার কাটার জোরাল একটা বিপ ছাড়ল, তারপর সেট হলো স্ট্যাণ্ড-বাই মোড-এ।

কাজটা শেষ হয়েছে।

কমপিউটার ছেড়ে উঠে এল মুলহাউসেন, বোতাম টিপে বন্ধ করল লেযার কাটার। এ-ধরনের কাজের জন্য মানুষের হাত যথেষ্ট নিপুণ ও নিখুঁত না হওয়ায় একটা রোবোটিক আর্ম রাখা হয়েছে, সেটার সাহায্যে আইডলের ভিতর থেকে ছোট সিলিণ্ডার আকৃতির একটা অংশ তুলে আনল সে।

থাইরিয়ামের ওই অংশটুকু ভ্যাকিউম-সিলড চেম্বারে ঢোকানো হলো, তারপর শুরু হলো ওটার উপর ইউরেনিয়াম অ্যাটমের বর্ষণ ও আলফা ওয়েভের আঘাত, ওটাকে সাবক্রিটিকাল ম্যাস-এ পরিণত করছে।

কয়েক মুহূর্ত পর গোটা চেম্বারটাকেই সুপারনোভার কাছে তুলে নিয়ে এল রোবোটিক বাহু। থাইরিয়ামের সাবক্রিটিকাল ম্যাস সহ চেম্বারটা টাইটেনিয়াম ফ্রেমে বসানো হলো, যেটা ঝুলে আছে দুটো থার্মোনিউক্লিয়ার ওঅরহেডের মাঝখানে।

সুপারনোভা এখন সম্পূর্ণ। একজোড়া ওঅরহেডের মাঝখানে থাইরিয়ামের সাবক্রিটিকাল ম্যাস আকারে ছোট হলে কী হবে, শক্তির বিচারে যেন ঈশ্বরের

ক্ষমতা নিয়ে বসে আছে।

কণ্ট্রোল বুদের চারপাশের স্ক্রিনে মিছিলের মত বেরুচ্ছে অঙ্ক ও ডাটা। একটা স্ক্রিনে, "ডুয়াল অ্যাক্সিস রেডিওগ্রাফিক হাইড্রোডায়নামিক ফ্যাসিলিটি" শিরোনামের নীচে, ঝাঁক ঝাঁক ১ আর ০ অনবরত নীচের দিকে অঝোর ধারায় ঝরছে।

এসব গ্রাহ্য না করে কমপিউটার কিবোর্ডে টাইপ করতে শুরু করল মুলহাউসেন। সুপার-কমপিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত ওটা। ওটার স্ক্রিনে একটা লেখা ফুটল: **আর্মিং কোড ঢোকাও**।

কমপিউটারের নির্দেশ পালন করল মুলহাউসেন।

স্ক্রিনে ফুটল: **সুপারনোভা আর্মড**।

মুলহাউসেন টাইপ করল: **ইনিশালাইজ টাইমার ডিটোনেশন সিকোয়েন্স**।

স্ক্রিনে ফুটল: **টাইমার ডিটোনেশন সিকোয়েন্স ইনিশালাইজড। ইনসার্ট টাইমার ডিউরেশন**।

মুলহাউসেন লিখল: **00:30:00**

সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল স্ক্রিন।

ইউ নাউ হ্যাভ
00:30:00
মিনিটস টু এণ্টার ডিজআর্ম কোড।
এণ্টার ডিজআর্ম কোড হিয়ার।
- - - - - - - - -

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে, বড় করে শ্বাস নিল মুলহাউসেন। তারপর এণ্টার কি-তে আঙুলের খোঁচা মারল।

00:29:59
00:29:58
00:24:57
00:29:56

'হেনেরিক এত দেরি করছে কেন?' জিজ্ঞেস করল ব্রায়ান ইকো, তবে বিশেষভাবে কারও উদ্দেশে নয়। বোট-হাউস অফিস থেকে বাইরের বিশাল গহ্বরটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। 'এতক্ষণে তো তার ফিরে আসার কথা।'

ঘুরল ইকো। 'এই, তুমি,' বলে কমপিউটারের কাছে দাঁড়ানো ল্যাব কোট পরা দুই টেকনিশিয়ানের একজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে, তারপর একটা রেডিও ছুঁড়ে দিল তার দিকে। 'রিফিউজ পিটে যাও, দেখো কী কারণে এত দেরি করছে হারজা।'

'ইয়েস, হের ইকো।'

রানা ও বেলেগ্গা বোট-হাউসের দেয়ালে এসে ধাক্কা খেল।

এই মাত্র ওদেরকে ছেড়ে গেছে হারজা। বিরাট বোট-হাউসের কোণ ঘুরে গহ্বরটার দিকে যাচ্ছে সে, উত্তর প্রান্তের কেইবল ব্রিজে উঠবে।

পাশেই গ্যারেজের চওড়া দরজা, উঁকি দিয়ে তাকাল রানা।

বোট-হাউসের ভিতরটা খালি পড়ে আছে, বিশেষ করে ওর ডানদিকের কাঁচ মোড়া অফিস ও বামদিকের মুরিং স্লট-এর মাঝখানের মেঝেটা। কিছুই নড়ছে না। কোনও শব্দও নেই। বেলেগ্গার দিকে তাকাল। 'রেডি?'

জবাবে হাতের রাইফেলটা আরও জোরে আঁকড়ে ধরল বেলেগ্গা।

একটিও কথা না বলে মাথা নিচু করে বোট-হাউসে ঢুকে পড়ল রানা। ঢুকেই দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল, চারদিকটা ভাল করে না দেখে এগোবে না। এক সেকেণ্ড পর পিছু নিয়ে বেলেগ্গাও ঢুকল। হঠাৎ বাইরে থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল, যেন একটা দরজা খুলল কেউ।

ইঙ্গিতে বেলেগ্গাকে নড়তে নিষেধ করল রানা, তারপর উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল। আরেকটা দরজা খুলে সাদা ল্যাব কোট পরা তরুণ টেকনিশিয়ানদের একজন বাইরে বেরিয়েছে। আড়ষ্টভঙ্গিতে একটা রেডিও ধরে রয়েছে সে। দরজাটা আবার বন্ধ করল, তারপর রিফিউজ পিটের দিকে হাঁটা ধরল।

চিন্তায় পড়ে গেল রানা। রিফিউজ পিটে গিয়ে একজন নাৎসির লাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না লোকটা।

এই মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। টেকনিশিয়ান তরুণের পিছু নিতে পারে ও, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে তাকে। এরকম একটা কাজে মনের সায় পাওয়া যায় না। বিকল্প উপায় হলো হারজাকে সাবধান করা। সেটাই ভাল।

'এদিকটা আপনি দেখুন,' বেলেগ্গাকে বলল রানা। 'আমি হারজাকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।' আর কোনও ব্যাখ্যা না দিয়ে বোট-হাউস থেকে বেরিয়ে গহ্বরটার দিকে ছুটল ও।

উত্তরপ্রান্তের কেইবল ব্রিজে পৌঁছাল যমের অরুচি, অর্থাৎ হারজা। তার সামনে থেকে বিস্তৃত ওটা, সাতশো ফুট গভীর গহ্বরের উপর ঝুলে আছে। ইস্পাতের কেইবল দিয়ে তৈরি হ্যাণ্ডরেইল একজোড়া রেললাইনের মত অদৃশ্য হয়ে গেছে চারশো গজ দূরে, শেষ মাথায় কণ্ট্রোল বুদের খুদে দোরগোড়া দেখা যাচ্ছে।

'হেনেরিক হারজা,' হঠাৎ পিছন থেকে তাকে ডাকল কেউ।

ঝট করে ঘুরল হারজা। সামনে ব্রায়ান ইকোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

'এখানে কী করছ তুমি?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল ইকো।

'দেখতে যাচ্ছিলাম,' নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে বলল হারজা, 'কণ্ট্রোল বুদে হের হারমান ও হের মুলহাউসেনের কোনও সাহায্য দরকার কিনা।' বলার পর বুঝল জবাবটা একটু তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়ে গেল।

'বন্দি দুজনের ব্যবস্থা করেছ?'

'জী, হের ইকো।'

'এরউইন কোথায়?' জানতে চাইল ইকো।

'সে…ইয়ে, মানে, বাথরুমে গেছে,' মিথ্যেকথা বলল হারজা।

ঠিক সেই মুহূর্তে রিফিউজ পিটে পৌঁছাল ইকোর পাঠানো তরুণ ল্যাব টেকনিশিয়ান। সঙ্গে সঙ্গে এরউইনের লাশটা দেখতে পেল সে, কাদায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে, মাথার পিছনের গর্তটা থেকে মগজ ও রক্ত চুইয়ে বেরুচ্ছে। কাছেপিঠে না কোন বিদেশী আছে, না কোনও জার্মান।

রেডিওটা অন করে ঠোঁটের কাছে তুলল সে।

'হের ব্রায়ান ইকো,' ইকোর এয়ারপিসে টেকনিশিয়ানের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'হ্যাঁ, বলো।' এখন উত্তর প্রান্তের কেইবল ব্রিজের গোড়ায় হারজার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইকো। তার বাম হাতের চারটে আঙুল উরুতে নিঃশব্দে ড্রাম বাজাচ্ছে।

'এরউইন খুন হয়েছে, হের ইকো। আবার বলছি, এরউইন খুন হয়েছে। এখানে আমি হারজা বা বন্দিদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'ধন্যবাদ,' বলল ইকো, হারজার দিকে তাকিয়ে আছে। তার নীল চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টি যেন হারজার চোখ ভেদ করে মগজে গেঁথে যাবে। 'হেনেরিক, বন্দিরা কোথায়?' শান্তসুরে জানতে চাইল সে।

'মাফ করবেন, হের ইকো?'

'জানতে চাইছি, বন্দিরা কোথায়?'

হারজা দেখল ইকোর ডান হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে।

রাইফেল হাতে বোট-হাউসের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছে বেলেগুা। হারজার কেন সাহায্য দরকার, তা না জানিয়েই চলে গেছে রানা। তা যাক, হাতের কাজটা একাই সারার চেষ্টা করবে সে।

বোট-হাউসের কোথাও কোনও শব্দ নেই। টানেল থেকে বেরিয়ে যে কনভেয়ার বেল্টটা উপর দিকে উঠে গেছে সেটা তার ডান দিকে স্থির হয়ে রয়েছে। ওটার সামনের অফিসে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

একটা ইঞ্জিন চালু হলো।

দ্রুত ঘুরল বেলেগুা। পার্ক করা বেল জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টারের রোটর এই মাত্র ঘুরতে শুরু করল। তারপর পাইলটকে দেখতে পেল সে। ককপিটের মেঝেতে কাত হয়ে শুয়ে কী যেন মেরামত করছে, তার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয়।

অকস্মাৎ কানের পরদা ফাটানো তীব্র আওয়াজ তুলে হেলিকপ্টার রোটরের ব্লেডগুলো বনবন করে ঘুরতে শুরু করল। নিজের অজান্তে প্রায় লাফিয়ে উঠল বেলেগুা।

রোটর এই গর্জন শুরু না করলে সে হয়তো লোকটার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেত।

কপ্টার ও পাইলটের দিকে নিঃশব্দ পায়ে যে-ই এগোতে যাবে, অত্যন্ত ভারী কী যেন একটা আঘাত করল বেলেণ্ডার মাথায়। মুখ থুবড়ে বোট-হাউসের মেঝেতে পড়ে গেল সে।

'হের ইকো,' শুরু করল হারজা, মুখ ব্যাদান করে থাকা বিরাট গহ্বরটার কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। হাত দুটো উপরে তুলছে। 'এ আপনি কী...'

ঠাস! ইকোর পিস্তল গর্জে উঠল। একটি বুলেট সোজা তার পেটে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে কোমরের কাছ থেকে ভাঁজ হয়ে গেল শরীরটা, তারপর ঢলে পড়ল হারজা।

হাতে পিস্তল নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইকো। 'হুম, হারজা। তো এই হলো ব্যাপার, তুমি আসলে বিকেএ-র একজন চর।'

একটা গড়ান দিয়ে নাৎসিদের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ডের পায়ের কাছে চলে এল হারজা, যন্ত্রণায় দাঁতের সঙ্গে দাঁত চেপে রেখেছে।

'কোনও জবাব নেই,' বলল ইকো। 'বেশ, ভাল। কেমন হয় এখন যদি তোমার ডান হাতের আঙুল একটা একটা করে উড়িয়ে দিই, যতক্ষণ না বলছ কার হয়ে কাজ করছ?'

'উফ!' গুঙিয়ে উঠল হারজা।

'ভুল জবাব,' বলে হারজার হাতের দিকে পিস্তল তাক করল ইকো, টান দিল ট্রিগারে।

বিস্ফোরিত হলো পিস্তল।

ঠিক সেই সময় ঝড়ের বেগে একটা কোণ ঘুরে ইকোর পিছনে বেরিয়ে এল রানা। এত কাছে ইকো, ছোটার গতি কমিয়ে পিস্তল বের করার সুযোগ পাওয়া গেল না, তার আগেই ছুটন্ত একটা ট্রেনের মত নাৎসি লোকটার গায়ে ধাক্কা খেল ও।

হাতের পিস্তল ছুটে গেল ইকোর। তবে দুজনেই আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ছিটকে পড়ল, ফুটবলের মত ড্রপ খেল ঝুলে থাকা নিচু জেটিতে, যে জেটি কেইবল ব্রিজটাকে ধরে রেখেছে। ইকোর ডান পা কিনারা থেকে গহ্বরের দিকে ঝুলে পড়ল, যদি পড়ে যাই ভেবে খপ করে রানার একটা বাহু সাঁড়াশির মত খামচে ধরল সে, কী ঘটছে রানা বুঝতে পারার আগেই। দুজনেই এখন কিনারা থেকে নীচের মাইনে পড়ে যাচ্ছে।

কিনারা থেকে নেমে গেছে গহ্বরের পাঁচিল। ভাগ্যক্রমে মাইনের মাটির পাঁচিল পুরোপুরি খাড়া নয়, কমবেশি সত্তর ডিগ্রি ঢালু। সরাসরি ঝপ করে নেমে যায়নি ওরা, তবে দ্রুতগতিতেই পড়ছে। পিছলে নামার সময় দুজনেই পা ছুঁড়ে বিস্তর ধুলো ওড়াচ্ছে। প্রায় নব্বুই ফুট নীচে নামার পর নিরেট ও শক্ত জমিনে বাড়ি খেল ওরা।

বোট-হাউসের মেঝেতে ঢলে পড়ল বেলেগুও। চোখের সামনে শুধু সরষে ফুল ফুটছে। এক সেকেণ্ড পর শরীরটাকে গড়িয়ে চিৎ হতেই নাৎসিদের দ্বিতীয় ল্যাব টেকনিশিয়ানকে দেখতে পেল সে, তার হাতের পাইপটা সবেগে ওর উপর নেমে আসছে। আবার গড়ান দিল বেলেগুও, পাইপটা আঘাত করল মাথা থেকে দুই ইঞ্চি দূরে ফ্লোরবোর্ডে।

লাফ দিয়ে সিধে হলো বেলেগুও, চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিজের রাইফেলটা খুঁজছে। চারফুট দূরে পড়ে রয়েছে তার জি-এগারো, নাগালের বাইরে।

পাইপ তুলল আবার টেকনিশিয়ান।

একেবারে শেষ মুহূর্তে ঝট করে নিচু হলো বেলেগুও, একটুর জন্য পাইপটা তার মাথার নাগাল পেল না। পরমুহূর্তে সিধে হয়ে টেকনিশিয়ানের নাক বরাবর ঘুসি চালাল সে। পিছু হটল লোকটা, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।

দেয়ালে পিঠের ধাক্কা খাওয়ার সময় নিশ্চয়ই একটা বোতামে চাপ দিয়ে ফেলেছে লোকটা, কারণ ঠিক তখনই বিরাট বোট-হাউসের ভিতর ভারী কোনও মেশিন সচল হওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। আর তারপরই বেলেগুও দেখল বিনা নোটিশে চওড়া কনভেয়ার বেল্টটা ওয়্যারহাউসের দৈর্ঘ্য জুড়ে ধীর ভঙ্গিতে চলতে শুরু করেছে।

রানা ও ইকো ঝাঁকি খেল।

খাড়া ঢাল বেয়ে নব্বুই ফুট নেমে আসার পর আচ্ছন্ন বোধ করছে দুজনেই। তারপর যখন পড়িমরি করে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, এই সময় ওদের নীচের জমিন ওদেরকে নিয়ে সামনের দিকে ছুটল।

টলমল করছে রানা, পায়ের নীচের জমিনের দিকে তাকাল। কোথায় নিরেট জমিন! কনভেয়ার বেল্টের নীচের প্রান্ত এটা, এই একই বেল্টের আরেক প্রান্ত বোট-হাউসের সারফেসে পৌঁছেছে।

এই মুহূর্তে উপর দিকে উঠছে বেল্টটা।

ঠিক সময়মত ঘুরল রানা, দেখল ইকোর বাম হাতের চার আঙুলে পাকানো ঘুসিটা ওর জুলফির দিকে উড়ে আসছে। কিছুই করার ছিল না, মারটা হজম করতে হলো। ঘুসি খেয়ে চওড়া কনভেয়ার বেল্টে ছিটকে পড়ল ও। মনে হলো, ছিঁড়ে গেছে মাথার ভিতর কোনও শিরা বা উপশিরা, রক্তক্ষরণ হচ্ছে কোথাও।

এক পা এগিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াল ইকো। তারপর এক নিমেষে কালো হয়ে গেল জগৎটা।

প্রথমে রানা বুঝতে পারল না কী ঘটেছে। তারপর উপলব্ধি করল। কনভেয়ার বেল্টটা ওদেরকে নিয়ে লম্বা ও অন্ধকার একটা টানেলে ঢুকেছে। এই টানেল ওদেরকে বোট-হাউসে পৌঁছে দেবে।

বোট-হাউসের ভিতরে বিকট আওয়াজ করছে জেট রেঞ্জার কপ্টারের রোটর। বুনো একটা বিড়ালের মত মরিয়া হয়ে ল্যাব টেকনিশিয়ানের সঙ্গে লড়ছে

বেলেগুা। প্রতিপক্ষ তার পাইপ চালাচ্ছে বারবার, কখনও বেলেগুার মাথাকে টার্গেট করছে, কখনও কাঁধ।

হঠাৎ পিছু হটল বেলেগুা, পাইপের আঘাত লক্ষ্যচ্যুত হলো। তবে দেখতে পেল হেলিকপ্টারের পাইলট এখন সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

কপ্টারের মেঝে থেকে আড়ষ্টভঙ্গিতে নেমে আসার চেষ্টা করছে পাইলট, এই সময় রিফিউজ পিট থেকে ফিরে এসে বোট-হাউসের দরজায় দাঁড়াল দ্বিতীয় ল্যাব টেকনিশিয়ান।

দুজনকেই দেখতে পেল বেলেগুা। তারপর, ক্ষিপ্রতায় এতটুকু বিরতি না দিয়ে, পাইপের আরেকটা বাড়ি এড়িয়ে গেল সে, কোমরের বেল্ট থেকে টেনে বের করে পিন খুলল গ্রেনেডের, গড়িয়ে দিল বোট-হাউসের মেঝেতে। পরমুহূর্তে আরেকটা। এগুলো নাৎসিদেরই গ্রেনেড, হারজা তাকে দিয়েছিল।

ছোট ছোট লাফ দিয়ে ছুটল ওগুলো, প্রায় একই সময়ে রওনা হলেও দুটো দুদিকে যাচ্ছে—একটার টার্গেট হেলিপ্যাড পনটুন ও হেলিকপ্টার, অপরটার টার্গেট দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা তরুণ টেকনিশিয়ান।

ওয়ান, ওয়ান থাউজেণ্ড…

টু, ওয়ান থাউজেণ্ড…

থ্রি, ওয়ান থাউজেণ্ড…

দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা টেকনিশিয়ান বুঝতে পারল তার দিকে কী ছুটে আসছে, তবে এক সেকেণ্ড দেরিতে। একেবারে শেষ মুহূর্তে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল সে, যদিও যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নয়। গ্রেনেডটা বিস্ফোরিত হলো। সেটার সঙ্গে সে-ও।

দ্বিতীয় গ্রেনেড ড্রপ খেতে খেতে হেলিপ্যাড পনটুনে উঠল, তারপর থামল সরাসরি সাদা ঝকঝকে বেল জেট রেঞ্জারের নীচে। এক সেকেণ্ড পর ফাটল ওটা, মুহূর্তে কপ্টারের গম্বুজ উড়িয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল ওটার মেঝেতে উঠে বসা পাইলট। বিস্ফোরণে কপ্টারের ল্যাণ্ডিং স্কিডগুলোও ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, ফলে গোটা কাঠামোটা হুড়মুড় করে চার ফুট নেমে এল। পনটুনের উপর পেট দিয়ে পড়ল ওটা, ঘুরন্ত রোটর ব্লেড এখনও একটা ঝাপসা ঝলকের মত দেখাচ্ছে।

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে উঠছে কনভেয়ার বেল্ট, সেটার উপর দাঁড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রাণপণে লড়ছে রানা ও ইকো।

কপালের পাশে সেই ঘুসিটা খেয়ে খুলির ভিতরে কিছু একটা ঘটে গেছে বলে মনে হলো, আচ্ছন্ন একটা ভাব গ্রাস করে ফেলছে রানাকে। তারপরও এলোপাথাড়ি ভঙ্গিতে হাত-পা ছুঁড়ে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে ও প্রতিপক্ষকে। তবে ওর যে সমস্যা হয়েছে, দেখতে না পেয়েও বুঝে ফেলল নাৎসিদের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড; রানার বেশিরভাগ ঘুসিই দুর্বল, লক্ষ্যচ্যুত হচ্ছে।

একটু পরেই বেল্টের উপর রানাকে ফেলে দিল ইকো। পেটে একটা হাঁটু গেড়ে নড়তে-চড়তে দিচ্ছে না। গোড়ালির কাছে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা রয়েছে

খাপটা, টান দিয়ে তা থেকে ছুরি বের করল সে। খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে যাওয়া অন্ধকার টানেলে রয়েছে ওরা, তারপরেও লম্বা ছুরির চকচকে ফলাটাকে সবেগে নেমে আসতে দেখল রানা।

দু'হাত উঁচু করে ইকোর কবজি ধরে ফেলল ও। প্রাণপণ চেষ্টা করছে ফলাটাকে দূরে সরিয়ে রাখতে। হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু ওর ভঙ্গিটা আড়ষ্ট, ইকোর নীচে শুয়ে রয়েছে ও, ফলে শক্তি পরীক্ষায় একটু একটু করে হেরে যাচ্ছে। এক চুল এক চুল কোরে বাম চোখের উপর নেমে আসছে ছুরির ডগা।

অকস্মাৎ কর্কশ সাদা আলো যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনের উপরে। একই সঙ্গে ঢালু বেল্ট সিধে ও সমতল হয়ে গেল। ভারসাম্য হারাল দুজনেই। ইকোর ছুরিটা সরিয়ে দেওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে গেল রানা। ইকোর বাহুতে কারাতে চপ মেরে উড়িয়ে দিল ওটা শূন্যে।

দ্রুত চারদিকে তাকাল ও। আবার বোট-হাউসে ফিরে এসেছে। তবে এখনও সচল কনভেয়ার বেল্টে রয়েছে ও, ওর পেটের উপর চেপে বসেছে ইকো।

ব্যাপারটা দুজনের জন্যই দুর্ভাগ্যজনক, কনভেয়ার বেল্টটা জেট রেঞ্জার কপ্টারের ঘুরন্ত ব্লেডের দিকে এগোচ্ছে। গ্রেনেড বিস্ফোরণে স্কিড হারিয়ে পনটুনে নেমে এসেছে ওটার পেট, রোটর ব্লেডগুলো সবেগে ঘুরছে সচল কনভেয়ার বেল্টের তিন ফুট উপরে।

রোটর ব্লেডগুলো এখন মাত্র দশ ফুট দূরে।

নয় ফুট।

একা শুধু রানা নয়, এবার ইকোও ওটাকে দেখতে পেল।

আট ফুট।

রানা দেখল দেয়ালের কাছে ল্যাব টেকনিশিয়ানের সঙ্গে লড়ছে বেলেগ্রা। রোটর ব্লেডের গর্জন বদ্ধ ওয়্যারহাউসের ভিতর বিরতিহীন বজ্রপাতের মত শোনাচ্ছে।

সাত ফুট।

কৌশল বদল করল ইকো। আসুরিক শক্তিতে বুকের কাছে টি-শার্ট খামচে ধরে রানাকে উঁচু করল সে, ধরে রাখল প্রসারিত বাহুর শেষ প্রান্তে, যাতে রানার গলাটা হেলিকপ্টারের ঘুরন্ত ব্লেডের সঙ্গে একই লেভেলে থাকে।

ছয় ফুট।

এখনও ল্যাব টেকনিশিয়ানের সঙ্গে লড়ছে বেলেগ্রা। মারামারি করার এক ফাঁকে রানা ও ইকোকে কনভেয়ার বেল্টের উপর দেখতে পেল সে–রানাকে যতটুকু পারা যায় উঁচু করে ধরে রেখেছে ইকো।

আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল বেলেগ্রার চোখ দুটো। কপ্টারের ব্লেড দিয়ে রানাকে জবাই করতে চাইছে ইকো!

পাঁচ ফুট।

দেয়ালে বসানো কন্ট্রোল প্যানেলটা আগেই দেখেছে, ঝট করে সেটার

দিকে এখন তাকাল বেলেগু। ওই প্যানেলই সচল করেছে কনভেয়ার বেল্টটাকে। থামাবেও ওটাই।

চার ফুট।

ঝট করে একবার ঘাড় ফেরাতে নিজের পিছনে রোটর ব্লেডগুলো দেখতে পেল রানা, বুঝল ইকো কী করতে চাইছে। কিন্তু নার্ভ সেন্টারে ঘুসি লাগায় অবশ হয়ে গেছে ওর শরীর, গায়ে জোর পাচ্ছে না।

তিন ফুট।

নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে রানা। আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক হতে চাইছে। কিন্তু কোনও লাভ হচ্ছে না। সুস্থ ইকো ওর তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। এই অবস্থায় তার সঙ্গে পারা সম্ভব নয়। শত্রুর চোখের দিকে তাকাল ও। ঘৃণা ও আক্রোশ ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে।

দুই ফুট।

নিশ্চিত মৃত্যু এগিয়ে এসেছে।

আর মাত্র এক ফুট।

পাঁচ

টেকনিশিয়ানের আরেকটা আঘাত থেকে বাঁচার জন্য মাথা নিচু করল বেলেগু। পরমুহূর্তে স্যাঁৎ করে পাশ কাটিয়ে তার পিছনে চলে গেল, তারপর ঝাঁকড়া চুল খামচে ধরে মাথাটা সজোরে ঠুকে দিল দেয়ালে বসানো কন্ট্রোল প্যানেলে।

কনভেয়ার বেল্ট থেমে গেল।

থেমে গেল রানাও। তীব্র গতিতে চলমান রোটর আলোর একটা ঝলকের মত দেখাচ্ছে ওর নাকের আধ ইঞ্চি সামনে।

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল ইকো। কোত্থেকে কী–?

সুযোগটা কাজে লাগাল রানা, হাঁটু দিয়ে নাৎসি লিডারের উরুসন্ধিতে গুঁতো মারল। তারপর দু'হাতে তার কোটের কলার চেপে ধরল।

গর্জে উঠল ইকো।

'একটু হাসো, ব্রাদার-ইন-ল,' বলল রানা। পরক্ষণে নিচু করল শরীরটা, কনভেয়ার বেল্টের উপরে গড়ান দিয়ে চিৎ হলো ঘুরন্ত রোটর ব্লেডের তলায়, এখনও ছাড়েনি কলারটা। নিজের দিকে ইকোকে টানল ও, তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে উঁচু করল তাকে–উন্মুক্ত গলাটা ঠেলে দিল কপ্টারের ঘুরন্ত ব্লেডের সামনে।

রোটর ব্লেড ইকোর গলাটাকে মাখনে ছুরি চালাবার মত আলাদা করে ফেলল। রক্তের ঝরনা ভিজিয়ে দিল কনভেয়ার বেল্টে শুয়ে থাকা রানার জামাকাপড়। এখনও ইকোর কোটের কলারটা ধরে আছে ও।

লাশটা ছেড়ে একটা গড়ান দিয়ে কনভেয়ার বেল্ট থেকে নেমে পড়ল রানা।

মুখ তুলতে কণ্ট্রোল প্যানেলের পাশে বেলেগুাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা, পায়ের কাছে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে তার প্রতিপক্ষ নাৎসি টেকনিশিয়ান। মাথাটা কণ্ট্রোল প্যানেলে ঠুকে দেওয়ায় জ্ঞান হারিয়েছে সে।

চোখাচোখি হতে হাসল বেলেগু। এগিয়ে গিয়ে লোকটার ঘাড়ে মাঝারি ওজনের একটা লাথি মারল রানা—চাইছে, জ্ঞান ফিরতে দেরি হোক ওর।

'জলদি!' তাকে বলল রানা। 'কণ্ট্রোল বুদে যেতে হবে।'

'জানি না গিয়ে লাভ হবে কিনা,' ছুটতে শুরু করে বলল বেলেগু। 'হুইপ হারমান হয়তো এরই মধ্যে কাউন্টডাউন শুরু করে দিয়েছে।'

মাইনের উপর, শূন্যে ঝুলন্ত কণ্ট্রোল বুদ। সুপারনোভার ল্যাপটপের স্ক্রিনে সময় ছুটছে উল্টো দিকে।

০০:১৫:০১
০০:১৫:০০
০০:১৪:৫৯

রেডিওর বোতাম টিপল হুইপ হারমান। 'ইকো?'

কোনও সাড়া নেই।

'ইকো, কোথায় তুমি?'

উত্তর নেই।

মুলহাউসেনের দিকে ফিরল নাৎসি লিডার। 'নিশ্চয় কোনও সমস্যা হয়েছে। ব্রায়ান ইকো, আমার জামাই, সাড়া দিচ্ছে না। আপনি ডিভাইসটার চারদিকে প্রটেকটিভ কাউন্টার মেযার ইনিশিয়েট করুন। সিল করে দিন কণ্ট্রোল বুদ।'

'জী, হের হারমান।'

হারজাকে ধরাধরি করে কাঁচ মোড়া একটা অফিসে নিয়ে এসে মেঝেতে শুইয়ে দিল রানা ও বেলেগু।

দেয়ালে বসানো বড়সড় একটা ডিজিটাল টাইমার রয়েছে, তাতে সময়ের অধোগতি দেখানো হচ্ছে।

০০:১৪:৫৫
০০:১৪:৫৪
০০:১৪:৫৩

'সর্বনাশ!' বলল রানা। 'কাউন্টডাউন সত্যি শুরু হয়ে গেছে!'

দেরি না করে হারজার হাতে ও পেটে পট্টি বাঁধতে ব্যস্ত হয়ে উঠল বেলেগু। 'কাউন্টডাউন নিশ্চয়ই মাঝপথে থামিয়ে দেয়া হবে,' বলল সে। 'নাৎসিরা সুপারনোভা ফাটিয়ে দেবে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'থাইরিয়াম এই দুনিয়ার পদার্থ নয়। সাধারণ কোনও পদার্থও নয়। ওটার কাছাকাছি এলে বেশিরভাগ মানুষ নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।'

'হোয়াট!'

'কথাটা বোধহয় ঠিক,' রানার কথায় সায় দিয়ে মেঝে থেকে বলল হারজা। রানা ও বেলেগু্া দুজনেই ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল।

ব্যথা সহ্য করার চেষ্টায় দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে হারজা, অনেক কষ্টে কথা বলছে সে। 'ওটা পাবার পর হুইপ হারমান ও মুলহাউসেনকে অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখেছি আমি। আর তা যদি সত্যি না-ও হয়, হুইপ হারমানকে আমার বিশ্বাস নেই। লোকটা উন্মাদ ছিল, এখন পুত্রশোকে বদ্ধ উন্মাদ। সে বলছে, তার শুধু নতুন একটা পৃথিবী চাই। তা যদি না পায়, পুরানোটাকে ধ্বংস করে দেবে।'

'তাকে থামাবার উপায় কী?' জানতে চাইল রানা, অস্থির হয়ে উঠছে। 'আমরা ছাড়া আর কেউ আছে?'

'না, নেই। থামাবার একমাত্র উপায় মুলহাউসেন। ওটার আর্মিং কমপিউটারে ডিজআর্ম কোড ঢোকানো আছে,' বলল হারজা, 'তবে কোডটা শুধু মুলহাউসেন জানে।'

'সেক্ষেত্রে যেভাবেই হোক,' বলল রানা, 'কোডটা তার কাছ থেকে আদায় করতে হবে।'

কয়েক মুহূর্ত পর দেখা গেল বিশাল গহ্বরটার কিনারা ধরে ছুটছে রানা, গন্তব্য: দক্ষিণ প্রান্তের কেইবল ব্রিজ।

প্ল্যানটা সহজ। উত্তর প্রান্তের ব্রিজের মুখে অপেক্ষা করবে বেলেগু্া। রানা দক্ষিণ প্রান্তের মুখে পৌঁছালে দুজন একযোগে কন্ট্রোল বুদ লক্ষ্য করে এগোবে।

এই প্ল্যানের পিছনে যুক্তি আছে। কন্ট্রোল বুদের দিকে বিস্তৃত ব্রিজ দুটো যেমন অত্যাধুনিক, তেমনি মজবুত। ওগুলো তৈরি করা হয়েছে হাই-টেনসাইল স্টিল থ্রেড দিয়ে। কন্ট্রোল বুদের সঙ্গে সংযুক্ত যে-কোনও একটা ব্রিজ নীচে ফেলে দিতে হলে চারটে আলাদা প্রেশার কাপলিং বিচ্ছিন্ন করতে হবে। তাই রানা ও বেলেগু্া যদি একই সময়ে দুটো ব্রিজ ধরে এগোয়, দুজনের মধ্যে অন্তত একজনের সম্ভাবনা থাকবে কন্ট্রোল বুদে পৌঁছানোর। হুইপ হারমান ও মুলহাউসেন দুটো ব্রিজেরই কাপলিং খুলে ফেলার আগে পৌঁছতে হবে ওদের।

সাড়ে ছয় মিনিট দৌড়ানোর পর দক্ষিণ ব্রিজের গোড়ায় পৌঁছাল রানা। 'ওপেন পিট' মাইনের উপরে ব্রিজটা চারটে ফুটবল মাঠের সমান লম্বা, অথচ চওড়ায় এত কম যে প্রতিবার মাত্র একজন লোক যেতে বা আসতে পারবে।

'আপনি রেডি,' জিজ্ঞেস করল রানা।

ওর এয়ারপিসে তার জবাব ভেসে এল। 'হ্যাঁ, আমি রেডি।'

'তা হলে আসুন, শুরু করি। নাউ!'

রোপ ব্রিজে পা রাখল রানা। শেষ মাথায় বাক্স আকৃতির সাদা কেবিনটা দেখতে পাচ্ছে ও, ঝুলে আছে মাইনের ঠিক মাঝখানে, মেঝে থেকে অনেক উপরে। ব্রিজ যেখানে ওটার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেই দেয়ালে গাঁথা দরজাটাও দেখতে পাচ্ছে। এই মুহূর্তে সেটা বন্ধ।

কন্ট্রোল বুদের লম্বাটে-চারকোনা জানালাগুলোতে কোনও নড়াচড়া নেই।

সাবধানে, দ্রুত ব্রিজটা পার হচ্ছে রানা।

উল্টোদিকের কেইবল ব্রিজ ধরে বেলেগুাও দ্রুত এগোচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টি চুম্বকের মত আটকে আছে ব্রিজের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা বন্ধ দরজার গায়ে। তার প্রত্যাশা, দরজাটা যে কোনও মুহূর্তে খুলে যাবে। কিন্তু খুলছে না।

কন্ট্রোল বুদের একটা জানালার পিছন থেকে হুইপ হারমান দেখল উত্তর ব্রিজ ধরে ছুটে আসছে বেলেগুা। কয়েক সেকেণ্ড আগে দক্ষিণ ব্রিজে রানাকেও দেখেছে সে। এখন বাছাই করতে হবে হারমানকে।

রানাকেই পছন্দ হলো তার।

ব্রিজের অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে বেলেগুা, এইসময় তার প্রত্যাশা পূরণ করে দরজাটা খুলে গেল। কন্ট্রোল বুদ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল হুইপ হারমান।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বেলেগুা।

খর্বকায় মুলহাউসেনকে নিজের সামনে ঢাল-এর মত করে ধরে রেখেছে হুইপ হারমান। কুঁজো বিজ্ঞানী ধস্তাধস্তি করলেও, মোটাসোটা নাৎসি লিডারের হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার শক্তি নেই তার।

এক হাতে মুলহাউসেনের গলাটা পেঁচিয়ে ধরেছে হুইপ, তার অপর হাতে রয়েছে একটা গ্লক সেমি-অটোমেটিক পিস্তল। বিজ্ঞানীর মাথায় তাক করা সেটা। ইকোকে ডেকে সাড়া পাচ্ছে না, ল্যাব টেকনিশিয়ান ও পাইলটকে ডেকে সাড়া পাচ্ছে না, জানা নেই সংশ্লিষ্ট সবগুলো সরকার তার সমস্ত দাবি মেনে নিয়েছে কি নেয়নি। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গেছে–শুধু এইটুকু টের পাচ্ছে। উত্তেজনার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে সে। এখন দেখা যাচ্ছে, ব্রিজের দু'পাশ থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছে দুই শত্রু। চরম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে মুহূর্তে–সুপারনোভা ফাটিয়ে দেবে। আর দেরি করবার কোনও মানে হয় না। কীভাবে করবে সে কাজটা? মুলহাউসেনকে সরিয়ে দিয়ে। সুপারনোভা ডিজআর্ম করার কোড একমাত্র সে-ই জানে। তাকে মেরে কোডটা সবার নাগালের বাইরে পাঠিয়ে দেবে সে। নিজেরও।

মুলহাউসেনকে ধরার আগে পৃথিবীর সব মানুষের উদ্দেশে একটা মেসেজ প্রচার করেছে নাৎসি লিডার। তাতে সে নিজের স্বপ্নটার কথাই শুধু ব্যাখ্যা করেছে। সুযোগ পেলে দুনিয়াটাকে কী সুন্দর করে সাজাতে পারত। তার সেই দুনিয়ায় শুধু যোগ্য ও গুণী মানুষদের ঠাঁই হত। মাটির পৃথিবীতে নেমে আসত স্বর্গ। সবশেষে জানিয়েছে, উন্নত বিশ্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় তার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। দুনিয়াটাকে ধ্বংস করছে বলে তার কোনও দুঃখ বা অপরাধবোধ নেই।

খোদা, এ কাজ তুমি করতে দিয়ো না! মনে মনে প্রার্থনা করছে বেলেগুা।

সুপারনোভার ডিজআর্ম কোড একমাত্র মুলহাউসেনই জানে। ওকে মারলে সব শেষ।

বোঝা গেল বেলেণ্ডার প্রার্থনায় আন্তরিকতার অভাব ছিল, কিংবা হয়তো এখনও অত উপরে গিয়ে পৌঁছায়নি সেটা। কারণ, পরিষ্কার দেখতে পেল ও, তার উদ্দেশে বিদ্রূপাত্মক এক চিলতে হাসি হেসে ট্রিগার টেনে দিল নাৎসি লিডার।

মুলহাউসেনের মাথা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা রক্ত ও মগজ রেইলিং টপকে মাইনের নীচে পড়ল। রেইলিঙের উপর দিয়ে তার লাশটা নীচে ফেলে দিচ্ছে হুইপ হারমান। ব্রিজের উপর অসহায় দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেলেণ্ডা, ডিগবাজি খেয়ে পতন দেখছে লাশটার। খনিটা সাতশো ফুট গভীর, মেঝেতে পড়তে কিছু সময় নিল। অস্পষ্ট ভোঁতা একটা আওয়াজ শুনতে পেল সে।

গুলির আওয়াজ শুনল রানা। এক সেকেণ্ড পর মুলহাউসেনের শরীরটাকে গর্তের নীচে খসে পড়তে দেখল। 'গুড গড...!' কণ্ট্রোল বুদের দিকে আরও জোরে ছুটল ও।

উত্তর দিকের ব্রিজে হুইপ হারমানের কাজ এখনও শেষ হয়নি। মুলহাউসেনের লাশ ব্রিজ থেকে নীচে ফেলে দেওয়ার পর এখন ব্যস্ত হাতে প্রেশার হোসগুলো খুলছে সে, যেগুলো কণ্ট্রোল বুদের সঙ্গে কেইবল ব্রিজটাকে আটকে রেখেছে।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল বেলেণ্ডা, দু'দিকের হ্যাণ্ডরেইল শক্ত করে ধরে আছে।

তীক্ষ্ণ ক্ল্যাঙ-হিস্স্ আওয়াজের সঙ্গে একটা প্রেশার কাপলিং খুলে এল, সঙ্গে সঙ্গে বেলেণ্ডার বামদিকের হ্যাণ্ডরেইল স্রেফ খসে পড়ল নীচে।

বেলেণ্ডার মাথার ভিতর একটা হিসাব চলছে। হুইপ বাকি তিনটে কাপলিং খোলার আগে কোনওভাবেই কণ্ট্রোল বুদে পৌঁছাতে পারবে না সে। বন করে আধপাক ঘুরল, তারপর যত জোরে পারা যায় ফিরতি পথ ধরে ছুটল।

ক্ল্যাঙ-হিস্স্!

আরেকটা কাপলিং মুক্ত হলো। খসে পড়ল ব্রিজের দ্বিতীয় হ্যাণ্ডরেইলও।

আর দুটো কাপলিং বাকি।

রেলবিহীন ব্রিজের উপর দিয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে বেলেণ্ডা, সাতশো ফুট নীচে একবারও তাকাচ্ছে না।

কয়েক সেকেণ্ড পর তৃতীয় কাপলিং খুলে গেল। বেলেণ্ডার পায়ের নীচের বোর্ড বামদিকে কাত হতে শুরু করেছে। তারপর, মুখভর্তি সন্তুষ্টির হাসি নিয়ে শেষ কাপলিংটাও খুলে ফেলল হুইপ হারমান। ব্রিজ ও কণ্ট্রোল বুদের মধ্যে এখন আর কোনও সম্পর্ক রইল না। বেলেণ্ডা বার্ডকে নিয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে ব্রিজটা।

ফিরতি পথ ধরে ছুটছে বেলেণ্ডা, শেষ মাথায় পৌঁছাতে আর যখন পঞ্চাশ ফুট বাকি, এই সময় তার নীচ থেকে খসে পড়ল ব্রিজ। যেই অনুভব করল পড়ে যাচ্ছে ওটা, সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে ডাইভ দিল সে, আঙুল দিয়ে স্টিলের

ফ্লোরবোর্ড খামচে ধরল শক্ত করে।

গর্তের ঢালু দেয়ালের গায়ে বাড়ি খেল কেইবল ব্রিজ, সেটার সঙ্গে বেলেগুাও। মাটির পাঁচিলের গায়ে সেঁটে থাকল ব্রিজটা। সেটা ধরে কীভাবে যে বেলেগুা ঝুলে আছে একমাত্র সেই জানে।

কেইবল ব্রিজের শেষ মাথায় পৌঁছেছে মাত্র, এই সময় রানার হেডসেট থেকে বেলেগুার চিৎকার ভেসে এল। 'মিস্টার রানা, বেলেগুা। আমার ব্রিজ ফেলে দিয়েছে। অ্যাকশনে আমি নেই। এখন সব দায়িত্ব আপনার।'

একহাতে গ্লক পিস্তল বাগিয়ে ধরে, বড় করে শ্বাস নিয়ে অপর হাতে দরজার নবটা ধরল রানা, ঘোরাল, তারপর কবাট ঠেলে ভিতরে ঢুকল…সেই সঙ্গে পা দিয়ে ফেলল একটা তারে।

বিপ!

বিপের আওয়াজ শোনার আগেই হুইপ হারমানকে দেখতে পেয়েছে রানা। কণ্ট্রোল রুমের আরেক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে দশাসই নাৎসি লিডার, উত্তর দরজার কাছে, পিস্তল ধরা হাতটা অলস ভঙ্গিতে শরীরের পাশে ঝুলছে। রানার দিকে তাকিয়ে হাসছে সে।

হুইপ হারমানের বামদিকে রয়েছে সুপারনোভা—ওটার গা চকচক করছে, দুটো থার্মোনিউক্লিয়ার ওঅরহেডের মাঝখানে ভ্যাকিউম চেম্বারে রয়েছে সিলিণ্ডার আকৃতির থাইরিয়াম।

সুপারনোভার পাশে, দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে দুটো ক্রেই ওয়াইএমপি সুপার-কমপিউটার। বড়সড় ডিভাইসটার পাশের মেঝেতে পড়ে রয়েছে একজোড়া ওঅরহেড ক্যাপসুল, ওগুলো ওঅরহেডগুলোকে পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হয়। আর পরিত্যক্ত অবস্থায় কাছাকাছি একটা বেঞ্চে পড়ে রয়েছে মূর্তিটা, গোড়া থেকে খোদাই করে তুলে নেওয়া হয়েছে একটা অংশ।

আওয়াজটা বেরিয়েছে সুপারনোভার সামনের অংশে সংযুক্ত ল্যাপটপ থেকে। রানা দেখল কাউণ্টডাউন টাইমার শূন্যের দিকে নামছে:

০০:০৫:০০

০০:০৪:৫৯

০০:০৪:৫৮

কাউণ্টডাউনের নীচের বাক্যটাও পড়ল রানা:

অলটারনেট ডিটোনেশন সিকোয়েন্স ইনিশালাইজড

'ধন্যবাদ, মাসুদ রানা,' চাপা গলায় খেঁকিয়ে উঠল হুইপ হারমান। 'এই কেবিনে ঢুকে নিয়তির কাছ থেকে নিজের মৃত্যুদণ্ড চেয়ে নিয়েছ তুমি।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। কী বলতে চাইছে লোকটা?

নাৎসি লিডারের চোখ বাঁ দিকে ঘুরে গেল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে কণ্ট্রোল রুমের পুব দেয়ালে হলুদ রঙের আটটা ড্রাম দেখতে পেল রানা, প্রতিটি দুশো গ্যালনের। "সাবধান! বিপজ্জনক! হাইপারগলিক ফ্লুইড!" লেখা রয়েছে ড্রামগুলোর একপাশে। ওগুলোর সামনের অংশে স্টেনসিল করা হরফগুলোও

পড়ল রানা: হাইড্রাযিন, নাইট্রোজেন টেট্রক্সাইড।

চারটে ড্রামে রয়েছে হাইড্রাযিন; বাকি চারটিতে নাইট্রোজেন টেট্রক্সাইড। কেইবল ও হোস-এর জটিল একটা জাল প্রতিটি প্লাস্টিকের ব্যারেলকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

হাইপারগলিক ফ্লুইড; কলেজে অর্জন করা রসায়ন বিদ্যার কল্যাণে রানা জানে এই তরল পদার্থ পরস্পরের সংস্পর্শে এলে বিস্ফোরিত হয়।

একটা হাইড্রাযিন ড্রামের মাথায় বসানো হয়েছে দ্বিতীয় কাউন্টডাউন টাইমারটা। এটার স্ক্রিন অবশ্য পাঁচ সেকেণ্ডে স্থির হয়ে আছে।

০০:০০:০৫

এই সময় রানা খেয়াল করল কালো ও মোটা একটা কর্ড পড়ে রয়েছে মেঝেতে। সুপারনোভার আর্মিং কমপিউটার থেকে বেরিয়েছে ওটা, মেঝের উপর দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে এগিয়ে এসে সংযুক্ত হয়েছে হলুদ আটটা ড্রামের সঙ্গে।

০০:০৪:০০
০০:০৩:৫৯
০০:০৩:৫৮

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা, হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে গ্লক-আঠারো, সরাসরি হুইপ হারমানের বুকের দিকে তাক করা। 'শুনি, কীভাবে নিজের মৃত্যু ডেকে আনলাম।'

'দরজাটা খুলে একটা মেকানিজমের ট্রিগারে টান দিয়েছ তুমি–ফলে হয় এভাবে নয়তো ওভাবে, মরতে তোমাকে হবেই।'

'তুমি বোধহয় প্রলাপ বকছ, বুড়ো!'

হাসল নাৎসি কমাণ্ডার। 'এই কামরায় বিস্ফোরণযোগ্য দুটো ডিভাইস রয়েছে। সুপারনোভা ও হাইপারগলিক ফ্লুইড। একটা গোটা গ্রহকে উড়িয়ে দেবে, আরেকটা শুধু এই কেবিনটাকে। আমি জানি সুপারনোভা ডিজআর্ম করতে চাও তুমি। কিন্তু তা করতে তুমি সফল হলে তোমাকে তার জন্যে বিশেষ মূল্য দিতে হবে।'

'কী মূল্য?'

'পৃথিবীর বিনিময়ে তোমার নিজের জীবন। দরজা খুলে যে মেকানিজমটা তুমি সচল করেছ, সেটা সুপারনোভার আর্মিং কমপিউটারের সঙ্গে হাইপারগলিক ফ্লুইডের সংযোগ ঘটিয়েছে। এখন কোনও কারণে যদি সুপারনোভার কাউন্টডাউন থামিয়ে দেওয়া হয়, হাইপারগলিক ফ্লুইডের টাইমার চালু হয়ে যাবে। পাঁচ সেকেণ্ড লাগবে ওই ফুয়েল পরস্পরের সঙ্গে মিশতে। আর সেটি ঘটলেই বিস্ফোরিত হবে ড্রামগুলো–কেবিনটা উড়ে যাবে, সেই সঙ্গে তুমিও।

'কাজেই এখন তোমার বাছাই করার একটা সুযোগ আছে, রানা। মানবতার ইতিহাসে তুলনাবিহীন একটা সুযোগ। কাঁটায় কাঁটায় তিন মিনিট ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে বাকি দুনিয়া সহ মরতে পার তুমি, কিংবা রক্ষা করতে পার দুনিয়াকে। তবে দুনিয়াকে রক্ষা করতে চাইলে নিজের জীবনটা তোমাকে বিসর্জন দিতে

হবে।'

পরিষ্কার শুনতে পেলেও বিশ্বাস হচ্ছে না রানার।

যে-কোন একটা বেছে নিতে হবে···পৃথিবীকে বাঁচানোর উপায় আছে···কিন্তু নিজের জীবনের বিনিময়ে···

কন্ট্রোল্ল বুদের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা দুজন। পিস্তল তাক করে দক্ষিণ দরজার সামনে রানা, ঝুলে থাকা হাতে পিস্তল নিয়ে উত্তর দরজার সামনে জার্মান ক্রিমিনাল।

০০:০৩:২১

০০:০৩:২০

০০:০৩:১৯

'কিন্তু আমি তো জানি মার্কিন প্রেসিডেন্ট সহ বাকি সবাই মুক্তিপণ দিতে রাজি হয়েছে তোমাকে,' যতটা পারা যায় কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ফুটিয়ে বলল রানা, সময় পাওয়ার চেষ্টা করছে।

'না, টাকা বা একটা রাজ্য দেয়ার ইচ্ছে তাদের নেই, দেব বলে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল,' খেঁকিয়ে উঠল হিটলারের অনুসারী। 'শুধু সময় চাইছিল। আমাকে ওরা বোকা ভেবেছে আর কী!'

'আর তা ছাড়া, এখন টাকাটা সে দিতে চাইলেও,' নাৎসি লিডার বলল, 'ডিভাইসটা ডিজআর্ম করতে পারব না আমি। একা শুধু মুলহাউসেন জানত ডিজআর্মিং কোড। সে নেই, মারা গেছে। এখন হয় তুমি, নয়তো কিছু না। এখন যাই ঘটুক না কেন, অন্তত এইটুকু সন্তুষ্টি থাকবে আমার যে এই কেবিন থেকে তুমি প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারছ না।'

হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠল হুইপ হারমান। তারপর হঠাৎই থামল সেই হাসি। বলল, 'তুমিও নিশ্চয় স্বীকার করবে যে পুত্রহত্যার অভিনব একটা প্রতিশোধ নিচ্ছি আমি—কী, ঠিক না?'

'কিন্তু তোমার কী হবে?' রানার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ। 'তুমিও তো মরবে।'

'আমি বুড়ো হয়েছি। বুড়ো, অক্ষম। মৃত্যু আমার কাছে কিছু না। এর কোনই তাৎপর্য নেই···' আর ঠিক সেই মুহূর্তে, গোক্ষুরের মত ক্ষিপ্রবেগে, পিস্তলটা রানার দিকে তুলে ট্রিগার···

'কড়াৎ!'

রানার কব্জিতে জোর ঝাঁকি মারল গ্লক আঠারো, মাত্র একটা গুলি করেছে ও। বুলেটটা হুইপ হারমানের চওড়া বুকে ঢুকে গেল, ছলকে রক্ত বেরুচ্ছে ক্ষতটা থেকে, বুলেটের ধাক্কা খেয়ে পিছনের দেয়ালে সেঁটে গেল তার পিঠ।

মেঝেতে ঢলে পড়ল নাৎসি লিডার, হাতের পিস্তল থেকে বেরুনো গুলিটা সিলিঙে কোথাও লাগল। মুখ খুলে নিঃশ্বাস ফেলছে সে, চোখ দুটো যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে।

সুপারনোভার টাইমারের দিকে ছুটে গেল রানার দৃষ্টি।

০০:০৩:০০

০০:০২:৫৯

০০:০২:৫৮

পরক্ষণে বিস্ফোরক ফুয়েল ভর্তি আটটা ড্রামের দিকে তাকাল রানা। মূল বোমাটা যদি অকেজো করতে পারাও যায়, ওর মৃত্যু নিশ্চিত করবে তরল হাইপারগলিক।

ছয়

ঠিক আছে, রানা, শান্ত হও।

০০:০২:৩০
০০:০২:২৯
০০:০২:২৮

দুনিয়া ধ্বংস হতে আর আড়াই মিনিট আছে।

শান্ত হও!

সুপারনোভার সামনে পায়চারি শুরু করল রানা, আর্মিং কমপিউটারের স্ক্রিনে চোখ।

YOU NOW HAVE
00:02:27
MINUTES TO ENTER DISARM CODE.
ENTER DISARM CODE HERE
- - - - - - - -

এর সমাধান কী? খোদা, আমি কী জানি! ঠিক আছে, তুমি জানো না। তবে জানার চেষ্টা করো।

দু'ভাবে মরা যায়। দুটোর কোনওটাই পছন্দ নয় ওর। কোড কীভাবে ভাঙতে হয় সে-সম্পর্কে ওর কোনও ধারণা নেই। ও হ্যাকার নয়।

একজনই জানত কোডটা। মুলহাউসেন। সে মারা গেছে।

০০:০২:০১
০০:০২:০০
০০:০১:৫৯

চোখ বুজে বড় করে শ্বাস নিল রানা। চোখ খুলে নতুন করে ডিসপ্লে স্ক্রিনের দিকে তাকাল।

এণ্টার ডিজআর্ম কোড় হিয়ার
- - - - - - - -

আটটা শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। পূরণ করতে হবে একটা কোড দিয়ে। বেশ। কোডটা কে জানে?

জানত। মুলহাউসেন জানত। একমাত্র সে-ই···

ঠিক এই সময় একটা কণ্ঠস্বর চমকে দিল রানাকে।

'মিস্টার রানা, কী ঘটছে?' জানতে চাইল বেলেগ্রা।

'উফ্, চমকে দিয়েছেন। কী ঘটছে জানতে চান? মুলহাউসেন মারা গেছে। হুইপ হারমানও মরতে বসেছে। সুপারনোভার সামনে আমি একা, ভাবছি কীভাবে এটাকে ডিজআর্ম করা যায়। আপনি কোথায়?'

'মাইনের পাশে, ওদের একটা অফিসে,' বলল বেলেগ্রা।

'কোনও আইডিয়া আছে কীভাবে এটাকে অকেজো করা যায়?'

'না, একমাত্র মুলহাউসেন···'

'জানি। শুনুন, আটটা শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। সময়ও নেই···'

'ঠিক আছে, আমাকে চিন্তা করতে দিন···'

০০:০১:০৯

০০:০১:০৮

০০:০১:০৭

'আর এক মিনিট, বেলেগ্রা।'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। ওই টেলিফোন সংলাপে বলা হয়েছে তাদের সুপারনোভা ইউএস মডেলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, ঠিক? তারমানে কোডটা হবে নিউমেরিকল।'

'কীভাবে জানছেন আপনি?'

'কারণ আমি জানি আমেরিকান সুপারনোভার কোডটা নিউমেরিকল।' রানার চুপ করে থাকাটা খেয়াল করল বেলেগ্রা। 'ওদের এজেন্সিগুলোয় আমাদের লোক আছে।'

'বেশ, ঠিক আছে, তা হলে নিউমেরিকল কোডই। এইট ডিজিট কোড। কমবেশি এক ট্রিলিয়ন সম্ভাব্য কম্বিনেশন পাওয়া যাবে··· '

০০:০১:০০

০০:০০:৫৯

০০:০০:৫৮

'যেহেতু মুলহাউসেন একা জানত, কোডটার সঙ্গে নিশ্চয়ই তার কোনও সম্পর্ক থাকবে,' আবার বলল রানা।

'কিংবা সংখ্যাটা স্রেফ দৈবচয়নও হতে পারে,' শুকনো গলায় বলল বেলেগ্রা।

'সম্ভাবনা কম,' বলল রানা। 'যারা নিউমেরিকল কোড ব্যবহার করে তারা সাধারণত সংখ্যা বাছাইয়ে বিশৃঙ্খলা পছন্দ করে না। এমন সংখ্যা ব্যবহার করবে, তাদের জীবনে যেগুলোর তাৎপর্য আছে। যেমন—স্মরণীয় কোনও তারিখ। বেনেডিক্ট মুলহাউসেন সম্পর্কে কী জানি আমরা?'

প্রশ্নটা করার পর অস্বস্তি বোধ করছে রানা, কারণ অবচেতন মন থেকে কী যেন একটা উঠে আসতে চাইছে। কী?

'ঠিক আছে,' বলল বেলেগ্রা। 'তার সম্পর্কে কী জানি বলছি আমি।

স্নায়ুযুদ্ধের সময় আমেরিকানদের হয়ে, পেন্টাগনে কাজ করত সে। ছোট আকৃতির, বহনযোগ্য অ্যাটম বোমা বানাবার প্রজেক্টে।'

'এই লোকের জন্মদিন…আপনি জানেন?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা। নাৎসিদের যে টেলিফোন সংলাপ আড়ি পেতে শোনা হয়েছিল, তার অংশ বিশেষ মনে পড়ে গেছে ওর। একটি সংলাপ ছিল হুবহু এরকম—'কী জানি অথর্ব বুড়োটা কী কোড ব্যবহার করবে। জিজ্ঞেস করলে বলে তার জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এরকম একটা কিছু হবে সেটা।'

'মুলহাউসেনের জন্মদিন? জানি তো,' বলল বেলেণ্ডা। 'তার ফাইলে দেখেছি। উনিশশো ত্রিশ সালের কোন একদিন। ইস্, পেটে আছে মুখে নেই…দাঁড়ান। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অগাস্ট ছয়। অগাস্ট ছয়, উনিশশো ছাব্বিশ।'

০০:০০:৩০
০০:০০:২৯
০০:০০:২৮

'কী মনে হয় আপনার?' জানতে চাইল রানা। চিৎকার করে কথা বলছে ওরা।

'একটা সম্ভাবনা,' বলল বেলেণ্ডা।

ব্যাপারটা নিয়ে এক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা। এই ফাঁকে চোখ বুলাল কামরার চারদিকে। নাৎসি লিডার হুইপ হারমান দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে রয়েছে, তার রক্ত ভর্তি মুখের ভিতর থেকে টগ্‌বগ্-টগ্‌বগ্ আওয়াজ বেরুচ্ছে।

'না,' মাথা নেড়ে বলল রানা। 'এটা নয়।'

'মানে?'

০০:০০:২১
০০:০০:২০
০০:০০:১৯

রানা এখন স্ফটিকের মত স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে পারছে। 'এটা বড় বেশি সাধারণ। আদৌ যদি কোনও তারিখ ব্যবহার করে, সেটার বিশেষ কোনও তাৎপর্য থাকতে হবে, আবার একই সঙ্গে কোনওভাবে চাতুর্যেরও পরিচয় মিলবে। হয়তো দুনিয়ার মানুষকে বিদ্রূপ করার মত কিছু। জন্মদিনের মত অন্তঃসারশূন্য একটা তারিখ নয়। অর্থবহ কিছু একটা ব্যবহার করেছে সে।'

'রানা, আমাদের হাতে সময় নেই। আর কী সংখ্যা থাকতে পারে?'

বেনেডিক্ট মুলহাউসেন সম্পর্কে যা যা শুনেছে সব স্মরণ করছে রানা।

আমেরিকা থেকে পূর্ব-জার্মানিতে পালিয়ে যায়।

০০:০০:১৫

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে তার বিচার হয়।

০০:০০:১৪

বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

০০:০০:১২

এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হয়।

...দণ্ড কার্যকরী করা হয়।

নিশ্চয়ই এটাই, ভাবল রানা।

কিন্তু তারিখটা কী?

'বেলেগুা। জলদি। মুলহাউসেনের তথাকথিত ফাঁসি কবে হয়েছিল?'

'ওহ্...নভেম্বর মাসের বাইশ, উনিশশো বিরানব্বুই।'

০০:০০:০৮

নভেম্বর ২২, ১৯৯২।

০০:০০:০৭

দেখি শেষ চেষ্টা করে!

০০:০০:০৬

সামনে ঝুঁকল রানা, সুপারনোভার কিবোর্ডের বোতামে আঙুল চালাল।

ENTER DISARM CODE HERE

11221992

টাইপ করার পর "এন্টার কি" টিপল রানা।

বিপ!

আওয়াজটা হতেই হুইপ হারমানের মুখ থেকে বেরোনো টগ্‌বগ্-টগ্‌বগ্ শব্দ থেমে গেল।

রানার মুখে চওড়া হাসি ফুটছে। চেঁচিয়ে উঠল, 'ওহ্ মাই গড, উই ডিড ইট!'

আর তারপর অকস্মাৎ সুপারনোভার স্ক্রিন বদলে গেল:

DISARM CODE ENTERED.
DETONATION COUNTDOWN TERMINATED AT
00:00:04
MINUTES
ALTERNATE DETONATION SEQUENCE
ACTIVATED.

দ্বিতীয় টাইমারের দিকে ছুটে গেল রানার দৃষ্টি, কামরার উল্টোদিকের একটা ড্রামে বসানো রয়েছে, স্ক্রিনে সেট হয়ে আছে সময়–০০:০০:০৫।

রানাও তাকাল, অমনি সচল হলো দ্বিতীয় টাইমার–

০০:০০:০৪।

বিস্ময়ে, নাকি আতঙ্কে বলা কঠিন, বিস্ফারিত হয়ে উঠল হুইপ হারমানের চোখ দুটো।

তবে আরও বড় দেখাল রানার চোখ। 'হায়, খোদা!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল ও।

ঠিক চার সেকেণ্ড পর, কাউন্টডাউন শেষ হওয়া মাত্র, ড্রামগুলোর হাইপারগলিক ফ্লুইড পরস্পরের সংস্পর্শে এল, সেই সঙ্গে কণ্ট্রোল বুদের সবগুলো দেয়াল প্রচণ্ড শক্তিতে উড়ে গেল।

একযোগে গুঁড়িয়ে গেল সবগুলো জানালা, কয়েক লক্ষ টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল আকাশে, ওগুলোর পিছু নিল গম্বুজ আকৃতির একটা বিরাট শিখা।

চারদিকে ছুটল রাশি রাশি আবর্জনা। দরজা, সুপারনোভার অংশবিশেষ, ভাঙা বেঞ্চের গুঁড়ো, মেঝের টুকরো ইত্যাদি এত প্রচণ্ড গতি পেল যে ওগুলোর কিছু কিছু মাইনের কিনারা পার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল বিশাল গর্তটাকে ঘিরে থাকা ঝোপ-জঙ্গলের ভিতরে। ফাটল ধরা থার্মোনিউক্লিয়ার ওঅরহেড দুটো, সুপারনোভা সহ, কোনও রকম বিপদের কারণ না ঘটিয়ে উড়ে এসে পড়ল মাইনের মেঝেতে। ওগুলোর ভিতরে থাকা অ্যাটমকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য হাইপারগলিক বিস্ফোরণ যথেষ্ট নয়, বড় বেশি স্থূল।

এক মুহূর্ত পর দেখা গেল কণ্ট্রোল বুদ বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই, আছে শুধু কালো রঙের কঙ্কালসার কাঠামোটা, পুড়ে এমন কয়লা হয়ে গেছে যে চেনা যাচ্ছে না, আলগাভাবে ঝুলে আছে মাইনের উপর। ওটার দেয়াল অদৃশ্য হয়েছে, মেঝে ও সিলিংও নেই।

বলাই বাহুল্য, নেই মাসুদ রানাও।

সাত

পরিত্যক্ত মাইনের দিকে ধীরগতিতে এগাচ্ছে দুটো জলযান। একটা নয় ফুটী রিভারবাইক, চালাচ্ছে সার্জেন্ট জন রিড। নদীর অনেক পিছনে মাসকিটো হেলিকপ্টার ও বার্জটাকে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছে সে।

তোবড়ানো সিপ্লেন চালাচ্ছে শরিফ।

নীরব দুনিয়া, শান্ত নদী।

ওরা দুজন যে যার বাহন থেকে চোখ বুলাচ্ছে সামনের পরিত্যক্ত মাইনের উপর। দুজনেই তারা ধীরে ধীরে নদীর তীরে ভিড়ল।

এখানে আসার পথে হাইপারগলিক বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনেছে ওরা। এখন দেখতে পাচ্ছে বিরাট ওপেন কাট মাইনের উপর, শূন্যে ঝুলন্ত বাক্স আকৃতির একটা পোড়া কাঠামো থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে।

আশপাশে কেউ নেই। কোথাও কিছু নড়ছে না।

যা-ই ঘটে থাকুক এখানে, কোন খুঁত না রেখে সব শেষ করে দিয়েছে।

সার্জেন্ট রিড ও শরিফ যে-যার জলযান থেকে লাফ দিয়ে তীরে নেমে সাবধানে হাঁটছে। ক্যানিয়ানের কিনারায় ওয়্যারহাউসের মত দেখতে পুরানো কিছু দালানের দিকে এগোচ্ছে ওরা, হাতে উদ্যত অস্ত্র।

এই সময় হঠাৎ একটা দালান থেকে বেরিয়ে এল বেলেগুা। বেরিয়েই ওদেরকে দেখতে পেল সে। ধীর পায়ে, চোখে-মুখে বিষাদের ছায়া, ওদের পাশে চলে এল। ক্যানিয়ানের কিনারায় দাঁড়িয়ে কণ্ট্রোল বুদের যেটুকু অবশিষ্ট আছে দেখছে।

'কী ঘটেছে এখানে?' জানতে চাইল শরিফ।

'সুপারনোভাকে আর্ম করার জন্যে আইডলটাকে ব্যবহার করেছে হুইপ হারমান। তারপর সেটা ডেটোনেট করার জন্যে সেট করে সে,' ম্লান সুরে, ধীরে ধীরে কথা বলছে বেলেগুা। 'রানা ডেটোনেশন সিকোয়েন্স থামিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সুপারনোভা অকেজো হবার পরপরই উড়ে গেল কেবিনটা।'

বিধ্বস্ত কণ্ট্রোল বুদটার দিকে আবার তাকাল রিড ও শরিফ, রানাকে যেখানে শেষবার জীবিত দেখা গেছে।

'ডিভাইসটা ওখানে ছিল?' শরিফের গলায় সন্দেহ।

'হ্যাঁ,' বলল বেলেগুা। 'সত্যি বিশ্বাস করার কথা নয়, কাউন্টডাউন বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। আশ্চর্য একজন মানুষ, জাদুকেও হার মানিয়ে...'

'আর আইডলটা?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল শরিফ।

'ওই কণ্ট্রোল বুদে,' বলল বেলেগুা। শরিফের দিকে তাকাল সে। 'আইডলটা ধ্বংস হয়ে গেছে, জানা কথা, সুপারনোভা ও মাসুদ রানার সঙ্গে।'

'ব্যাপারটা আমি মেনে নিতে পারছি না,' গলায় জোর এনে বলল শরিফ। 'মাসুদ ভাই নিজের বাঁচার রাস্তা না রেখে...'

হঠাৎ থেমে গেল শরিফ। ওদের ডানদিক থেকে খসখসে একটা শব্দ ভেসে এল, ঝট করে সেদিকে তাকাল সবাই। হাতের অস্ত্র তৈরি।

তবে তাকাবার পর ঘন ঝোপ-ঝাড় ও গাছপালা ছাড়া কিছুই ওরা দেখতে পেল না।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ড্রামের মত দেখতে, কোনও ধরনের ক্যাপসুল হবে, সাধারণ গারবেজ বিন-এর মত সাইজ, একটা গাছের মগডাল থেকে খসে পড়ল। খসে পড়ল নরম ও উঁচু ঝোপের মাথায়, ওদের কাছ থেকে বিশ-বাইশ গজ দূরে।

ভুরু কুঁচকে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা, তারপর সেদিকে এগোল।

কণ্ট্রোল বুদ বিস্ফোরিত হওয়ার সময় ক্যাপসুলটা নিশ্চয়ই ওটার ভিতরেই ছিল, তারপর বিস্ফোরণের ধাক্কায় উড়ে এসে এত দূরে পড়েছে।

ওঅরহেড ক্যাপসুল গড়িয়ে এসে নিচু একটা ঝোপের উপর স্থির হলো। আর তারপরেই, কী আশ্চর্য, আগুপিছু গড়ানোর ভঙ্গিতে দোল খেতে শুরু করল সেটা, যেন ভিতরে কেউ আছে, ঘন ঘন কাত হচ্ছে এদিক ওদিক।

এই সময়, ওদের চোখের সামনে, ক্যাপসুলটার ঢাকনি ঢপ্ করে খুলে গেল। হুড়মুড় করে সেটা থেকে বেরিয়ে এল কুণ্ডলী পাকানো রানা। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে থকথকে কাদা ও পানির মধ্যে শুয়ে থাকল।

এক হাজার ওয়াট বালবের মত উজ্জ্বল ও নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে

উঠল শরিফের মুখ। তিনজনই ওরা ছুটল রানার দিকে।

কাদা-পানিতে পিঠ দিয়ে পড়ে আছে রানা। ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওকে। তবে সুতি ক্যাপ ও কালো ব্রেস্টপ্লেটটা এখনও পরে আছে।

চোখ মেলে ওদেরকে দেখল সে, তারপর শরিফের উদ্দেশে ক্লান্ত একটু হাসল।

এরপর ডান হাতটা পিছন থেকে সামনে নিয়ে এল রানা। সামনের পানি-কাদায় একটা জিনিস রাখল ও। জিনিসটার গায়ে পানির ফোঁটা চকচক করছে। কালো ও নীলবেগনি পাথরটা চিনতে কারও অসুবিধে হলো না। গায়ে রূপার ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত অবয়ব খোদাই করা।

ওটা সেই ইনকা মূর্তি।

গুজ সিপ্লেন এখন আকাশে। পাইলটের সিটে শরিফ বসে থাকলেও, এই মুহূর্তে অটো-পাইলটে চলছে ওটা। তার পিছনে কেবিনের দরজা খোলা, সেখানে বসে রয়েছে রানা, রিড, বেলেগু ও আহত হারজা।

শরিফের প্রশ্নের উত্তরে কন্ট্রোল বুদ থেকে কীভাবে পালিয়েছে ব্যাখ্যা করছে রানা।

সুপারনোভাকে ডিজআর্ম করা ও হাইপারগলিক ফুয়েল বিস্ফোরিত হওয়া, এই দুটোর মাঝখানে ওর হাতে সময় ছিল মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড। সুপারনোভাকে অকেজো করার সঙ্গে সঙ্গে পালাবার কোনও উপায় আছে কিনা দেখার জন্য মরিয়া হয়ে কামরাটার চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে তখন ও।

প্রথমেই দৃষ্টি আটকে গেল ওঅরহেড ক্যাপসুলের উপর। প্রতি বর্গইঞ্চিতে দশ হাজার পাউণ্ড প্রেশার সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে ওই কন্টেইনারের। এক্সপ্লোসিভ নিউক্লিয়ার ওঅরহেড বহন করা হবে, তাই এরকম মজবুত করেই ওগুলো তৈরি করা হয়।

আর কোনও উপায় না দেখে ওটাকে লক্ষ্য করেই ডাইভ দিল রানা, তার আগে ওঅর্ক বেঞ্চে বসানো আইডলটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়েছে। ক্যাপসুলের ভিতর ঢুকেই টান দিয়ে ঢাকনিটা বন্ধ করে দিল, ঠিক যে মুহূর্তে পাঁচ সেকেণ্ড কাউন্টডাউন শেষ হয়েছে।

ফুয়েলের মিশ্রণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল বুদ উড়ে গেল, ক্যাপসুলসহ আকাশে উঠে পড়ল রানা। নেহাতই ভাগ্যগুণে মাইনকে ঘিরে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর নরম মাথায় ওর পতন ঘটে।

'আমি বলব স্রেফ উপস্থিত বুদ্ধির জোরে এ-যাত্রা বেঁচে গেছেন আপনি, মাসুদ ভাই।' হাসছে শরিফ।'

'এর মধ্যে ভাগ্যের সহায়তাই আসলে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ,' বলল রানা।

হঠাৎ রানার ট্রাউজারের পকেট থেকে বেরিয়ে আসা একটা জিনিসের উপর চোখ পড়ল শরিফের। 'ওটা কী, মাসুদ ভাই? মনে হচ্ছে চামড়া দিয়ে মোড়া ডায়েরি?'

পকেট থেকে বের করল রানা জিনিসটা। ছেঁড়া-ফাটা লেদার দিয়ে মোড়া

একটা বই। এটা বোট-হাউস থেকে পেয়েছে ও। মাইনের কিনারায়, একটা অফিস কামরার শেলফে ছিল।

ভিলকাফর পৌঁছানোর আগে এই বইটারই খোঁজ করেছিল ডক্টর শাহানা। এটাই সেই আদি ও অকৃত্রিম ওর্তেগা ম্যানুস্ক্রিপ্ট। ষোলোশো শতাব্দীতে ওর্তেগার নিজের হাতে লেখা। এই পাণ্ডুলিপিটাই ফ্রেঞ্চ পিরানিজের মঠ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল ব্রায়ান ইকো। বিকেএ-র স্পেশাল এজেন্ট হারজা এটা থেকেই একটা কপি তৈরি করে বিকেএ-তে পাঠিয়েছিল।

কয়েকশো বছরের পুরানো বইটা সাবধানে খুলল রানা। উন্নতমানের হাতে তৈরি কাগজের উপর নীল কালিতে সময় ও ধৈর্য নিয়ে ভারি সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা।

দুঃখ হচ্ছে রানার। এই ভাষা পড়তে জানে না ও।

বইটা বন্ধ করে সাবধানে আবার পকেটে রেখে দিল। তারপর সরাসরি সার্জেন্ট রিডের দিকে একটু যেন কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। 'জন রিড।'

'ইয়েস, সার?'

'জভানি লয়েড সম্পর্কে সব কথা বলুন আমাকে,' রানার কণ্ঠস্বর শান্ত, তবে নির্দেশের সুরটা অস্পষ্ট নয়।

'জী?'

'বললাম জভানি লয়েড সম্পর্কে সব কথা জানতে চাই আমি।'

'তাঁর সম্পর্কে···ঠিক কী জানতে চান, মিস্টার রানা?'

'আপনি তাঁর সঙ্গে আগেও কাজ করেছেন?'

'না। এবারই প্রথম। ইউনিটের সঙ্গে ফ্লোরিডায় ছিলাম, ইউনিট কমাণ্ডার বললেন জেনারেল পাবলো এসপাডা-র কাছে রিপোর্ট করতে হবে। আরলিংটন, ভার্জিনিয়ায় এসে রিপোর্ট করলাম। তিনি আমাকে এই মিশনে নাম লেখাবার নির্দেশ দিলেন।'

'আর্মির স্পেশাল প্রজেক্ট ইউনিটের একজন কর্নেল লয়েড, এটা তো ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে আপনি এ-ও জানেন যে তিনি আমাদেরকে নিজের সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলেছেন?'

'কী মিথ্যে কথা?' বিস্মিত দেখাল সার্জেন্ট রিডকে।

'কাল সকালে আমার অফিসে ডক্টর শাহানা ও আমাকে একটা ডারপা আইডি দেখান তিনি, নিজেকে আর্মির একজন কর্নেল বলে পরিচয় দেন, বলেন বর্তমানে কাজ করছেন ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সিতে। এই তথ্য মিথ্যে নয়?'

'হ্যাঁ, মিথ্যে,' বলল রিড। 'তবে এ-সব যে তিনি আপনাকে বলেছেন তা আমি জানতাম না।'

'জানতেন না?'

রানার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল রিড। 'মিস্টার রানা, এই মিশনে আমাকে ধার করে আনা হয়েছে, এখানে আমি অতিথি, ঠিক আছে? আমাকে

বলা হয়েছে এই অ্যাসাইনমেন্ট সফল হওয়ার ওপর নির্ভর করছে···

হঠাৎ কেউ যেন একটা বোতাম টিপে রিডের মুখ বন্ধ করে দিল।

'কী হলো? থামলেন কেন?'

মাথা নাড়ল রিড। 'দুঃখিত, মিস্টার রানা। আমাকে শপথ করানো হয়েছে। এই অ্যাসাইনমেন্টের গোপন উদ্দেশ্য সম্পর্কে খুব সামান্যই আমি জানি, সেটুকুও কাউকে বলা নিষেধ। সত্যি দুঃখিত। তবে কর্নেল লয়েড আপনাকে কী বলেছেন তা সত্যিই আমি জানতাম না।'

প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে রানার। লয়েডের আচরণ শুধু রহস্যময় নয়, রীতিমত বিপজ্জনক। সন্দেহ নেই লোকটার অসৎ ও অশুভ কোনও উদ্দেশ্য আছে।

লয়েড যদি সত্যি ডারপার লোক না হয়, আরও অনেক প্রশ্ন মাথাচাড়া দেবে। যেমন-ক্রিস্টাল ও বোল্ডউইনের ব্যাপারটা কী? তারাও কি আর্মির স্পেশাল প্রজেক্টের সঙ্গে আছে?

রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভিনসেন্ট গগলের বন্ধু বিউগলও নাকি এই মিশনের একজন সদস্য। সে কি ডারপার লোক, নাকি আর্মির?

'ক্রিস্টাল হারবিন ও রজার বোল্ডউইন-এরা দুজন?' জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকাল রিড। 'তাঁরাও আর্মির স্পেশাল প্রজেক্টের সদস্য।'

সান অভ আ বিচ, মনে মনে লয়েডকে গালি দিল রানা। 'বেশ, সুপারনোভা প্রজেক্ট সম্পর্কে কী জানেন বলুন আমাকে।'

'আমাকে ক্ষমা করতে হবে,' ম্লান সুরে বলল সার্জেন্ট রিড। 'আমি অনেক কিছুই জানি না। জানলেও বলতে পারতাম না। কারণটা একটু আগে বলেছি আপনাকে। আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নেয়া হয়েছে, আমি গোপন কিছু যদি জানতে পারি, কাউকে বলতে পারব না।'

'অন্যায় কিছু হচ্ছে দেখলেও চুপ করে থাকবেন? নীরব দর্শক সেজে চাক্ষুষ করবেন মানুষের ক্ষতি? এটা কেমন কথার মর্যাদা?'

মাথা নিচু করে বসে আছে রিড। কথা বলছে না।

'এই নীরবতা হয়তো অনেক বড় ক্ষতি ডেকে আনবে,' বলল রানা।

কিন্তু তারপরও রিড কিছু বলছে না।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেলেণ্ডার দিকে তাকাল রানা। 'আমেরিকানদের সুপারনোভা প্রজেক্ট সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি?'

বেলেণ্ডা মুখস্থ বলে যাচ্ছে, 'রুদ্ধদ্বার কক্ষের গোপন মিটিঙে কংগ্রেশনাল আর্মামেন্টস কমিটি প্রজেক্টটা পাস করে উনিশশো বিরানব্বুই সালের জানুয়ারিতে। প্রস্তাব করা হয় কো-অপারেটিভ জয়েন্ট ভেঞ্চার হবে-অংশ নেবে ডারপা ও মার্কিন নেভি। প্রজেক্টের লিডার হবে···'

'এক সেকেণ্ড,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'সুপারনোভা তা হলে নেভির প্রজেক্ট?'

'হ্যাঁ।'

তারমানে এ প্রসঙ্গেও মিথ্যে কথা বলেছে লয়েড। সুপারনোভা এমনকী আর্মির প্রজেক্টই নয়। ওটা নেভির প্রজেক্ট। লোকটা একের পর এক মিথ্যে তথ্য

দিয়েছে ওদেরকে। এ-সবের পিছনে নিশ্চয়ই তার বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে।

এই সময় একটা কথা মনে পড়ে গেল রানার। কথাটা কাল রাতে শুনেছে ও, যখন হামভির ভিতরে বন্দি ছিল, রাপাগুলো বিকেএ সদস্যদের উপরে হামলা করার আগে।

একটা নারীকণ্ঠ, সম্ভবত বেলেণ্ডাই, জার্মান ভাষায় রেডিওতে কথা বলেছিল। তার একটি বাক্য সে সময় বিস্মিত ও চিন্তিত করে তোলে রানাকে। ওই বাক্যটি লয়েডকে অনুবাদ করে শোনায়নি ও।

বাক্যটি ছিল এরকম: 'আরেকটা আমেরিকান টিমের খবর কী? তারা এখন কোথায়?'

আরেকটা আমেরিকান টিম...

'দুঃখিত, বেলেণ্ডা,' বলল রানা, 'সুপারনোভা প্রজেক্টের লিডার...নামটা যেন কী বলছিলে?'

'তার নাম হোমবারা। ডক্টর জোসেফ হোমবারা।'

'হুম।' আপনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর আবার ফিরল সার্জেণ্ট রিডের দিকে। বলল, 'লয়েডের কথা বলছি, আমার ধারণা এই লোকের উদ্দেশ্য ভাল নয়। আমি চাই, এখানে এতক্ষণ যে আলোচনাটা হলো তা যেন সে জানতে না পারে। আমি কি আপনার কাছে এ-টুকু আশা করতে পারি?'

মাথা ঝাঁকাল রিড। 'হ্যাঁ।

অবশেষে রহস্যময় হোমবারার পরিচয় পাওয়া গেল। দ্বিতীয় মার্কিন টিমের লিডার সে। 'ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া দরকার,' বলল রানা। 'সুপারনোভা মার্কিন নেভির একটা প্রজেক্ট, নেতৃত্বে রয়েছে জোসেফ হোমবারা নামে এক লোক?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই,' নিশ্চিত করল বেলেণ্ডা।

'এই মুহূর্তে হোমবারা ও তার টিম পেরুতে রয়েছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে থাইরিয়াম আইডলটা?'

'হ্যাঁ,' বলল বেলেণ্ডা।

'কেন? কী কারণে মার্কিন আর্মির স্পেশাল প্রজেক্ট ডিভিশন মার্কিন নেভিরই একটা টিমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে?'

'আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, রানা,' বলল বেলেণ্ডা। 'তবে আমার তথ্যে কোনও ভুল নেই। থাইরিয়াম আইডলটা হাতে পাওয়ার জন্যে মার্কিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর দুটো শাখা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।'

'কমন সেন্স বলে, এটা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার,' বলল রানা। 'হোয়াইট হাউস ও পেন্টাগন এ-ধরনের অ্যাসাইনমেণ্ট অনুমোদন করতে পারে না।'

'আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি বোধহয় খানিকটা দিতে পারব,' বলল হারজা। একটা সিটে নেতিয়ে পড়েছিল সে, এই মুহূর্তে চোখ খুলে সিধে হয়ে বসার চেষ্টা করছে। 'আমি নাৎসিদের সঙ্গে ছিলাম, তাই ওদের জানা কিছু তথ্য আমারও জানার সুযোগ হয়েছে।' রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়লেও, বিশ্রাম পাওয়ায় আগের

চেয়ে একটু সুস্থ বোধ করছে সে।

ঘাড় ফিরিয়ে সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'যেমন?' জানতে চাইল রানা।

'যেমন আপনি যে কমন সেন্সের কথা বললেন, সেটা অন্তত এক্ষেত্রে খাটছে না,' বলল হারজা। 'পেন্টাগন ও ডারপা, আলাদা আলাদাভাবে প্রতিরক্ষা বাহিনীর দুটো শাখাকে থাইরিয়াম সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছে।'

'আপনি বলতে চাইছেন পেন্টাগন থেকে জেনারেল পাবলো এসপাডা পাঠিয়েছেন জভানি লয়েডকে? আর হোমবারা আসছেন সরাসরি ডারপা থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাপারটা কেমন হলো? মার্কিন প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কোনও সমন্বয় নেই? হোয়াইট হাউস এ-ধরনের বিশৃংখলাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে?' রানা মেনে নিতে পারছে না।

'প্রথমদিকে ব্যাপারটা সেরকমই ছিল, শুনতে যতই উদ্ভট মনে হোক। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, সুপারনোভা হলো আলটিমেট উইপন, তাই সশস্ত্র বাহিনীর যে-কোনও শাখা অনুমতি ছাড়াই সুপারনোভা তৈরি, এবং তার জন্যে থাইরিয়াম সংগ্রহ করতে পারবে। এই নীতির সুযোগ নিয়েই পেন্টাগনে বসে আর্মির জেনারেল পাবলো এসপাডা কর্নেল জভানি লয়েডকে দিয়ে আপনাদের এই টিমটা গঠন করেছেন। পরে পেন্টাগনের অন্যান্য কর্মকর্তারা জেনারেল এসপাডার বিরোধিতা শুরু করেন। তাঁর বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউসে অভিযোগ করা হয়।'

রানার আগ্রহ বাড়ছে। নুমা চিফ জর্জ হ্যামিলটন ওকে যে-সব কথা বলেছেন তার সঙ্গে হারজার কথার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। 'যেমন?' জানতে চাইল ও।

'যেমন,' বলল হারজা, 'জেনারেল পাবলো এসপাডা ও কর্নেল জভানি লয়েড, দুজনেই কিউবান উদ্বাস্তু পরিবার থেকে এসেছে। হোক তৃতীয় প্রজন্মের কিউবান, তবু কিউবান তো।'

মাথা খাটানোর সম্পূর্ণ নতুন একটা দিক পাওয়া গেল, ভাবল রানা। ফিদেল কাস্ট্রোর কিউবার দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী রাষ্ট্র, মানবসভ্যতারও পরম শত্রু। তারা আলটিমেট একটা মারণাস্ত্র সংগ্রহ করতে যাচ্ছে শুনলে কিউবার কোনও একটি মহল মরিয়া হয়ে তা ঠেকাবার জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবীকে দায়িত্ব দিলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

'শুধু তাই নয়, জেনারেল এসপাডা যে রেজিমেন্টের নেতৃত্ব দেন তার বেশিরভাগ সৈনিকই নাকি কিউবান,' আবার বলল হারজা। 'কাজেই হোয়াইট হাউস ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নেবে বলে মনে হয় না।'

অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল বেলেগু। 'ওদের আর্মিকে এরকম মরিয়া হয়ে উঠতে আগে কখনও দেখেনি কেউ।' রানার পাশের চেয়ারে বসানো মূর্তিটার দিকে হাত তুলল সে। 'ওটা পাবার জন্যে কর্নেল লয়েড করতে পারে না এমন কাজ নেই।'

মাথা নিচু করে চুপচাপ শুনছে রিড, ওদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে না।

আইডলটা হাতে নিল রানা। চকচক করছে মূর্তিটা। ব্ল্যাক প্যান্থারের মুখ খেঁকিয়ে আছে। সেটার দিকে ওর তাকানোর মধ্যে বিষণ্ন একটা ভাব লক্ষ করল বেলেগুা।

'সমস্যা তা হলে একটাই, তাই না?' জানতে চাইল রানা।

'একটা সমস্যা…কী?' জিজ্ঞেস করল বেলেগুা।

'এই আইডলটা।'

'আইডলটা…সমস্যা?'

'নয়?' বলল রানা। 'সবার ধারণা ভুল। এটা থাইরিয়ামের তৈরি নয়। আসলে আইডলটা নকল।'

আট

'ওটা কী?' আঁতকে উঠল বেলেগুা।

'আইডলটা নকল?' প্রতিধ্বনি তুলল সার্জেন্ট রিড।

'হ্যাঁ, নকল,' বলল রানা। 'নিন, ভাল করে দেখুন একবার।' কালো চকচকে মূর্তিটা রিডের দিকে ছুঁড়ে দিল ও। 'কী দেখছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রিড। 'ইনকান আইডল দেখতে পাচ্ছি, যেটার জন্যে এখানে আমাদের আসা।'

'তাই কি?' ঝুঁকল রানা, রিডের বেল্ট থেকে ওয়াটার ক্যানটিনটা টেনে নিল। ছিপি খুলে আইডলের মাথায় কাত করে ধরল ক্যানটিনটা। পানিতে ভিজে গেল সেটা।

'বেশ, তাতে কী?' জিজ্ঞেস করল রিড।

'ম্যানুস্ক্রিপ্টে বলা আছে,' বলল রানা, 'আইডলটার গায়ে পানি লাগলে ওটা থেকে মৃদু একটা গুঞ্জন বেরোবে। এটা থেকে কোনও শব্দ বেরুচ্ছে না।'

'তার মানে?'

'তার মানে এটা থাইরিয়ামের তৈরি নয়। থাইরিয়ামের তৈরি হলে পানির অক্সিজেনের কারণে অনুরণন তৈরি হত। তা যখন হচ্ছে না, এটা আসল আইডল হতে পারে না।'

'আপনি জানলেন কখন?' জিজ্ঞেস করল বেলেগুা।

'গাছ থেকে পড়ার পর, ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে কাদা-পানিতে যখন থামলাম,' বলল রানা। 'আমার সঙ্গে ওটাও ভিজে গেল, অথচ সেই থেকে একবারও জিনিসটা কোনও শব্দ করছে না।'

'তার মানে নাথসিদের সুপারনোভা দুনিয়াটাকে ধ্বংস করতে পারত না?' জিজ্ঞেস করল রিড।

'নাহ্,' বলল রানা। 'শুধু আমরা কজন মারা যেতাম, হয়তো কয়েকশো হেক্টর রেইনফরেস্ট ধ্বংস হত–থার্মোনিউক্লিয়ার বিস্ফোরণে। পৃথিবী বহাল তবিয়তেই থাকত।'

'আগে জানলে–'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা, 'আগে জানলে এত কষ্ট আর খুন-খারাবি করে, দুই-দুইজন সাহসী মানুষকে হারিয়ে ওখানে যেতাম না আমরা। সুপারনোভা ফাটত না; ওরা কজনই শুধু মারা পড়ত হাইপারগলিক বিস্ফোরণে। কিন্তু কী করা, আগে তো জানা যায় না।'

'এটা যদি থাইরিয়ামের তৈরি না হয়, কী দিয়ে তৈরি?' প্রশ্ন করল রিড।

'তা আমি জানি না,' বলল রানা। 'সম্ভবত ভলক্যানিক কোনও পাথর দিয়ে।'

'এটা যদি নকল হয়,' রিডের হাত থেকে আইডলটা নিয়ে বলল বেলেণ্ডা, 'বানাল কে? এ কাজ কে করতে পারে? ভুলে যাবেন না, জিনিসটা পাওয়া গেছে এমন একটা মন্দিরে, যেটার ভেতরে গত চারশো বছরে কেউ ঢোকেনি।'

'কে বানিয়েছে আমি আন্দাজ করতে পারি,' বলল রানা।

'বলেন কী! সত্যি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কে?' বেলেণ্ডা ও রিড একযোগে জানতে চাইল।

ইঙ্গিতে নিজের ট্রাউজারের পকেটটা দেখাল রানা, ওটা থেকে ওর্তেগা ম্যানুস্ক্রিপ্ট খানিকটা বেরিয়ে রয়েছে। 'প্রশ্নটার জবাব এই পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে।'

৩৭৭৭ নর্থ ফেয়ারফ্যাক্স ড্রাইভ, ডারপা হেডকোয়ার্টার। এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট নীল হার্ভে সুপারনোভা চুরির ঘটনাটা একদিন পর তদন্ত করতে এসেছেন।

ইতিমধ্যে গার্ডদের লাশগুলো মর্গে সরিয়ে নিয়ে গেছে পুলিশ। ন্যাভাল ইনভেস্টিগেটররাও তল্লাশি চালাচ্ছে আলাদা ভাবে। নীল হার্ভেকে অকুস্থলটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাচ্ছেন নৌবাহিনীর তদন্তকারী টিমের লিডার, কমাণ্ডার ব্যারি স্যাডলার।

দু'ঘণ্টা পর কমাণ্ডার স্যাডলার বললেন, 'আপনি কি বিশ্বাস করেন এটা নিও নাৎসিদের কাজ?'

মাথা নাড়লেন এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট নীল হার্ভে। 'ওরা কম্বিনেশন লকের কোড জানবে কীভাবে?'

'তা হলে কাদেরকে আপনি সন্দেহ করেন?'

চুপ করে থাকলেন হার্ভে। তারপর যখন মুখ খুললেন, প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া গেল না। 'নেভি এখানে যে অস্ত্রটা বানাচ্ছিল সেটা সম্পর্কে আরও বিশদ জানান আমাকে, প্লিজ। এই সুপারনোভা সম্পর্কে।'

বড় করে একটা শ্বাস নিলেন কমাণ্ডার স্যাডলার। 'যতটুকু জানি বলছি। সুপারনোভা আসলে একটা ফোর্থ-জেনারেশন থার্মোনিউক্লিয়ার উইপন। পার্থিব

তেজস্ক্রিয় মৌল পদার্থ, যেমন ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়ামের অ্যাটম বিচ্ছিন্নকরণের পরিবর্তে এটা, এই সুপারনোভা, অপার্থিব মৌল পদার্থ থাইরিয়ামের সাব-ক্রিটিক্যাল ম্যাস ভাঙার মাধ্যমে একটা মেগা-এক্সপ্লোশান ঘটায়।

'থাইরিয়ামের অ্যাটম বিচ্ছিন্নকরণের ফলে এত শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটবে যে পৃথিবীর অন্তত এক তৃতীয়াংশ উড়ে যাবে। সংক্ষেপে, সুপারনোভাই মানুষের তৈরি প্রথম অস্ত্র, যেটা আমাদের এই গ্রহটাকে ধ্বংস করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।'

'আপনি বলছেন এই এলিমেন্ট, পদার্থ, পৃথিবীর জিনিস নয়,' বললেন হার্ভে। 'তা হলে কোত্থেকে এল ওটা?'

'উল্কা ও অ্যাস্টারয়েড থেকে। পাথরের টুকরো, যেগুলো পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ার-এর ঘর্ষণেও পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় না। তবে যত দূর জানা গেছে আজ পর্যন্ত থাইরিয়ামের লাইভ স্পেসিমেন পাওয়া যায়নি।'

'আমার ধারণা আপনি এখন জানবেন যে,' বললেন হার্ভে, 'কেউ একজন পেয়েছে। কে পেয়েছে, তা-ও আমি আন্দাজ করতে পারি।'

ব্যাখ্যা করলেন এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট।

'কমাণ্ডার, গত ছয় মাস ধরে এফবিআই হেডকোয়ার্টারে বসে আমরা গুজব শুনছি রিপাবলিকান আর্মি অভ টেক্সাস নামে ক্রিমিনালদের একটি সিণ্ডিকেট রুশ ও ইজরায়েলি ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে...'

'রিপাবলিকান আর্মি অভ টেক্সাস? মোনটানাতে এরাই না দুজন পার্ক রেঞ্জারের চামড়া তুলে নিয়েছিল?'

'সন্দেহ করার মত ওরা ছাড়া আর কেউ ওই এলাকায় ছিল না,' বললেন হার্ভে। 'মিডিয়াকে আমরা জানাই কিছু লোক বেআইনীভাবে শিকার করছিল, রেঞ্জার দুজন সেটা দেখে ফেলে। তবে আসলে তারচেয়ে খারাপ কিছু ঘটেছে বলে ধারণা করি আমরা–ওরা বোধহয় গোপন একটা টেক্সান ট্রেনিং ক্যাম্পে ঢুকে পড়েছিল।'

'ট্রেনিং ক্যাম্প?'

'হ্যাঁ। এই টেক্সান গ্রুপ আসলে খুব বড় আকারের একটা মাফিয়া সংগঠন। তবে অন্যান্য মাফিয়া দলের সঙ্গে এদের মিল খুঁজতে যাওয়াটা নেহাতই পণ্ডশ্রম হবে। এরা একদম আলাদা। যেমন, ধরুন, সশস্ত্র বাহিনীর সাবেক সদস্য না হলে টেক্সান গ্রুপে আপনি নামই লেখাতে পারবেন না। অত্যন্ত সুসংগঠিত তারা, অনেকটা এলিট মিলিটারি ইউনিটের মত। দলে প্রচুর ইহুদি আছে।

'টেক্সান আর্মির হেড হলো ম্যাথিউ ম্যানটন, সাবেক নেভি অফিসার। ঊনিশশো নব্বুই সালে এক মহিলা লেফটেন্যান্টকে রেপ করার অভিযোগে বিচার হয় তার। দোষ প্রমাণিত হওয়ায় চাকরি হারায়, জেল হয় পাঁচ বছরের।'

গম্ভীর হলেন কমাণ্ডার স্যাডলার।

'রেকর্ডে দেখা গেছে ম্যানটন অত্যন্ত দক্ষ অফিসার ছিল। নির্দয় কিলিং

মেশিনও বটে। হিংস্র একটা জন্তু আর কী। ধর্ষণের ওই ঘটনার আগেও ছোটখাট অনেক অপরাধ করেছে সে, তবে নেভি কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তারা ভেবেছিল যতক্ষণ আমাদের শত্রুদের ক্ষতি করতে পারছে ততক্ষণ তাকে কিছু বলার দরকার নেই। কী যুক্তি!

'জেল থেকে বেরিয়ে উনিশশো ছিয়ানব্বুই সালে আরও দুজন বহিষ্কৃত এক্স-সার্ভিসম্যানকে নিয়ে রিপাবলিকান আর্মি অভ টেক্সাস গড়ে তোলে। এদের সঙ্গে তার পরিচয় হয় জেলখানায়।

'টেক্সান আর্মি বিরতিহীন ট্রেনিং নিয়েছে। মরুভূমিতে, টেক্সান ও মোনটানার দুর্গম এলাকায়, কখনও বা ওরিগনের পাহাড়ে। ওদের মূল প্ল্যান হলো, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। তারপর নিজেদের মত কোরে দেশ চালাবে।

'টাকার কোনও অভাব নেই ওদের। রাশিয়া, চিন ও ইজরায়েল দেয়। অভাব নেই অস্ত্রেরও। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অবৈধ অস্ত্রের বাজারগুলোয় প্রায়ই দেখা যায় ম্যানটন ও তার ঘনিষ্ঠ সহকারীদের। কেন, গত বছরই তো অস্ট্রেলিয়া সরকারের কাছ থেকে আটটা সারপ্লাস ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার কিনেছে তারা।'

'ক্রাইস্ট!' বললেন কমাণ্ডার স্যাডলার।

'তারপরও,' বলে চলেছেন স্পেশাল এজেন্ট হার্ভে, 'সুযোগ পেলেই মাঝেমধ্যে হেভি ডিউটি হার্ডওয়্যার চুরি করে। যেমন, অ্যাবরাম্ এম-ওয়ান-এ-ওয়ান মেইন ব্যাটল্ ট্যাঙ্ক ওরাই চুরি করেছে বলে ধারণা করা হয়...'

'কী বলছেন! ট্যাংক কীভাবে চুরি করে?' কমাণ্ডার স্যাডলারের কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাস।

'সেমি-ট্রেইলারে তুলে ডেট্রয়েটের ক্রিসলার প্লান্ট থেকে মিশিগানের ট্যাঙ্ক অ্যাণ্ড অটোমোটিভ কমাণ্ড-এ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ওটার পিছন থেকে স্রেফ নামিয়ে নিয়ে গেছে।'

'ওদেরকে সন্দেহ করার কারণ?' জানতে চাইলেন নেভির ইনভেস্টিগেটর।

'কারণ দু'বছর আগে টেক্সান আর্মি পুরানো একটা অ্যান্টোনভ এএন-বাইশ হেভি লিফট কার্গো প্লেন কিনেছে ইরানের আর্মস বাজার থেকে। এএন-বাইশ বিরাট প্লেন, আমাদের সবচেয়ে বড় মালবাহী সি-পাঁচ গ্যালাক্সি ও সি-সতেরো গ্লোব মাস্টার-এর সমতুল্য রাশিয়ান সংস্করণ। ব্যাপারটা হলো, নিয়মিত মাল পরিবহনের জন্যে আপনার যদি কার্গো প্লেন দরকার হয়, আপনি এএন-বারো কিংবা একটা সি-একশো ত্রিশ হারকিউলিস কিনবেন, এএন-বাইশ নয়। এএন-বাইশ আপনার দরকার হবে বিরাট কিছু সরাতে হলে। বিরাট মানে বি-রা-ট। যেমন সাতষট্টি টনী একটা ট্যাঙ্ক।'

থামলেন হার্ভে, মাথা নাড়ছেন। 'তবে,' আবার বললেন তিনি, 'এখন ওই ট্যাঙ্ক চুরির ব্যাপারটা আমাদের মাথাব্যথা নয়। মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখান থেকে সুপারনোভা চুরি হবার ব্যাপারটা। এখানে যে ডাকাতিটা হয়, নিঃসন্দেহে কোনও দক্ষ অ্যাসল্ট স্কোয়াডের কাজ। টেক্সান আর্মি-র সে-ধরনের স্কোয়াড আছে।

'আরও যেটা দেখার বিষয় হলো—ওরা ভেতরে ঢুকল কীভাবে? এখানকার কোনও লোক ওদেরকে সাহায্য করেছে, যে কোডগুলো জানত, ইচ্ছে করলে পেতে পারত সমস্ত সিকিউরিটি লকের কার্ডকি। প্রজেক্টে যারা কাজ করে তাদের সবার রেকর্ড আছে আপনার কাছে?'

বুক পকেট থেকে একটা কমপিউটার প্রিন্ট-আউট বের করে হার্ভের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন কমাণ্ডার স্যাডলার। 'সুপারনোভা প্রজেক্টে যারা কাজ করছে তাদের নামের তালিকা,' বললেন তিনি। 'নেভি ও ডারপা।'

তালিকাটা পড়ছেন স্পেশাল এজেন্ট হার্ভে—ক্লাসিফিকেশন রেড (অ্যাবসলিউট সিক্রেট)

১. ডক্টর জোসেফ হোমবারা। নেভি নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। প্রজেক্ট লিডার।
২. মার্টিন উড। ডারপা। থিয়ারেটিকল ফিজিসিস্ট। ডারপা প্রজেক্ট লিডার।
৩. মনিকা সেলেস। ডারপা। নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট।
৪. জন সিবেল। নেভি। ডেলিভারি সিস্টেম। ইঞ্জিনিয়ার।
৫. স্টিফেন হাণ্টার। ডারপা। সেকেণ্ডারি সিস্টেম।
৬. জেফরি নরম্যান। নেভি। টেকনিকাল সাপোর্ট।
৭. ভিনসেন্ট বিউগল। ডারপা। ইগনিশন সিস্টেম ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার।
৮. মাইকেল রবসন। ডারপা। উইপনস ইলেকট্রনিক্স।
৯. বিল উলমার। নেভি। প্রজেক্ট সিকিউরিটি।
১০. ডক্টর জর্জ হিলটন। হার্ভার্ড ভার্সিটি। ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেশালিস্ট।

কমাণ্ডার স্যাডলার বললেন, এদের প্রত্যেকের রেকর্ড চেক করা হয়েছে। সবাই উতরে গেছেন। এমনকী ভেতরে ঢোকার জন্য যার সিকিউরিটি কার্ড ও পিআইএন কোড ব্যবহার করা হয়েছে সেই জেফরি নরম্যানের বিরুদ্ধেও কিছু পাওয়া যায়নি।'

'ডাকাতির দিন কোথায় ছিলেন তিনি?' জানতে চাইলেন হার্ভে।

'আরলিংটন মর্গে,' জবাব দিলেন কমাণ্ডার স্যাডলার। 'প্যারামেডিক রেকর্ডে দেখা গেছে ভোর পাঁচটা ছত্রিশ মিনিটে, ডাকাতরা এই দালানে ঢোকার ঠিক পনেরো মিনিট আগে জেফরি নরম্যান ও তাঁর স্ত্রী ফ্লোরা নিজেদের আরলিংটনের বাড়িতে গুলি খেয়ে মারা গেছেন।'

'পাঁচটা ছত্রিশে,' বললেন হার্ভে। 'খুন করার পর তাড়াতাড়িই এখানে চলে আসে তারা।'

'মাথায় এই চিন্তা ছিল যে হাসপাতাল থেকে খবরটা পুলিশকে জানানো হবে।'

'নরম্যানের সঙ্গে কোনও মাফিয়া বা মিলিশিয়া গ্রুপের যোগাযোগ ছিল?' জানতে চাইলেনও হার্ভে।

'প্রশ্নই ওঠে না। সারাটা জীবন নেভিতে কাটিয়েছেন। উনি ছিলেন টেকনিকাল সাপোর্ট সিস্টেম এক্সপার্ট। কমপিউটার, কমিউনিকেশন সিস্টেম, নেভিগেশন কমপিউটার—এইসব আর কী। রীতিমত দৃষ্টান্তমূলক রেকর্ড। এককথায়, বয় স্কাউট। এই লোক তাঁর দেশের সঙ্গে বেঈমানী করবেন না।'

'বাকি সবাই?'

'কারও সঙ্গেই মাফিয়া কিংবা প্যারামিলিটারি কোনও অর্গানাইজেশনের সম্পর্ক নেই। টিমের প্রতিটি সদস্যকে প্রজেক্টে কাজ দেয়ার আগে সিকিউরিটি চেকের মাধ্যমে ওকে করিয়ে নেয়া হয়েছে। সবাই উতরে গেছেন।'

'কিন্তু অন্তত একজনের উতরে যাবার কথা নয়,' বললেন হার্ভে। 'খোঁজ নিয়ে দেখুন, নরম্যানের সঙ্গে কে বেশিক্ষণ কাজ করত, কে তাঁকে প্রতিদিন পিআইএন কোড ব্যবহার করতে দেখত। এদিকে আমি খবর নিয়ে জানার চেষ্টা করে দেখি ম্যাথিউ ম্যানটন ও তার টেক্সান আর্মি ইদানীং কী নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে।'

চারদিকের পানিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অলটো পুরাস নদীতে নামল গুজ সমমালভূমির মাথা থেকে নেমে আসা জলপ্রপাতটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

ইতিমধ্যে রাত নেমেছে। গ্রামে রাপার টহলের কথা ভেবে রানার সঙ্গে বাকি সবাইও সিদ্ধান্ত নিল জলপ্রপাতের কাছেই কোথাও সিপ্লেনটাকে তীরে ভেড়ানো হবে, তারপর কোয়েঙ্কো ধরে ফিরবে ওরা প্রাচীন ভিলকাফর শহরে।

পাইলটের সিটে শরিফ বসে থাকলেও, রানার নির্দেশনা ও সাহায্য পেয়েই গুজটাকে প্রায় নিখুঁত ভাবে নদীতে নামিয়ে আনতে পেরেছে সে। নদীর তীরে স্থির হলো সিপ্লেন, মাথার উপর গাছপালার ডাল চাঁদোয়ার মত ঝুলে আছে।

তীরে নামল চারজন। হারজাকে প্লেনে রেখে যাচ্ছে ওরা। পেইনকিলার ও ঘুমের ওষুধ পাওয়া গেছে প্লেনের ফার্স্ট-এইড কিট-এ, সেগুলো খাওয়ানোর পর ব্যথা কমেছে ওর।

জলপ্রপাতের পিছন দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোবার আগে ওদেরকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নিল রানা। সার্জেন্ট রিড ও শরিফের পকেটে কিছু চকলেট আছে, গুজের ভিতরে পাওয়া গেছে কাঠের কয়েকটা বাক্স, এগুলোর সাহায্যে আদ্যিকালের কয়েকটা ফাঁদ তৈরি করা হলো। ওদের মাথার উপর গাছের ডালে লাফালাফি করছে একদল বাঁদর, যদি ধরা যায়।

দশ মিনিট পর দুটো ফাঁদে ভয়ানক ক্ষিপ্ত দুটো বাঁদর ধরা পড়ল। রিড ও শরিফ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাক্স দুটো। ভিতরে সারাক্ষণ চেঁচাচ্ছে ওগুলো। জলপ্রপাতের পিছন দিয়ে এগিয়ে এসে হাঁ করা পাথুরে দরজা দিয়ে গোলকধাঁধায় নামল ওরা।

দশ মিনিট পর ভিলকাফরের দুর্গে উঠে এল রানা।

জভানি লয়েড, ডক্টর এরিক ল্যাংম্যান, শাহানা সাজিদ, রজার বোল্ডউইন ও ক্রিস্টাল হারবিন দুর্গের চওড়া চাতালের এক কোণে জড়ো হয়েছেন। পাঁচজনের মধ্যে চারজনই তাকিয়ে রয়েছেন ক্রিস্টালের দিকে। ক্রিস্টাল রেডিও অন করে সার্জেন্ট রিডের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

কোয়েঙ্কো থেকে হাতে মূর্তি নিয়ে রানাকে বেরিয়ে আসতে দেখে সবাই একযোগে ঘাড় ফেরাল।

রানার পিছু নিয়ে বেলেগুা, রিড ও শরিফও দুর্গের ভিতর উঠে এল। ওদের কাপড়চোপড়ে ও গায়ে-মাথায় প্রচুর শ্যাওলা ও কাদা জমেছে। রানার কাপড়ে এখনও কিছুটা শুকনো রক্ত লেগে রয়েছে—ব্রায়ান ইকোর রক্ত।

প্রথমে ছুটে এল শাহানা। রানার অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই খুব নার্ভাস বোধ করছিল, অন্তত তার অপ্রত্যাশিত আচরণ তাই বলে। রানাকে খানিকটা বিব্রত করে দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল সে। 'উফ্, মনে হচ্ছিল আর বোধহয় আপনারা ফিরবেন না...' পরক্ষণেই ওকে ছেড়ে এক পা পিছাল। 'আইডলটা তা হলে নিয়েই এলেন!'

'দেখি!' বলে রানার হাত থেকে ছোঁ দিয়ে মূর্তিটা এক রকম কেড়েই নিলেন লয়েড, তাঁর চোখ জোড়া উল্লাসে চকচক করছে। 'ওহ্ গড! ওহ্ গড! সত্যি এনেছেন! কী বলে যে ধন্যবাদ দেব আপনাকে...' কথা বলছেন রানার উদ্দেশে, অথচ তাকিয়ে আছেন আইডলটার দিকে।

ঠাণ্ডা চোখে তাঁকে দেখছে রানা। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, লয়েডকে এখনই জানাবে না তাঁর সম্পর্কে কী জানে। তবে তাঁকে চোখে চোখে রাখবে, দেখবে কী করেন তিনি। এখনও আসল আইডলটা সংগ্রহ করা সম্ভব হতে পারে, শাহানা আর ওর সাহায্যে, তবে সেটা যাতে কোনও ভাবেই লয়েড না পান সেদিকটা অবশ্যই দেখবে রানা। শুধু লয়েড কেন, এ রকম একটা বিপজ্জনক জিনিস কাউকেই পেতে দেবে না ও কিছুতেই। দুনিয়ার সবার উপর আমেরিকার ছড়ি ঘোরানো যেমন মনে-প্রাণে ঘৃণা করে ও, তেমনি চায় নাঃ আর কেউ ওটা দখল করে পৃথিবীকে ব্ল্যাকমেইল অথবা ধ্বংস করে দিক।

ভীতিকর ও কদর্য মূর্তিটার গায়ে হাত বুলাচ্ছেন লয়েড, বললেন, 'সত্যি, কী সুন্দর!'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওটা সুন্দর নয়, মিস্টার লয়েড,' বলল ও। 'আসলও নয়।'

'হোয়াট?'

'ওটা নকল। থাইরিয়ামের তৈরি নয়। আপনাদের নিউক্লিয়োটাইড রেজোন্যান্স ইমেজার অন করুন, দেখবেন এলাকায় এখনও থাইরিয়ামের একটা উৎস আছে। তবে এই আইডলটা সেই উৎস নয়।'

'কিন্তু...কীভাবে?'

'এর উত্তর কেউ আমরা জানি না। তবে ওর্তেগার মূল পাণ্ডুলিপিটা পড়ে দেখা যেতে পারে।' চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা ম্যানুস্ক্রিপ্টটা পকেট থেকে বের করে শাহানার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'পড়ে দেখুন, হয়তো কোনও ক্লু পাওয়া যাবে।'

রানাকে নিয়ে দুর্গের উপরতলায় উঠে এল শাহানা। ইংরেজি হরফ এল আকৃতির বড় একটা কামরায় ঢুকে খড়ের গাদায় বসল ওরা।

অনেক প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে, শাহানাকে জানাল রানা। যেমন, নকল আইডলটা কখন তৈরি করল লার্দিয়া কোজাক, কিংবা রাপাগুলোকে কীভাবে

আবার মন্দিরের ভিতরে ঢোকাল সে।

তবে সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হলো, আসল আইডলটা কোথায় লুকানো হয়েছে।

পাণ্ডুলিপিটা খুলতে যাচ্ছে শাহানা, হঠাৎ চোখ পড়ল রানার গলায়। 'নেকলেসের মত কী পরে আছেন ওটা?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সে।

হাত তুলে সবুজ পান্না বসানো নেকলেসটা গলা থেকে খুলে শাহানার হাতে ধরিয়ে দিল রানা, বলল, 'এটা লার্দিয়ার নেকলেস, মন্দিরের ভেতর তার কঙ্কালের গলায় পরানো ছিল।'

'বলেন কী!' জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখছে শাহানা। 'হ্যাঁ, ওর্তেগার বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। লার্দিয়াকে এটা বৃদ্ধা পুরোহিত দিয়েছিল।'

নেকলেসটা নিয়ে আবার গলায় পরল রানা।

পাণ্ডুলিপির পাতা উল্টে শেষবার গল্পটা যেখানে ছেড়েছিল সেখানে পৌঁছাল শাহানাঃ

ধর্মযাজক হোসে ওর্তেগা এইমাত্র লার্দিয়ার বোন মিনাকে রাপাগুলোর হিংস্র থাবা থেকে বাঁচিয়েছে। তারপরেই মিনা জানাল, স্প্যানিয়ার্ডরা আসছে, ভোরের দিকে ভিলকাফরে পৌঁছে যাবে তারা।

নয়

চতুর্থ পাঠ।

দুর্গের বাইরে এখনও অন্ধকার, তবে আর দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই ভোর হয়ে যাবে। মশালের কাঁপা কাঁপা লালচে আলোয় লার্দিয়ার দিকে তাকালাম আমি। মুখ দেখেই বোঝা যায় কী ভাবছে সে। একদিকে পবিত্র মূর্তিটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব, আরেকদিকে বিপদের সময় ভিলকাফরের মানুষকে সাহায্য করার ইচ্ছে, কোন্‌দিকে যাবে বুঝতে পারছে না সে।

'বেঙ্কো,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকল লার্দিয়া, দুর্গের ভিতর দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম অন্ধকার এক কোণে মেঝেতে আরাম করে বসে রয়েছে বেঙ্কো, বরাবরের মত সবার দিকে পিছন ফিরে।

'জী, বলুন, রাজকুমার,' জবাব দিল অপরাধী, নিজের কাজ থেকে মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না।

'তোমার কাজ কত দূর এগোল?'

'প্রায় শেষ করে এনেছি।'

জেল থেকে বের করে আনা শয়তানটার দিকে এগোল লার্দিয়া। তার পিছু নিলাম আমি।

পায়ের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাল বেঙ্কো। তার পাশে ইনকাদের পবিত্র মূর্তিটা দেখলাম আমি। জনগণের আত্মা, যেটাকে স্প্যানিয়ার্ড তস্কর হার্নান্দোর

হাত থেকে বাঁচাব বলে শপথ নিয়েছি আমরা।

পরীক্ষা করার জন্য লার্দিয়ার হাতে কিছু একটা ধরিয়ে দিচ্ছে বেঙ্কো। জিনিসটা দেখে থমকে দাঁড়ালাম আমি। তারপর চোখ রগড়ে ভাল করে তাকালাম। না, ভুল দেখছি না। বেঙ্কোর হাতে জনগণের আত্মার হুবহু একটা নকল দেখতে পাচ্ছি।

সন্দেহ নেই লার্দিয়ার এটা অনেক আগের প্ল্যান। আমার মনে পড়ছে, অভিযানের শুরুতে খনি শহর কোলকো-য় অল্প কিছু সময়ের জন্য থেমেছিলাম আমরা, ওখানে একটা বস্তায় তীক্ষ্ণ কিনারা বিশিষ্ট কিছু জিনিস ভরেছিল সে। রাজকুমার পাথর সংগ্রহ করছে দেখে অবাকই হয়েছিলাম।

তবে এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। কোয়ারি থেকে সংগ্রহ করা সেই পাথরগুলো ছিল কালো ও রক্তবেগুনি রঙের, ঠিক যে-ধরনের পাথর খোদাই করে পবিত্র মূর্তিটা বানানো হয়েছে।

তা হলে এই কাজ করাবার জন্যই জেলখানা থেকে বেঙ্কোকে বের করে এনেছে লার্দিয়া। মূর্তির একটা নকল তৈরি করা হচ্ছে, বোকা বানিয়ে তুলে দেওয়া হবে হার্নান্দোর হাতে। নকল ও আসল, দুটো মূর্তি মিলিয়ে দেখলাম আমি। নাহ্, কোথাও কোনও অমিল নেই। স্বীকার করতে হলো, পাথরমিস্ত্রি হিসেবে বেঙ্কো একটা প্রতিভা।

লার্দিয়ার প্রশ্নের উত্তরে বেঙ্কো জানাল, ভোরের মধ্যে তার কাজ শেষ হয়ে যাবে। মাথা নেড়ে লার্দিয়া বলল, ভোর হওয়ার অন্তত এক ঘণ্টা আগে কাজটা তাকে শেষ করতে হবে।

ওখান থেকে সরে এসে দুর্গের পিছনদিকে জড়ো হওয়া লোকজনের সামনে দাঁড়াল লার্দিয়া। দানব আকৃতির ব্ল্যাক প্যান্থারের হামলা থেকে বেঁচে গেছে এরা, হামলার সময় দুর্গের ভিতরে ছিল বলে। বেশির ভাগই সন্ত্রস্ত বুড়ো, মহিলা ও শিশু। তরুণ যোদ্ধা মাত্র সাতজন।

'কী করবে, লার্দিয়া?' জানতে চাইলাম আমি।

চিন্তিত রাজকুমার একটু পর জবাব দিল, বলল, 'মানুষের এই ভোগান্তির শেষ দেখতে চাই আমি। চিরকালের জন্যে।'

এরপর কাকে কী করতে হবে বলে দিল লার্দিয়া। মিনার কাছ থেকে পথনির্দেশ নিয়ে বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুরা কোয়েঙ্কোর ভিতর দিয়ে যত দূরে সম্ভব সরে যাবে। যোদ্ধারা তার সঙ্গে মন্দিরে যাবে, ভিলকাফর যে মন্দিরের কথা বলেছেন তাকে। রাপা ওই মন্দির থেকেই যদি বেরিয়ে থাকে, ওগুলোকে সেখানেই আবার ঢোকাবে লার্দিয়া। এ কাজে পবিত্র মূর্তিটার সাহায্য নেবে সে। ভিজে মূর্তিটাকে দিয়ে গান গাইয়ে সম্মোহিত করা হবে জন্তুগুলোকে।

যোদ্ধারা ছুটল যে যা পারে অস্ত্র যোগাড় করতে। মিনাকে ডেকে এক মশক বৃষ্টির পানি নিয়ে আসতে বলল লার্দিয়া।

রওনা হতে হবে, তাই লার্দিয়ার দেখাদেখি আমিও তৈরি হচ্ছি। এখনও জেলখানা থেকে সংগ্রহ করা স্প্যানিশ ড্রেসই পরে আছে সে-ব্রাউন লেদার ভেস্ট, সাদা প্যাতলুন, হাঁটু ছোঁয়া লেদার বুট। কাঁধে একটা তূণ ঝোলাল,

লার্দিয়া। তারপর তলোয়ারের খাপটা কোমরে বাঁধতে শুরু করল।

'লার্দিয়া?' ডাকলাম আমি।

'বলো।'

'আচ্ছা, বেঙ্কো জেলে ছিল কেন?'

'ওহ্, বেঙ্কো...' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লার্দিয়া।

অপেক্ষা করছি আমি, নিশ্চয় সব কথা খুলে বলবে সে।

'বিশ্বাস করো আর না-ই করো, একসময় বেঙ্কোরও ছিল রাজকুমারের মর্যাদা। তার বাবা ছিলেন রাজকীয় পাথর-শিল্পী, খুবই দক্ষ একজন কারিগর এবং সাম্রাজ্যের সবচেয়ে নামকরা প্রকৌশলী। বাবার যোগ্য শিষ্য হয়ে ওঠে ছেলে, মাত্র ষোলো বছর বয়সে পাথরশিল্পী হিসাবে তার দক্ষতা গুরুকেও ছাড়িয়ে যায়।

'স্পোর্টসেও খুব নাম করে বেঙ্কো। তীরন্দাজ হিসাবে তার কোনও জুড়ি ছিল না। কিন্তু সে ছিল বেপরোয়া প্রকৃতির। খুসকোর উচ্ছৃঙ্খল মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাত সে, নিয়মিত জুয়াও খেলত। লোকজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যখন শোধ করতে পারে না, তখন পাওনাদাররা তাকে অন্যভাবে ঋণ পরিশোধ করার তাগাদা দিল।

'কীভাবে?'

'বেঙ্কোকে দিয়ে বিখ্যাত স্ট্যাচুসহ অমূল্য সব ট্রেজার নকল করিয়ে নিল তারা। পান্না, সোনা, রুপো কিংবা জেড দিয়ে তৈরি জিনিসও হুবহু নকল করতে পারে বেঙ্কো। এসব নকল স্ট্যাচু অলঙ্কার আসলগুলোর সঙ্গে অদলবদল করার ব্যবসাটা বছরখানেক নির্বিঘ্নেই চালাল তারা। তারপর একদিন বেঙ্কোর "বন্ধুরা" এক রাজপরিবারের প্রাসাদে ঢুকে বিখ্যাত একটা আইডল চুরি করল, তার জায়গায় রাখল বেঙ্কোর তৈরি হুবহু নকল আইডল। কিন্তু প্রাসাদ থেকে বেরোবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল তারা।

'এ-সবের মধ্যে বেঙ্কোর ভূমিকা কারও আর জানতে বাকি রইল না। তার তো জেল হলোই, সেই সঙ্গে তার পরিবারকেও হারাতে হলো রাজকীয় মর্যাদা। শেষ পর্যন্ত শহরের বাইরে ঘিঞ্জি বস্তিতে ঠাঁই হলো তাদের।'

ভোর হওয়ার এক ঘণ্টা আগেই নকল আইডলটার বাকি কাজ শেষ করে ফেলল বেঙ্কো। দুটো আইডলই লার্দিয়ার হাতে তুলে দিল সে। তারপর দুর্গের আরেক কোণে গিয়ে নিজের জিনিস-পত্র গোছগাছ শুরু করল—তূণ, তীর-ধনুক, তলোয়ার ইত্যাদি।

'কোথাও যাচ্ছ তুমি?' জানতে চাইল লার্দিয়া।

'হ্যাঁ, আমি চলে যাচ্ছি, রাজকুমার।' শান্তকণ্ঠে বলল বেঙ্কো।

'চলে যাচ্ছ মানে? তুমি জানো, তোমার সাহায্য দরকার আমার,' বলল লার্দিয়া। 'ভিলক্বাফর বলেছিলেন মন্দিরের মুখ থেকে বিরাট একটা পাথর সরাতে দশজন লোক লেগেছে।'

উত্তরে বেঙ্কো বলল, 'যতটুকু করার ছিল, করেছি, রাজপুত্র লার্দিয়া। এখন

আমাকে যেতে হবে।'

'নিজের লোকদের প্রতি তোমার কোনও দায়িত্ব নেই?'

'নিজের লোকেরাই তো জেলে ভরেছিল আমাকে,' তিক্তকণ্ঠে বলল বেঙ্কো। 'তারপর–দোষ করলাম আমি, সাজা দেয়া হলো আমার পরিবারকে। ডাকাতেরা আমার বাবার আঙুল পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছে, তিনি যাতে কখনও আর পাথরের কাজ করতে না পারেন। আমার পরিবারের সবাইকে বস্তিতে উঠে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। কাজেই...'

'সত্যিই আমি দুঃখিত,' বলল লার্দিয়া। 'এ-সব আমার জানা ছিল না। তবে, প্লিজ, বেঙ্কো, এভাবে তুমি চলে যেয়ো না। জনগণের আত্মা...'

'দুঃখিত আমিও, রাজপুত্র লার্দিয়া। এটা আপনার অভিযান, আমার নয়। আমি আমার স্বাধীনতা নিশ্চয়ই অর্জন করেছি। আপনি আপনার পথে যান, আমাকে আমার পথে যেতে দিন। কোয়েঙ্কোর পথ ধরে আর সবার সঙ্গে আমিও চলে যাব।' কথা শেষ করে দুর্গতোরণের দিকে চলে গেল বেঙ্কো। তার গমনপথের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লার্দিয়া।

এই সময় মশক ভরা পানি নিয়ে ফিরে এল মিনা। সেটা পিঠে ঝোলাল লার্দিয়া, তারপর খানিকটা পানি ছিটাল আসল আইডলটার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে সুরেলা একটা গুঞ্জন শোনা গেল।

মমমমমমমমম।

একটু পরেই দুর্গের ভিতরটা খালি হয়ে গেল। বেঙ্কোর সঙ্গে বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুরা কোয়েঙ্কোয় নেমে গেছে। ওই গোলকধাঁধা শেষ পর্যন্ত সমমালভূমির কিনারায় জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছে দেবে ওদেরকে। দুর্গে রয়ে যাবে মিনা, আমরা বেরিয়ে পড়লেই দরজার পাথরটা জায়গা মত বসিয়ে দেবে সে।

দুজন যোদ্ধা পাথরটা গড়িয়ে একপাশে সরাল। বাইরেটা অন্ধকার। আর রাপাগুলো সেই অন্ধকারেই ওত পেতে আছে। অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। দুর্গের দরজার ঠিক সামনে চওড়া একটা বৃত্ত তৈরি করে পজিশন নিয়েছে ওগুলো।

প্রকাণ্ডদেহী বারোটা কালো প্যান্থার। হলুদ, জ্বলজ্বলে চোখ। কানগুলো ডগার কাছে চোখা। কাঁধে মোচড় খাচ্ছে পেশির গোছা।

গায়ক আইডলটা সামনে ধরে রেখেছে লার্দিয়া। রাপাগুলো সেটার দিকে সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে আছে। এই সময় থেমে গেল গুঞ্জনটা, সঙ্গে সঙ্গে ঘোর লাগা ভাবটা কাটিয়ে উঠে চাপা গলায় গর্জে উঠল জন্তুগুলো। তাড়াতাড়ি মশক থেকে পানি নিয়ে মূর্তিটা ভিজাল লার্দিয়া। আবার শুরু হলো গুঞ্জন। আবার দানবগুলো সম্মোহিত হয়ে পড়ল।

এরপর দুর্গ থেকে সাবধানে বেরুল লার্দিয়া। সাতজন ইনকান যোদ্ধা ও আমি তার পিছু নিলাম।

মাথার উপর উঁচু করে ধরা মশাল নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। নদীর কিনারা ঘেঁষা পথ ধরে রহস্যময় মন্দিরের দিকে এগোচ্ছি। আমাদের

চারপাশেই রয়েছে রাপা, ধীর অথচ দৃঢ় ভঙ্গিতে পা ফেলে হাঁটছে, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লার্দিয়ার হাতে ধরা গায়ক মূর্তিটার দিকে।

ভয়ে সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আমার। এরকম বিপজ্জনক প্রাণী জীবনে কখনও দেখব বলে ভাবিনি। কল্পনাতেও ছিল না কোনও প্যান্থার এত বড় হতে পারে।

ইনকান যোদ্ধাদের একজন বোকার মত সম্মোহিত একটা রাপাকে বর্শা দিয়ে খোঁচা মারার চেষ্টা করল। বর্শার ডগা তখনও স্পর্শ করেনি, তার আগেই ঘাড় ফিরিয়ে হিংস্র ভঙ্গিতে খেঁকিয়ে উঠল ওটা। স্থির পাথর হয়ে গেল তরুণ যোদ্ধা।

চারপেয়ে রাক্ষসটা আবার নিজের পথে এগোল, গায়ক মূর্তিটাকে মন্ত্রমুগ্ধের মত অনুসরণ করছে। ইনকা যোদ্ধা সঙ্গীদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল। রাপাগুলো ঘোরের মধ্যে থাকলেও, পুরোপুরি নির্বোধ বা অসহায় হয়ে যায়নি, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবণতা অটুট আছে।

আমাদের সামনে বিরাট পাহাড়-প্রাচীর পড়ল। পাথরের গায়ে একটা সরু প্যাসেজ রয়েছে। ইনকান যোদ্ধাদের একজন লার্দিয়াকে জানাল, প্যাসেজটার শেষ মাথায় মন্দিরটা পাওয়া যাবে।

প্যাসেজ থেকে গোলাকার একটা ক্যানিয়ানে বেরিয়ে এলাম আমরা। ভিলকাফর যেমন বলেছিলেন, গিরিখাদের মাঝখান থেকে পাথরের একটা আঙুল মাথাচাড়া দিয়েছে, চূড়াটা হারিয়ে গেছে রাতের অন্ধকার আকাশে। ক্যানিয়ানের দেয়াল কেটে একটা প্যাঁচানো পথ তৈরি করা হয়েছে। সেই পথ ধরে উপরদিকে উঠছি আমরা। আমাদের সঙ্গে উঠছে রাপাগুলোও। কিছুক্ষণ পরপর মূর্তিটাকে পানিতে ভিজিয়ে নিচ্ছে লার্দিয়া।

একসময় রশি দিয়ে তৈরি একটা ব্রিজের গোড়ায় পৌঁছালাম আমরা। ব্রিজের অপর প্রান্তটা পাথরের আঙুলের মাথায় গিয়ে মিলিত হয়েছে। পাথরের আঙুল, অর্থাৎ টাওয়ারের মাথায় ঘন ঝোপ-ঝাড় ও গাছপালা দেখা যাচ্ছে। ওগুলোর ফাঁকে ধাপ বিশিষ্ট ভারি সুন্দর একটা পিরামিড দেখতে পেলাম আমরা।

প্রথমে লার্দিয়া ব্রিজটা পার হলো। রাপাগুলো অনুসরণ করল তাকে। ওগুলোর পিছনে থাকল যোদ্ধারা। সবশেষে আমি পার হলাম।

তারপর চওড়া কয়েকটা ধাপ টপকে ফাঁকা একটা জায়গায় বেরিয়ে এলাম আমরা। জায়গাটার উল্টোদিকে মন্দিরের প্রবেশপথ।

যথেষ্ট চওড়া সেটা। ভিতরটা গাঢ় অন্ধকার। হাতে ভেজা-মূর্তি নিয়ে সেটার দিকে এগোল লার্দিয়া।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পাশে পড়ে থাকা বোল্ডারটার দিকে তাকাল সে। ইনকা যোদ্ধাদের নির্দেশ দিল, 'তৈরি থাকো তোমরা!'

মন্দিরের ভিতর ঢুকল লার্দিয়া। তার পিছু নিয়ে রাপাগুলোও ঢুকছে। হঠাৎ হাতের ভেজা মূর্তিটা মন্দিরের ভিতর ছুঁড়ে দিল সে। ধাপ বেয়ে নেমে যাচ্ছে সেটা। সেই সঙ্গে লাফ দিয়ে সেটার পিছু নিল রাপাগুলোও। একে একে

বারোটাই।

'জলদি!' মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠল লার্দিয়া। যোদ্ধাদের সঙ্গে নিজেও হাত লাগাল বোল্ডারটা ঠেলে মন্দিরের খোলা দোরগোড়ায় সরিয়ে আনার কাজে।

ধীরে ধীরে নড়ছে বোল্ডার। আর অল্প একটু বাকি, তা হলেই বন্ধ হয়ে যাবে মন্দিরের দরজা।

'লার্দিয়া!' এই সময় কাছাকাছি কোথাও থেকে কে যেন ডাকল, মেয়েলি কণ্ঠে।

লার্দিয়া ও আমি ঝট করে ঘাড় ফেরালাম। দেখলাম ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মিনা।

'মিনা, তুমি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল লার্দিয়া। 'এখানে তুমি কী করছ?'

শক্ত, নির্মম হাতে একপাশে সরিয়ে দেওয়া হলো মিনাকে। তারপর সেই একই হাত ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে মাটিতে। তার পিছনে একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের রক্ত বরফ হয়ে গেল।

আমি তাকিয়ে আছি হার্নান্দো পিজারোর দিকে।

ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে একটা স্রোতের মত বেরিয়ে এল বিশজন স্প্যানিশ অভিযাত্রী, হার্নান্দোর দু'পাশে পজিশন নিয়ে দাঁড়াল, হাতের মাস্কিট আমাদের দিকে তাক করা। তাদের মশাল জ্বলে উঠল। আলোয় ফাঁকা জায়গাটা আলোকিত হয়ে উঠেছে।

ওদের সঙ্গে তিনজন স্থানীয় লোক রয়েছে, প্রত্যেকের দু'দিকের গাল ফুটো করে বেরিয়ে আছে একটা করে সরু হাড়। এরা চানকা। আমাদের পিছু নেওয়ার জন্য চানকা ট্র্যাকারদের সাহায্য নিয়েছে হার্নান্দো। তারপর আরও একজন লোককে ফাঁকা জায়গাটায় বেরিয়ে আসতে দেখলাম আমি। এ সেই মারডো, জেলখানার কয়েদী, এই অভিযানের শুরু থেকেই যে আমাদের পিছনে লেগে আছে।

একশোজন স্প্যানিশ অভিযাত্রীর মধ্যে মাত্র বিশ-বাইশজন টিকে আছে, বাকি আশিজনই যুদ্ধ ও দুর্গম পথের ধকল সইতে না পেরে মারা গেছে।

চুলের গোছা ধরে মিনাকে সিধে করল হার্নান্দো, তারপর হেঁটে এসে লার্দিয়ার সামনে দাঁড়াল। 'অবশেষে আমাদের দেখা হলো,' বলল সে। 'অনেক ভুগিয়েছো তুমি আমাকে। তোমাকে আমি ধীরে ধীরে মারব।'

মন্দিরের দরজা আংশিক বন্ধ করা গেছে, চোরা চোখে সেদিকে তাকাচ্ছি আর ভয়ে ঢোক গিলছি আমি। মূর্তিটা শুকিয়ে গেলেই গুঞ্জন থেমে যাবে, সেই সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসবে রাপাগুলো।

লার্দিয়া কিছু বলল না।

'আর তুমি, স্প্যানিশ সন্ন্যাসী,' আমাকে বলল হার্নান্দো, 'নিজের দেশের সঙ্গে বেঈমানী করেছ তুমি, বেঈমানী করেছ ঈশ্বরের সঙ্গে। তোমাকেও খুব

ধীরে ধীরে মারা হবে।'

লার্দিয়ার দিকে ফিরল হার্নান্দো। 'মূর্তি। দাও ওটা।'

এক পা সামনে বাড়ল লার্দিয়া।

'হাঁটু গাড়ো।'

মান-সম্মান খুইয়ে হাঁটু গাড়তে বাধ্য হলো লার্দিয়া, তারপর মূর্তিটা বাড়িয়ে ধরল।

লোভে চকচক করছে চোখ, মূর্তিটা নিল হার্নান্দো। তারপরেই হিংস্র হয়ে উঠল তার চেহারা। 'সার্জেন্ট!' হুঙ্কার ছাড়ল সে।

'ইয়েস, সার?'

'মেরে ফেলো ওদেরকে।'

আমার ও লার্দিয়ার হাত রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে। বড় ও চারকোনা একটা পাথরের বেদির সামনে হাঁটু গাড়তে বাধ্য করা হয়েছে আমাদেরকে। স্প্যানিশ সার্জেন্ট আমার পাশে দাঁড়িয়ে, হাতে খোলা তলোয়ার। লার্দিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছে মারডো নিজে।

'প্রথমে ওদের হাত কাটো,' হুকুম দিল হার্নান্দো। 'মারা যাবার আগে আমি ওদের চিৎকার শুনতে চাই।'

আমার ও লার্দিয়ার হাত বেদির উপর ঠিক মত রাখা হচ্ছে।

'হোসে,' বিড়বিড় করল ওর্তেগা।

'বলো।'

'বন্ধু আমার, মারা যাবার আগে শুধু একটা কথাই বলি। তোমার সাক্ষাৎ পেয়েছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য। তুমি আমার দেশের মানুষের জন্যে যা করেছ, ওরা চিরকাল তা মনে রাখবে। এদেশের সবার হয়ে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।'

'আমার সাহসী বন্ধু,' জবাব দিলাম আমি। 'সুযোগ পেলে যা করেছি তা আরও একবার করব আমি। প্রার্থনা করি পরকালে ঈশ্বর তোমার প্রতি সদয় হবেন।'

'তোমার প্রতিও, বন্ধু, তোমার প্রতিও।'

প্রস্তুতি শেষ হলো। এবার আমাদের হাত কাটা হবে।

হঠাৎ কেউ বলল, 'থামো!' স্প্যানিশ অভিযাত্রীদের একজন। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মন্দিরের দিকে তাকাল সবাই। তাকালাম আমিও। পরমুহূর্তে গলা থেকে বেরিয়ে এল, 'ওহ্, মাই গড!'

মন্দিরের আধ খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা রাপা। সামনে জড়ো হওয়া লোকজনের ভিড়টাকে কৌতূহল নিয়ে দেখছে। দৃশ্যটা ভয়াবহ, অথচ এরমধ্যে ব্যঙ্গাত্মক ও সকৌতুক কী যেন একটা আছে। সম্ভবত ওটার মুখে কিছু থাকায় এমনটি মনে হচ্ছে।

মূর্তিটা! আসল মূর্তিটা।

প্রকাণ্ড কালো বিড়ালটাকে অনুগত কুকুরের মত লাগছে, যেন মনিবের হুকুম

পেয়ে মুখে কোরে ফিরিয়ে এনেছে একটা লাঠি।

ওটার মুখে আরেকটা মূর্তি দেখে প্রথমে ভুরু কোঁচকাল হার্নান্দো, তারপর যা বোঝার বুঝে নিল। নিজের হাতের মূর্তিটা একবার দেখল, তারপর ঝট করে লার্দিয়ার দিকে তাকাল। 'খুন করো ওদেরকে!' প্রচণ্ড রাগে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এখনই খুন করো!'

এরপর বিচিত্র একটা ব্যাপার ঘটল। কোত্থেকে কে জানে দুটো তীর ছুটে এসে দুই জল্লাদের গলায় গেঁথে গেল। মাটিতে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে তারা।

আমাদের মাথার উপর কোথাও থেকে আরও একটা তীর ছুটে এল, লাগল লার্দিয়ার হাতে বাঁধা রশিতে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁধনটা কেটে গেল।

লাফ দিয়ে সিধে হলো লার্দিয়া। আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল সে।

এই সময় মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে স্প্যানিশ অভিযাত্রীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রাপাগুলো।

তখনও একের পর এক তীর ছুটে আসছে। তাকিয়ে দেখি ক্যানিয়ানের মাথায় একটা বোল্ডারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেঙ্কো।

বেঙ্কোর পরের তীরটা গেঁথে গেল হার্নান্দোর বুকে।

এই সময় মন্দিরের সামনে কাদার মধ্যে আসল মূর্তিটাকে পড়ে থাকতে দেখলাম আমি। ছুটে গিয়ে তুলে নিলাম ওটাকে। কিন্তু তখনই শুরু হলো বিপদ। স্প্যানিশ অভিযাত্রীরা সবাই মারা গেছে–কেউ রাপার হামলায়, কেউ বেঙ্কোর আক্রমণে। কাছাকাছি পেয়ে রাপাগুলো এবার আমাকে ঘিরে ধরল।

লার্দিয়া ও মিনা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অসহায়, কিছুই তাদের করার নেই। বেঙ্কো ক্যানিয়ানের মাথা থেকে নীচে নামছে। তারও কিছু করার নেই।

একটা রাপা সবগুলোকে ছাড়িয়ে এগিয়ে এল। আমার দিকে লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। মূর্তিটাকে বুকে জড়িয়ে চোখ বুজলাম আমি। মাথার চাঁদিতে মৃদু একটা টোকা পড়ল। তারপর আরেকটা। ভয়ে চোখ খুলছি না। কী ঘটছে তা-ও জানি না।

তারপর শুনতে পেলাম।

মমমমমমমমম।

মূর্তি গাইছে। চোখ মেলে দেখি আমার ও মূর্তির গায়ে টপ টপ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। ঈশ্বর নিজের হাতে বাঁচালেন আমাকে! রাপাগুলো স্থির হয়ে গেল, সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে আছে মূর্তিটার দিকে।

লার্দিয়া, মিনা ও তিনজন ইনকান যোদ্ধা আমার দিকে এগিয়ে এল, বৃষ্টির ফোঁটা থেকে যে যার মশালকে আড়াল করে রেখেছে তারা। বাকি চারজন যোদ্ধা অভিযাত্রীদের হাতে মারা গেছে।

লার্দিয়ার হাতে বেঙ্কোর তৈরি করা নকল মূর্তিটা দেখতে পেলাম। 'ধন্যবাদ, হোসে,' বলল সে, গায়ক মূর্তিটা আমার কাছ থেকে নিল সে। 'এটা আমার কাছেই থাক।'

নীচে নেমে এসে বেঙ্কোও মিলিত হলো আমাদের সঙ্গে।

বেঙ্কোর দিকে তাকিয়ে হাসল মিনা।

লার্দিয়া বলল, 'সাহায্য করার জন্যে ফিরে আসায় ধন্যবাদ, বেঙ্কো। তুমি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছ। তবে জানতে ইচ্ছে করছে, তুমি ফিরে এলে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল বেঙ্কো। 'কোয়েঙ্কোর শেষ মাথায়, জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছে দেখি নদীর ওপার থেকে সোনা-খেকোরা আসছে। ভাবলাম এত সব বিপদ থেকে কোনও জাদুবলে শেষ পর্যন্ত আপনারা যদি বেঁচে যান, লোকেরা আপনাদের নিয়ে গান বাঁধবে। সিদ্ধান্ত নিলাম আমিও সেই গানের অংশ হতে চাই।'

'বেশ, বেশ,' বলল লার্দিয়া। 'এবার আরও একটা কাজে আমাকে সাহায্য করো তোমরা।' বৃষ্টির মধ্যে পিছাতে শুরু করল সে, যাচ্ছে মন্দিরের দিকে, ছোট্ট ফাঁকটা গলে ভিতরে ঢুকবে। যাওয়ার পথে পাথুরে মাটি থেকে মশকটা তুলল সে, ওখানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির পানিতে সেটা ভরেও নিল। তারপর আবার পিছু হটতে লাগল।

সম্মোহিত রাপাগুলো তার পিছু নিয়েছে।

লার্দিয়া বলল, 'আমি মন্দিরের ভেতরে ঢোকা মাত্র বোল্ডারটা ঠেলে জায়গামত বসিয়ে দেবে তোমরা।'

'তুমি আসলে ঠিক কী করতে চাইছ, লার্দিয়া?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'এমন একটা ব্যবস্থা করতে চাইছি, মূর্তিটা যাতে কেউ কোনওদিন না পায়,' বলল লার্দিয়া। 'সেই সঙ্গে রাপাগুলোকে ভেতরে ঢোকাবার কাজে এটাকে আমি ব্যবহার করছি।'

'কিন্তু...'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, হোসে,' শান্তকণ্ঠে বলল লার্দিয়া, পৌঁছে গেছে মন্দিরের ছোট্ট মুখে। 'আবার আমাদের দেখা হবে।'

অন্ধকার মন্দিরের ভিতরে হারিয়ে গেল লার্দিয়া, তার পিছু নিয়ে একে একে ভিতরে ঢুকল রাপাগুলোও। তিন যোদ্ধা, বেঙ্কো, মিনা ও আমি বোল্ডারটাকে প্রাণপণে ঠেলে জায়গামত বসিয়ে দিলাম।

একটা বিষণ্নতা গ্রাস করল আমাকে। কারণ আমি জানতাম আর কখনও রাজকুমার লার্দিয়া কোজাকের সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

এই ভীতিকর পাথরের টাওয়ার ছেড়ে যাওয়ার আগে আর মাত্র একটি কাজ করব আমি। নিহত স্প্যানিশ একজন অভিযাত্রীর ছোরা নিয়ে বোল্ডারটার গায়ে খোদাই করলাম আমার সতর্কবাণী:

'কোনও অবস্থাতেই ভিতরে ঢুকবে না। ভিতরে মৃত্যু ঝুলে আছে।'

সেই ঘটনার পর বহু বছর পার হয়ে গেছে। এখন আমি বুড়ো হয়েছি, অসুস্থ ও দুর্বল। একটা মঠে বসে মোমবাতির আলোয় লিখছি। টেবিল থেকে মুখ তুললেই দেখতে পাচ্ছি তুষার ঢাকা পিরানিজ পাহাড়শ্রেণী চারদিকের দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

লার্দিয়া মন্দিরে ঢোকার পর আমরা সবাই ভিলকাফরে ফিরে আসি। গোটা সাম্রাজ্যে দ্রুতই সব জানাজানি হয়ে গেল। হার্নান্দোর মৃত্যু সংবাদে সবাই খুশি। মূর্তি নিয়ে লার্দিয়ার অন্তর্ধানে সবাই বিষণ্ন। ইনকারা এই কাহিনি নিয়ে গান লিখল, সে-সব গানে আমাদের সবার সঙ্গে বেঙ্কোর কথাও থাকল। এসব গানের উপসংহারে বলা হলো সোনা-খেকোরা তাদের জমি দখল করতে পারে, দখল করতে পারে তাদের বাড়ি-ঘর, মানুষজনকে নির্যাতন ও খুন করতে পারে। কিন্তু তাদের আত্মাকে কখনও কেড়ে নিতে পারবে না।

আজও আমার জানার সুযোগ হয়নি দুটো মূর্তি নিয়ে মন্দিরের ভিতরে কী করেছিল রাজকুমার লার্দিয়া কোজাক। তবে আন্দাজ করি নকল মূর্তিটা মন্দিরের প্রবেশপথের কাছাকাছি কোথাও রাখবে সে, কেউ খুঁজতে এলে ওটাই যাতে প্রথমে পায়। তবে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

দশ

পাতা ওল্টাল ডক্টর শাহানা। আর কিছু লেখা নেই, পাণ্ডুলিপিটা এখানেই শেষ। মুখ তুলে পাশে বসা রানার দিকে তাকাল সে, বিড় বিড় করে বলল, 'কী যেন একটা ঠিক নেই এখানে। যেন...'

'যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে,' বলল রানা।

দুর্গের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলেন লয়েড, তাঁর পিছু নিয়ে আসছে বাকি সবাইও।

'কিছু জানতে পারলেন, ডক্টর শাহানা?' কাছে এসে প্রশ্ন করলেন লয়েড। 'ম্যানুস্ক্রিপ্টে কোনও ক্লু আছে?'

'খুসকো ছেড়ে পালাবার সময় জেলখানা থেকে অপরাধী বেঙ্কোকে মুক্ত করে নিয়ে যায় লার্দিয়া, তাকে দিয়ে মূর্তিটার একটা নকল তৈরি করার জন্যে,' বলল শাহানা। 'লার্দিয়ার প্ল্যান ছিল হার্নান্দোর কাছে ধরা দিয়ে নকল মূর্তিটা গছিয়ে দেবে তাকে। জানত ধরা দিলে হার্নান্দো তাকে খুন করবে, তারপরও জনগণের আত্মাকে রক্ষার জন্যে এই উপায়টাই বেছে নেয় সে।

'তবে বাস্তবে উল্টোটা ঘটেছে। লার্দিয়া, বেঙ্কো ও ইনকান যোদ্ধারা হার্নান্দো ও তার লোকজনকে খুন করে। সবশেষে মূর্তি দুটো লুকিয়ে রাখার জন্যে মন্দিরে ঢোকে লার্দিয়া।'

হাতের মূর্তিটা নেড়েচেড়ে দেখছেন লয়েড। এই প্রথম গোড়ার কাছে সিলিণ্ডার আকৃতির গর্তটা তাঁর চোখে পড়ল। মুখ তুলে শাহানার দিকে তাকালেন তিনি। 'আসল আইডলটা তা হলে মন্দিরের ভেতরেই পাওয়া যাবে?'

'ম্যানুস্ক্রিপ্টে তাই লেখা আছে,' বলল শাহানা।

'তবে…' ইতস্তত করছে রানা।
'তবে?' তীক্ষ্ণ শোনাল লয়েডের কণ্ঠস্বর।
'তবে আমি ওর্তেগার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।'
'বিশ্বাস করছেন না? কেন?'
'তোমাদের এনআরআই মেশিন কি এখনও কাজ করছে?' ক্রিস্টালকে জিজ্ঞেস করল রানা।
'করছে।'
'চলো, খোলা ছাদে যাই। ওটা চালু করো, তারপর বোঝার চেষ্টা করি ব্যাপারটা আসলে কী ঘটেছে।'

দুর্গের খোলা ছাদে বেরিয়ে এল ওরা। নিউক্লিয়োটাইড রেজোন্যান্স ইমেজার অন করল ক্রিস্টাল। মেশিনটা নিয়ে কাজ করছে সে, শহরটার উপর দিয়ে দূরে তাকিয়ে রয়েছে রানা। এখনও চারদিক অন্ধকার। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। অস্পষ্টভাবে, পলকের জন্য দেখতে পেল শহরের ছোট একটা দালানের পিছন থেকে কালো একটা প্যান্থারের আকৃতি ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পরক্ষণে লাফ দিয়ে সরে গেল।
একটু পরেই ক্রিস্টাল জানাল, তার মেশিন রেডি। বোতামে চাপ দিল সে। কনসোলের মাথায় বসানো সিলভার রড ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল।
ত্রিশ সেকেণ্ড পর তীক্ষ্ণ বিপ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল রড। তবে জভানি লয়েডের হাতে ধরা মূর্তিটার দিকে তাক করা নয় সেটা। তাক করা পাহাড়গুলোর দিকে।
'আমি একটা রিডিং পাচ্ছি,' জানাল ক্রিস্টাল। 'স্ট্রং সিগনাল, ভেরি হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রেজোন্যান্স।'
'কো-অর্ডিনেট কী?'
'বিয়ারিং ২৭০ ডিগ্রি। ভার্টিকাল অ্যাঙ্গেল ২৯ ডিগ্রি, ৫৮ মিনিট। রেঞ্জ ৭৯৩ মিটার। ঠিক আগে যেমন ছিল, আমার যদি মনে রাখতে ভুল না হয়,' বলল ক্রিস্টাল।
'তোমার স্মরণশক্তি ঠিকই আছে,' জানাল রানা। 'তোমার এ-ও নিশ্চয় মনে আছে যে আমরা ভেবেছিলাম জিনিসটা মন্দিরের ভেতরে আছে।'
'হ্যাঁ…' বলল ক্রিস্টাল।
তার দিকে একটু কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল রানা। ভাবছে, সে-ও লয়েডের ছল-চাতুরী কিংবা গভীর কোনও ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত কিনা। সম্ভাবনা যথেষ্টই। 'তোমার মনে আছে, কেন আমাদের মনে হয়েছিল মূর্তিটা মন্দিরের ভেতরে আছে?'
ভুরু কোঁচকাল ক্রিস্টাল। 'এটুকু মনে আছে যে গর্তটার ওপরে উঠে মন্দিরটা দেখতে পাই আমরা। তারপর হিসাব করে দেখি এনআরআই-এর বাঁকা পথ ও মন্দিরের লোকেশন মিলে যাচ্ছে।'
'হ্যাঁ, ঠিক তাই করেছিলাম আমরা,' বলল রানা। 'আর ভুলটাও ওখানেই

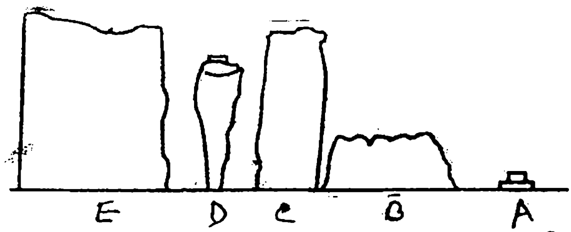
হয়েছিল।'

নীচতলায় নেমে এল ওরা। দুর্গের প্রবেশপথ জুড়ে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে আর্মারড ভেহিকেল এটিভি। সেটা থেকে কাগজ ও কলম বের করল রানা।

'বোল্ডউইন,' রসকষহীন, দীর্ঘদেহী বিজ্ঞানীকে বলল ও। 'এত সব জটিল টেকনিকাল ইকুইপমেন্টের মধ্যে থেকে আপনি আমাকে একটা সাধারণ ক্যালকুলেটার বের করে দিতে পারেন, প্লিজ?'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাওয়া গেল ক্যালকুলেটর; একটা বাক্সের ভিতর ছিল।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। কাগজে একটা স্কেচ আঁকছে ও, ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছে সবাই।



'পাশ থেকে দেখলে এই হলো ভিলকাফর শহর ও পশ্চিম মালভূমি, ঠিক আছে? এনআরআই রিডিং থেকে জেনেছিলাম আইডলটা আছে ৭৯৩ মিটার দূরে। ব্রিজ পার হয়ে মন্দিরটা দেখেই আমরা ধরে নিই ৭৯৩ মিটার পার হয়ে এসেছি। এটাই আমাদের ভুল হয়েছে।'

'তারপর?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন লয়েড।

'কারও কি মনে আছে, প্যাঁচানো পথ ধরে আমরা যখন পাথরের টাওয়ারে উঠছিলাম, ডিজিটাল কমপাসে একটা রিডিং নিয়েছিল ক্রিস্টাল?'

'অস্পষ্টভাবে,' বললেন লয়েড।

'আমরা তখন পাথরের টাওয়ারের সঙ্গে একই লেভেলে, রোপ ব্রিজের বাইরের কারনিসে দাঁড়িয়ে রয়েছি; ক্রিস্টাল বলল, শহর থেকে আমরা ঠিক ৬৩২ মিটার চলে এসেছি–হরিজন্টাল।'

A থেকে D, অর্থাৎ দুর্গের গোড়া থেকে রক টাওয়ারের গোড়া পর্যন্ত একটা সরলরেখা আঁকল রানা, নীচে লিখল: 632m। এরপর দুর্গের গোড়া থেকে রক টাওয়ারের মাথা পর্যন্ত আরেকটা সরলরেখা আঁকল, সেটার পাশে দূরত্ব লিখল:793m। তারপর হুবহু আরেকটা স্কেচ এঁকে তাতে 793-এর বদলে লিখল: xm; বলল, 'ত্রিভুজের এটা সবচেয়ে বড় বাহু। এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি, কোণের উত্থান ধরা হয়েছে উনত্রিশ ডিগ্রি ৫৮ মিনিট; ব্যাপারটা সহজ করার জন্যে সেটা আমি ত্রিশ ডিগ্রি লিখছি।

'এবার একটা প্রশ্ন করি। স্কুল-কলেজে ত্রিকোণমিতি পড়ানো হয়, কারও কি কিছু মনে আছে?'

থিয়ারেটিকাল ফিজিসিস্টরা কাঁধ ঝাঁকাল।

তবে সার্জেন্ট রিড বলল, 'আমার কিছু কিছু মনে আছে।'

'সহজ ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করে আপনি যদি সমকৌণিক ত্রিভুজের একটি কোণ আর ওটার একটি বাহুর দৈর্ঘ্য জানতে পারেন, তা হলে সাইন, কোসাইন ও ট্যানজেন্ট পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে বাকি দুটো বাহুর দৈর্ঘ্যও বের করতে পারবেন।'

আরও কিছুক্ষণ বকবক করে, ক্যালকুলেটরে হিসাব কষে, নতুন কয়েকটা স্কেচ এঁকে রানা লিখল–

$\cos 30°$

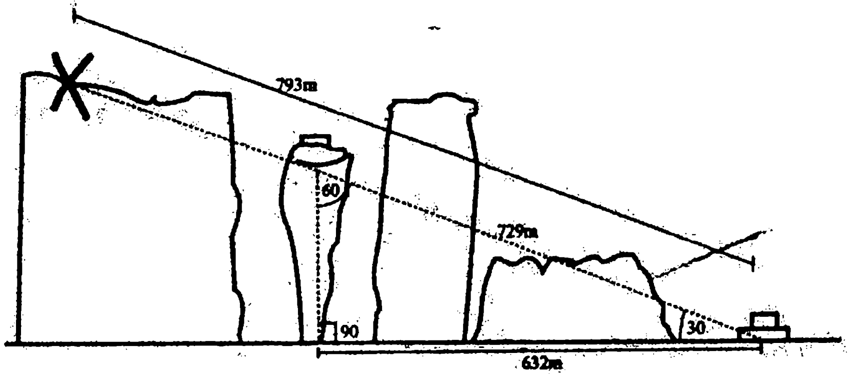
$= \frac{632}{x}$

'অতএব,' বলল ও, ...'x হচ্ছে

$\frac{632}{\cos 30°}$

ক্যালকুলেটরের বোতাম টিপল আবার।

'...ক্যালকুলেটরের হিসেব অনুসারে $30°$-এর কোসাইন হলো 0.866। অতএব x হলো 632 ডিভাইডেড বাই 0.866। আর তা হলো... 729।'



'আমরা ভুলটা কোথায় করেছিলাম? মন্দিরটা অনেক ওপরে, তাই ভেবেছিলাম মূর্তিটা ওখানে আছে। কিন্তু আসল মূর্তি ওখানে নেই। মন্দির ছাড়িয়ে আরও কিছুটা দূরে আছে সেটা। মালভূমির কোথাও।'

'কোথাও... কোথায়?' লয়েডকে বিমূঢ় দেখাচ্ছে।

'আমার ধারণা,' বলল রানা, 'রক টাওয়ারের ওপরে রোপ ব্রিজটা যারা বানিয়েছে, সেই স্থানীয় আদিবাসীদের গ্রামে মূর্তিটা পাওয়া যেতে পারে। মন্দির খোলার সময় আমাদের জার্মান বন্ধুদেরকে ওরাই বোধহয় আক্রমণ করেছিল।'

'কিন্তু ম্যানুস্ক্রিপ্টের তথ্য?' জানতে চাইলেন লয়েড। 'ওটায় না বলা হয়েছে দুটো আইডলই মন্দিরের ভেতর আছে?'

'ম্যানুস্ক্রিপ্টে পুরো গল্পটা নেই,' বলল রানা। 'আমার ধারণা, হোসে ওর্তেগা গল্পের শেষটুকু বানিয়ে লিখেছেন, যাতে কেউ ওটা পড়ে আইডলটার খোঁজ না পায়।' হাতের কাগজটা উঁচু করে দেখাল ও। 'এতে যে হিসেবটা করেছি সেটা ধরে এগোলে আইডলটা পাবার কথা। আপনাদের এনআরআই তাই বলছে, অঙ্কও তাই বলছে।'

নীচের ঠোঁটটা কামড়াচ্ছেন লয়েড, চিন্তা করছেন। তারপর কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, বললেন, 'ঠিক আছে। চলুন যাওয়া যাক।'

নদীর ধার থেকে ওরা যে বাঁদর দুটোকে ধরে এনেছে সেগুলো খুশি মনেই হোক বা রেগেমেগেই হোক, প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব সাপ্লাই দিল। ওগুলোকে দুটো বাক্সের ভিতরে রাখা হয়েছে, ঝুলন্ত বাক্সগুলোর নীচে মুখ খোলা প্লাস্টিক ব্যাগ আটকানো। দুটো ব্যাগই ভরা পাওয়া গেল।

সেই প্রস্রাব নিজেদের গায়ে মাখল ওরা। তীব্র ঝাঁঝাল দুর্গন্ধে সবারই বমি পাচ্ছে, কিন্তু সহ্য না করে উপায় নেই।

এরপর দলের সবাইকে অস্ত্র যোগান দিল সার্জেন্ট রিড। সে আর শরিফ নিল জি-এগারো। লয়েড, রানা ও বেলেগ্রা পেল এম-ষোলো, গ্র্যাপলিং হুকসহ।

এখনও কালো রঙের নাৎসি ব্রেস্টপ্লেট পরে আছে রানা, নীল সুতি ক্যাপটাও মাথা থেকে খোলেনি। নিজের গ্র্যাপলিং হুকটা বেল্টে আটকে রাখল ও।

বোল্ডউইন ও ক্রিস্টাল পেল একটা করে সেমি-অটোমেটিক পিস্তল। ল্যাংম্যান ও শাহানাকে কোনও অস্ত্র দেওয়া হলো না।

সবাই তৈরি হওয়ার পর দুর্গের দোরগোড়ার দিকে এগোল রানা। এটিভিতে ঢুকল ও, ওটার পিছন দিকে হেঁটে এসে হ্যাচটা খুলল।

প্রথমে বাইরে বেরুল ওর হাতের জি-এগারো। তারপর ধীরে ধীরে খোলা হ্যাচ থেকে উঁচু হলো মাথা ও মুখ। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ দুটো।

আট চাকার বড়সড় গাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে ব্ল্যাক প্যান্থার।

প্রকাণ্ড শরীরের পিছনে ঘন ঘন কুণ্ডলী পাকাচ্ছে লেজগুলো। হলুদ চোখে কঠিন ও ঠাণ্ডা দৃষ্টি, ওর অন্তর পর্যন্ত যেন দেখতে পাচ্ছে।

বারোটা পর্যন্ত গুণল রানা। ধৈর্য ও জেদ নিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে, দেখছে ওকে।

তারপর ওগুলোর একটা নাক ঝাড়ার মত আওয়াজ করল। প্রস্রাবের গন্ধ পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পিছাতে শুরু করল রাপাটা।

একের পর এক, বাকি রাপাগুলোও তাই করল। অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে বড় একটা অর্ধ বৃত্ত তৈরি করল, ঘিরে রাখল আর্মারড ভেহিকেলটাকে।

হাতে অস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমে এল সার্জেন্ট রিড। এক এক করে বাকি সবাইও ওর পিছনে বেরিয়ে এল।

অদ্ভুত পরিস্থিতি, এক ধরনের অচলাবস্থাই বলা যায়। রাপাগুলোর রয়েছে প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্র হিংস্রতা, মানুষগুলো আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত। তবে

ওদের সঙ্গে যতই রাইফেল ও পিস্তল থাকুক, রানা নিশ্চিত, কেউ একটি মাত্র গুলি করলেও প্যান্থারগুলো ওদের সবাইকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

অথচ একটাও হামলা করছে না।

যেন অদৃশ্য একটা পাঁচিল ওদেরকে রক্ষা করছে, যে পাঁচিলটাকে টপকাতে স্রেফ রাজি হচ্ছে না রাপাগুলো। তার বদলে সার্জেন্ট রিড ও তার দলকে নিরাপদ দূর থেকে অনুসরণ করছে। অবশ্য নদীর কিনারা ঘেঁষা পথে আসার পর দেখা গেল ওগুলো ওদের পিছনে নেই, দু'পাশে চলে এসেছে, সামনে এগোচ্ছে সমান্তরাল দুটো রেখা ধরে।

ওগুলোর মাঝখান দিয়ে হাঁটার সময় রানার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। তবে ভয় পেলেও সেটা চেপে রাখতে বাধ্য হচ্ছে ও। তার কারণ নিরস্ত্র শাহানা ওর শুধু বাহু আঁকড়ে ধরেনি, সারাক্ষণ ওর মুখের দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে। একা শুধু শাহানাকে নয়, শরিফকেও সাহায্য করতে হচ্ছে–হয় চোখ বুজে হাঁটছে সে, নয়তো মুখ তুলে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন ব্ল্যাক প্যান্থারগুলোকে না দেখলে বিপদ কেটে যাবে। মাঝে মধ্যেই টান দিয়ে সোজা পথে ফিরিয়ে আনতে হচ্ছে তাকে।

শেষবার রাপাগুলোকে দেখেছিল রানা কাঁচ লাগানো হামভির জানালার ভিতর থেকে। এই মুহূর্তে ওর আর ওগুলোর মধ্যে কোনও জানালা কিংবা দরজা নেই। একবার তাকালেই বুকের রক্ত ছলকে উঠছে। সরাসরি দেখছে বলেই কিনা কে জানে, দ্বিগুণ বড় দেখাচ্ছে ওগুলোকে।

ওগুলোর নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ পাচ্ছে রানা। অনেকটা ঘোড়ার মত, বুকের গভীর থেকে সশব্দে উঠে আসছে অনেকটা সময় নিয়ে।

'আমরা ওগুলোকে গুলি করে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলছি না কেন?' জানতে চাইল বোল্ডউইন।

'বাধ্য না হলে সে-ধরনের কিছু করব না আমরা,' বলল সার্জেন্ট রিড। 'এই মুহূর্তে আমাদেরকে খুন করার ইচ্ছেটা পূরণ করতে পারছে না ওরা, বাঁদরের পেশাব অস্থির করে রেখেছে ওগুলোকে। এখন যদি ফায়ার ওপেন করি, ব্যাপারটা উল্টো হয়ে দাঁড়াবে–পেশাব অপছন্দ করার চেয়ে অনেক বেশি জোরাল হয়ে উঠবে খুন করার ইচ্ছেটা।'

আটজনের দলটা দুরু দুরু বুকে নদীর পথ ছেড়ে মালভূমির সরু প্যাসেজে ঢুকল। দূরত্ব বজায় রেখে পিছু নিল জন্তুগুলো।

প্যাসেজ থেকে গহ্বরের নীচে বেরিয়ে এল ওরা। সামনে অগভীর লেক। তার মাঝখান থেকে উঁচু হয়ে আকাশ ছুঁতে চাইছে রক টাওয়ারটা। ক্যানিয়ান-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সরু, কিন্তু অস্বাভাবিক লম্বা জলপ্রপাত বিরতিহীন ঝরছে।

এখন বৃষ্টি হচ্ছে না, থালার মত বড় একটা চাঁদ গহ্বরের ভিতরে প্রচুর নীলচে আলো ঢেলে দিয়েছে, ফলে আশ্চর্য রহস্যময় লাগছে পরিবেশটা।

সার্জেন্ট রিডের নেতৃত্বে প্যাঁচানো পথ ধরে উপরে উঠছে ওরা আটজন। উঠছে রাপার দলও, তবে সতর্ক ও আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। কালো মাথা ও বিরাট

আকারের কানের জন্য শয়তানের মত লাগছে ওগুলোকে, যেন উঠে আসছে নরক থেকে, তৈরি হয়ে আছে ওদের কেউ একজন পা ফেলতে ভুল করলেই সাঁৎ করে মুখে তুলে নিয়ে নেমে যাবে গহ্বরের তলায়। তবে প্রস্রাবের দুর্গন্ধটা শেষ পর্যন্ত দূরে সরিয়েই রাখল ওগুলোকে।

অবশেষে জোড়া নিচু পাঁচিলের কাছে পৌছাল ওরা, একসময় যেগুলো রশির ব্রিজটাকে ধরে রেখেছিল।

রোপ ব্রিজটা এখন লেকের ওপারে, টাওয়ার পাঁচিলের গায়ের সঙ্গে সেঁটে ঝুলে রয়েছে, ঠিক যেখানে ফেলে রেখে গেছে নাৎসিরা।

চোখ তুলে টাওয়ারের মাথায় তাকাল রানা। আহত মরিস বেকারকে ওখানে রেখে গিয়েছিল ওরা। কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না।

রক টাওয়ারে পৌছানোর কোনও উপায় নেই, তাই বোকার মত এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে, প্যাঁচানো পথ ধরে ওদেরকে নিয়ে আরও উপরে উঠে যাচ্ছে সার্জেন্ট রিড।

ঘোরাপথ বেয়ে উঠছে ওরা, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের জলপ্রপাতটাকে পিছন দিয়ে পাশ কাটাল। এরপর হঠাৎ করে খুব বেশি খাড়া হয়ে গেছে পথটা, সেটা ধরে গহ্বরটার কিনারায় উঠে এল ওরা।

পশ্চিম দিকে তাকিয়ে আন্দেজের চূড়াগুলো দেখতে পেল রানা, রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, রাতের আকাশে বসানো ত্রিভুজ আকৃতির গাঢ় ছায়া। ওর বাম দিকে ছোট একটা পুকুর, জলপ্রপাতকে খোরাক যোগাচ্ছে। পাশেই ঘন রেইন-ফরেস্টের একটা অংশ।

ওর সামনে মেঠো একটা পথ, সবুজ জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। পথটা নয়, সরু পথের দু'পাশে পড়ে থাকা জিনিস দুটো রানার দৃষ্টি কেড়ে নিল। কাদায় গাঁথা কাঠের একজোড়া দণ্ড।

প্রতিটি দণ্ডের মাথায় একটা করে মাথার খুলি আটকানো। এরচেয়ে রোমহর্ষক দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না, কারণ দণ্ডের গায়ে তাজা রক্ত দেখা যাচ্ছে, ঝুলে আছে মাংসের ফালিও। খুলি দুটোর আকৃতিও অদ্ভুত, অবশ্যই মানুষের নয়।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর একটা ঢোক গিলল রানা। প্যান্থারের খুলি ওগুলো।

এগারো

'আদ্যিকালের সতর্কবাণী—দূরে সরে থাকো,' বললেন ল্যাংম্যান, লাঠির মাথায় আটকানো খুলি দুটোর দিকে তাকিয়ে আছেন।

মাথা নাড়ল ক্রিস্টাল। 'আমার মনে হয় না লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখাটা উদ্দেশ্য,' বলল সে, কাছাকাছি গিয়ে একটা খুলি শুঁকল। 'প্রস্রাবের গন্ধ পাচ্ছি আমি। তারমানে রাপাগুলোকে ভাগাবার জন্যে এগুলো এখানে রাখা হয়েছে।'

খুলি দুটোকে পাশ কাটিয়ে ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সার্জেন্ট রিড। বাকি সবাইকে নিয়ে তার পিছনে রানাও। প্রায় সবার হাতেই টর্চ জ্বলছে।

আরও বিশ গজ এগিয়ে চওড়া একটা পরিখার সামনে পৌঁছাল দলটা। এ-ধরনের একটা পরিখা ভিলকাফর শহরকেও ঘিরে রেখেছে।

তবে দুটো পরিখার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমটার মত শুকনো নয় এটা। পরিখার কিনারা থেকে পানির সারফেস পনেরো ফুট নীচে। অস্বাভাবিক বড় আকৃতির একদল কেইমান রয়েছে পানিতে।

'ওরে বাপরে!' পরিখার তলায় দৈত্যাকার কেইমানগুলোকে টহল দিতে দেখে আঁতকে উঠল রানা। 'আবার কেইমান!'

'আরেকটা ডিফেন্সিভ মেকানিজম?' জিজ্ঞেস করল বেলেগুা।

'এদিকে কেইমানই একমাত্র প্রাণী, যেগুলো দু'তিনটে এক সঙ্গে আক্রমণ করলে হয়তো রাপাগুলোর সঙ্গে লড়ে জিততে পারবে,' ল্যাংম্যান বললেন। 'আদিম মানুষের কাছে রাইফেল কিংবা ট্রিপ ওয়ায়্যার ছিল না, তাই হিংস্র প্যান্থার জাতীয় শত্রুকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা নিত তারা।'

পরিখার সামনে নিচু জঙ্গলের আরেকটা অংশ দেখতে পেল রানা। তারপর চোখে পড়ল, বড় একটা গাছের তলায় কয়েকটা কুঁড়েঘর।

ছোট একটা গ্রাম।

জঙ্গলের বিস্তৃতিটুকু গ্রাম ও পরিখার ঠিক মাঝখানে। গা ছমছমে, রহস্যময় একটা পরিবেশ। উঁচু লাঠির মাথায় মশাল জ্বলছে, কমলা আভায় ডুবিয়ে রেখেছে গ্রামটাকে। ওই মশালগুলো ছাড়া পরিত্যক্ত বলে মনে হলো জায়গাটাকে।

একটা ডাল ভাঙার শব্দ হলো।

ঝট করে ঘুরল রানা। সঙ্গে সঙ্গে রাপাগুলোকে দেখতে পেল, দশ গজ দূরে কাদা ভর্তি পথের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাঁদরের প্রস্রাবে ভেজানো খুলিগুলোকে যেভাবেই হোক পাশ কাটিয়ে এসেছে ওগুলো। ওদের পিছনে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

দেখছে। অপেক্ষা করছে।

পরিখার গ্রামের দিকটায় কাঠের একটা সরু ব্রিজ রয়েছে। একদিকের মাথায় এক প্রস্থ রশি বাঁধা, অনেকটা রক টাওয়ারের রোপ ব্রিজের ধাঁচে। পরিখার উপর দিয়ে ওদের দিকে চলে এসেছে ওটা, মাটিতে গাঁথা একটা পাথরের সঙ্গে জড়ানো।

সার্জেন্ট রিড ও শরিফ রশিটা ধরে টানছে। লগ-ব্রিজ পজিশনে চলে এল, ওটার উপর দিয়ে এখন গ্রামে যাওয়া যাবে।

শাহানা ও শরিফকে আগে পার করল সার্জেন্ট রিড। এরপর লয়েডকে পাশে নিয়ে নিজে ব্রিজে উঠল। তাদের পিছনে বোল্ডউইন, ক্রিস্টাল ও ল্যাংম্যান। সবশেষে রানা।

পরিখা পার হয়ে এসেই তাড়াতাড়ি ব্রিজটা টেনে নিল রিড ও শরিফ, ফলে এখন আর রাপাগুলো ওদের পিছু নিয়ে এপারে আসতে পারবে না।

জঙ্গলের ভিতর থেকে সবাই একসঙ্গে চওড়া চৌরাস্তার মত একটা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘর ও চারদিকের গাছপালার উপর টর্চের আলো ফেলল।

চৌরাস্তার উত্তর প্রান্তে বাঁশ দিয়ে তৈরি একটা খাঁচা দেখা যাচ্ছে, সেটার পায়া হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে গাছের চারটে মোটা কাণ্ড। খাঁচার সামনে, পরিখার মাটির পাঁচিল কেটে তৈরি, প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা ও ত্রিশ ফুট চওড়া চারকোনা একটা গর্ত রয়েছে, গভীরতা পনেরো ফুটের কম নয়। কঞ্চি দিয়ে বানানো একটা গেট গর্ত ও পরিখাটাকে আলাদা করে রেখেছে।

তবে সবার দৃষ্টি কেড়ে নিল চৌরাস্তার ঠিক মাঝখানের জিনিসটা। কোনও ধরনের পুণ্যস্থান বলে মনে হলো। কাঠের বড়সড় একটা বেদির মত কাঠামো, সম্ভবত এলাকার সবচেয়ে চওড়া গাছের কাণ্ড কেটে বের করা হয়েছে। ওটার গায়ে ছোট ছোট খুপরি ও তাক তৈরি করা হয়েছে। সেগুলোর ভিতরে প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের একটা সংগ্রহ দেখল রানা–নীলা বসানো সোনার মুকুট, রুপো ও সোনার তৈরি ইনকান যোদ্ধা ও তরুণীদের ছোট মূর্তি, নানা ধরনের পাথুরে আইডল, বিরাট একটা রুবি। রুবিটা টেনিস বলের চেয়ে ছোট হবে না।

আধো অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে জায়গাটা, সোনা ও রত্নগুলোর গায়ে লেগে প্রতিফলিত হচ্ছে চাঁদের আলো। চারপাশের ঝুঁকে থাকা গাছের পাতা ওটার দু'পাশে থিয়েটারের পরদার মত ঝুলে আছে।

পুণ্যস্থানের ঠিক মাঝখানে সবচেয়ে অলঙ্কৃত তাকটা দেখল ওরা। তাক-এর মুখ ছোট পরদা দিয়ে ঢাকা। ভিতরে কী আছে দেখা যাচ্ছে না।

চোখ পড়তেই ওটার দিকে ছুটলেন লয়েড। রানা জানে কী ভাবছেন তিনি। হ্যাঁচকা টান দিয়ে পরদাটা সরিয়ে ফেললেন লয়েড। দুজন ওরা একযোগে দম আটকাল।

তাকের ভিতর আইডলটা। এটাই নিশ্চয় আসল আইডল। জনগণের আত্মা।

মূর্তিটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে রানা। প্রথমেই যে চিন্তাটা ওর মাথায় এল, এটার কী চমৎকার প্রতিমূর্তিই না তৈরি করেছে বেস্কো! তার নকল

মূর্তি একেবারে নিখুঁত। তবে যতই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে থাকুক বেঙ্কো, আসল আইডলটাকে ঘিরে যে জ্যোতি আছে সেটা ফুটিয়ে তুলতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে সে।

রাপার হিংস্র মাথাটা আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। কালো ও রক্তবেগুনি থাইরিয়াম পাথর মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে। সব মিলিয়ে মূর্তিটা ভয়ের সঙ্গে শ্রদ্ধাও জাগাচ্ছে।

তবে ওটার জাদুকরী ক্ষমতাও অনুভব করছে রানা।

ক্ষমতা একটা আছে, এটা জানা ছিল বলে নকল মূর্তিটার কাছাকাছি হওয়ার সময়ও একটা ঘোর ঘোর ভাব অনুভব করেছিল ও। সেটা ছিল স্রেফ ওর মনের ভুল। নকল মূর্তিটার কারও মনকে প্রভাবিত করার কোনও ক্ষমতাই ছিল না।

আসল মূর্তিটার সংস্পর্শে এসে এখন যে অনুভূতি হচ্ছে সেটার বোধহয় কোনও তুলনা হয় না। নিতান্তই কেমিকাল রিয়্যাকশন, এর মধ্যে অলৌকিক কোনও ব্যাপার নেই, তবে হঠাৎ করেই বেপরোয়া হয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে রানার, কিছু একটা করে দুনিয়ার মানুষকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার একটা অযৌক্তিক অভিলাষ মাথাচাড়া দিচ্ছে অন্তরের গভীর কোথাও থেকে, তারই সঙ্গে শরীরের অণু-পরমাণু থেকে অফুরন্ত প্রবাহের মত উথলে উঠছে আনন্দ ও উল্লাস। রানার ভয় হলো, ওর পক্ষে এখন সবই করা সম্ভব।

নিশ্চয় লয়েডেরও একই অনুভূতি হচ্ছে?

তবে লয়েডের জানা নেই এরকম হওয়ার কথা। তিনি এটার অন্য কারণ আছে বলে ধরে নেবেন, মূর্তিটাকে দায়ী মনে করবেন না।

হাত বাড়িয়ে তাক-এ রাখা আইডলটা ধরতে যাবেন লয়েড, এই সময় বাধা। পাথরের তৈরি তীরের একটা মাথা দেখা গেল ঠিক তার কানের পাশে। তীরটা রয়েছে রাগে আগুন হয়ে ওঠা একজন আদিবাসীর ধনুকে পরানো। নিশ্ছিদ্র পর্দার মত পাতার আড়াল থেকে এইমাত্র বেরিয়েছে সে। ধনুকের ছিলাটা টান দিয়ে নিয়ে এসেছে নিজের কানের পাশে।

জি-এগারো তুলল সার্জেন্ট রিড, আর তখনই তার চারপাশের জঙ্গল যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল, তারপর ঝোপঝাড় ভেঙে বেরিয়ে এল আরও অন্তত পঞ্চাশজন আদিবাসী। তাদের প্রায় সবার হাতের তীর-ধনুক ওদের দিকে তাক করা।

সার্জেন্ট রিড এখনও হাতের অস্ত্র নামায়নি।

আড়ষ্ট একটা পরিস্থিতি। ফায়ার ওপেন করলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বিশজন লোককে মেরে ফেলতে পারে রিড। কিন্তু আদিবাসীদের সংখ্যা কমপক্ষে পঞ্চাশজন, আড়ালে নিশ্চয়ই আরও রয়েছে–তারাও তীর ছোঁড়ার জন্য তৈরি।

রানা ভাবছে, বিশজন আদিবাসীকে মারলে বাকি ত্রিশজনের হাতে নিজেদের আটজনকে মরতে হবে। কাজেই এটা হতে দেওয়া যায় না। 'রিড,' বলল ও। 'না।'

'সার্জেন্ট,' বেদির পাশ থেকে লয়েডও বললেন এবার। 'অস্ত্র নিচু করো।'

তীরটা এখনও তাঁর মাথার পাশে স্থির হয়ে আছে।

নির্দেশটা পালন করল রিড, নিচু করল হাতের অস্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল আদিবাসীরা, প্রতিপক্ষের সবার কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিচ্ছে।

একজন বয়স্ক লোক, মুখে কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়ি, শরীরের চামড়ায় অনেক ভাঁজ, সামনে এগিয়ে এল। তার সঙ্গে তীর-ধনুক নেই। তাকেই সম্প্রদায়ের সর্দার বলে মনে হলো।

সর্দারকে দেখামাত্র তার পাশে চলে এল আরেক লোক। অবিশ্বাসে চোখ মিটমিট করল রানা।

এই দ্বিতীয় প্রবীণ লোকটি মোটেও আদিবাসী নয়, সামান্য বেঁটে ও অত্যন্ত শক্ত-সমর্থ একজন ল্যাটিন-আমেরিকান। রোদে পুড়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে গায়ের চামড়া, কাপড়চোপড় পরে আছে ইণ্ডিয়ানদের অনুকরণে। কিন্তু মুখে নানা রকম গাঢ় রঙ মাখা সত্ত্বেও লোকটি তার অভিজাত শহুরে চেহারাটাকে লুকাতে পারেনি। পরিশীলিত, মার্জিত, বিশিষ্ট একজন বলে মনে হলো তাকে; এই পরিবেশে মোটেও মানাচ্ছে না।

পুণ্যস্থানের সামনে দাঁড়ানো লয়েডের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সর্দার, যেন একটা চোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে। ঘড়ঘড়ে ভারী গলায় নিজের ভাষায় কী যেন বলল সে।

তার পাশ থেকে ল্যাটিন-আমেরিকান ভদ্রলোক কথাগুলো মন দিয়ে শুনল, তারপর জবাবে কিছু পরামর্শ দিল।

'হাম্প্,' বলল সর্দার।

দু'পাশে শাহানা ও বেলেণ্ডাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, মাঝেমধ্যে মাথা চুলকাচ্ছে, বুঝতে পারছে না কী করা উচিত। ওদের তিনজনকে ঘিরে রেখেছে পাঁচজন আদিবাসী তীরন্দাজ।

তাদের মধ্যে হঠাৎ একজন এগিয়ে এল, কৌতূহল দমন করতে পারছে না, হাত বাড়িয়ে রানার মুখ ও মাথার চুল স্পর্শ করল, যেন পরীক্ষা করছে ওর উজ্জ্বল শ্যামলা গায়ের রঙ ও কালো চুল আসল কি না।

মাথাটা দ্রুত পিছন দিকে সরিয়ে নিল রানা।

এরপর লোকটা অদ্ভুত আচরণ শুরু করল। খুব যেন অবাক হয়েছে, একেবারে হতচকিত, এরকম একটা ভাব নিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল সে। আদিবাসীরা সবাই ঘাড় ফেরাল তার দিকে। ছুটে সর্দারের সামনে চলে গেল সে, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, 'রুমায়া! রুমায়া!'

সঙ্গে সঙ্গে রানার সামনে চলে এল সর্দার, শ্বেতাঙ্গ উপদেষ্টাকে পাশে নিয়ে। রানাকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখল বুড়ো, তার আরেক পাশ থেকে সেই লোকটা রানার বাম জুলফির দিকে আঙুল তুলে আবার চিৎকার জুড়ে দিল, 'রু-মায়া! রু-মায়া!'

অকস্মাৎ রানার চিবুকটা খপ করে ধরে মশালের দিকে ফেরাল সর্দার।

রানা বাধা দিচ্ছে না।

ওর বাম জুলফির চুল সরিয়ে পিরামিড আকৃতির জন্মদাগটা দেখল সর্দার,

তারপর আঙুলের মাথা দিয়ে চেপে চেপে ঘষল, যেন পরীক্ষা করছে তুলে ফেলা যায় কিনা। গেল না।

'রুমায়া...' আটকে রাখা দম ছাড়ল সর্দার।

ল্যাটিন-আমেরিকান উপদেষ্টার দিকে ফিরে নিজের ভাষায় কী যেন বলছে সে। বিড়বিড় করে জবাব দিল শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক। জবাব শুনে মাথা নাড়ল সর্দার, তারপর হাত তুলে চারকোনা আকৃতির গর্তটাকে দেখাল, যেটা পরিখার পাঁচিল কেটে তৈরি করা হয়েছে। এরপর ঘুরে দাঁড়াল সে, গলা চড়িয়ে নিজ সম্প্রদায়ের উদ্দেশে কিছু নির্দেশ দিল।

ইণ্ডিয়ানরা দ্রুত সবাইকে খেদিয়ে গাছপালার ভিতরে রাখা বাঁশের তৈরি খাঁচাটার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, একা শুধু রানাকে বাদে। না, রানাকেও নিয়ে যাচ্ছে, তবে অন্যদিকে। ওর পিঠে ধাক্কা দিয়ে বাধ্য করা হচ্ছে হাঁটতে, নিয়ে যাচ্ছে পরিখা সংলগ্ন মাটির গর্তে।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে ল্যাটিন-আমেরিকান উপদেষ্টা রানার পাশে চলে এল। 'হ্যালো,' ইংরেজিতে বলল সে, বাচনভঙ্গিতে আঞ্চলিক টান।

'হাই,' বলল রানা। 'আমাকে বলতে পারেন ঠিক কী ঘটছে এখানে?'

'পারি। বলতেই এসেছি।'

'তা হলে বলে ফেলুন।'

'এখানকার এই লোকজন প্রাচীন ইনকান গোষ্ঠীর সরাসরি বংশধর। তারা বলছে, আপনি সূর্যের চিহ্ন বহন করছেন।'

'সূর্যের চিহ্ন?'

'হ্যাঁ। ওই জন্মদাগটা, আপনার বাম জুলফির নীচের দিকে পিরামিড আকৃতির জরুল কিংবা তিলটা। ওরা ধারণা করছে আপনি হয়েতো ওদের ত্রাণকর্তা হিসেবে দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ হয়েছেন, যে অবতারকে তারা "নির্বাচিত একজন" হিসেবে চেনে। তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আপনাকে তারা পরীক্ষা করবে।'

পাগল না মাথা খারাপ! অবতার না ছাই! এ-সব বলতে যাচ্ছিল রানা, নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইল, 'কীভাবে পরীক্ষা করবে?'

'ওরা আপনাকে পানি ভর্তি ওই গর্তটায় নামিয়ে দেবে, তারপর খুলে দেবে গেট, গর্ত ও পরিখাটাকে যেটা আলাদা করে রেখেছে। ওই গেট দিয়ে মাত্র একটা কেইমানকে গর্তে ঢুকতে দেয়া হবে। ওরা দেখতে চায় এরপর মুখোমুখি যে সংঘর্ষটা হবে তাতে কে জেতে। আসলে, ভবিষ্যদ্বাণী করা...'

'আমি জানি,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা আমার পড়া আছে। ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে, সূর্যের চিহ্ন বিশিষ্ট নির্বাচিত একজন বিরাট গিরগিটির সঙ্গে লড়াই করে জিতবে, সেই সঙ্গে রক্ষা করবে জনগণের আত্মাকে।'

ভদ্রলোক রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন। 'আপনি কি নৃবিজ্ঞানী?'

মাথা নাড়ল রানা। 'অ্যাডভেঞ্চারার। ওর্তেগার ম্যানুস্ক্রিপ্টটা আমার লিঙ্গুইস্ট বান্ধবী অনুবাদ করে শুনিয়েছে আমাকে।'

ভুরু কোঁচকালেন ভদ্রলোক। 'আপনারা জনগণের আত্মা নিয়ে যেতে

এসেছেন?'

'আমরা সবাই নই, ওরা কয়েকজন,' বলল রানা। 'ইঙ্গিতে জভানি লয়েডকে দেখিয়ে দিল। ইতোমধ্যে ওদেরকে বাঁশের খাঁচায় ভরে ফেলা হয়েছে।'

'কিন্তু কেন? টাকার হিসেবে তো কিছুই দাম নেই...'

'জিনিসটা উল্কা-পাথর কেটে বানানো হয়েছে,' বলল রানা। 'এখন জানা গেছে ওই উল্কাটা ছিল বিশেষ ধরনের একটা পাথরের তৈরি।'

'ওহ্!'

'এবার বলুন, আপনি কে?' জানতে চাইল রানা।

'ও, হ্যাঁ, সত্যি আমি দুঃখিত। নিজের পরিচয় দিতে একদম ভুলে গেছি,' বললেন ভদ্রলোক, শিরদাঁড়া খাড়া করলেন। 'আমি ডক্টর মিগুয়েল মারকুয়েজ। পেরু ভার্সিটিতে নৃবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছি। গত নয় বছর ধরে এই ট্রাইবটার সঙ্গে আছি।'

এক মিনিট পর রানাকে ঠেলে দেওয়া হলো অল্প ঢালু পথে, যেটা কাদার মধ্যে নেমে গেছে।

পথের দু'পাশে মাটির উঁচু পাঁচিল। সামনে কাঠের একটা ছোট গেট। ওটা পেরুলেই গর্তটা।

গেটের সামনে রানা আসতেই খুলে গেল সেটা। উপরের জমিনে দাঁড়ানো দুজন ইণ্ডিয়ান টেনে নিয়েছে ওটাকে।

গেট পেরিয়ে সাবধানে গর্তটার দিকে এগোল রানা। দৈত্যাকার কেইমানভর্তি পরিখার পাশে এই জায়গাটা যথেষ্ট বড়, লম্বা-চওড়ায় ত্রিশ ফুটের কম নয়। তিনদিকে মাটির উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাকি একদিকের পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে বাঁশ দিয়ে তৈরি বিরাট গেট দেখা যাচ্ছে। বাঁশগুলোর ফাঁক দিয়ে বাইরের পরিখায় গাঢ় ঢেউ দেখতে পাচ্ছে রানা।

আরও একটা খারাপ দিক হলো, গর্তটার মেঝেতে কাদার উপরে কালো পানি জমে আছে। এই পানি বাইরের পরিখা থেকে বাঁশের গেট পার হয়ে অবাধেই আসতে পারছে। রানা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানেও যথেষ্ট পানি, প্রায় হাঁটু সমান। গর্তের অন্যান্য অংশের গভীরতা জানা নেই ওর।

যাই হোক, রানা, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে খুব কমই পড়েছ তুমি। নাকি এই প্রথম? তা কী করবে বলে ভাবছ? নিজের সঙ্গে কথা বলছে রানা। চরম অসহায়ত্বের লক্ষণ।

এই সময় গেটের একটা চৌকো অংশ, গেটের সঙ্গে আরেকটা গেট, টান দিয়ে উপর দিকে তুলতে শুরু করল গর্তের মাথায় দাঁড়ানো দুজন ইণ্ডিয়ান। পরিখা ও গর্তটার মাঝখানে একটা ফাঁক তৈরি হলো।

রানার ইচ্ছে হলো ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দেয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। ডক্টর মারকুয়েজ ওকে সাবধান করে দিয়েছেন, পরীক্ষা না দিয়ে পালাতে চেষ্টা করলে একা শুধু ওকে নয়, ওর দুই প্রিয় সঙ্গীকেও আদিবাসীরা মেরে ফেলবে।

বুকটা ভয়ে কাঁপছে। ছোট গেটটাকে ধীরে ধীরে উপরে উঠে যেতে দেখছে

রানা। ফাঁকটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। সাহসে বুক বাঁধার চেষ্টা করল ও। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। আবার অনেক সময় ভাগ্যও কী চমৎকার সাহায্য করে।

গেট পুরোপুরি উঠে গেল। নীরবতা নেমে এল চারপাশে। গর্তের কিনারায় সার বেঁধে দাঁড়ানো আদিবাসীরা ঝুঁকে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে।

শালাদের চোখ কানা হয়ে যাক, মনে মনে অভিশাপ দিল রানা। জুলফির ভিতর ছোট্ট জরুল, তা-ও দেখে ফেলেছে। ঠিক আছে, এ-ও মানলাম আমি তোদের দেবতা, দ্বিতীয়বার জন্মেছি–ব্যস, এবার গল্পের বইয়ে যেমন থাকে, সুন্দরী একটা মেয়ে দেখে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দে। তা না, কেইমানের সঙ্গে যুদ্ধ করাবে! শালা জংলী আর বলে কাকে!

ইণ্ডিয়ানরা নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে, পরিখা থেকে কখন একটা কেইমান গর্তে ঢুকবে।

অস্ত্রের খোঁজে নিজের পকেটগুলোয় হাত চাপড়াল রানা। এখনও জিনস ও টি-শার্ট পরে রয়েছে ও, পরে রয়েছে হারজার দেওয়া ব্রেস্টপ্লেট ও সুতি টুপিটাও।

ওর কাছে কোনও অস্ত্র নেই, শুধু বেল্টের সঙ্গে গ্র্যাপলিং হুকটা ঝুলছে।

বেল্ট থেকে খুলল ওটা রানা। সঙ্গে এক প্রস্থ রশি রয়েছে। এই মুহূর্তে রুপালি রঙের চারটে নখর মোড়া অবস্থায় রয়েছে, হুকের হাতলের গায়ে সেঁটে আছে বন্ধ ছাতার আদলে।

ওটার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। বড় জোর গর্ত থেকে উপরে ওঠার কাজে লাগতে পারে এটা।

এই সময় বড়সড় কী যেন একটা খোলা গেট দিয়ে পিছলে ঢুকে পড়ল গর্তের ভিতরে।

স্থির হয়ে গেল রানা।

সাক্ষাৎ আজরাইল যেন। চার ভাগের তিন ভাগই বোধহয় পানিতে ডোবা, তারপরও প্রকাণ্ড লাগছে ওটাকে। পানির উপর ওটার চোখ, নাকের ফুটো ও প্রতিরক্ষা আবরণসহ পিঠ দেখতে পাচ্ছে রানা, সবগুলো একই গতিতে পানি কেটে এগিয়ে আসছে। লম্বা লেজটা অলসভঙ্গিতে ডানে-বাঁয়ে ঝাপটাচ্ছে। প্রায় আঠারো ফুট লম্বা, আন্দাজ করল রানা।

কেইমানটা এখনও বোধহয় দেখতে পায়নি ওকে। পরিখা থেকে গর্তে চলে এল ওটা, সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে ঝপ করে নেমে এসে বন্ধ হয়ে গেল গেট।

এখন এখানে শুধু রানা আর ওই কেইমান। মুখোমুখি। ওরে আল্লারে...

প্রকাণ্ড জন্তুটার সামনে থেকে সরে দাঁড়াল রানা, তারপর পিছিয়ে এসে চৌকো গর্তটার এক কোণে থামল, হাঁটু দুটো পানিতে ডুবে আছে।

পরিখা থেকে গর্তের ভিতরে ঢোকার পর স্থির হয়ে আছে কেইমানটা, একচুল নড়ছে না। ওটাকে এমনকী রানার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন বলেও মনে হচ্ছে না।

রানার বুকের ভিতরটা কাঁপছে। হাতের তালু ঘামছে।

এখনও নড়ছে না ওটা। রানাও স্থির মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কোণটায়।

তারপর একেবারে হঠাৎ নড়ল ওটা। তবে নড়াটা দ্রুত কিছু নয়। সামনের দিকে ছুটে আসেনি, কিংবা লাফ দেয়নি রানাকে লক্ষ্য করে। স্রেফ ডুব দিল পানির নীচে, ধীরে ধীরে, শান্ত ভঙ্গিতে।

রানার চোখ বড় হয়ে উঠল। সর্বনাশ! কেইমানটা সম্পূর্ণ ডুবে গেছে! ওটাকে এখন দেখতে পাচ্ছে না ও! চাঁদের নীলচে নরম আলো ছাড়াও ইণ্ডিয়ানদের মশাল থেকে কাঁপা কাঁপা কমলা আলো আসছে, সেই আলোয় পানির সারফেসে ছোট ছোট ঢেউ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না ও। নীরবতা নেমে এল। গর্তের মাথায় দাঁড়ানো ইণ্ডিয়ানরা কোনও শব্দ করছে না। বোধহয় নিঃশ্বাসও ফেলছে না কেউ।

ঢেউগুলো মাটির দেয়ালে বাড়ি খেয়ে নরম শব্দে ছলকাচ্ছে।

শরীরের সমস্ত পেশি টান টান, কেইমানকে আবার দেখার জন্য অপেক্ষা করছে রানা, গ্র্যাপলিং হুকটাকে খাটো লাঠির মত করে ধরে আছে।

পানির সারফেস স্থির হয়ে আছে। একটা কেইমান কতক্ষণ পানির নীচে থাকতে পারে? জানা নেই ওর।

হামলাটা হলো বাম দিক থেকে, রানা যখন তাকিয়ে আছে ডানদিকে। পানির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওর পাশে ভেসে উঠল সেটা, হাঁ করা চোয়াল চওড়া হয়ে আছে।

উথলে ওঠা পানির আওয়াজ শুনেই বিদ্যুৎ খেলে গেছে রানার শরীরে। ডাইভ দিল এক পাশে, সারফেসে পড়ে পানি ছলকাল। শাঁ করে আবার ওকে পাশ কাটাল কেইমান, ঝপাৎ করে পানিতে পড়ে আবার ডুব দিল।

টলমলে শরীর নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা, ঘুরল, কেইমানটা বিদ্যুৎ বেগে লাফ দিচ্ছে দেখে সাঁৎ করে সরে গিয়ে ডাইভ দিল আবার। একে বলে মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া, মাত্র দু'এক ইঞ্চির জন্য রানার নাগাল পায়নি। ওর মুখের সামনে খট্ করে জোরাল আওয়াজের সঙ্গে বন্ধ হলো মস্ত চোয়াল।

কাদায় সারা শরীর মাখামাখি হয়ে গেছে রানার। মাটির পাঁচিলের পাশে পানির উপর মাথা তুলে আবার দাঁড়াল ও, কিন্তু ঘুরতেই দেখতে পেল ওর মাথা লক্ষ্য করে লাফ দিতে যাচ্ছে কেইমানটা।

ঝট করে নিচু হলো রানা, পানির নীচে ডুবে গেল মাথা। ঘন কালো একটা মেঘের মত ওর উপর দিয়ে উড়ে গেল জন্তুটা, মাটির পাঁচিলের সঙ্গে সরাসরি ধাক্কা খেয়ে থেঁতলে গেল নাক।

পানির উপর মাথা তুলতেই ইণ্ডিয়ানদের তুমুল উল্লাসধ্বনি শুনতে পেল রানা। সিধে হওয়ার পর দেখল আগের চেয়ে গভীর পানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গ্র্যাপলিং হুকে আটকানো রশিটা খুলে ফেলছে ও।

মুখ তুলে গর্তের কিনারার দিকে তাকাল রানা। পনের ফুট, তার বেশি নয়। উপরে একবার উঠতে পারলে ইণ্ডিয়ান সর্দারকে বোঝাবার চেষ্টা করবে, জুলফির তলায় জন্মদাগটা নেহাতই একটি কাকতালীয় ব্যাপার, দ্বিতীয়বার জন্ম নেওয়া ওদের দেবতা হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই ওর, কাজেই দয়া করে এই অসম

প্রতিযোগিতা থেকে রেহাই দেওয়া হোক ওকে।

এখন কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে আছে রানা। রশিটা খোলার সময় নিজের চারপাশে দ্রুত চোখ বুলাচ্ছে, দেখতে চাইছে কোথায় আছে কেইমানটা।

কিন্তু আবার হারিয়ে গেছে সেটা। কোথাও নেই। তারমানে পানির নীচ দিয়ে আসছে। চারপাশের পানি দেখছে রানা। এই সময় পায়ে প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করল।

ব্যথাটা গোড়ালি থেকে বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে পানির সারফেস থেকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নীচে নামিয়ে নেওয়া হলো ওকে।

চোখ মেলল রানা, ঘোলা পানির ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখল কেইমানটা ওর বাম পা মুখের ভিতরে আটকে রেখেছে। তবে আটকানোটা যুৎসই হয়নি, ভাল করে ধরার জন্য চোয়ালে একটু ঢিল দিচ্ছে।

এটুকুই দরকার ছিল রানার। ঢিল অনুভব করা মাত্র ঝট করে টেনে নিল পা। কেইমানের মুখ থ্যাচ করে বন্ধ হলো, তবে ভিতরে রানার পা নেই।

পানির উপর মাথা তুলল রানা, গ্র্যাপলিং হুকের রশিটা ওর পিছু নিয়ে আসছে। পিছু নিয়ে আসছে কেইমানটাও, গ্র্যাপলিং হুকের রশিটা দেখতে পেয়ে কামড় দিল সেটায়। সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল রশি।

কেইমানটাকে এড়াবার জন্য আড়ষ্ট ভঙ্গিতে অগভীর পানির দিকে এগোচ্ছে রানা। কিন্তু ঘাড় ফেরাতেই দেখল পাশ থেকে ছুটে আসছে ওটা, সারি সারি দাঁত ভর্তি মুখটা খোলা। বাঁচার আর কোনও উপায় দেখতে না পেয়ে গ্র্যাপলিং হুকটা সামনের দিকে গুঁজে দিল রানা, ওর গোটা ডান হাতসহ, সরাসরি রাক্ষসটার হাঁ করা মুখের ভিতরে।

প্রকাণ্ড সরীসৃপের চোয়াল দুটো ঠিক যখন পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে বন্ধ হতে যাচ্ছে, গ্র্যাপলিং হুকের হাতলে বসানো রিলিজ-বাটনে চাপ দিল রানা।

ঠিক তখন, ক্ষুরের মত ধারাল কেইমানের দাঁত রানার বাইসেপে কামড় বসাতে যাওয়ার আধ সেকেণ্ড আগে, ইস্পাতের তৈরি গ্র্যাপলিং হুকের চোখা নখরগুলো বাইরের দিকে খুলে গেল অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রবেগে।

অকস্মাৎ নির্জীব হয়ে গেল কেইমানটা।

চোখা একজোড়া ইস্পাতের নখর ওটার দুটো আই সকেট ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। বাকি দুটো নখর ঢুকেছে জন্তুটার মাথার ভিতরে। প্রথম নখর দুটো চোখ গেলে অক্ষিকোটরের বাইরে বেরুবার আগে নিশ্চয় মগজও ভেদ করেছে, আর তাতেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটেছে অত বড় প্রাণীটার।

এই মুহূর্তে গর্তের মেঝেতে বসে আছে রানা, ডান হাতটা আঠার ফুটী কেইমানের সঙ্গে আটকানো, ওটার লম্বাটে ত্রিভুজ আকৃতির মুখ এখনও খোলা, দাঁতগুলো এক চুলের জন্য রানার হাতের চামড়া ছোঁয়নি, বিরাট কালো শরীরটা নিঃসাড় পড়ে আছে।

গর্তের কিনারায় দাঁড়ানো আদিবাসীরা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। তারপর, ধীরে ধীরে, শুরু হলো হাততালি।

ইণ্ডিয়ানদের তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে গর্তটা থেকে উঠে এল রানা। সবার মুখে বত্রিশপাটি দাঁত বের করা হাসি।

খাঁচা খুলে দিয়ে শরিফ ও অন্যান্যদের মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, গ্রামের চৌরাস্তায় তাদের সঙ্গে মিলিত হলো রানা। ছুটে এসে রানাকে আলিঙ্গন করল শাহানা, ভেজা চোখ লুকাবার কোন চেষ্টাই করল না সে।

রানার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল হায়দার শরিফ।

দেখাদেখি সার্জেন্ট রিডও। 'ঠিক কী করলেন বলুন তো, মিস্টার রানা? খাঁচার ভেতর থেকে আমরা তো কিছুই দেখতে পাইনি।'

'আমি শুধু একটা টিকটিকি মেরেছি,' মৃদু হেসে বলল রানা, যেন বিনয়ের অবতার।

নৃবিজ্ঞানী মিগুয়েল মারকুয়েজ এগিয়ে এসে রানার চোখে চোখ রেখে হাসলেন। 'ওয়েল ডান, মিস্টার... ওয়েল ডান! আপনার নামটা যেন কী বলেছিলেন?'

'মাসুদ রানা।'

'আনন্দ করুন, মিস্টার রানা। এই মাত্র আপনি এদের ঈশ্বর হলেন।'

বারো

ভোরের আলো ফুটতেই বিরাট ভূরিভোজ ও ধূমধাম নৃত্যগীতের আয়োজন শুরু হয়ে গেল।

তবে ক্লান্তিবশত ইণ্ডিয়ানদের এই আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়, এ-ধরনের একটা আবেদন জানিয়েছে রানা, বলেছে ওর বিশ্রাম দরকার।

ঘুমটা বেশ আরামেরই হলো। খড়ের উপর মাদুর, তার উপরে কাঁথা, এই হলো বিছানা। প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা ঘুমায়নি রানা, চোখ খুলল ঠিক ভোর হওয়ার আগে।

ওর সামনে যে বিপুল ও বিচিত্র খাদ্য সম্ভার সাজানো হয়েছে তা শুধু একজন রাজার জন্যই মানানসই হতে পারে। জঙ্গলের এমন কোনও ফল নেই যেগুলো সবুজ চওড়া পাতায় ওর জন্য পরিবেশন করা হয়নি। তারপর আছে সবরকম প্রাণীর মাংস। এমনকী কেইমানের খানিকটা কাঁচা মাংসও দেখতে পেল রানা। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তবে সেটা কেউ গ্রাহ্য করছে না।

গ্রামের পুণ্যস্থানের সামনে, খোলা জায়গায় বৃত্তাকারে বসানো হয়েছে রানা আর ওর সঙ্গীদের। অলঙ্কৃত কাঠের উঁচু ঘর থেকে আইডলটা দেখছে ওদেরকে।

ইণ্ডিয়ানরা ওদের সবার অস্ত্র ফিরিয়ে দিলেও, পরিবেশে খানিকটা সন্দেহের ভাব এখনও রয়ে গেছে। দশ-বারোজন ইণ্ডিয়ান সতর্ক ভঙ্গিতে বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, হাতের তীর-ধনুক তৈরি। বিশেষভাবে লয়েড ও তাঁর

লোকজনের উপর কড়া নজর রাখছে তারা।

রানা বসেছে গোত্র প্রধান ও নৃবিজ্ঞানী মিগুয়েল মারকুয়েজের সঙ্গে।

'আপনি দয়া করে আমাদের কাছে এসেছেন, সেজন্যে সর্দার মোয়া আপনার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন,' সর্দারের বক্তব্য অনুবাদ করে শোনালেন ডক্টর মারকুয়েজ।

হাসল রানা। এতক্ষণে কেইমানটার পেটে ওর হজম হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, ভাবল ও। বলল, 'বলতে হবে অবিশ্বাস্য পদোন্নতি হয়েছে আমাদের, চোর থেকে এক লাফে উঠে এসেছি সম্মানিত মেহমানে।'

'তারচেয়েও বেশি,' বললেন মারকুয়েজ। 'তারচেয়ে অনেক বেশি। কেইমানটাকে আপনি হারাতে না পারলে আপনার সব কজন সঙ্গীকে নিরস্ত্র অবস্থায় রাপাদের সামনে পরিবেশন করা হত। এখন আপনার সঙ্গে ওরাও সম্মান ও খাতির-যত্ন পাচ্ছেন।'

নৃবিজ্ঞানী মারকুয়েজের মুখোমুখি বসেছে ক্রিস্টাল। একটা জ্যান্ত কিংবদন্তির সামনে উপস্থিত থাকতে পারার উত্তেজনা অনুভব করছে সে।

পেরুতে ওদের প্রথমদিনেই রানাকে ম্যাক্স রাইট জানিয়েছিলেন, নয় বছর আগে আদিম অ্যামাজন ট্রাইব স্টাডি করার জন্য জঙ্গলে ঢোকার পর থেকে নৃবিজ্ঞানী মারকুয়েজ আর ফিরে আসেননি। 'ডক্টর মারকুয়েজ,' বলল সে, 'প্লিজ, এই ট্রাইবটা সম্পর্কে বলুন আমাদের। নিশ্চয়ই এখানে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

হাসলেন ছোটখাট মানুষটা। 'তা আর বলতে। এই ইণ্ডিয়ানরা সত্যি আশ্চর্য মানুষ। গোটা দক্ষিণ আমেরিকায় শুধু এদেরকেই আগে কেউ কখনও দেখেনি। যদিও আমাকে বলেছে কয়েকশো বছর হলো এই গ্রামে বসবাস করছে ওরা, আসলে এলাকার আর সব ট্রাইবের মত এরাও যাযাবর। ছয় মাস কিংবা এক বছরের জন্যে প্রায়ই গোটা গ্রাম অন্য কোথাও উঠে যায়, খাবারের সন্ধানে কিংবা আরও একটু উষ্ণ আবহাওয়া পাবার আশায়। তবে এই গ্রামটায় সব সময় ফিরে আসে ওরা। বলে এই এলাকার সঙ্গে ওদের কী একটা নাকি যোগাযোগ আছে, সম্পর্ক আছে রক টাওয়ারের মাথার মন্দির ও রূপা ঈশ্বরদের সঙ্গে।'

'জনগণের আত্মাটা ওরা পেল কীভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'দুঃখিত। আপনার প্রশ্নটা আমি বুঝতে পারলাম না।'

'হোসে ওর্তেগার পাণ্ডুলিপিতে বলা হয়েছে,' বলল রানা, 'রূপাগুলোকে মন্দিরের ভেতর বন্দি করার জন্যে লার্দিয়া কোজাক আইডলটাকে ব্যবহার করেছিল। রূপাগুলোর সঙ্গে বন্ধ মন্দিরের ভেতরে সে নিজেও রয়ে যায়। এই ইণ্ডিয়ানরা কি পরে কোনও এক সময় মন্দিরে ঢুকে আইডলটা বের করে এনেছে?'

রানার প্রশ্ন অনুবাদ করে গোত্রপ্রধান মোয়াকে শোনালেন মারকুয়েজ। মাথা নেড়ে দ্রুত কী যেন বলল সর্দার।

'সর্দার মোয়া বলছেন, রাজকুমার লার্দিয়া ছিল অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমান মানুষ, নির্বাচিত একজনের কাছ থেকে ঠিক যেমনটি আশা করা হয়। সর্দার

আরও জানাচ্ছেন, এই গোত্রের লোকেরা সরাসরি তাঁর বংশধর হিসাবে বিশেষ গর্ব অনুভব করে।'

'সরাসরি বংশধর?' বলল রানা। 'কিন্তু তারমানে তো মন্দির থেকে বেরিয়েছিল লার্দিয়া...'

'হ্যাঁ, মানে তো তাই দাঁড়ায়,' জবাব দিলেন মারকুয়েজ, সর্দারের বক্তব্য তরজমা করছেন।

'কিন্তু তা কী করে সম্ভব?' জানতে চাইল রানা। 'মন্দির থেকে বেরুল কীভাবে সে?'

ওর প্রশ্ন শুনে একজন ইণ্ডিয়ান যোদ্ধার উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়ল সর্দার মোয়া। ছুটে একটা কুঁড়েতে ঢুকল লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বেরিয়ে এল সে, ছোট কী যেন একটা রয়েছে হাতে।

লোকটা ফিরে এসে সর্দারের পাশে দাঁড়াতে তার হাতের জিনিসটা দেখতে পেল রানা। চামড়া দিয়ে বাঁধানো একটা নোটবুক। বাঁধাইটা প্রাচীন বলে মনে হলো, তবে দেখে মনে হলো বহুকাল স্পর্শ করা হয়নি বইটা।

মুখ খুলল সর্দার মোয়া। তরজমা করলেন মারকুয়েজ।

'মিস্টার রানা, মোয়া বলছেন আপনার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে খোদ মন্দিরের নির্মাণ-শৈলীতে। হার্নান্দোর সঙ্গে লার্দিয়া ও ওর্তেগার লড়াইয়ের পরে, হ্যাঁ, মূর্তি নিয়ে লার্দিয়া মন্দিরে ঢুকেছিল বটে। তবে এ-ও সত্যি যে মূর্তিটা নিয়ে আবার সে বেরিয়ে আসতেও পেরেছিল। মন্দিরে ঢোকার পর কী ঘটেছিল তার সবটুকু বর্ণনা আপনি এই বইয়ে পাবেন।'

সর্দারের হাতে ধরা নোটবুকটার দিকে তাকাল রানা। তারপর ঘাড় ফেরাল শাহানার দিকে।

'হাতের লেখাই বলে দেবে ওটা ওর্তেগার নোটবুক কিনা,' বিড় বিড় করল শাহানা।

'সর্দার মোয়া এই বই আপনাকে উপহার হিসেবে দিচ্ছেন,' বললেন মারকুয়েজ। 'হাজার হোক গত চারশো বছরে আপনারা ছাড়া এই গ্রামে এমন কেউ আসেনি যে এটা পড়তে পারে।'

সর্দারের বাড়ানো হাত থেকে নোটবুকটা নিল রানা, তারপর না খুলেই ধরিয়ে দিল শাহানার হাতে।

সাবধানে, ধীরে ধীরে, খুলল ওটা শাহানা। ঝুঁকে তাকিয়ে আছে রানা। দুজন একযোগে আটকে রাখা দম ছাড়ল। দেখা মাত্র চিনতে পারছে হোসে ওর্তেগার হস্তাক্ষর।

সন্দেহ নেই এখানেই পাওয়া যাবে ওর্তেগার রোমাঞ্চ-কাহিনীর শেষাংশ।

'আমার একটা প্রশ্ন আছে,' হঠাৎ করে বললেন ডক্টর ল্যাংম্যান। 'মন্দিরের ভেতর এত বছর ধরে রাপাগুলো বাঁচল কীভাবে?'

সর্দারের সঙ্গে পরামর্শ করে মারকুয়েজ জবাব দিলেন, 'মোয়া বলছেন সেটাও আপনারা ওই বই পড়েই জানতে পারবেন।'

'কিন্তু...' শুরু করলেন ল্যাংম্যান।

হুঙ্কার ছেড়ে তাঁকে থামিয়ে দিল সর্দার।

'মোয়া আবার বলছেন, প্রশ্নটার উত্তর ওই বইয়েই পাওয়া যাবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন মারকুয়েজ। বোঝা গেল, রানার বেলায় সর্দারের আতিথেয়তা উষ্ণ, উদার ও আন্তরিক; কিন্তু ওর সঙ্গীদেরকে মোটেও তেমন খাতির বা সম্মান করা হচ্ছে না।

বৃষ্টিটা আরও জোরে শুরু হলো। কয়েক মুহূর্ত পর দূর থেকে ভেসে এল বজ্রপাতের শব্দ। মেঘ ডাকার গম্ভীর আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। সেদিকে ঘুরে গেল রানা ও সার্জেন্ট রিড।

'কীসের আওয়াজ, মেঘ?' বলল শরিফ।

মাথা নাড়ল রানা, মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। আওয়াজটা আরও জোরাল হচ্ছে। 'না, মেঘ নয়,' বলল ও, বেল্ট থেকে হারজার দেয়া গ্লক-আঠারো পিস্তলটা বের করল।

'তা হলে কীসের আওয়াজ, মাসুদ ভাই?'

ঠিক সেই মুহূর্তে, রানা উত্তর দিতে পারার আগে, একটা বিরাট সুপার স্ট্যালিয়ন হেলিকপ্টার সগর্জনে ওদের মাথার উপর চলে এল।

ওটার পিছু নিয়ে এল আরেকটা সুপার স্ট্যালিয়ন, দুটোই গ্রামের গাছপালার মাথা ছুঁয়ে স্থির হলো, রোটরের তীব্র বাতাসে ঝড় বয়ে যাচ্ছে আশপাশের ডালপালায়।

রানা, শরিফ ও সার্জেন্ট রিড লাফ দিয়ে সিধে হলো। সিধে হলো ইণ্ডিয়ানরাও, তীর-ধনুকের দিকে হাত বাড়াচ্ছে।

গ্রামের উপর ভেসে থাকা সুপার স্ট্যালিয়ন দুটোর গর্জন মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। দুটো থেকেই ঝপ করে নেমে এল আটটা করে রশির মই। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পুরোদস্তুর কমব্যাট ড্রেস পরা ষোলোজন লোককে পিছলে নেমে আসতে দেখা গেল, প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। ভোরের ম্লান আলোয় অবাস্তব, অথচ বিপজ্জনক দেখাচ্ছে।

মই বেয়ে নামার সময় এলোপাথাড়ি গুলি করছে লোকগুলো।

লোকজন যে যেদিকে পারে ছুটছে।

'শরিফ!' শোনা গেল রানার চিৎকার। 'তুমি শাহানাকে নিয়ে পালাও!'

যে যেদিকে পারে ছুটছে লোকজন। গ্রামটাকে ঘিরে থাকা ঘন জঙ্গলে গা ঢাকা দিল ইণ্ডিয়ানরা। গাছের আড়াল নিয়ে কপ্টার দুটোর দিকে গুলি করছে সার্জেন্ট রিড। শাহানার দিকে দৌড় দেওয়ার সময় দেখাদেখি শরিফও জি-এগারো তুলে এক পশলা গুলি করল সেদিকে। আতঙ্কিত চোখে রানা দেখল চারপাশে বুলেট লাগায় কাদা যেন টগবগ করে ফুটছে।

হোঁচট খেল শরিফ, তার বাম পায়ে গুলি লেগেছে। তাল সামলে সিধে হচ্ছে সে, রানার দৃষ্টি কেড়ে নিলেন জার্মান জুলজিস্ট ল্যাংম্যান। প্রথমে মনে হলো ভদ্রলোক থরথর করে কাঁপছেন। তারপর তাঁর গোটা শরীর থেঁতলানো মাংসে পরিণত হলো, যেন সাবমেশিন গানের দশ লক্ষ বুলেট উঠে-পড়ে

লেগেছে তাঁকে ভর্তা বানাতে।

ঘাড় ফিরিয়ে আবার যখন তাকাল রানা, শরিফকে কোথাও দেখতে পেল না।

সুপার স্ট্যালিয়ন দুটো গ্রামের বিশ ফুট উপরে ঝুলে আছে। একটা গাছের আড়াল থেকে রানা দেখল ওগুলোর পাশে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে–ইউএস নেভি।

এটা হোমবারার টিম। অবশেষে পৌঁছেছে তারা।

কিন্তু মার্কিন নৌ-বাহিনী কী কারণে মার্কিন স্থলবাহিনীকে গুলি করবে?

জায়গাটা নিরাপদ নয়, আড়াল পাওয়ার জন্য ছুটল রানা। এই সময় একটা প্রশ্ন জাগল ওর মাথায়। হোমবারার সঙ্গে না তিনটে সুপার স্ট্যালিয়ন থাকার কথা?

হঠাৎ রানার চারপাশের জমিনে বুলেটের এক ঝাঁক ক্ষত তৈরি হলো। জঙ্গলের দিকে ছুটছে ও, ঘাড় ফিরিয়ে ডানদিকে তাকাতেই জভানি লয়েডকে দেখতে পেল। বেদিটাকে পিছনে ফেলে ছুটছে সে, তার পিছু নিয়ে দৌড়াচ্ছে ক্রিস্টাল আর বোল্ডউইনও। জঙ্গলে ঢুকে পড়ল তারা।

রানার দৃষ্টি ফিরে গেল বেদিটার দিকে। আইডলটা এখনও কাঠের তাক-এ রয়েছে।

তাই কি?

এই মুহূর্তে ওর আশপাশে কোনও গুলি হচ্ছে না, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে বেদিটার দিকে ছুটল রানা। নিরাপদেই পৌঁছাল পুণ্যস্থানে, ছোঁ দিয়ে তাক থেকে তুলে নিল আইডলটাকে।

হাতে নিয়ে ঘোরাল ওটাকে। এই মূর্তির গোড়া থেকে সিলিণ্ডার আকৃতির একটা অংশ কাটা। এটা নকল আইডল।

মাথার উপর থেকে আবার গুলি হচ্ছে। রোটরের বাতাস রানার চারপাশে টর্নেডোর মত আছড়ে পড়ছে। আবার ছুটল রানা, এবার দিক বদলে লয়েডের পিছু নিয়েছে।

কাছাকাছি একটা গাছের আড়াল থেকে বেলেগুা জানতে চাইল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'আইডলটা ডক্টর লয়েডের কাছে,' পাল্টা চিৎকার করে বলল রানা। 'আসলটা...'

রানার কথা শেষ হয়নি, একেবারে বিনা নোটিশে, ঝুলে থাকা একটা প্রকাণ্ড সুপার স্ট্যালিয়ন মাঝ আকাশে বিধ্বস্ত হলো। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হওয়ায় বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা একেবারে হকচকিয়ে দিল রানাকে। মুখ তুলতেই দেখল রোমহর্ষক স্লো মোশনে মাটিতে পড়ছে ওটা, নীচে ঝুলে থাকা লোকগুলোকে চাপা দিচ্ছে।

নেভির লোকগুলো প্রথমে সবেগে নেমে এসে আছড়ে পড়ল মাটিতে, আধ সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে বিশাল হেলিকপ্টার তাদের উপর ভেঙে পড়ল, মুহূর্তে চিঁড়েচ্যাপ্টা করে ফেলল সবাইকে। পরক্ষণে হু-উ-উ-উ-স করে একটা

আওয়াজের সঙ্গে আগুন ধরে গেল সেটায়। তবে সাদাটে ধোঁয়ার একটা রেখাও দেখতে পেল রানা, তির্যক একটা পথ ধরে বিধ্বস্ত কপ্টার থেকে আকাশের দিকে উঠে গেছে, দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

ধোঁয়ার এই রেখা চেনে রানা, এয়ার-টু-এয়ার মিসাইলের স্মোক ট্রেইল। দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করে ওটার উৎস খুঁজে নিল ও।

আরেকটা হেলিকপ্টার। তবে সুপার স্ট্যালিয়ন দুটোর মত ট্রুপস ট্র্যান্সপোর্টার নয়। এটা এএইচ-ছেষট্টি কোমাঞ্চি, ইউএস আর্মির নেক্সট-জেনারেশন অ্যাটাক হেলিকপ্টার।

অবশেষে কর্নেল লয়েডের এয়ার সাপোর্টও পৌঁছেছে।

প্রথমটার পিছনে আকাশে দ্বিতীয় কোমাঞ্চিকে উদয় হতে দেখল রানা, অবশিষ্ট সুপার স্ট্যালিয়নকে লক্ষ্য করে গ্যাটলিং গানের জোড়া ব্যারেল থেকে গুলি করছে।

দ্বিতীয় স্ট্যালিয়ন মেশিন গান ওপেন করল, এখনও ঝুলতে থাকা আটজন সৈনিককে কাভার দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রথম লোকটা মই ছেড়ে পা রাখল মাটিতে, ঠিক তখনই তার কপালের পাশে থ্যাচ করে গেঁথে গেল একটা তীর। সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়ল সে।

বাকি সাতজন মই বেয়ে এখনও নীচে নামছে। মাটিতে পা দেওয়ার আগে আরও দুজন তীরের আঘাতে মারা গেল। মাটিতে নেমে যে যেদিকে পারে ছুটছে বাকি পাঁচজন।

তাদের মাথার উপর সুপার স্ট্যালিয়ন কোনও সমস্যায় পড়েছে। আকাশে দোল খাওয়ার ভঙ্গিতে আগুপিছু করছে। তারপর কোমাঞ্চি দুটোর দিকে ঘুরতে শুরু করল ওটার নাক। ওখান থেকে অনবরত গুলি হচ্ছে।

হঠাৎ শোঁ-শোঁ করে একটা আওয়াজ হলো। সুপার স্ট্যালিয়নের পাশে বসানো মিসাইল পড থেকে একটা সাইডউইণ্ডার মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে। পিছনে নিখুঁত হরিজণ্টাল স্মোক ট্রেইল রেখে ছুটল সেটা, প্রচণ্ড শক্তিতে একটা কোমাঞ্চির চাঁদোয়ায় আঘাত করল, বিরাট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অ্যাটাক হেলিকপ্টারকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল আকাশ থেকে।

তবে সুপার স্ট্যালিয়নের কপালও পুড়েছে, কারণ আকাশে এখনও রয়ে গেছে একটা কোমাঞ্চি।

প্রথম কোমাঞ্চিতে মিসাইল মাত্র লেগেছে, মাঝ আকাশে দ্রুত ঘুরে গেল দ্বিতীয়টা, সেই সঙ্গে রিলিজ করল নিজের একটা হেলফায়ার মিসাইল।

নরকের আগুন অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে আসছে, লক্ষ্য সুপার স্ট্যালিয়ন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে টার্গেটে পৌঁছে গেল মিসাইলটা।

সুপার স্ট্যালিয়নের একটা পাশ উড়ে গেল। জ্বলন্ত আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকের জমিনে। তারপর নেভির বিরাট কপ্টারটা গোত্তা খেয়ে নেমে এল একটা গাছের গোড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে বিধ্বস্ত যান্ত্রিক ফড়িংটাকে ঢেকে ফেলল কমলা রঙের শিখা ও কালো ধোঁয়া।

নিচু ও ঘন ঝোপ-ঝাড় ভেঙে পুবদিকে ছুটছে রানা, ফার্ন গাছের ভেজা পাতার বাড়ি লাগছে ওর মুখে। গ্রামের চৌরাস্তাটা দক্ষিণ প্রান্তে, লয়েডের নাগাল পাওয়ার জন্য সেদিকেই যাচ্ছে। ওর ঠিক পিছনেই রয়েছে বেলেণ্ডা।

সার্জেন্ট রিডকে পাশ কাটাল ওরা। একটা কুঁড়ের পিছনে পজিশন নিয়ে দ্বিতীয় সুপার স্ট্যালিয়নের বেঁচে যাওয়া পাঁচজন নৌ-সেনার দিকে অস্ত্র তাক করে আছে, কিন্তু গুলি করছে না। এটা স্রেফ তার আত্মরক্ষার প্রস্তুতি, বাধ্য না হলে নিজ দেশের সৈন্যদেরকে খুন করবে না।

তিনজন নৌ-সেনা বেদিটার কাছাকাছি কয়েকটা গাছের আড়াল থেকে এদিকে গুলি চালাচ্ছে। হঠাৎ পিছন থেকে অন্তত একডজন কুড়াল, ছোরা, তীর ও লাঠি নিয়ে হাজির হলো ইণ্ডিয়ানরা।

দূর থেকে রক্তাক্ত দৃশ্যটা দেখে শিউরে উঠল রিড।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?' রানা ও বেলেণ্ডাকে পাশ কাটাতে দেখে গলা চড়িয়ে জানতে চাইল সে।

'লয়েডকে ধরতে যাচ্ছি। আসল আইডলটা তার কাছে!'

'আসল—কী?'

কিন্তু এরই মধ্যে অনেক দূরে চলে গেছে রানা ও বেলেণ্ডা। সে-ও ঘুরে পিছু নিল ওদের।

ছুটছে শাহানাও। কিন্তু সবাই যখন যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে, ভুল করে সে তখন ছুটছে উত্তরে।

এই মুহূর্তে বুক সমান উঁচু ঝোপের ভিতর দিয়ে দৌড়াচ্ছে শাহানা, চারদিকে অনবরত বুলেট বৃষ্টি হওয়ায় কিছুটা ঘুরে উত্তর-পুবে যাচ্ছে। আদিবাসীদের গ্রামটা ওদিকেই। বাকি দুই নৌ-সেনা তার পিছনে কোথাও আছে, তারাই এমপি-পাঁচ থেকে গুলি করছে।

ছোটার ফাঁকে মাঝে মধ্যেই ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকাচ্ছে শাহানা, দেখতে চাইছে কারা ও কজন ধাওয়া করছে তাকে। এরকম আরও একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়েছে, হঠাৎ অনুভব করল তার পায়ের নীচে মাটি নেই।

ভারী পাথরের মত নীচে খসে পড়ছে সে।

এক সেকেণ্ড পর ছলাৎ করে পানিতে পড়ল শাহানা। তরল কাদা বিস্ফোরিত হলো। চোখ মেলেই দেখল আদিবাসীদের গ্রামকে ঘিরে থাকা পরিখায় বসে রয়েছে সে।

লাফ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সিধে হলো শাহানা। অনুভব করল আসলে নরম কাদায় পড়েছে। পানি এখানে মাত্র চার-পাঁচ ইঞ্চি গভীর। হঠাৎ মনে পড়ল—কেইমান!

ভয় পেয়ে দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাল শাহানা। দেখল পরিখাটা মোটামুটি বৃত্তাকার, তবে তার দু'পাশেই বাঁকা হয়ে দু'দিকে হারিয়ে গেছে। পরিখার খাড়া পাঁচিলগুলো টাওয়ারের মত ঝুঁকে আছে, কিনারাগুলো কম করেও তার মাথা

থেকে দশ ফুট উপরে।

হঠাৎ তার চারপাশের পানি সাবমেশিন গানের গুলিতে ছলকে উঠল। কিছু না ভেবেই সামনের দিকে ডাইভ দিল শাহানা। এই ডাইভটা আপাতত তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এক ঝাঁক বুলেট শরীরে ঢুকত, তা না ঢুকে তার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডাইভ দিয়ে মাটির দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে শাহানা। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, তা সত্ত্বেও আরেক ধরনের গুলির আওয়াজ চিনতে পারল সে। এটা জি-এগারোর গুলি।

এক মুহূর্ত পরেই প্রথম সেট বুলেটের আওয়াজ থেমে গেল। নীরবতা নেমে এল জায়গাটায়। পরিখার অগভীর পানিতে এখনও পড়ে রয়েছে শাহানা। নীরবতা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। বিশ-পঁচিশ সেকেণ্ড পর সাবধানে মাথা তুলল।

দেখল আহ্লাদে আটখানা একটা কেইমানের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। মাত্র পাঁচ হাত দূরে।

স্থির হয়ে গেল শাহানা।

জন্তুটা ঠিক তার সামনে কাদায় শুয়ে রয়েছে, দেখছে তাকে, লেজটা ধীর ভঙ্গিতে নাড়ছে। না চাইতেই সুস্বাদু খাবার পেয়ে গেছে ওটা।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল শাহানা।

ভোঁতা গর্জন তুলে দৈত্যাকার সরীসৃপ হামলা চালাল। বিরাট চোয়াল খুলে সারি সারি দাঁত দেখাচ্ছে, সবেগে ছুটে আসছে, যেন গিলে ফেলবে তাকে।

দড়াম! পরিখার মাথা থেকে কী যেন একটা কেইমানটার উপর নামল। চোখে কাদা-পানি লেগে থাকায় জিনিসটা কী দেখতে পায়নি শাহানা। কোনও ধরনের প্রাণীই মনে হলো। এই মুহূর্তে ওর সামনের কাদায় কেইমানটার সঙ্গে গড়াগড়ি খাচ্ছে ওটা, চারদিকে কাদা ও পানি ছিটাচ্ছে।

প্রাণীটা কী, দেখতে পেয়ে শাহানার মুখ ঝুলে পড়ল। একজন মানুষ। সাদা পোশাক পরা মাঝারি আকৃতির এক লোক। পরিখার মাথা থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়েছে সে। কেইমানটা শাহানার উপর হামলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে।

ধস্তাধস্তি করার সময় কেইমান ও লোকটা গড়াচ্ছে। মুখ ঘুরিয়ে লোকটাকে কামড় দেওয়ার চেষ্টা করছে কেইমান, কিন্তু প্রতিবার পিছলে সরে যাচ্ছে লোকটা, আর সুযোগ পেলেই জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে।

এতক্ষণে তাকে চিনতে পারল শাহানা।

হায়দার শরিফ।

কেইমানে-মানুষে সমানে চলছে ধস্তাধস্তি ও গড়াগড়ি। কেইমানটা চেষ্টা করছে মুখ খুলতে, কিন্তু শরিফ তার চোয়াল চেপে ধরায় পারছে না। যতই বড় ও শক্তিশালী হোক ক্রোকোডাইল, অ্যালিগেটর বা কেইমান, চোয়াল চেপে ধরলে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে, এতটুকু ফাঁক করতে পারে না মুখ।

জি-এগারো এখনও তার কাছে রয়েছে, কিন্তু খালি; শেষ কয়েকটা বুলেট

আত্মরক্ষার জন্য নৌ-সেনাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হয়েছে।

ডক্টর শাহানাকে নিয়ে পালাবার নির্দেশ দিয়েছিল রানা, বিনা বাক্যে সেটা মেনে নিয়ে শাহানাকে খুঁজতে শুরু করে শরিফ। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে না পেয়ে যখন হাল ছেড়ে দিচ্ছে, হঠাৎ তখন শুনতে পেল গ্রামের উপর দিকটায় গুলি হচ্ছে। ছুটতে ছুটতে গ্রামে পৌঁছে দেখল ডক্টর শাহানাকে ধাওয়া করছে দুজন মার্কিন নৌ-সেনা। পিছন থেকে তাদেরকে পাখির মত শিকার করতে তার কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যে শাহানা পরিখার নীচে পড়ে গেছে। চিৎকার শুনে কিনারায় পৌঁছে উঁকি দিল শরিফ। দেখল প্রকাণ্ড একটা কেইমান শাহানাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে।

ঠিক ওই সময় কিছু চিন্তা করার সুযোগ ছিল না। চিন্তা করতে গেলে কেইমানটার পেটে চলে যেত শাহানা। কিছু অবশ্য করারও ছিল না, লাফ দিয়ে কেইমানটার ঘাড়ে পড়া ছাড়া। ঠিক তাই করেছে সে।

কিন্তু পানিতে নেমে কেইমানের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। গোটা শরীর বারকয়েক এমনভাবে ঝাঁকাল কেইমানটা, তার চোয়াল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো শরিফ। মুখ ফাঁক করল ওটা, এবার ধরবে শরিফকে।

এবারও যা করার মরিয়া হয়ে করল শরিফ, যখন আর কিছু করার নেই–হাতের জি-এগারোটা গুঁজে দিল কেইমানের হাঁ করা মুখের একেবারে ভিতর দিকে।

ঘোঁত আওয়াজ করল বিস্মিত কেইমান। তার চোয়াল যতটা সম্ভব ফাঁক হয়ে আছে। সেটাই সমস্যা। কারণ খোলা চোয়াল বন্ধ করা যাচ্ছে না। জি-এগারো আদর্শ ঠেক হিসাবে কাজ করছে।

সুযোগ বুঝে গোড়ালির উপরে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ছুরিটা টেনে নিল শরিফ। 'দাঁড়া শালা!' বিড়বিড় করল সে।

কিন্তু তাকে নড়তে দেখে দ্রুত ঘুরে গেল কেইমানটা, লেজের বাড়ি মেরে কাদার মধ্যে ফেলে দিল তাকে।

শরিফকে পড়ে যেতে দেখে আবার ঘুরে হিংস্র জন্তুটা তাড়াহুড়ো করে ছুটে আসছে। তার পায়ের উপর উঠে পড়ল ওটা, ফলে কাদার ভিতর ডুবে গেল পা দুটো। আতঙ্কে চিৎকার শুরু করল সে, কারণ কেইমানের ভারী শরীরটা তার আহত বাম উরুর উপর উঠে আসছে।

তারপর শরিফ দেখল কেইমানের খোলা মুখ তার চোখের সামনে চলে এসেছে, মাত্র দুই ফুট দূরে।

হঠাৎ চকচক করে উঠল শরিফের চোখ দুটো। মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। ছুরি ধরা ডান হাতটা কেইমানের মুখে ঢোকাল সে, জি-এগারোর ঠিক পিছনে খাড়াভাবে গুঁজে দিচ্ছে, যাতে ছুরির হাতল কেইমানের জিভে ঠেকে থাকে, আর ফলার ডগাটা থাকে মুখের ছাদে।

'খাও এটা, বাপধন!' বলে হাতটা একপাশে সরাল শরিফ, দৈত্যাকার কেইমানের মুখ থেকে জি-এগারোটা সাবধানে বের করে আনল।

ফল ফলল তৎক্ষণাৎ। জি-এগারো নেই, কেইমানের শক্তিশালী দুই চোয়াল

এক হতে যাচ্ছে। উপরের চোয়াল ঝট করে নীচে নামল, নামল মুখের ভিতর দিকে গোঁজা খাড়া ছুরির ডগায়, প্রচণ্ড চাপ লাগায় সেই ডগা পৌঁছে গেল সরাসরি মগজে।

রক্তমাখা ছুরির ফলা খুলি ভেঙে বেরিয়ে এল মাথার বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল অত বড় শরীরটা।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে শরিফ, দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কী করে ফেলেছে। ভারী বোঝার মত এখনও তার গায়ে পড়ে রয়েছে কেইমানের লাশ।

'উফ্, বড় একটা ফাঁড়া কাটল!' ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে সে। ধীরে ধীরে কেইমানের লাশটা শরীর থেকে নামাচ্ছে, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাকে সাহায্য করল শাহানা।

'মরেই তো গিয়েছিলাম,' বলল সে। 'সাহস করে আপনি যদি লাফ না দিতেন...'

'কাজটা আসলে বোকার মত হয়েছে।' নার্ভাস ভঙ্গিতে একটু হাসল শরিফ। 'তবে বোকামিটা করে ভুল করিনি। চলুন, চলুন, ওদিকে মাসুদ ভাইয়ের কী অবস্থা দেখতে হবে।'

তেরো

গ্রাম ও গর্তটার মাঝখান দিয়ে ঘন ঝোপ-ঝাড় ভেঙে ছুটছে লয়েড, আইডলটাকে বগলের নীচে আটকে রেখেছে। তার পিছু নিয়ে ছুটছে বোল্ডউইন ও ক্রিস্টাল, দুজনের হাতেই পিস্তল।

গ্রামে এয়ার অ্যাটাক শুরু হওয়ার পর সবাই দিশেহারা হয়ে পড়লেও, ওরা তিনজন পরিখার উপর দ্রুত একটা লগ-ব্রিজ ফেলে পার হয়েছে ওটা, তারপর ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে।

'দিস ইজ জভানি লয়েড! দিস ইজ জভানি লয়েড! কোড-টিএ! কোড-টিএ!' ছোটার সময় থ্রোট মাইক্রোফোনে চেঁচাচ্ছে আর্মির টিম লিডার। 'এরিয়াল টিম, কাম ইন!' ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের আকাশে তাকাল লয়েড, দেখল রক্ষা পাওয়া কোমাঞ্চি হেলিকপ্টারটা বিধ্বস্ত গ্রাম থেকে ওঠা ধোঁয়ার মধ্যে ঝুলে আছে। ওটার পিছনে আরও একটা হেলিকপ্টার দেখল, কোমাঞ্চির চেয়ে মোটাসোটা ও বড়। ব্ল্যাক হক-টু, আর্মির তৃতীয় হেলিকপ্টার।

'কর্নেল লয়েড, আমি ক্যাপটেন এলান ডাফ। কোড-টিএআইওয়াই। কোড-টিএআইওয়াই।' যান্ত্রিক শব্দজট শুরু হওয়ায় ক্ষীণ হয়ে এল তার গলার আওয়াজ। 'দুঃখিত...পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে গেল...আপনার সিগনাল হারিয়ে ফেলি...সারারাত ইলেকট্রিকাল স্টর্ম–'

'ডাফ, প্রাইজটা আমাদের হাতে। রিপিট করছি, প্রাইজটা আমাদের হাতে।

আমি এখন ওপরের গ্রাম থেকে পঞ্চাশ মিটার পুবে রয়েছি, যাচ্ছি আরও পুবে, গর্তটার দিকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুলে নাও আমাদেরকে।'

'নেগেটিভ, কর্নেল। এখানে কোথাও ল্যাণ্ড করার সুযোগ নেই...বড় বেশি গাছ।'

'সেক্ষেত্রে প্রাচীন শহরে দেখা করো আমাদের সঙ্গে,' চিৎকার করে নির্দেশ দিল লয়েড। 'যে শহরে দুর্গটা রয়েছে। সোজা পুবে যাও, গর্তটা পার হয়ে নীচে তাকাবে। দেখতে না পাবার কোনও কারণ নেই। ওখানে ল্যাণ্ড করার মত প্রচুর জায়গা আছে।'

'ওকে, কর্নেল। দেখা হবে ওখানে।'

আর্মির অবশিষ্ট দুটো কপ্টার সঙ্গে সঙ্গে দিক বদলে লয়েডের মাথার উপর দিয়ে ছুটল, ভিলকাফরের দিকে যাচ্ছে।

এক মিনিট পরেই বিশাল গহ্বরটার কাছে পৌঁছাল লয়েড, ক্রিস্টাল ও বোল্ডউইনকে সঙ্গে নিয়ে প্যাঁচানো পথ ধরে নীচে নামছে।

লয়েডকে ধাওয়া করছে রানা। গ্রামের একটা অংশ ও গহ্বরটার মাঝখানে, ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটছে ও। ওর সঙ্গে বেলেগু ও রিড রয়েছে।

রাপাগুলোকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ভোরের আলো ফোটার পর নিশ্চয়ই গহ্বরের গভীরে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে, ভাবল রানা। আশা করল গায়ে শুকিয়ে যাওয়া বাঁদরের প্রস্রাব এখনও কাজে আসবে। ওই যে, গহ্বরকে ঘিরে নেমে যাওয়া প্যাঁচানো পথটা দেখা যাচ্ছে।

রানা যখন পথটা ধরে মাত্র নামতে শুরু করেছে, লয়েড তখন ওটার শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে। ক্রিস্টাল ও বোল্ডউইনকে পিছনে নিয়ে সরু ফাটলটায় ঢুকল সে। ছুটে পেরিয়ে এল পুরোটা দৈর্ঘ্য, প্রতি পদক্ষেপে পানি ছিটাচ্ছে। তিনজনের কেউই খেয়াল করল না লেকের অগভীর পানি থেকে অলস ভঙ্গিতে মাথা তুলে তাদেরকে দেখছে কেইমানগুলো।

ফাটল থেকে ঝড়ের বেগে নদীর তীর ঘেঁষা পথে বেরিয়ে এল তারা। চারদিকে সকালের ঘন কুয়াশা ঝুলে আছে। দৃশ্যটা সুন্দর, তবে উপভোগ করার জন্য থামল না কেউ। হন হন করে ভিলকাফর শহরের দিকে এগোচ্ছে। একাধিক হেলিকপ্টারের আওয়াজ চুম্বকের মত টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে।

আরও দু'মিনিটের মাথায় শহরের পশ্চিম দিকের পরিখার সামনে পৌঁছে গেল তিনজনের দলটা।

তারপরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তাদের সামনে, প্রাচীন ভিলকাফর শহরের মাঝখানে, মাথার পিছনে হাত তুলে প্রায় বারোজন নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের পায়ের সামনে পাক খাচ্ছে ধূসর কুয়াশা। কেউ এক চুল নড়ছে না। কপ্টারগুলোর রোটর বিরতিহীন গর্জন করছে, অথচ তারা যেন সে-ব্যাপারে সচেতন নয়।

তাদের মধ্যে দুজন মার্কিন নৌ-বাহিনীর "সিল"-এর সদস্য, পুরোদস্তুর কমব্যাট ড্রেস পরা। তবে তাদের কাছে কোনও অস্ত্র নেই। কয়েকজনের পরনে

নেভির ইউনিফর্ম। সাদা পোশাক পরা লোকজনও রয়েছে—এরা ডারপা-র বিজ্ঞানী।

এরপর ওদের হেলিকপ্টারটাও দেখতে পেল লয়েড। নিঃসঙ্গ একটা সুপার স্ট্যালিয়ন। নেভির তৃতীয় কপ্টারটা।

শহরের মাঝখানে নিঃশব্দে বসে আছে ওটা, সাতটা রোটর ব্লেড স্থির। পাশে বড় বড় হরফে ইউএস নেভি লেখা।

তারপর মুখ তুলে উপর দিকে তাকাল লয়েড, বিরতিহীন যান্ত্রিক গর্জনের উৎস খুঁজছে।

উৎস একটা নয়, দুটো। দুটোই আর্মি হেলিকপ্টার, কোমাঞ্চি ও ব্ল্যাকহক টু, যে-দুটোকে উপরের গ্রাম থেকে নীচে পাঠিয়েছে সে। ভিলকাফরের আকাশে স্থির হয়ে আছে ওগুলো, জোড়া ব্যারেলসহ গ্যাটলিং গান ও ভয়ালদর্শন মিসাইল পড নীচে দাঁড়ানো অসহায় নেভি টিমের দিকে তাক করা।

মিনিট দুয়েক পর নদীর তীর ঘেঁষা পথে বেরিয়ে এল রানা, বেলেগ্তা ও রিড। ভিলকাফরের প্রধান সড়কে পৌঁছে দেখল আর্মি কপ্টার দুটো ল্যাণ্ড করেছে। নেভির লোকজনের সামনে ময়ূরের মত গর্বিত ভঙ্গিতে পায়চারি করছে লয়েড, একহাতে ধরে আছে চকচকে আইডলটা, অপর হাতে কালো একটা পিস্তল।

শাহানা ও শরিফকে চারপাশে কোথাও না দেখে মনে মনে উদ্বিগ্ন হলো রানা।

আর্মি কপ্টারের ক্রুরা, সব মিলিয়ে ছয়জন, হাতের এম-ষোলো নেভি টিমের দিকে তাক করে রেখেছে। ছয়জনের মধ্যে ব্ল্যাক হকের চারজন, কোমাঞ্চির দুজন।

'ওহ্, রানা, ভারি খুশি হলাম আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায়,' রানাকে প্রধান সড়কে উঠে আসতে দেখে বলল লয়েড।

নেভি টিমের সবাই মাথার পিছনে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে দেখে অবাক হলো রানা। আরও অবাক হলো তাদের প্রতি লয়েডের নেতৃত্বে ইউএস আর্মির আচরণে। একা শুধু রানা নয়, চোখ-মুখ দেখে বোঝা গেল আর্মির গ্রিন বেরেট সার্জেন্ট জন রিডও কম অবাক হয়নি।

রানা বুঝল, এখানে যা কিছু ঘটছে, সবটুকু জানা নেই সার্জেন্ট রিডের।

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে বেলেগ্তাও।

লয়েডের কথা শুনে রানা কিছু বলল না। শুধু দাঁড়িয়ে পড়েছে ও। দশ কি বারোজনের নেভি টিমের উপর চোখ বুলাল, খুঁজছে কাউকে। ওর হিসাবে বলে এটা যদি হোমবারার টিম হয়, আসল সুপারনোভা টিম, তা হলে...

স্থির হয়ে গেল রানার চোখ। দেখতে পেয়েছে তাকে। নেভি টিমের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সিভিল ড্রেস পরা—সাধারণ হাইকিং কাপড়চোপড় ও বুট। নয় কি দশ বছর তাকে দেখেনি রানা, তারপরও ভিনসেন্ট বিউগলকে চিনতে ওর কোনও অসুবিধে হলো না। অন্যতম কারণ, ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু গগলের ভাই সে, প্রায় একই রকম চেহারা।

'হাই, বিউগল,' হাসল রানা।

'রানা–' বলল লয়েড।

তাকে গ্রাহ্য না করে বিউগলের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। বন্ধুর ছোট ভাই হিসাবে তাকে স্নেহ করে ও, বিউগলও বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করে ওকে।

কিন্তু আজ পরিস্থিতিটা অন্য রকম। বিউগলের চোখ-মুখ বলে দিচ্ছে রানাকে এখানে দেখে মোটেও খুশি হয়নি সে। নাকি বুঝতে ভুল করছে ও?

বিউগল হাসছে না। বরাবর যেমন হাত বাড়িয়ে দেয়, তা-ও দিচ্ছে না। তবে তার অন্য কারণও আছে। রানার সারা শরীরে যেখানে কাদা, গা থেকে তীব্র অ্যামোনিয়ার গন্ধ বেরুচ্ছে, বিউগল সেখানে ধোপদুরস্ত ফুলবাবু। চোখ বড় বড় করে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে, যেন চিনতে কষ্ট হচ্ছে।

'কর্নেল লয়েড আমাদেরকে ভুল বুঝিয়ে তাঁর দলে ভিড়িয়েছেন,' বলল রানা, দেখতে চাইছে কথাটা শুনে কী প্রতিক্রিয়া হয় বিউগলের।

কথা না বলে ভুরু কোঁচকাল বিউগল।

এই সময় তার পাশে দাঁড়ানো এক লোকের উপর চোখ পড়ল রানার। নেভি টিমের এই লোকটাও সিভিল ড্রেস পরা। তার হাতে চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা বড়সড় একটা বই দেখা যাচ্ছে। ধারণা করল, ওর্তেগা ম্যানুস্ক্রিপ্ট-এর একটা কপি হবে।

'নিজের জন্যে যে বিপদ ডেকে এনেছ, খোদ ঈশ্বরও বোধহয় তোমাকে বাঁচাতে পারবে না, জভানি লয়েড,' ডারপা টিমের বয়স্ক এক লোক বললেন। সম্পূর্ণ ন্যাড়া তিনি, চেহারায় কর্তৃত্ব–নিশ্চয়ই ডক্টর হোমবারা।

'এ-কথা বলছ কেন?' গোবেচারা একটা ভঙ্গি নিয়ে জানতে চাইল লয়েড, যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না।

'আর্মড সার্ভিস কমিটি তোমাদের এই অভিযান, এই অনধিকার চর্চার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে,' বললেন হোমবারা। 'সুপারনোভা একটা নেভি প্রজেক্ট। এখানে আসার কোনও অধিকার নেই তোমার।'

'তা হলে এলাম কী করে? বৈধ ভাবেই এসেছি।'

'অসম্ভব!' দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন হোমবারা। 'তোমাকে যিনি এই অ্যাসাইনমেন্টে পাঠিয়েছেন, জেনারেল পাবলো এসপাডা, তাঁর অবশ্যই কোর্ট মার্শাল হবে। তোমার কানে বোধহয় এখনও খবরটা পৌঁছায়নি, জেনারেল এসপাডাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তোমাকে অভিযানে পাঠিয়ে কোথাও পালিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। আমার ওপর নির্দেশ আছে, দেখামাত্র অ্যারেস্ট করতে হবে তোমাদেরকে। বাধা দিলে, গুলি...'

'কীভাবে? তোমাদের হাত তো মাথার ওপর!'

'ইউ সান অভ আ বিচ...'

ঠিক এই সময় হোমবারার মাথাটা যেন একটা টমেটোর মত ফেটে গেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল চারদিকে। আধ সেকেণ্ড পর নিষ্প্রাণ দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

গুলির শব্দ শুনে ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। ফায়ারিং পজিশনে বাড়ানো পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লয়েড। নেভি টিমের লাইন বরাবর এক পা সরল সে, হাতের পিস্তলটা পরবর্তী লোকের মাথার দিকে তাক করল।

কড়াৎ!

পিস্তলটা গর্জে উঠতেই পড়ে গেল লোকটা।

'এ আপনি কী করছেন?' প্রতিবাদ করল রানা। পা বাড়াচ্ছে, পিছন থেকে হাত পড়ল ওর কাঁধে। ঝট করে ঘাড় ফেরাল ও। নিঃশব্দে মাথা নেড়ে এগোতে নিষেধ করল ওকে সার্জেণ্ট রিড, তারপর ওকে পাশ কাটিয়ে দু'পা সামনে বাড়ল নিজে।

'কর্নেল!' রাগে ও অবিশ্বাস্যে কাঁপছে সে, হাতের জি-এগারো উঠে আসছে।

কিন্তু ভোজবাজির মত তার মাথার পাশে উদয় হলো একটা কালো পিস্তল।

সেটা ধরে আছে রজার বোল্ডউইন। 'অস্ত্রটা ফেলে দাও, সার্জেণ্ট,' কর্কশ সুরে বলল সে।

দাঁতে দাঁত চাপল রিড, হাতের জি-এগারো ফেলে দিয়ে বোল্ডউইনের দিকে তাকাল।

ক্রিস্টাল ও বেলেগুকেও কাভার দেওয়া হচ্ছে।

হতচকিত রানা বিউগলের দিকে তাকাল। কিন্তু নেভি টিমের শেষ মাথায় আগের মতই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, চোখে নির্লিপ্ত দৃষ্টি, শুধু প্রতিটি গুলির শব্দে তার চোখের পাতা কেঁপে উঠছে।

'কর্নেল, এটা স্রেফ ঠাণ্ডা মাথায় খুন,' বলল রিড। 'এখানে পাঠাবার সময় এ-কথা আমাকে বলা হয়নি যে নিজের দেশের লোকজনকে খুন করার দরকার হবে!'

পাশে এক পা সরে পরবর্তী লোকের সামনে চলে গেল লয়েড। তার পাশের লোকটা বিশালদেহী। লয়েডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল।

কড়াৎ!

পরমুহূর্তে একসঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। দড়াম করে আছড়ে পড়ল বিশাল দেহটা। তৈরিই ছিল লয়েডের লোক।

'না,' রিডের কথার জবাব দিচ্ছে লয়েড। 'এটা খুন নয়। এটা যুদ্ধ। সারভাইভাল অভ দ্য ফিটেস্ট। এটার চর্চা করা হয়নি বলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ আর সুপারপাওয়ার নয়। ষড়যন্ত্র করে দুনিয়ার বুক থেকে সমাজতন্ত্রকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে আমেরিকা। কিন্তু লেনিন, স্টালিন ও মাও বেঁচে না থাকলেও, আমাদের মহান নেতা ফিদেল কাস্ট্রো এখনও মারা যাননি। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই অভিযান শুরু করেছি আমরা কজন দেশপ্রেমিক কিউবান।'

'হোয়াট!' হতবিহ্বল দেখাচ্ছে সার্জেণ্ট রিডকে। 'এ-সব আমি কী শুনছি!'

'কে বলল দেশের লোককে খুন করছি আমরা? আমেরিকা আমাদের দেশ হতে যাবে কোন্ দুঃখে? ওখানে আমরা আশ্রয় নিয়েছি, সুযোগ বুঝে ছোবল

মারার জন্যে। অঙ্কটা পানির মত সোজা। দুনিয়াকে ধ্বংস করার অস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চলে এলে কিউবার অস্তিত্ব থাকবে না। সন্ত্রাসী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আমরা কিউবানরা কোনওদিন মাথা নত করিনি, ভবিষ্যতেও করব না। সেজন্যেই এই আলটিমেট মারণাস্ত্রটা আমাদের দরকার। এটাকে প্রিভেনটিভ মেজারও বলতে পার। যে বাধা দেবে, তাকেই মরতে হবে।'

পরবর্তী ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়াল লয়েড। তাঁর হাতে ম্যানুস্ক্রিপ্টটা রয়েছে। হোমবারা টিমের তালিকায় নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের নাম আছে, ভাবল রানা। ইনি সম্ভবত হার্ভার্ড-এর একজন প্রফেসর, প্রাচীন-ভাষা বিশেষজ্ঞ।

ঘুরে দৌড় দিতে গেলেন প্রফেসর। চেঁচিয়ে বললেন, 'নো!'

কড়াৎ!

অকস্মাৎ থেমে গেল তাঁর চিৎকার, ভেঙেচুরে ঢলে পড়ল শরীরটা।

কেন কী ঘটছে তার অন্তত আংশিক জবাব পেয়ে গেছে রানা। এখানে তা হলে আমেরিকানরা পরস্পরকে খুন করছে না। আমেরিকানদেরকে খুন করছে কিউবান উদ্বাস্তুরা।

চিন্তাধারা পাল্টে গেল বাঁধাই করা বইটার উপর রানার চোখ পড়তে। প্রফেসরের হাত থেকে কাদায় পড়ে খুলে গেছে সেটা। মান্ধাতা আমলের পাতায় অলঙ্কৃত হস্তাক্ষর—ক্যালিগ্রাফি।

ওর্তেগার ম্যানুস্ক্রিপ্ট।

না, নিজের ধারণাটা শুধরে নিচ্ছে রানা। এটা ১৫৯৯ সালে, ওর্তেগা মারা যাওয়ার ত্রিশ বছর পর, অন্য এক ধর্মযাজক কপি করেছিল—আংশিক।

সরে সরে দাঁড়াচ্ছে লয়েড, শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে একের পর এক গুলি করে যাচ্ছে। তার চোখ দুটো ঠাণ্ডা ও কঠিন, সেখানে ভাবাবেগের লেশমাত্র নেই।

নেভির কয়েকজন প্রার্থনা শুরু করল। সিভিলিয়নদের দু'একজনকে দেখা গেল ফোঁপাচ্ছে।

রানা অসহায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড দেখছে। বেলেণ্ডার চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে। সে-ও অসহায় দর্শক মাত্র। ওদের কারও কিছু করার নেই।

একসময় বাকি থাকল আর মাত্র একজন।

বিউগল।

হাজার হোক বন্ধুর ভাই, লয়েডকে তার সামনে দাঁড়াতে দেখে বুকটা কেঁপে উঠল রানার। তবে জানে বিউগলের জন্যও ওর কিছু করার নেই, খুনের নেশায় উন্মাদ হয়ে ওঠা লয়েডকে থামানো যাবে না।

হঠাৎ হাতের পিস্তল নিচু করল লয়েড। ঘুরে রানার দিকে তাকাল সে, কথা বলার সময় ওর উপর থেকে চোখ সরাল না। 'ক্রিস্টাল, এটিভি থেকে আমার ল্যাপটপটা নিয়ে আসবে, প্লিজ?'

রানা ভাবল, কী ব্যাপার?

আট চাকার ভেহিকেলটার দিকে ছুটল ক্রিস্টাল, এখনও সেটা দুর্গের

সামনে পার্ক করা রয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে লয়েডের ল্যাপটপ কমপিউটারটা নিয়ে ফিরে এল সে।

ক্রিস্টালের কাছ থেকে নিয়ে ল্যাপটপটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল লয়েড। 'কমপিউটার অন করুন, রানা,' বলল সে।

'কেন?' কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা। 'কী আছে এতে?'

'কী আছে নিজেই দেখতে পাবেন। অন করে ইউএস আর্মি ইন্টারনাল নেট-এ ক্লিক করুন।'

করল রানা।

ছোট্ট একটা স্ক্রিন ফুটল, তাতে লেখা–

ইউএস আর্মি ইন্টারনাল মেসেজ নেটওঅর্ক

'আপনার সম্পর্কে একটা মেসেজ থাকার কথা,' বলল লয়েড। 'মাসুদ রানা টাইপ করে সার্চ বাটনে চাপ দিন।'

লয়েডের উদ্দেশ্যটা কী? ভাবছে রানা।

নিজের নাম লিখে সার্চ বোতামে চাপ দিতেই কমপিউটার একটা বিপ দিয়ে লিখল: **মেসেজ পাওয়া গেছে।**

'পড়ুন,' সহাস্যে আহ্বান জানাল লয়েড।

পড়ল রানা–

"প্রেরক: স্পেশাল প্রজেক্টস ডিভিশন লিডার

প্রাপক: জভানি লয়েড

পাত্র: মাসুদ রানা

রানা ও তার দুই সঙ্গীকে খুসকোয় রেখে যাবেন না। আবার জানাচ্ছি। রানা ও তার দুই সঙ্গীকে খুসকোয় রেখে যাবেন না। মূর্তিটা উদ্ধার হয়ে গেলে তাদের লাশগুলো গুম করে ফেলবেন। আমরা চাই না এ-ঘটনার কোনও সাক্ষী থাকুক।

জেনারেল পাবলো এসপাডা

ইউএস আর্মি স্পেশাল প্রজেক্টস ডিভিশন লিডার।"

'আমি শুধু জানাতে চাইছি আপনাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে, রানা,' বলল লয়েড।

রানার মাথার ভিতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

'আপনাদেরকে আমার দু'দিন আগেই খুন করার কথা ছিল,' বলল লয়েড। 'ভাগ্যিস করিনি, নইলে নকল আইডল নিয়েই চলে যেতাম কিউবায়।'

এই সময় নৌ-সেনাদের লাশ টপকে এগিয়ে এল বিউগল। বিমূঢ় রানা দেখল লয়েডের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করছে সে।

'কেমন আছ তুমি, ভিনসেন্ট?' জিজ্ঞেস করল লয়েড, তার কথার সুর শুনেই বোঝা গেল পরস্পরকে চেনে তারা।

'আমি ভাল, জভানি। এখানে এসে তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পেরে ভাল লাগছে।'

রানার মাথায় ঝড় বয়ে যাচ্ছে। গোটা ব্যাপারটা যদি কিউবাকে থাইরিয়াম আইডলটা পাইয়ে দেওয়ার জন্য মার্কিন সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়া কয়েকজন

কিউবার উদ্বাস্তুর মরিয়া চেষ্টা হয়ে থাকে, তাতে ভিনসেন্ট বিউগল কী কারণে জড়াবে? গগলরা অবশ্যই কিউবান নয়।

তা হলে?

একবার লয়েডের দিকে তাকাচ্ছে রানা, একবার বিউগলের দিকে; তারপর পড়ে থাকা লাশগুলোর দিকে, আর সবশেষে ওর্তেগা ম্যানুস্ক্রিপ্টের দিকে।

তারপর হঠাৎ ব্যাপারটা ধরতে পারল রানা। মধ্যযুগের শিল্পকর্ম, অলঙ্কৃত ক্যালিগ্রাফির দিকে তাকাল আবার। পেরুতে আসার পথে শাহানা যে ওর্তেগা পাণ্ডুলিপিটা তরজমা করেছিল, সেটা হুবহু এই পাণ্ডুলিপির মত ছিল। অর্থাৎ এটার জিরক্স কপি ছিল সেটা।

ওহ্, খোদা–

'বিউগল তুমি নিশ্চয়ই...'

'মাসুদ ভাই, সত্যি আমি দুঃখিত যে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন আপনি,' বলল বিউগল।

'যেভাবেই হোক পাণ্ডুলিপির একটা কপি পেতে চাইছিলাম আমরা,' বলল লয়েড। 'গড, ফ্রান্সের ওই মঠে নাৎসিরা হানা দিয়ে মূল ম্যানুস্ক্রিপ্টটা নিয়ে যাবার পর কী হুলস্থূল কাণ্ডই না বেধে গেল! হঠাৎ করে দেখা গেল যার কাছে একটা সুপারনোভা আছে সে-ই লাইভ থাইরিয়াম পাবার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। হবারই কথা, কারণ জীবনে এরকম সুযোগ মাত্র একবারই আসে।

'তারপর, আড়িপেতে ডারপার একটা মেসেজ শুনে আমরা বুঝলাম পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় একটা কপির অস্তিত্ব আছে। কাজেই ডারপা থেকে ওটার জিরক্স কপি তৈরি করে আমাদেরকে সাপ্লাইয়ের দায়িত্ব দেয়া হলো একজনকে–বিউগলকে।'

কিন্তু যোগাযোগটা কীভাবে হলো? ভাবছে রানা। বিউগল ডারপার বিজ্ঞানী, আর ডারপা নেভির অধীনে, অর্থাৎ আর্মির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তা হলে যোগাযোগটা কীভাবে হলো? বিউগল মার্কিন সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়া কিউবান উদ্বাস্তুদের সঙ্গে জড়াল কীভাবে?

এই সময় বিউগলের দিকে ক্রিস্টালকে এগিয়ে যেতে দেখল রানা। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো ক্রিস্টাল, হালকা চুমো খেল বিউগলের ঠোঁটে।

আচ্ছা!

এতক্ষণে বিউগলের বাম হাতের আঙুলে একটা আঙটি দেখল রানা। বিয়ের আঙটি।

রানার মনের পরদায় একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। ক্রিস্টাল ও বোল্ডউইনের ঘনিষ্ঠতার দৃশ্য। মাত্র দুই রাত আগে এক জোড়া টিন-এজারদের মত পরস্পরকে পাগলের মত চুমো খাচ্ছিল তারা।

'তুমি ক্রিস্টালকে বিয়ে করেছ?' নিশ্চিত হতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল বিউগল, হাসছে।

তারমানে পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়েছে ক্রিস্টাল, বোল্ডউইনের সঙ্গে তার সম্পর্কটা অনৈতিক ও অবৈধ। 'বিউগল,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'শোনো। ও

তোমার সঙ্গে বেঈমানী করবে··· '
'শাট আপ, মাসুদ ভাই!'
'বিউগল···'
'বললাম না, শাট আপ!'
চুপ করে গেল রানা। খানিক পর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ডারপার সঙ্গে বেঈমানী করলে···কীসের বিনিময়ে, বিউগল?'
'বেঈমানী বলছেন কেন, মাসুদ ভাই? আমেরিকার এই দানব হয়ে ওঠা কোন সুস্থ মানুষ মেনে নিতে পারে না। মনে-প্রাণে আমি একজন কমিউনিস্ট। দুনিয়ার প্রতি একটা দায়িত্ব বোধ থেকে সব সময় ভাবতাম, সুযোগ পেলে এই দানবটার বিরুদ্ধে কিছু একটা করব আমি।
'তবে অস্বীকার করছি না যে ব্যক্তিগত দু'একটা ব্যাপারও ছিল,' রানার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছে বিউগল। 'আমার স্ত্রী আবদার ধরল একটা উপকার করতে হবে। ওর বস্, কর্নেল জভানি লয়েড বলল কিউবান সুপারনোভা প্রজেক্টে আমাকে একটা এগজিকিউটিভ পোস্ট দেয়া হবে। মাসুদ ভাই, আমি একজন ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার। এ-ধরনের ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করে, এমন কমপিউটার সিস্টেমের ডিজাইন তৈরি করি। কিন্তু আমার এই গুণ বা যোগ্যতা ডারপায় কোনও কাজে আসছিল না।
'সারাটা জীবন, মাসুদ ভাই, আমি আমার কাজের স্বীকৃতি চেয়েছি। এবং অবশেষে, সেটা এবার আমি পেতে যাচ্ছি।'
'তুমি বোধহয় বোকার স্বর্গে বাস করছ, বিউগল...'
কাঁধ ঝাঁকাল বিউগল। 'দুঃখিত, মাসুদ ভাই। আপনারা যারা দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন তাদের জন্যে আমাদের কারও কিচ্ছু করার নেই। জেনারেল এসপাডার নির্দেশটা মেনে চলতে বাধ্য আমরা। জানি আপনি কিংবা গগল ভাই কেউই কোনদিন আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন না, কিন্তু···সরি। গুডবাই।'
ঠোঁটের কোণে বাঁকা এক চিলতে হাসি নিয়ে রানার সামনে দাঁড়াল লয়েড। রানার দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল বিউগল, তার বদলে রিলোড করা পিস্তলের ব্যারেলটা দেখতে পাচ্ছে রানা।
'আপনার সঙ্গ উপভোগ করেছি, রানা,' বলল লয়েড। 'অনেক উপকার করেছেন আপনি আমাদের। এবার তার পুরস্কার গ্রহণ করুন!' রানার চোখে চোখ রেখে হাসছে সে, হাসিমুখেই চাপ বাড়াচ্ছে ট্রিগারে।
'না,' হঠাৎ বলল সার্জেন্ট রিড, সরে এসে রানা ও লয়েডের মাঝখানে দাঁড়াল। 'কর্নেল, আপনাকে আ-আমি এই কাজ করতে দিতে পারি না।'
'সামনে থেকে সরে যাও, সার্জেন্ট!'
'না, সার, আমি সরব না।'
'সরো বলছি, ইউ–'
লয়েডের পিস্তলের সামনে বুক চিতিয়ে, আরও টান টান হলো সার্জেন্ট রিড। 'কর্নেল, সার, এই ভদ্রলোক কিংবা তাঁর দুই সঙ্গীকে আমি ভাল করে

চিনিও না। শুধু জানি, তাদের সাহায্য ছাড়া আমাদের এই অভিযান সফল হত না। কেন, আইডলটাও তো মিস্টার রানাই সংগ্রহ করেছেন। তা ছাড়া…'

'স্টপ ইট! আমি তোমার লেকচার শুনতে চাই না। সামনে থেকে সরে যাও!'

সম্পূর্ণ শান্ত সার্জেন্ট রিড়। দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'না, সার। আমি সরছি না। মিস্টার রানাকে খুন করতে হলে প্রথমে আপনার আমাকে খুন করতে হবে।'

'হাতে আমি একজন কিউবানের রক্ত মাখতে চাই না,' হিসহিস করে বলল লয়েড। 'কিন্তু বাধ্য হলে তা-ও আমি…'

অটল পাহাড় রিড। 'সে আপনার ইচ্ছে, কর্নেল, সার।'

নীচের ঠোঁটটা জিভের ডগা দিয়ে ভেজাল লয়েড। তারপর চাপ দিল ট্রিগারে। সার্জেন্ট রিডের মাথাটা বিস্ফোরিত হলো, শাওয়ারের পানির মত রক্তের ছিটে এসে ভিজিয়ে দিল রানাকে।

গ্রিন বেরেটের লাশটা মাটিতে পড়ার পর একটা স্তূপের মত দেখাচ্ছে। চোখ নামিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে রানা। ওর জানা ছিল না সার্জেন্ট রিড কিউবান। বুকটা টন টন করে উঠল ওর। শুধু ওকে বাঁচাবার চেষ্টায় নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে লোকটা।

'ইউ সান অভ আ বিচ!' চোখ তুলে লয়েডকে বলল রানা। চারপাশ থেকে ওর দিকে রাইফেল তুলল লয়েডের অনুগত সৈন্যরা। এগোতে গিয়েও স্থির হয়ে গেল ও।

লয়েড আবার পিস্তলটা তুলল রানার কপালের দিকে। 'এই মিশন যে-কোন মানুষের চেয়ে বড়, রানা। সার্জেন্ট রিডের চেয়ে বড়, আপনার চেয়ে বড়, এমনকী আমার চেয়েও বড়। অনেকে মিলে অনেক কামড়াকামড়ি করলাম, এ খেলায় জয়-পরাজয় তো আছেই। আমার কপাল ভাল যে দায়িত্বটা পালন করতে পেরে শেষ হাসি আমিই হাসব।'

কথা শেষ করেই ট্রিগারে চাপ দিল সে।

চোদ্দ

তখনও শিস-এর আওয়াজ পায়নি রানা, চোখের সামনে খয়েরি একটা ঝলকের মত দেখতে পেল তীরটাকে।

তারপর, পিস্তলের ট্রিগারে যখন টান দিল লয়েড, ঝাঁকি খেল হাতটা; তার বাহু থেকে রক্তের খুদে একটা ফোয়ারা ছুটতে দেখা গেল, কারণ খয়েরি রঙের কাঠের তীরটা ওখানেই গেঁথেছে।

লয়েডের পিস্তল ধরা হাত ঝাঁকি খেয়ে এক পাশে সরে গেল, বুলেটটা ছুটে গেল রানার বাঁ দিকে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে পিস্তল ছেড়ে দিল সে। আরও প্রায়

বিশটা তীর ছুটে এল ওদের চারদিকে, আর্মির দুজন লোক সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।

ঝাঁক ঝাঁক তীরের পিছু নিয়ে ভেসে এল বুকের রক্ত ছলকানো তীক্ষ্ণ রণহুঙ্কার। আওয়াজটার দিকে ঘাড় ফেরাল রানা। সন্দেহ নেই উপরের গ্রাম থেকে নিঃশব্দে ইণ্ডিয়ান পুরুষরা সবাই নেমে এসেছে—কম করেও পঞ্চাশ-ষাটজন। গাছপালার ভিতর থেকে হামলা চালাচ্ছে তারা। তীর ছাড়াও বর্শা ও পাথর ছুঁড়ছে। অনেকের হাতে লাঠি ও বল্লমও দেখা গেল। তাদের গর্জন ও মরিয়া হাবভাবই বলে দিচ্ছে ভয়ানক খেপেছে সবাই।

কারণটা স্পষ্ট। লয়েড তাদের পবিত্র মূর্তি, জনগণের আত্মা চুরি করেছে। সেটা ফেরত চায় তারা।

হঠাৎ রানার কাছাকাছি কোথাও থেকে একটা এম-ষোলো গর্জে উঠল। হেলিকপ্টারের দুজন ক্রু ইণ্ডিয়ানদের দিকে ফায়ার ওপেন করেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামনের লাইনের চারজন ইণ্ডিয়ানকে গুলি লাগল। মুখ থুবড়ে কাদার মধ্যে পড়ে গেল তারা।

ঘিয়ে যেন আগুন পড়ল। লাফ দিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল তাদের সঙ্গীরা। হুঙ্কার ছেড়ে তেড়ে আসছে।

বাহুতে গাঁথা তীর নিয়ে দ্রুত ঘুরল লয়েড, নিজের লোকজনকে পিছু নেওয়ার ইঙ্গিত করল। ছুটে পালাচ্ছে তারা, তবে তাদের মধ্যে জি-এগারো হাতে পিছু হটছে কয়েকজন, নাগালের মধ্যে কাউকে পেলে ফেলে দেবে। বোঝাই যাচ্ছে তাদের গন্তব্য আর্মির হেলিকপ্টার দুটো।

এখনও বৃষ্টির মত তীর ও বর্শা ছুটে আসছে, তার মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। লয়েড পালিয়ে যাচ্ছে দেখেও কিছু করার নেই ওর, তাদের রণহুঙ্কার আর ছুটোছুটির ভিতর এক রকম অসহায়ই বলা চলে ওকে। ইতিমধ্যে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছে, ইণ্ডিয়ানদের একটা অস্ত্রও ওকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়নি। তা হলে এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না।

লয়েড ও তার দল দ্রুত পিছু হটে হেলিকপ্টারের দিকে চলে যাচ্ছে, তীর ও বর্শার হামলা ঠেকাতে ব্যস্ত।

'আসুন,' বলে এগোল রানা, হতচকিত বেলেগুাকে পাশ কাটাবার সময় তার একটা হাত ধরে টান দিল, ইঙ্গিতে শহরের আরেকদিকে খালি অবস্থায় বসে থাকা সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টারটা দেখাল তাকে।

ইউএস আর্মির বিদ্রোহী গ্রুপটা কপ্টার দুটোর কাছে পৌঁছাল।

লয়েড, ক্রিস্টাল, বিউগল ও বোল্ডউইন লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ব্ল্যাক হক টু-র পিছনের কমপার্টমেণ্টে। একই সঙ্গে ওটার ক্রুরাও উঠে বসল পাইলট ও গানারের সিটে।

পাঁচ সেকেণ্ড পরেই ব্ল্যাক হক টু-র রোটর ঘুরতে শুরু করল। পিছনের কমপার্টমেন্ট থেকে বাইরে তাকিয়ে লয়েড দেখল বেলেগুাকে নিয়ে সুপার

স্ট্যালিয়নের দিকে ছুটছে রানা।

কপ্টারের পিছনে বসানো ভলকান মিনিগান-এ ডিউটি দিচ্ছে একজন গানার, তার উদ্দেশে খেঁকিয়ে উঠল লয়েড। 'ওই কপ্টারটাকে উড়িয়ে দাও!'

ইতিমধ্যে ব্ল্যাক হক টু ধীরে ধীরে মাটি ছেড়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে। লক্ষ্য স্থির করেই ট্রিগার চেপে ধরল কো-পাইলট, ভলকান থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট।

বুলেটের আঘাতে অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে সুপার স্ট্যালিয়ন। ওটার রি-এনফোর্সড সাইডে অন্তত এক হাজার গর্ত তৈরি হলো, প্রতিটি টেনিস বল সাইজের।

তারপর, রানা ও বেলেণ্ডা যখন আরেক দিক থেকে ওটার কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে, সুপার স্ট্যালিয়ন বিস্ফোরিত হলো। কমলা রঙের প্রকাণ্ড একটা আগুনের বল মুড়ে ফেলল ওটাকে।

জ্বলন্ত ধাতব আবর্জনার ঝড়টা মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবার এক পলক আগে ডাইভ দিল দুজনেই। কিন্তু মাটিতে পড়েও রেহাই পেল না বেলেণ্ডা। দুই টুকরো উত্তপ্ত ইস্পাত ছুটে এসে ধাক্কা মারল তার কাঁধে। সঙ্গে সঙ্গে মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধ ঢুকল রানার নাকে। অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ বেরিয়ে এল বেলেণ্ডার গলা থেকে।

'গুড ওঅর্ক!' বলল লয়েড। তারপর রানা ও আহত বেলেণ্ডার দিকে হাত লম্বা করল। 'এবার ওদেরকে!'

ব্ল্যাক হক টু জমিন থেকে পনেরো ফুট উপরে উঠে পড়েছে, আরও উঠে যাচ্ছে দ্রুত। নির্দেশ পাওয়া মাত্র বিরাট ভলকানকে ঘুরিয়ে নিয়ে সরাসরি রানার মাথায় লক্ষ্যস্থির করল গানার।

কড়াৎ!

একটি মাত্র বুলেটের আওয়াজ হলো। ক্রুর মাথাটা প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল পিছন দিকে, গুলিটা ঢুকেছে তার দুই চোখের ঠিক মাঝখানে।

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বন করে ঘাড় ফেরাল লয়েড, নীচের জমিনে চোখ বুলিয়ে গুলির উৎস খুঁজছে, যে গুলিতে মারা গেল তার গানার।

লোকটাকে দেখে চিনতে পারল লয়েড। হায়দার শরিফ।

পরিখার ধারে এক হাঁটু গেড়ে পজিশন নিয়েছে শরিফ, কাঁধে চেপে ধরা নেভির একটা এমপি-পাঁচ, সরাসরি লক্ষ্যস্থির করছে ব্ল্যাক হক টু'র দিকে। তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডক্টর শাহানা।

আরেকটা গুলি করল শরিফ। লয়েডের মাথার উপর, ইস্পাতের ছাদের কিনারায় লাগল সেটা।

পাইলটের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল লয়েড। 'এই শালার জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও আমাদেরকে!'

বেলেণ্ডার আহত কাঁধটাকে একহাতে জড়িয়ে রেখেছে রানা, তাকে নিয়ে হুড়মুড়

করে আট চাকার এটিভিতে উঠে পড়ল।

আদিবাসী ইণ্ডিয়ানরা এখন আর্মির জোড়া হেলিকপ্টারের নীচে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করছে, কেউ কেউ ইস্পাতের ফড়িংগুলোকে লক্ষ্য করে তীরও ছুঁড়ছে দু'একটা।

লাফ দিয়ে এটিভির পিছনে উঠে হ্যাঁচকা টানে ছোট আকারের গোল হ্যাচটা খুলে ফেলল রানা, তারপর বেলেগুাকে সাহায্য করল ভিতরে ঢুকতে।

তার পিছু নিয়ে নিজেও ঢুকতে যাবে, এই সময় চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। সেদিকে তাকাতেই শরিফ ও শাহানাকে দেখতে পেল রানা। থ্যাঙ্ক গড! পরম স্বস্তি অনুভব করল ও। ভিলকাফরের প্রধান সড়ক ধরে ছুটে আসছে ওরা। শরিফ খোঁড়াচ্ছে, তাকে সাহায্য করছে শাহানা।

ছুটে এসে এটিভিতে চড়ল ওরা।

'মাসুদ ভাই, এখানে ঠিক কী ঘটছে বলুন তো?' দম নেওয়ার ফাঁকে জানতে চাইল শরিফ।

জবাব না দিয়ে প্রথমে তার বাঁ পায়ের ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা। নিজের স্কার্ফ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে সেটা শাহানা। হাড় ভাঙেনি, বুলেটও রয়ে যায়নি মাংসের ভিতরে।

'শহরে ফিরে এসেছি, দেখলাম সার্জেন্ট রিডের মাথায় গুলি করল কর্নেল!' আবার বলল শরিফ, চোখে-মুখে অবিশ্বাস ও বিস্ময়।

'ওই কর্নেল লোকটা কিউবান উদ্বাস্তু, স্রেফ একটা খুনি,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'এখন তা হলে কী হবে, মাসুদ ভাই?'

'ভেতরে ঢোকো,' বলল রানা। 'এর শেষ দেখে ছাড়ব আমরা।'

ব্ল্যাক হক টু ও কোমাঞ্চি ভিলকাফর শহরের আকাশে উঠে পড়েছে। পাশের দরজা দিয়ে নীচে তাকিয়ে ক্ষিপ্ত ইণ্ডিয়ানদের দেখছে লয়েড। এখনও তারা রণহুঙ্কার ছাড়ছে, হেলিকপ্টারের দিকে তীর ও বর্শা ছোঁড়ার ভঙ্গি করছে। খুক খুক করে খানিকটা হেসে ঘাড় সোজা করে নিল সে, জানে না, এই তার শেষ হাসি। এইবার সামনের উইণ্ডস্ক্রিন দিয়ে বাইরে তাকাল।

আর্মির হেলিকপ্টার দুটো বনভূমির মাথা ছাড়িয়ে আরও খানিক উপরে উঠে এসেছে।

লয়েডের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

সব মিলিয়ে আটটা ওগুলো। ব্ল্যাক হক ওয়ান হেলিকপ্টার। তাদের ব্ল্যাক হক টু-র মতই, তবে পুরানো; এই মডেলটা বেশ ক'বছর আগে বাতিল করে দিয়েছে আর্মি।

সবগুলো কালো রঙ করা, গায়ে কোনও মার্কিং দেখা যাচ্ছে না। চওড়া, পাঁচশোগজী একটা বৃত্ত রচনা করে শূন্যে ঝুলে আছে, চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে প্রাচীন শহর ভিলকাফরকে। ক্ষুধার্ত শিয়ালের মত লাগছে ওগুলোকে, উচ্ছিষ্ট খাওয়ার অপেক্ষায়।

হঠাৎ একটা ব্ল্যাক হক ওয়ানে সামান্য ধোঁয়া দেখা গেল। বিনা নোটিশে মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে ওটার একটা ডানা থেকে।

লম্বা আঙুলের মত ধোঁয়ার ট্রেইল ছুটল, সোজা কোমাঞ্চির দিকে এগোচ্ছে। চোখের পলক ফেলতে যা দেরি, আকাশে বিস্ফোরিত হলো কোমাঞ্চি, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বিধ্বস্ত হলো পাথরের একটা দালানের মাথায়। আগুন ধরে গেল বাড়িটায়।

ওদের তিনজনকে নিয়ে দুর্গে ঢুকেছে রানা। কোয়েক্কোতে নামতে যাবে, এই সময় কেল্লার বাইরে থেকে বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসতে শুনল ওরা। তাড়াতাড়ি এটিভিতে ঢুকল আবার, সরু ফাটলের মত জানালা দিয়ে দুর্গের বাইরে তাকিয়ে দেখল কী ঘটছে।

পাথুরে দালানের গায়ে জ্বলন্ত কোমাঞ্চিটা কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। ভিলকাফর শহর ছেড়ে কোথাও যায়নি লয়েড। তার হেলিকপ্টার শহরের মাথায় স্থির হয়ে ভেসে রয়েছে। নড়তে সাহস পাচ্ছে না।

বৃত্ত ভেঙে হঠাৎ বেরিয়ে এল দুটো ব্ল্যাক হক ওয়ান। ভিলকাফর শহরের মাথায় চলে আসছে ওগুলো। কালো কাপড় পরা যোদ্ধারা খোলা দরজায় বসে আছে, হাতে সাবমেশিন গান। নীচের দিকে ফায়ার ওপেন করল তারা।

সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের বিক্ষোভ সমাবেশ, যে যেদিক দিয়ে পারছে লগ ব্রিজ পার হয়ে ছুটছে, ঢুকে পড়ছে জঙ্গলের ভিতরে।

একটা কপ্টার থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, লাউডস্পিকারে কথা বলছে কেউ। ভাষাটা ইংরেজি।

'আর্মির ব্ল্যাক হক টু, সদয় অবগতির জন্যে জানানো হচ্ছে, তোমাদের বাহনে মিসাইল লক করা হয়েছে। এই মুহূর্তে ল্যাণ্ড করো। এই মুহূর্তে ল্যাণ্ড করে আইডলটা হস্তান্তরের প্রস্তুতি নাও। এখনই যদি ল্যাণ্ড না করো, আকাশ থেকে তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে, পরে আবর্জনা থেকে আইডলটা খুঁজে নেব আমরা।'

লয়েড ও বিউগল দৃষ্টি বিনিময় করল।

দৃষ্টি বিনিময় করল ক্রিস্টাল ও বোল্ডউইনও।

'মিসাইল লক সম্পর্কে কথাটা ওরা মিথ্যে বলছে না, সার,' বলল পাইলট, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে লয়েডের দিকে।

'ল্যাণ্ড করো,' বলল লয়েড।

চিহ্নবিহীন দুটো ব্ল্যাক হক ওয়ানের প্রহরায় লয়েডের ব্ল্যাক হক টু ধীরে ফিরে এল ভিলকাফর শহরের মাটিতে।

তিনটে কপ্টার একসঙ্গে ল্যাণ্ড করল। সঙ্গে সঙ্গে আবার শোনা গেল যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। 'এবার মাথার পেছনে হাত রেখে কপ্টার থেকে বেরিয়ে এস তোমরা।'

প্রথমে লয়েড, তার পিছু নিয়ে বাকি সবাই বেরিয়ে এল–ক্রিস্টাল,

বোল্ডউইন, বিউগল ও পাইলট।

এটিভির নিরাপদ আশ্রয় থেকে সামনের নাটকীয় দৃশ্যটা চাক্ষুষ করছে রানা, শাহানা, বেলেণ্ডা ও শরিফ। এ যেন সেই কাহিনির পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, বড় মাছ খেয়ে ফেলল ছোট মাছকে, তারপর সেটাকেও খেয়ে ফেলতে এল আরও বড় একটা মাছ। দেখা যাচ্ছে কিউবান উন্মাদ জভানি লয়েড তার চেয়েও বড় একটা মাছের সামনে পড়ে গেছে।

'কথাটা দেখছি আরেক বার সত্যি হলো, মাসুদ ভাই,' বলল শরিফ। 'সেরের ওপর সোয়া সেরও আছে। কিন্তু এই সোয়া সের কারা?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'আমার ধারণা,' বলল বেলেণ্ডা, এই মাত্র তার কাঁধের ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে রানা, 'দু'দিন আগে এরাই ডারপা হেডকোয়ার্টারে ইউএস নেভির সুপারনোভা চুরি করতে ঢুকেছিল।'

পনেরো

জনগণের আত্মাকে হাতে নিয়ে ব্ল্যাক হক টু থেকে বেরিয়ে এল লয়েড। তার পিছু নিয়ে ক্রিস্টাল, বিউগল ও বোল্ডউইনও।

ব্ল্যাক হক ওয়ান দুটো ওদের কপ্টারের দুই পাশে ল্যাণ্ড করেছে, দুটোরই রোটর ব্লেড বন বন করে ঘুরছে এখনও।

'হেলিকপ্টারের কাছ থেকে দূরে সরে এসো!' লাউডস্পিকার থেকে নির্দেশ ভেসে এল।

লয়েড ও তার সঙ্গীরা আরও কয়েক পা সামনে বাড়ল।

আবার আঙুলের মত সরু ধোঁয়ার একটা রেখা ছুটল শূন্যে ভাসমান ব্ল্যাক হক ওয়ানগুলোর একটা থেকে। বিরাট মিসাইলটা সরাসরি ছুটে এসে আঘাত করল ব্ল্যাক হক টুতে।

বুম! আগুন ধরে গেল গোটা কাঠামোয়।

শিউরে উঠল লয়েড।

রোটরের ছন্দবদ্ধ হোয়াম্প-হোয়াম্প-হোয়াম্প ছাড়া কোথাও আর কোনও শব্দ নেই। প্রায় ষাট সেকেণ্ড পার হতে চলেছে, এতক্ষণে অচিহ্নিত কপ্টার দুটোর একটা থেকে এক লোক বেরিয়ে এল।

পুরোদস্তুর কমব্যাট ড্রেস পরে আছে লোকটা–বুট, ফেটিগ ইত্যাদি। তার বাঁ হাতে অদ্ভুতদর্শন একটা পিস্তল। দেখেই চিনতে পারল লয়েড। দুর্লভ, অসম্ভব দামী ক্যালিকো পিস্তল ওটা, দুনিয়ার একমাত্র সত্যিকারের অটোমেটিক পিস্তল, ট্রিগারে চাপ দিলেই বুলেটের একটা প্রবাহ ছুটবে ব্যারেল থেকে। এম-

ষোলোর মতই, ক্যালিকো থেকেও প্রতিবার তিন রাউণ্ড গুলি করা যায়, কিংবা পুরোপুরি অটোতেও করা যায়।

ক্যালিকো হাতে নিয়ে লয়েডের দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা। তাকে কাভার দিচ্ছে পিছনের কপ্টারে বসে থাকা যোদ্ধারা, হাতে এম-ষোলো নিয়ে।

লয়েডের সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। তারপর খালি হাতটা বাড়িয়ে দিল। 'আইডলটা, প্লিজ,' বলল সে।

লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখছে লয়েড। মধ্যবয়স্ক হলেও লোকটার শরীরে এতটুকু মেদ জমেনি। পাকানো রশির মত পেশি ফুটে আছে হাতে। লম্বাটে মুখ, পাতলা হয়ে আসা কয়েক গোছা সোনালি চুল চোখে এসে ঠেকেছে। নীল সেই চোখ থেকে উথলে উঠছে ঘৃণা।

আইডলটা লয়েড দিল না।

দ্বিতীয়বার সেটা চাইল না লোকটা, হাতের পিস্তল তুলে গুলি করল। তিন রাউণ্ড গুলি আক্ষরিক অর্থেই উড়িয়ে নিয়ে গেল আর্মি পাইলটের খুলি।

'আইডলটা, প্লিজ,' আবার বলল লোকটা।

এবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার হাতে আইডলটা ধরিয়ে দিল লয়েড।

'ধন্যবাদ, কর্নেল,' বলল লোকটা।

'কে তুমি?' কঠিন সুরে জানতে চাইল লয়েড।

মাথাটা একদিকে একটু কাত করল লোকটা। ধীরে ধীরে বাঁকা এক চিলতে হাসি ফুটল তার ঠোঁটের কোণে। 'নামটা হলো ম্যানটন—ম্যাথিউ ম্যানটন।'

'কোথাকার কোন্ শালা এই ম্যাথিউ ম্যানটন?' খেঁকিয়ে উঠল লয়েড।

এবার লোকটার চোখে-মুখে আশ্চর্য পাগলাটে হাসি দেখা গেল। 'আমি শালা এই মাত্র বদ্ধ একটা উন্মাদ হয়ে গেছি। হ্যাঁ, এটাই এখন আমার একমাত্র পরিচয়। বিশ্বাস করো আর নাই করো, আইডলটা হাতে পেয়ে স্রেফ মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার।'

'মানে?'

'মানে, আমি শালার দুনিয়াটাকে এখন উড়িয়ে দেব!'

কোমরে ঝোলানো দ্বিতীয় হোলস্টার থেকে আরেকটা ক্যালিকো পিস্তল বের করে রজার বোল্ডউইনের দিকে ছুঁড়ে দিল ম্যাথিউ ম্যানটন। 'হাই, রজার,' বলল সে।

'তোমাদের পেয়ে ভারি খুশি হলাম,' জবাবে বলল বোল্ডউইন, পিস্তলটা লুফে নিয়ে কক করল।

ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল ক্রিস্টালের চেহারা, 'রজার?' অবিশ্বাসে গলা থেকে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না।

তার দিকে ফিরে হাসল বোল্ডউইন। স্থূল, নোংরা হাসি। 'কার সঙ্গে শোও না শোও, সে-ব্যাপারে একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল, তোমার, ক্রিস্টাল। কারণ তাদের মধ্যে মতলবি লোকও থাকতে পারে।'

আবার রঙ বদলে ক্রিস্টালের চেহারা গাঢ় হয়ে উঠল।

'ক্রিস্টাল!' বিষম খাওয়ার মত অবস্থা হলো তার পাশে দাঁড়ানো বিউগলের।

খক খক করে বিচ্ছিরি শব্দে হাসতে শুরু করল বোল্ডউইন। 'বিউগল, বিউগল, বিউগল। তোমাকেও বলি, হে, ব্যক্তিগত স্বীকৃতি পাবার জন্যে ডারপাকে বেচে দিলে, কিন্তু একবার ভেবে দেখলে না ইনফরমেশনগুলো কার মাধ্যমে পাচার করছ? তবে এ-ও সত্যি যে তুমি তো আর জানতে না তোমার স্ত্রী অন্য একজনের সঙ্গে নিয়মিত শুচ্ছে।'

বোল্ডউইনের প্রতিটি শব্দ এটিভি থেকে শুনতে পাচ্ছে ওরা। এই মুহূর্তে বিউগলকে অপমানের চূড়ান্ত করছে সে।

'ব্যাপারটাতে ক্রিস্টাল আনন্দও পেয়েছে,' বলল বোল্ডউইন।

ঘৃণা ও রাগে লাল হয়ে উঠেছে বিউগলের চোখ-মুখ। 'মিথ্যুক! তোকে আমি খুন করব,' গর্জে উঠল সে।

'কীভাবে? সুযোগ কোথায় তোমার?' হেসে উঠল বোল্ডউইন, ট্রিগার টিপে তিন রাউণ্ড গুলি করল বিউগলের তলপেটে।

বিউগলের শার্ট ছিঁড়ে ঢুকল বুলেট, পেট হয়ে উঠল রক্ত মাংসের দলা। মাটিতে পড়ে গেল সে।

'বিউগল,' রানার নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল আওয়াজটা।

শহরের প্রধান সড়কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। বোল্ডউইনের পিস্তল এবার ক্রিস্টালের দিকে ঘুরে গেল। সেই সঙ্গে ম্যাথিউ ম্যানটন তার পিস্তল তাক করল লয়েডের দিকে।

'এটাকে তুমি কী বলবে, লয়েড?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল বোল্ডউইন। 'বেঈমানী? যা খুশি বলো, আমার কিছু এসে যায় না। কিউবান ইন্টেলিজেন্স তোমাকে লোভ দেখিয়েছে, তুমি তাদের হয়ে জান বাজি রেখে কাজ করছ, ঠিক আছে। আমাকে ম্যাথিউ ম্যানটন লোভ দেখিয়েছে, আমি তার হয়ে কাজ করছি, এ-ও ঠিক আছে বলে মানতে হবে তোমাকে। মানতে হবে, রাশিয়া কিংবা ইজরায়েল লোভ দেখানোয় তাদের কারও হয়ে জান বাজি রেখে ম্যানটনের কাজ করাটাও ঠিকই আছে।'

বোল্ডউইন ও ম্যানটন একই সময়ে গুলি করল।

লয়েড ও ক্রিস্টাল ছিটকে পড়ে কাদা-পানি ছলকাল। ক্রিস্টাল সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে, তিনটে বুলেটের অন্তত একটা লেগেছে হার্টে। লয়েড গুলি খেয়েছে পেটে, সবগুলোই। কাদায় পড়ার পর ব্যথায় চিৎকার করছে সে।

ওদের দিকে পিছন ফিরল বোল্ডউইন ও ম্যানটন, আইডল নিয়ে ব্ল্যাক হক ওয়ানের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

একটু পরেই কপ্টার দুটো উঠে পড়ল আকাশে। তারপর সবকটা দক্ষিণ দিকে রওনা হলো।

টেক্সান আর্মির কপ্টারগুলো চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটিভির পিছনের হ্যাচ খুলে দুর্গ থেকে প্রধান সড়কে বেরিয়ে এল রানা, ছুটে এসে হাঁটু গাড়ল বিউগলের পাশে।

ভারি করুণ একটা দৃশ্য।

দুর্বল, নিস্তেজ হাতে বেরিয়ে আসা নাড়িভুঁড়ি নিজের পেটের ভিতরে ঢোকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে বিউগল। মুখের ভিতর জমা রক্ত টগবগ টগবগ আওয়াজ করছে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে শুধু ভয় ও অসহায়ত্ব দেখতে পেল রানা।

'ওহ্, মাসুদ ভাই...মাসুদ ভাই,' বলল বিউগল, ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। রক্তভেজা হাত দিয়ে রানার বাহু চেপে ধরল সে।

'কেন, বিউগল? এ ভুল তুমি কেন করলে?'

'মাসুদ ভাই...,' বলল বিউগল। 'ইগনিশন...' গলার আওয়াজ কমে গেছে ওর।

বিউগলের মুখের কাছে কান নিয়ে গেল রানা। 'কী? কী বলতে চাইছ তুমি?'

'আ-আমি...স-সত্যি দুঃ-দুঃখিত...ই-ইগনিশন সি-সিস্টেম... প্লিজ, ও-ওদেরকে...থা-থামান...'

'কীভাবে থামাব?'

'ই-ইগনিশন সি-সিস্টেম...আপনার...জন্য...' পরক্ষণে স্থির হয়ে গেল তার চোখ, তাতে দৃষ্টি নেই। রানার বাহু চেপে ধরা হাতটা অসাড় হয়ে গেল।

এই প্রথম কুলি করার মত নরম আওয়াজটা শুনতে পেল রানা। সামনে তাকাতে দেখল কয়েক গজ দূরে কাদার মধ্যে শুয়ে রয়েছে লয়েড। তারও শরীরের মাঝখানটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। কাশির সঙ্গে রক্ত বেরুতে দেখল ও।

এই সময় হঠাৎ নড়াচড়া দেখতে পেল রানা লয়েডের পিছনের জঙ্গলে। সেদিকে ভাল করে তাকিয়ে বুঝতে পারল, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে ইণ্ডিয়ানরা। প্রথমে এল একজন।

'মাসুদ ভাই,' এটিভি থেকে চাপা গলায় ডাকল শরিফ। 'ওখান থেকে আপনি চলে এলেই ভাল হয়।'

জঙ্গলের ভিতর থেকে আরও ইণ্ডিয়ান বেরিয়ে আসছে। এখনও আদ্যিকালের অস্ত্রগুলো বয়ে বেড়াচ্ছে তারা—কুঠার, লাঠি, তীর, বর্শা। চোখে-মুখে এখনও প্রচণ্ড রাগের ছাপ।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। তারপর সাবধানে এগোল এটিভির দিকে।

ইণ্ডিয়ানরা ওর দিকে তাকালই না। তাদের চোখ পড়ে আছে লয়েডের উপর। অকস্মাৎ রোমহর্ষক তীক্ষ্ণ হুঙ্কার ছেড়ে একযোগে ছুটল তারা ঝাঁক ঝাঁক পিরানহার মত। মুহূর্তের মধ্যে ইউএস আর্মির কর্নেল রানার দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গেল। সেই জায়গায় শুধু ইণ্ডিয়ানদের তামাটে শরীর কিলবিল করতে দেখছে ও, সবাই মিলে অনবরত বল্লম দিয়ে কোপাচ্ছে, লাঠি দিয়ে মেরে খুলি

ফাটাচ্ছে। তারপর হঠাৎ নিখাদ আতঙ্ক থেকে উৎসারিত একটা অন্তিম চিৎকার শোনা গেল, যে চিৎকারটা শুধু একজনের কণ্ঠ থেকেই বেরুতে পারে—জভানি লয়েড।

এটিভির পিছনের হ্যাচ বন্ধ করে দিয়ে ঘুরল রানা, পালা করে তিনজনের দিকে তাকাল। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আবার আমাদেরকে প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। ওই আইডল নিয়ে কোনও সুপারনোভার কাছে পৌঁছানোর আগেই বাধা দিতে হবে ওদেরকে।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল শাহানা।

'আমাদের প্রথম কাজ,' বলল রানা, 'এটা জানা যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওটাকে।'

সরু কোয়েঙ্কোর টানেল ধরে ছুটছে রানার ছোট্ট দলটা, তবে রানা ছাড়া বাকি সবাই আহত হওয়ায় ছোটার গতি খুব একটা বেশি নয়।

অস্ত্র বলতে তেমন কিছু নেই ওদের, উপরের গ্রাম থেকে শরিফের নিয়ে আসা দুটো পিস্তল ও একটা এমপি-পাঁচ মাত্র সম্বল। আর্মার প্রসঙ্গ যদি ওঠে, শরিফ এখনও কমব্যাট ফেটিগ পরে আছে, আর রানা পরে আছে কেভলার ব্রেস্টপ্লেট, ব্যস।

তবে কোথায় যাচ্ছে কিংবা যেতে হবে, জানে ওরা। সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ওদের গন্তব্য জলপ্রপাতটা। যেখানে, নদীর তীরে, লুকানো আছে নাৎসিদের সেই গুজ সিপ্লেন।

প্রায় দশ মিনিট ছোটার পর কোয়েঙ্কোর শেষ মাথায়, জলপ্রপাতের কাছে উঠে এল ওরা। গুজের কাছে পৌঁছাতে লাগল আরও চার মিনিট। ঠিক জায়গামতই পাওয়া গেল ওটাকে—নদীর কিনারা ঘেঁষা গাছগুলোর ঝুলে থাকা ডালপালার নীচে। হারজাকে দেখে খুশি হলো রানা, সিপ্লেনের ভিতরে দিব্যি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে সে।

পাঁচ মিনিট পর নদীর পানি কেটে ছুটল গুজ। পাইলটের সিটে এবার রানা। একটু পরেই টেক-অফ স্পিড পাওয়া গেল। সাবলীল ভঙ্গিতে নদীর সারফেস ছেড়ে আকাশে উঠে পড়ল যান্ত্রিক হাঁসটা। বাঁক নিয়ে দক্ষিণে রওনা হলো রানা, টেক্সান আর্মির ব্ল্যাক হক ওয়ানগুলো যেদিকে গেছে।

দশ মিনিট ওড়ার পর ওগুলোকে দেখতে পেল রানা, দিগন্তে আটটা কালো বিন্দু। তির্যক একটা ফ্লাইট পাথ ধরে ডান দিকে ছুটছে, যাচ্ছে পাহাড়ের উপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে।

কো-পাইলটের সিট থেকে বেলেণ্ডা বলল, 'খুসকোয় যাচ্ছে ওরা।'

'হ্যাঁ।'

এক ঘণ্টা পর খুসকোর ঠিক বাইরে একটা প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে ল্যাণ্ড করল আটটা ব্ল্যাক হক ওয়ান হেলিকপ্টার।

ধুলো ঢাকা রানওয়েতে ওদের জন্য রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে রয়েছে একটা অ্যান্টোনভ এএন-বাইশ হেভি-লিফট কার্গো প্লেন। শক্তিশালী কোয়াড্রুপল প্রপেলার সিস্টেম ও পিছনে চওড়া লোডিং র‍্যাম্প থাকায় রাশিয়ার এই এএন-বাইশ ট্যাঙ্ক-লিফটার হিসাবে খুবই নির্ভরযোগ্য। একই সঙ্গে এটা একটা মূল্যবান রফতানী পণ্যও বটে, বিভিন্ন দেশে বিক্রি হচ্ছে। স্নায়ুযুদ্ধের পর ব্ল্যাকমার্কেটেও সহজপ্রাপ্য হয়ে ওঠে এএন-বাইশ। মুভি স্টার ও প্রফেশনাল গলফাররা যেখানে ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়ে লিয়ার জেট কিনছে, সেখানে প্যারামিলিটারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ১২ মিলিয়ন ডলারে একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড এএন-বাইশ কিনতে না পারার কোনও কারণ নেই।

নিজেদের কপ্টার থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে কার্গো প্লেনটার লোডিং র‍্যাম্পের দিকে হাঁটছে ম্যাথিউ ম্যানটন ও রজার বোল্ডউইন। বেশ কিছুক্ষণ থাইরিয়াম আইডলের সংস্পর্শে থাকার ফলে দুজনের মাথাই ভালমত বিগড়েছে, তবে বিগড়াবার ধরন ও মাত্রায় বিরাট পার্থক্য আছে।

বোল্ডউইন জীবনের বেশিরভাগ সময় বিজ্ঞান চর্চায় ব্যয় করেছে, ফলে মানুষ হিসাবে যত মন্দই হোক সে, দুনিয়া সম্পর্কে তার মধ্যে একটা শ্রদ্ধাবোধ আছে, আছে মানবজাতির প্রতি খানিকটা মমত্ব ও ভালবাসাও। বোধহয় সেজন্যই থাইরিয়ামের প্রভাব তার ভিতরের ধ্বংসাত্মক প্রবণতাকে না খুঁচিয়ে, জাগিয়ে তুলেছে প্রচণ্ড লোভ। কপ্টারে বসে ম্যানটনকে বুদ্ধি দিয়েছে সে, কীভাবে আরও বেশি টাকা কামানো যায়। থাইরিয়ামের বিনিময়ে রাশিয়া টেক্সান আর্মিকে খরচপাতি বাদে দুশো বিলিয়ন ডলার দিতে চেয়েছে, কিন্তু এরচেয়ে অনেক বেশি ডলার কামানো সম্ভব। কীভাবে? খুব সহজে। ম্যানটন তার এজেন্টের মাধ্যমে ইউরোপের কয়েকটা রাষ্ট্র, ইজরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে জানিয়ে দিক থাইরিয়ামসহ একটা সুপারনোভা নিলাম হতে যাচ্ছে। ব্যস, তাতেই খেলা জমে উঠবে! রাশিয়াকে বলা হবে, তোমরাও নিলামে অংশগ্রহণ করো।

আর ম্যাথিউ ম্যানটনের ব্যাপারটা হলো, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে নিজের অপরাধপ্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ না করে যত খুশি শুধু বাড়তেই দিয়েছে সে। তবে যেহেতু ধুরন্ধর লোক, অপরাধ করার পর সেগুলোকে চেপে রাখতে কিংবা অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে তার জুড়ি ছিল না। ফলে নিষ্কলুষ চারিত্রিক প্রশংসাপত্র নিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে তার জন্য কোনও সমস্যা হয়নি।

মানুষটা যদি আসলেই খারাপ হয়, বিশেষ করে সৈনিকের জীবন তাকে আরও খারাপের দিকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ারই আশঙ্কা থাকে। একজন সৈনিককে ট্রেনিং দিয়ে শেখানো হয় দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে দেশের শত্রুকে কীভাবে ধ্বংস করতে হয়। কিন্তু মন্দ লোকটির ভিতর যদি দেশপ্রেম না থাকে ওই একই ট্রেনিং থেকে যে-কোনও মানুষকে নির্যাতন ও হত্যা করতে শেখে সে। থাইরিয়ামের প্রভাব তার ভিতরের পশুত্বকে জাগিয়ে তুলল পুরো মাত্রায়।

একই সঙ্গে আরও বেশি ধূর্ত হয়ে উঠল সে। বোল্ডউইনের লোভের মাত্রা বুঝতে তার অসুবিধে হলো না। সে ঠিক করল, তার প্রস্তাবে মুখে হাঁ বলাটাই ঝামেলা এড়াবার সবচেয়ে ভাল উপায়। তারপর নিজের মনে যা আছে তা সে চুপিচুপি করে যাবে।

প্লেনটার পিছনে এসে মুখ তুলে ওটার গুহাসদৃশ কার্গো বে-র দিকে তাকাল ম্যানটন। ভিতরে তার গর্বের বস্তুটি বসে রয়েছে। একটা এম ওয়ান-এ-ওয়ান অ্যাবরামস ব্যাটল ট্যাঙ্ক।

দেখবার মতই একটা জিনিস বটে। হিংস্র, পোষ মানতে রাজি নয় এমন একটা শক্তি। এটার কালো রঙ করা কমপোজিট আর্মার চকচক করে না, অবিশ্বাস্য চওড়া ট্র্যাক কার্গো ডেকে যেন গেঁথে আছে।

গান টারিটের উপর চোখ বুলাল ম্যানটন। প্লেনের সামনের দিকে মুখ করা ওটা, ৩০ ডিগ্রি কোণ বরাবর উপর দিকে তাক করা। সন্তুষ্টির সঙ্গে ট্যাঙ্কটার দিকে তাকিয়ে আছে ম্যানটন। চুরি করে আনা সুপারনোভা রাখার জন্য এটাই হলো আদর্শ জায়গা। অ্যাবরামস এককথায় দুর্ভেদ্য।

আইডলটা টেকনিশিয়ানদের একজনের হাতে ধরিয়ে দিল ম্যানটন। সেটা নিয়ে ট্যাঙ্কের দিকে এগোল টেকনিশিয়ান।

কোমরের বেল্ট থেকে ছোট একটা রেডিও টেনে নিয়ে অন করল ম্যানটন, হেলিকপ্টার পাইলটদের উদ্দেশে মেসেজ পাঠাল। 'সার্ভিস দেয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন থেকে সব দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি। শুভ বিদায়।' শেষ কথাটা অবশ্য মনে মনে বলল সে, 'পরবর্তী জীবন বলে আদৌ যদি কিছু থাকে, অচিরেই দেখা হবে সেখানে।'

এরপর পকেট থেকে নিজের সেল ফোনটা বের করে বোল্ডউইনের হাতে ধরিয়ে দিল। 'আমার এজেন্ট প্যারিসে আছে। তার ফোন নম্বর আছে এটার মেমোরিতে। আমার প্রতিনিধি হিসাবে আপনিই যোগাযোগ করে যা বলবার বলুন তাকে।'

'ওহ্, ঠিক আছে,' বলল বোল্ডউইন। সম্মানিত বোধ করছে সে।

লোডিং র‍্যাম্প ধরে এএন-বাইশের ভিতর ঢুকল ম্যানটন। ঘড়িতে এখন সকাল এগারোটা তেরো মিনিট।

ষোলো

'মাসুদ ভাই, দেখুন!' হতাশায় চেঁচিয়ে উঠল শরিফ। কো-পাইলটের সিটের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, হাত লম্বা করে পুরানো অ্যান্টোনভ এএন-বাইশকে দেখাচ্ছে। ধুলো ঢাকা রানওয়ে ধরে সগর্জনে ছুটছে সেটা, ওদের চোখের সামনে টেক-অফ করল।

বেলেণ্ডা বলল, 'কী প্রকাণ্ড রে, বাবা!'

'আমার মনে হচ্ছে ওটার মধ্যেই ওদের সুপারনোভাটা আছে,' বলল রানা।

বড়সড় গুহার মত কার্গো বে-তে বসে আছে অ্যাবরামস ব্যাটল ট্যাঙ্কটা। ওটায় ঢোকার পর একটা ভ্যাকুম সিলড ওঅর্ক চেম্বারে কাজ করছে দুজন টেকনিশিয়ান। একটা লেযার কাটার-এর সাহায্যে থাইরিয়াম আইডলের গোড়া থেকে সিলিণ্ডার আকৃতির খানিকটা অংশ অত্যন্ত সাবধানে কেটে নিচ্ছে তারা।

টেকনিশিয়ান দুজনের পিছনে বড় আকারের ট্যাঙ্কটার প্রায় সবটুকু জায়গা দখল করে বসে রয়েছে সুপারনোভা—যে সুপারনোভা এই সেদিনও ডারপা হেডকোয়ার্টারের ভল্টে নিরাপদে রাখা ছিল।

সিলিণ্ডার আকৃতির থাইরিয়াম কেটে নেওয়ার পর, দুটো আইবিএম সুপার-কমপিউটারের সাহায্যে গ্যাস বিশুদ্ধকরণ ও প্রোটন সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে থাইরিয়ামের টুকরোটাকে সাবক্রিটিকাল ম্যাস-এ রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হলো। কমপিউটার দুটো রয়েছে বাইরের কার্গো বে-র দেয়ালে।

'তৈরি হতে কতক্ষণ লাগবে এটার?' হঠাৎ করে তাদের মাথার উপর থেকে জানতে চাইল কেউ।

মুখ তুলে টেকনিশিয়ানরা দেখল ট্যাঙ্কের গোল আপার হ্যাচ থেকে তাদেরকে দেখছে ম্যাথিউ ম্যানটন।

'আর পনেরো মিনিট,' তাদের একজন জানাল।

ঘড়িতে এখন সময় সকাল এগারোটা আটাশ মিনিট।

'কাজ শেষ হলে আমাকে জানিয়ো,' বলল ম্যানটন।

'রাশিয়ার কাছ থেকে বেশ কয়েকটা এএন-বাইশ কিনেছে আপনাদের জার্মান সরকার,' বেলেগুাকে বলল রানা,' নিজেদের উপরে তাকিয়ে প্রকাণ্ড কার্গো প্লেনটাকে দেখছে। 'বলতে পারবেন, এগুলোর লোডিং র‍্যাম্প কীভাবে খোলা হয়?'

ভুরু কোঁচকাল বেলেগুা। 'বোধহয় পারব। দু'ভাবে খোলা যায়। কার্গো বে-র ভেতরে কনসোল আছে, তার একটা বোতাম টিপে খুলতে পারেন, কিংবা ব্যবহার করতে পারেন এক্সটিরিয়র কনসোলটা।'

'এক্সটিরিয়র কনসোল?' ব্যাখ্যা করতে বলছে রানা।

'স্রেফ একজোড়া বোতাম, প্লেনের বাইরে লুকানো আছে একটা কমপার্টমেন্টের ভেতর। সাধারণত লোডিং র‍্যাম্পের বাম দিকে থাকে ওটা, বাতাস থেকে আড়াল দেয়ার জন্যে প্যানেল দিয়ে ঢাকা।'

'প্যানেলটা খুলতে কোনও কোড দরকার নেই?'

'না, দরকার নেই,' বলল বেলেগুা। 'আকাশে থাকার সময় বাইরে থেকে লোডিং র‍্যাম্পটা কে আর খোলার চেষ্টা করবে।'

কথা শেষ করে রানার দিকে তাকাল বেলেগুা। হঠাৎ তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'ওহ্ গড! আপনি নিশ্চয়ই সিরিয়াস নন?'

'কী বলছেন!' আঁতকে উঠল শাহানা। 'পাগলও এমন কথা ভাববে না!'

'কিন্তু সুপারনোভায় ওরা কাজে লাগাবার আগেই আইডলটা উদ্ধার করতে হবে,' বলল রানা। 'আমি আর তো কোনও বিকল্প দেখছি না।'

'কিন্তু কীভাবে?'

পাইলটের সিট ছেড়ে উঠে পড়ল রানা। 'এটাকে আপনি চালাবেন। আমাদেরকে এএন-বাইশের ঠিক পিছনে নিয়ে যাবেন। ওটার ঠিক নীচে থাকবেন, ওরা তা হলে আমাদেরকে দেখতে পাবে না। তারপর ধীরে ধীরে যতটা সম্ভব ওটার কাছাকাছি হবেন।'

'হলাম। তারপর? কী করবেন আপনি?' একটা ঢোক গিলল বেলেগুা।

'কী আবার করব!' হেসে উঠল রানা। 'চেষ্টা করব দুনিয়ার সবাইকে নিয়ে যাতে বেঁচে থাকতে পারি।' ঝুঁকে গুজের মেঝে থেকে সাবমেশিন গান, ইউএস নেভির এমপি-ফাইভটা তুলে নিল। 'নিন, পাইলটের সিটে বসুন,' তাগাদা দিল বেলেগুাকে।

একমাত্র শরিফই কিছু বলল না। সামান্য একটুকরো গম্ভীর হাসি লেগে রয়েছে তার মুখে।

সকালের উজ্জ্বল আলোর ভিতর দিয়ে ছুটছে প্লেন দুটো।

জমিন থেকে এগারো হাজার ফুট, অর্থাৎ তিন কিলোমিটার উপরে রয়েছে এএন-বাইশ, গতি ঘণ্টায় দুশো নট। আরোহীরা কেউ জানে না ওটার লেজের কাছে পৌঁছে গেছে ছোট্ট একটা প্লেন–গুজ।

সিপ্লেনটা থরথর করে কাঁপছে, কারণ ম্যাক্সিমাম স্পিড প্রতি ঘণ্টায় ২২০ নটে ছুটছে ওটা। স্টিয়ারিং ভেইনটা যত জোরে সম্ভব চেপে ধরল বেলেগুা, প্লেনটাকে স্থির ও সোজা রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে সে।

কাজটা ভাল হচ্ছে না। গুজের অপারেশনাল সিলিং হলো ২১,৩০০ ফুট। এএন-বাইশ যদি উপরে ওঠা বজায় রাখে, খানিক পরেই গুজের নাগালের বাইরে চলে যাবে ওটা।

ক্রমশ, একটু একটু করে, বিশাল কার্গো-লিফটারের কাছে পৌঁছাচ্ছে গুজ। দুটো প্লেন যেন শূন্যে অনুষ্ঠিত অদ্ভুত কোনও ব্যালে নৃত্যে অংশ নিচ্ছে। ধীরে, খুবই ধীরে, বড় বিমানের পিছনে নাক ঠেকাতে যাচ্ছে ছোট বিমানটা।

তারপর হঠাৎ, কোন নোটিশ ছাড়াই, গুজের নাকে বসানো হ্যাচ সশব্দে খুলে গেল, সেটা থেকে কোমর পর্যন্ত বেরিয়ে এল একটা মানুষের আকৃতি।

গুজের সামনের হ্যাচ থেকে মাথাটা বের করতেই বাতাসের তীব্র ঝাপটা অনুভব করল রানা। ভাগ্য ভাল যে কেভলার ব্রেস্টপ্লেটটা পরে আছে, তা না হলে বাতাসের প্রচণ্ড চাপে একেবারে খালি হয়ে যেত ফুসফুস।

সামনে এএন-বাইশের ঢালু পিছনদিকটা ঝুলে থাকতে দেখতে পাচ্ছে রানা, খুব বেশি হলে পনেরো ফুট দূরে।

বাপরে, কী বিরাট...

তারপর দুনিয়ার নীচের দিকটায় চোখ পড়ল রানার। মাথাটা চক্কর দিয়ে

উঠল ওর। বিশাল মাঠগুলোকে দাবার ছক মনে হচ্ছে, পাহাড়গুলো যেন উই-ঢিবি। প্লেন দুটোর সামনে কেউ যেন সবুজ চাদর বিছিয়ে রেখেছে—সীমাহীন রেইনফরেস্ট।

কাজে মন দাও! মগজের ভিতর থেকে তাগাদা দেওয়া হলো ওকে।

ঠিক। দম ফুরিয়ে যাওয়ার আগে, আর বেশি উপরে ওঠারও আগে, কাজটা করতে হবে ওকে। বেশি উপরে উঠতে বাধ্য হলে পাতলা বাতাস আর হিম ঠাণ্ডায় মারা যেতে পারে ও।

জানে উইণ্ডস্ক্রিন দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে বেলেণ্ডা, হাত নেড়ে একটা নির্দেশ দিল তাকে—কার্গো প্লেনের আরও কাছে নিয়ে চলো আমাকে।

আরও এগোচ্ছে গুজ। আর মাত্র আট ফুট দূরে রয়েছে ওটা।

এএন-বাইশের ককপিটে বসে রয়েছে ম্যাথিউ ম্যানটন আর রজার বোল্ডউইন। দুজনের কেউই জানে না ওদের প্লেনের পিছনে কী ঘটছে।

ম্যানটনের পাশে, দেয়ালে বসানো টেলিফোনটা বেজে উঠল।

'ইয়েস?' বলল ম্যানটন।

'সার,' একজন টেকনিশিয়ান বলল, সুপারনোভাকে আর্ম করার দায়িত্বে রয়েছে সে। 'ডিভাইসে থাইরিয়াম বসিয়েছি আমরা। ওটা এখন রেডি।'

'ঠিক আছে। আমি আসছি।'

এএন-বাইশ থেকে তিন ফুট দূরে গুজ। ১৫,০০০ ফুট উপরে রয়েছে প্লেন দুটো, আরও উঠছে।

রানা দাঁড়িয়ে আছে, ওর ঊর্ধ্বাঙ্গের সবটুকুই গুজের নোজ হ্যাচের বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। কার্গো প্লেনের লোডিং র‍্যাম্পটা ওর সামনেই। ওটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে এক সেট সরু রেখা দেখে, প্লেনের পিছন দিকে চৌকো একটা ঘর তৈরি করেছে ওগুলো।

র‍্যাম্পের বাম দিকে ছোট একটা প্যানেল দেখল রানা, প্লেনের বাইরের দেয়ালের গায়ে।

বেলেণ্ডার উদ্দেশে হাত নেড়ে গুজকে আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল ও।

এএন-বাইশের আপার ডেক থেকে সরু একটা মেটাল ক্যাটওয়াকে বেরিয়ে এসে নীচে তাকাল ম্যানটন। প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কের উপর চোখ বুলাল সে, দেখল ওটার বিরাট কামান সরাসরি তার দিকে তাক করা রয়েছে।

হাতঘড়িটা চোখের সামনে তুলল ম্যানটন। এগারোটা আটচল্লিশ। বোল্ডউইনটা রামছাগল, ভাবল সে। তার এজেন্সির মাধ্যমে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছ থেকে পাঁচশো বিলিয়ন, এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে আরও হাজার বিলিয়ন ইউএস ডলার চেয়েছে সে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, কম করেও অর্ধেক টাকা পাওয়া যাবেই। তাই বা কম কীসে!

কে কীভাবে সাড়া দেয় জানার জন্য ককপিটে বসে ঘামছে হাঁদারামটা। জানে না এক ডলার খরচ করার সুযোগও তাকে দেওয়া হবে না!

মইয়ের ধাপ বেয়ে তরতর করে নেমে এল ম্যানটন। ট্যাঙ্কের টারিটে উঠল, তারপর ভিতরে নামল। অ্যাবরামসের পেটে বেরিয়ে এসে সুপারনোভাটাকে দেখতে পেল সে, দেখল দুটো থার্মোনিউক্লিয়ার ওঅরহেড নিজেদের আওয়ারগ্লাস কাঠামো নিয়ে ঝুলে রয়েছে, ওগুলোর ঠিক মাঝখানে ভ্যাকুম-সিলড চেম্বারে হরিজন্টাল ভঙ্গিতে শুয়ে রয়েছে সিলিণ্ডার আকৃতির থাইরিয়াম।

সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকাল ম্যানটন। 'ডেটোনেশন সিকোয়েন্স স্টার্ট করো,' নির্দেশ দিল সে।

'ইয়েস, সার,' টেকনিশিয়ানদের একজন বলল। ডিভাইসটার সামনে রাখা ল্যাপটপ কমপিউটারের কাছে সরে এল সে।

'বারো মিনিটে সেট করো,' বলল ম্যানটন। 'দুপুর বারোটা এক মিনিটে।'

দ্রুত টাইপ করল টেকনিশিয়ান। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ল্যাপটপে একটা কাউণ্টডাউন স্ক্রিন ফুটল।

YOU NOW HAVE
00:12:00
MINUTES TO ENTER DISARM CODE
ENTER DISARM CODE HERE
....

'সার?' ল্যাপটপ থেকে মুখ তুলে ম্যানটনের দিকে তাকাল টেকনিশিয়ান। 'ব্যাপারটা আমরা শুধু টেস্ট করছি, তাই না?'

হাসল ম্যানটন। 'অবশ্যই!'

'সার, ডিজআর্ম কোড? আপনার কাছে আছে তো?'

'নেই মানে?' বুক পকেটে হাত চাপড়াল ম্যানটন। 'এখানে রেখেছি।' মিথ্যে কথা বলছে। দুই পা এগিয়ে টেকনিশিয়ানের পাশে চলে এল সে, তারপর হাত বাড়িয়ে ল্যাপটপের ENTER বাটনে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে নীচের দিকে দৌড় শুরু করল টাইমার।

প্রায় একই সঙ্গে তার অপর হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তলটা। পাশে দাঁড়ানো টেকনিশিয়ান কিছুই টের পায়নি, তার বাম বুকে মাজল ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিল ম্যানটন। চমকে উঠে দ্বিতীয় টেকনিশিয়ান মুখ তুলতেই আরেকবার ট্রিগার টেনে তার খুলি উড়িয়ে দিল সে।

লোক দুটো ট্যাঙ্কের মেঝেতে পড়ে যেতে বোকার মত তাদের দিকে তাকিয়ে থাকল ম্যানটন, তারপর নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'কী দরকার ছিল, ওরা তো এমনিতেই মরত!'

এএন-বাইশের পিছনে পৌঁছে গেছে গুজ। ধাবমান দুটো প্লেনের মাঝখানে আর মাত্র দুই ফুট ব্যবধান।

তীব্র বাতাস অগ্রাহ্য করে এক হাতে গুজের হ্যাচ ধরে আছে রানা, অপর হাত যতটা সম্ভব লম্বা করে দিয়েছে কার্গো প্লেনের ছোট্ট প্যানেলটার দিকে।

এখনও ওটা অনেকটা দূরে। গুজকে আরও কাছাকাছি সরিয়ে আনছে বেলেণ্ডা, সাহসে যতটুকু কুলায় তার...

প্যানেলটা ধরে ফেলল রানা, চাপ দিয়ে খুলে ফেলল। ভিতরে দুটো বোতাম দেখতে পাচ্ছে–একটা সবুজ, একটা লাল। সময় নষ্ট না করে সবুজ বোতামটা টিপে ধরল ও। মেঘ ডাকার মত গুরুগম্ভীর আওয়াজ করে প্লেনটার লোডিং র‍্যাম্প নিচু হতে শুরু করল, নেমে আসছে সরাসরি গুজের নাকের উপর।

বিড়ালের মত ক্ষিপ্রতায় লোডিং র‍্যাম্পের পথ থেকে গুজকে সরিয়ে আনল বেলেণ্ডা, কিন্তু তা করতে গিয়ে সিপ্লেনের নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে থাকা রানাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিল। ভারসাম্য হারিয়ে শূন্যে ছিটকে পড়তে যাচ্ছিল ও। ওর শরীরের বেশির ভাগই হ্যাচের বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, শুধু হ্যাচের দেয়ালে পা বাধিয়ে রেখেছিল বলে পুরোটা বেরিয়ে আসেনি।

পেরুর আকাশে সগর্জনে ছুটছে দুটো প্লেন, একটার পিছনে আরেকটা, ব্যবধান মাত্র দুই ফুট, পৌঁছে যাচ্ছে ১৮,০০০ ফুট উচ্চতায়। তবে প্রকাণ্ড কার্গো প্লেনের পিছনের লোডিং র‍্যাম্প এখন পুরোপুরি খোলা, একেবারে গুজের নাকের সামনে।

আর দেরি করার কোন মানে হয় না, ভাবল রানা। প্রচণ্ড বাতাস উপেক্ষা করে গুজের নাক থেকে লাফ দিল ও, ঢুকে পড়ল এএন-বাইশের হাঁ করা লোডিং র‍্যাম্পে।

লোডিং র‍্যাম্পের মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল রানা। মুহূর্তেই অনুভব করল প্লেন থেকে ওকে বের করে নিয়ে যেতে চাইছে উন্মত্ত বাতাস। কিছু একটা ধরে সেটা ঠেকাবার চেষ্টা করল ও। কিছুই না পেয়ে অবশেষে সরু খাঁজে নখ ঢুকিয়ে দিল, তারপর এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোল। বিশাল কার্গো বে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে ওর সামনে। দেখল কার্গো বে-র মাঝখানে রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে রয়েছে অ্যাবরামস ট্যাঙ্কটা। দেখল প্রচণ্ড বাতাস বিল্ট-ইন কিংবা রিভেট দিয়ে আটকানো নয় এমন প্রতিটি জিনিস প্লেন থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। লাল ওয়ার্নিং আলো ঘন ঘন জ্বলছে ও নিভছে, সেই সঙ্গে বাজছে অ্যালার্ম।

ম্যানটন আগেই জেনেছে। লোডিং র‍্যাম্প ফুটখানেক খোলার সঙ্গে সঙ্গে কার্গো বে-তে ঢুকে পড়া বাতাসের প্রচণ্ড আওয়াজ শুনেছে সে। এক সেকেণ্ড পরেই তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠেছে অ্যালার্ম।

ট্যাঙ্কের পেটের ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, কানে রেডিও চেপে কথা বলছে বোল্ডউইনের সঙ্গে। 'ব্যাপারটা কী!' ট্যাঙ্কের মই বেয়ে উঠছে সে, বাইরে বেরুবে।

নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখা এমপি-পাঁচ টেনে নিল রানা, তারপর বিরাট ট্যাঙ্ক ও কার্গো হোল্ডের মাঝখানে সরু ফাঁকটা দিয়ে এগোল।

হঠাৎ ওর বাম দিকে, ট্যাঙ্কের মাথার হ্যাচ থেকে মাথা তুলল এক লোক। বন করে ঘুরে তার দিকে অস্ত্র তাক করল রানা। 'ফ্রিজ!'

স্থির হয়ে গেল লোকটা।

এতক্ষণে তাকে চিনতে পারল রানা। এই লোকটাই ভিলকাফরে লয়েডের কাছ থেকে আইডলটা নিয়েছিল, মাফিয়া সন্ত্রাসীদের লিডার।

'রেডিওটা ফেলো, তারপর মাথার ওপর হাত তুলে নেমে এসো,' নির্দেশ দিল রানা।

প্রথমে নড়ল না ম্যানটন। সে ভাবছে মাথায় সুতি ক্যাপ, কোমরে জিনস, টি-শার্টের উপর কেভলার ব্রেস্টপ্লেট পরা এই সুদর্শন লোকটা কে হতে পারে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে স্থানীয়, ল্যাটিন আমেরিকান। কিন্তু আসলে কে? এত সাহস, এমপি-পাঁচ তুলে আমাকে অর্ডার করে!

রানার পিছনের খোলা লোডিং র‍্যাম্পের উপরও একবার চোখ বুলাল ম্যানটন, দেখল এএন-বাইশের বিশ ফুট পিছনে রয়েছে গুজ সিপ্লেনটা, দৈত্যকার কার্গো প্লেনের সঙ্গে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

ধীরে ধীরে ট্যাঙ্কের টারিট থেকে নীচে নেমে রানার সামনে দাঁড়াল ম্যানটন। 'কে তুমি?'

'আমি প্রশ্ন করব, তুমি জবাব দেবে,' কঠিন সুরে বলল রানা, সাবমেশিন গানটা ম্যানটনের বুকে তাক করে ধরে আছে। 'সুপারনোভাটা কোথায়?'

মাথা নাড়ল ম্যানটন। তারপর হাসল সে। 'কোনও লাভ নেই। তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছ। ওটাকে এখন আর থামানো যাবে না।'

'কেন?'

'কারণ, এমনকী আমিও জানি না কীভাবে ওটাকে ডিজআর্ম করতে হয়,' বলল ম্যানটন। 'আমার লোকেরা ওটাকে শুধু আর্ম করতে জানে। সেটা একবার করার পর আর কারও কিছু করার নেই।'

'ডিজআর্ম কোড কেউ জানে না?'

'কেউ না,' বলল ম্যানটন। 'জানত একজন, ধারণা করি, প্রিন্সটনে তৈরি ডারপার এক ফাটাকপালে বিজ্ঞানী, কিন্তু তার কথা তুলে আর লাভ কী।'

ম্যানটন এমন নির্লিপ্ত ও ঠাণ্ডা সুরে কথা বলছে, অবিশ্বাস করতে পারছে না রানা। অ্যালার্মটা এখনও বাজছে, যে-কোন মুহূর্তে আরও লোকজন চলে আসবে এদিকে। ডিজআর্ম কোড পাওয়া যাক বা না যাক, ওকে অন্তত চেষ্টা করে দেখতে হবে…

হঠাৎ ঠা-ঠা করে গুলি শুরু হলো ক্যাটওয়াকের ওদিক থেকে। লাফ দিয়ে ট্যাঙ্কের আড়ালে সরে এল রানা। লাফ দিল ম্যানটনও, সুযোগ বুঝে পালাচ্ছে সে।

এক পশলা বুলেট বর্ষণের পর আওয়াজটা থেমে গেল, এবার ভেসে এল বোল্ডউইনের কণ্ঠস্বর। 'রানা? গড, এমন জেদি সান অভ আ বিচ কেউ কখনও দেখেছে!'

ক্যাটওয়াকের দিকে এক পশলা গুলি করে ট্যাঙ্কের মাথায় উঠে পড়ল রানা, তারপর হ্যাচ গলে নেমে এল ভিতরে।

প্রথমেই চোখ পড়ল পায়ের কাছে পড়ে থাকা লাশ দুটোর উপর। এক সেকেণ্ড পর মুখ তুলে সুপারনোভার দিকে তাকাল। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। বিস্ফোরণ ঘটতে আর দুই মিনিট সাত সেকেণ্ড বাকি!

গুড গড! আমি না পাগল হয়ে যাই! দুই মিনিট পর দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশ উড়ে যাবে, সূর্যের টান অগ্রাহ্য করে গ্রহটা ছুটবে নিরুদ্দেশ যাত্রায়, অথচ আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে–জীবনে আর আছে কী! যায় যদি তো যাক শেষ হয়ে শালার এই অভিশপ্ত দুনিয়া!

তারপর অন্য কেউ একজন কথা বলল মনের ভিতর থেকে। নো, নেভার। এরকম হতে দেওয়া যায় না। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনো, রানা, মাই বয়।

কল্পনার চোখে ওর বস্, মেজর জেনারেল রাহাত খানের চেহারাটা দেখতে পেল রানা। জী, সার, বিড় বিড় করল। চেষ্টা করল নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনার। টাইমারের দিকে তাকাল আবার।

০০:০২:০৫
০০:০২:০৪
০০:০২:০৩

গানার সাইটে চোখ রাখল রানা। ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বোল্ডউইনকে, মাইক্রোফোনে কথা বলছে।

হোল্ডের চারদিকে তুমুল আলোড়ন তুলছে বাতাস। ট্যাঙ্কের পিছনে লোডিং র‍্যাম্পটা এখনও খোলা।

বিরাট ট্যাঙ্কের ভিতরে চোখ বুলাল রানা। কমাণ্ড সেন্টারের মাঝখানটা দখল করে রেখেছে সুপারনোভা। ওর উপর দিকে রয়েছে টারিটে ঢোকার হ্যাচ। সামনে ট্যাঙ্কের ১০৫এমএম কামানের ফায়ারিং কন্ট্রোল। আরও সামনে, নিচু একটা জায়গায় প্যাড লাগানো একটা সিট ও স্টিয়ারিং ভেইন দেখা যাচ্ছে–ট্যাঙ্কের ড্রাইভ কন্ট্রোল।

ড্রাইভ কন্ট্রোলে অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করল রানা। ড্রাইভিং সিটের উপরের অংশটা ছাদের নিচু অংশটাকে প্রায় ছুঁয়ে আছে। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পারল ও। অ্যাবরামস ট্যাঙ্কের এটা নতুন আর উন্নত মডেল–তাই এটা আকারে এত বড়, হ্যাচের সংখ্যাও একাধিক। সিটের সরাসরি

উপরে শুধু ড্রাইভারের জন্য আলাদা একটা হ্যাচ রাখা হয়েছে বলে মনে হলো ওর।

তাড়াতাড়ি ড্রাইভিং সিটে বসে উপর দিকে তাকাল রানা। ঠিক যা ভেবেছে, সত্যি আরেকটা হ্যাচ রয়েছে এখানে। এই মুহূর্তে সেটা আবার খোলাও।

শুধু খোলা নয়। খোলা হ্যাচ দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে টেরোরিস্ট গ্রুপের লিডার ম্যানটন, হাতের ক্যালিকো পিস্তলটা সরাসরি রানার মাথা বরাবর তাক করা।

'আবার জিজ্ঞেস করি–তুমি কে, হে?' ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইল ম্যানটন।

'মাসুদ রানা,' বলল ও, মুখ তুলে উপর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মাথার ভিতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে, কীভাবে এড়ানো যায় বিপদটা। মুখে বলল, 'বাংলাদেশের নাম শুনেছ? সুজলা, সুফলা, শষ্য-শ্যামলা এক সোনার দেশের মানুষ আমি।'

এক সেকেণ্ড, উপায় একটা আছে বটে...

'আমি ইউএস নেভিরও কেউ নই, আর্মিরও কেউ নই,' আবার বলল রানা, ম্যানটনকে আলাপে ব্যস্ত রাখতে চাইছে। 'আমার বান্ধবী, ভাষা বিশেষজ্ঞ ডক্টর শাহানাকে ভুল বুঝিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিল কর্নেল লয়েড, আমি তার সঙ্গে এসেছি।'

'ও, প্রেমিক!'

রানা ধারণা করল, ম্যানটন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ওর হাত দুটোকে দেখতে পাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না সেগুলো এই মুহূর্তে স্টিয়ারিং কণ্ট্রোলের তলাটা হাতড়াচ্ছে।

'তা প্রেমিকপ্রবর, বলো তো, এখানে ঢুকে তুমি কী অর্জন করতে চাও?'

'ভাবলাম চেষ্টা করে দেখি সুপারনোভাটাকে যদি ডিজআর্ম করা যায়। বুঝতেই পারছ, ছোট মানুষ হয়ে বড় একটা কাজ করার নেশা পেয়ে বসেছিল–দুনিয়াকে যদি বাঁচাতে পারি!' এখনও হাতড়াচ্ছে রানা। ধুত্তোরি, এখানেই তো থাকার কথা!

'তুমি সিরিয়াস?' জানতে চাইল ম্যানটন। 'ভাবছ বোমাটাকে অকেজো করতে পারবে?'

পেয়েছি! উল্লাস চেপে রেখে কঠিন দৃষ্টিতে ম্যানটনের দিকে তাকাল রানা। 'এক সেকেণ্ড বাকি থাকতেও চেষ্টা করে দেখব আমি, পারি বা না পারি।'

'তাই?' ব্যঙ্গের সুরে বলল ম্যানটন।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রানা। 'জানি শুনতে আশ্চর্য লাগবে তোমার, তবে কথাটা সত্যি, এর আগেও একবার কাজটা করেছি আমি।' ঠিক সেই মুহূর্তে রাবার মোড়া একটা বোতামে চাপ দিল রানা। এরকম বোতাম প্রতিটি ফিল্ড ভেহিকেলে একটা করে থাকে।

ভুরুম!

সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঙ্কের বিরাট ইঞ্জিন গর্জে উঠল। আকস্মিক গর্জনে ভারসাম্য হারাল ম্যানটন। চমকে উঠল ক্যাটওয়াকে দাঁড়ানো বোল্ডউইনও।

ড্রাইভার হ্যাচের ভিতরে, এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজছে রানা। ট্রিগারসহ একটা কন্ট্রোল স্টিক পছন্দ হলো, গায়ে লেখা "মেইন গান"।

স্টিকটা খপ করে ধরে ট্রিগারে চাপ দিল রানা, প্রার্থনা করল—অ্যাবরামসের প্রধান কামানের ভিতরে অন্তত একটা গোলা যেন থাকে।

আছে।

এএন-বাইশের কার্গো বে-তে ১০৫এমএম কামান দাগার গর্জন রানার কানে তালা মেরে দিল। ছুটল একটা উল্কার মত, প্লেনটাকে ভেদ করে বেরিয়ে গেল ১০৫ এমএম গোলাটা। সেই মুহূর্তে একাধারে প্রচণ্ড বিস্ময় ও হতাশার সঙ্গে উপলব্ধি করল রানা; নিজের উপর এতটুকুও নিয়ন্ত্রণ ছিল না ওর, থাকলে কোনও পাগলও মাঝ আকাশে প্লেনের ভিতর কামান দাগত না।

প্রথমে বোল্ডউইনের মাথা উড়িয়ে দিল গোলাটা। মাথা ছাড়াই বেয়াড়া ভঙ্গিতে পুরো এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকল শরীরটা।

সামনের ইস্পাতের দেয়াল ভেঙে ককপিটে ঢুকল গোলা, পাইলটের পিঠ ও বুকে গর্ত করে লাগল উইণ্ডস্ক্রিনে।

পাইলট মারা যাওয়ায় উন্মত্ত হয়ে উঠল এএন-বাইশ! নাক নীচের দিকে তাক করে সেটার গোত্তা খাওয়া শুরু হলো।

কী ক্ষয়ক্ষতি করে বসেছে দেখল রানা, দেখল কোথায় যাচ্ছে প্লেনটা। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে হবে, নিজেকে বোঝাল ও। হাতে এক সেকেণ্ড সময় থাকলেও, বোমাটাকে ডিজআর্ম করার চেষ্টা...

ট্যাঙ্কের কিনারায় এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যানটন, হাতের ক্যালিকো পিস্তল আবার রানার দিকে তাক করছে।

ট্যাঙ্কের গিয়ার খুঁজে নিল রানা। পা চাপল অ্যাকসেলারেটারে।

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল ট্যাঙ্ক, ওটার ট্র্যাক লাগানো হুইল লাফ দিয়ে সচল হলো। রেসিং কার-এর মত ছুটল ইস্পাতের তৈরি যান্ত্রিক দানবটা। তবে কোথাও একটা ভুল করে ফেলেছে রানা, নিশ্চয়ই গিয়ার দেওয়ার সময়ই সেই ভুলটা হয়েছে, ফলে পিছন দিকে ছুটছে ট্যাঙ্ক।

লোডিং র‍্যাম্প হয়ে প্লেনের কিনারার দিকে এগোচ্ছে অ্যাবরামস। ভুলটা শুধরে নেওয়ার আগেই পরিচ্ছন্ন, নির্মেঘ, খোলা আকাশে লাফ দিল সেটা।

বিরাট ট্যাঙ্কের পতন শুরু হলো। পিছনটা মাটির দিকে তাক করা। লোডিং র‍্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসেছে ট্যাঙ্ক, এক মুহূর্ত পর বিস্ফোরিত হলো কার্গো প্লেন। কমলা রঙের প্রকাণ্ড একটা আগুনের বল সৃষ্টি হলো, তারপর ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

সাতষট্টি টন ওজন নিয়ে এখনও নীচে খসে পড়ছে ট্যাঙ্কটা। ওটার ভিতরে সমস্যার কোনও শেষ নেই রানার। প্রতিটি জিনিস কাত হয়ে আছে। গোটা ট্যাঙ্ক

প্রচণ্ড কাঁপছে। ট্যাঙ্কটা লোডিং র‍্যাম্প থেকে শূন্যে লাফ দেওয়ার সময় ড্রাইভারের সিট থেকে ছিটকে কমাণ্ড সেন্টারের মাঝখানে এসে পড়েছে ও। ওর পাশে রয়েছে সুপারনোভা। ওটা হরিজন্টাল ভঙ্গিতে বসে আছে, সিলিং ও মেঝের মাঝখানে শক্তভাবে আটকানো।

টাইমারের ডিসপ্লে স্ক্রিনে তাকাল রানা।

০০:০০:২১

০০:০০:২০

০০:০০:১৯

উনিশ সেকেণ্ড!

প্রায় ওই একই সময় পাওয়া যাবে ২০,০০০ ফুট নীচে আছড়ে পড়ে ট্যাঙ্কটা ভাঙতে।

হয় সুপারনোভার বিস্ফোরণে বাকি দুনিয়ার সঙ্গে মারা যাও, নিজেকে জানাল রানা, নয়তো ওটাকে ডিজআর্ম করে ট্যাঙ্কের ভিতর একা মারা যাও আগামী সতেরো সেকেণ্ডের মধ্যে।

অন্য অর্থে, পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হবে ওকে। আরও একবার।

ধুত্তোর, একই ব্যাপার এত তাড়াতাড়ি দু'বার কী করে হয়?

কমপিউটার স্ক্রিনে তাকাল রানা।

YOU HAVE NOW **00:00:16** MINUTES TO ENTER DISARM CODE ENTER DISARM CODE HERE

ষোলো সেকেণ্ড।

সগর্জনে বাতাস কেটে নীচে নামছে ট্যাঙ্ক।

চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ল। ঝট করে তাকাতেই দেখতে পেল ম্যানটনকে। ড্রাইভারের হ্যাচ গলে ট্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকছে সে; হাতে পিস্তল।

মর শালা!

00:00:15

তার কথা ভুলে যাও!

চিন্তা করো!

কী চিন্তা করব?

00:00:14

মাথাটা পরিষ্কার করতে চাইছে রানা।

ঠিক আছে, বেশ, ওর জানা আছে ভিনসেন্ট বিউগল এই ডিভাইসটার ইগনিশন সিস্টেম ডিজাইন করেছে।

00:00:13
00:00:12

ড্রাইভারের হ্যাচ গলে ম্যানটনের অর্ধেক শরীর ট্যাঙ্কের ভিতর ঢুকে পড়েছে। রানাকে দেখতে পেয়ে গুলি করল সে।

ডাইভ দিল রানা, আড়াল নিল সুপারনোভার পিছনে।

বিউগল যদি ইগনিশন সিস্টেমের ডিজাইন করে থাকে, ডিজআর্ম কোডও নিশ্চয়ই সে-ই সেট করেছে।

00:00:10

আট ডিজিটের একটি নিউমেরিকল কোড।

ইতিমধ্যে ম্যানটনের পুরো শরীর ট্যাঙ্কের ভিতর ঢুকে পড়েছে।

বিউগল কী কোড ব্যবহার করবে? মারা যাওয়ার আগে ঠিক কী যেন বলছিল সে? আসলে বলতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু সবটুকু বলতে পারেনি। বলছিল—"আপনার…জন্ম…"। কী মানে এই দুর্বোধ্য শব্দ দুটোর? মাঝখানে কিংবা শেষে আরও কিছু ছিল। কী?

আপনার…জন্ম দিন?

না। মারা যাওয়ার ঠিক আগে রানার জন্মদিন নিয়ে মাথা ঘামাবে না বিউগল।

ডিগবাজি খেতে খেতে প্রতি সেকেণ্ডে এক হাজার ফুট নেমে চলেছে ট্যাঙ্ক।

রানাকে দেখতে পেয়ে আবার পিস্তল তুলল ম্যানটন। কিন্তু কিছুতেই ভারসাম্য রাখতে পারছে না, স্থির করতে পারছে না লক্ষ্য।

বিউগল কী কোড ব্যবহার করতে পারে? নিজের জন্মদিন? তাৎপর্য আছে এমন কোন তারিখ?

গগলকে, অর্থাৎ নিজের বড় ভাইকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করত বিউগল। সেই সূত্রে বড় ভাইয়ের বন্ধু হিসাবে রানাকেও। যদিও জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোয় ভাইয়ের বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ছিটে-ফোঁটাও দেখা যায়নি তার মধ্যে।

00:00:07

আপনার…জন্ম…
আপনার…জন্মদিন…
আপনার…জন্মটাই বৃথা…

00:00:06

আপনার…জন্ম…
আপনার বন্ধুর জন্মদিন…

00:00:5

গগলের জন্মদিন? ওহ্, গড! কী সেটা? চিন্তা করো! চিন্তা করো!
১০১০…
তারপর? চিন্তা করো, রানা! সালটা কত?

00:00:04

১০১০১৯...

00:00:03

...৬৮...

হ্যাঁ, আটষট্টি সালেই!

আর্মিং কমপিউটারের বোতাম টিপতে শুরু করেছে রানা। ঝড়ের বেগে টাইপ করল আটটা সংখ্যা–10101968 তারপর খোঁচা মারল ENTER লেখা বোতামটায়।

বিপ!

চেহারা পাল্টাল স্ক্রিন।

DISARM CODE ENTERED
DETONATION COUNTDOWN TERMINATED AT
00:00:02
MINUTES

বিপ শোনার পর স্ক্রিনের দিকে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করল না, দ্রুত ম্যানটনের সামনে থেকে সরে গেল রানা। ডিজআর্ম করা সুপারনোভার আড়াল নিয়ে ছুটল ছোট্ট মইটার দিকে, যেটা ট্যাঙ্কের টারিট হ্যাচের দিকে উঠে গেছে।

নিজেও রানা বলতে পারবে না কেন যাচ্ছে ওদিকে। সম্ভবত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক একটা ধারণা কাজ করছে, জমিনে আছড়ে পড়ার সময় ট্যাঙ্কের বাইরে থাকলে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা একটু বোধহয় বেশি।

সংঘর্ষের সময় নিশ্চয়ই ঘনিয়ে এসেছে।

আড়াআড়িভাবে ফেলা মই বেয়ে এগোবার সময় আইডলটা পড়ে থাকতে দেখল রানা, এখন ওটার গোড়ায় একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। ক্রল বন্ধ না করে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ওটা।

হ্যাচে পৌঁছাল রানা। ধাক্কা দিয়ে খুলল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস খাবলা মারল মুখে, অন্ধ করে দিল ওকে।

ট্যাঙ্কের ছাদটা এখন খাড়া, সেটা আঁকড়ে ধরল শক্ত করে। পা ছুঁড়ে বন্ধ করল হ্যাচ। ভিতরে আটকা পড়েছে ম্যানটন, তবে বন্ধ হ্যাচের ওপাশে গুলির শব্দ হচ্ছে।

অনেক কষ্টে চোখ খুলে নীচে তাকাল রানা। মনে হলো ঘণ্টায় দশ লক্ষ মাইল গতিতে উঠে আসছে রেইনফরেস্ট।

সগর্জনে খসে পড়ছে ট্যাঙ্ক।

সংঘর্ষ আর তিন সেকেণ্ড পর।

সব শেষ।

দুই সেকেণ্ড।

এক।

দুনিয়া উঠে আসছে ওর দিকে। অবশিষ্ট শেষ এই এক সেকেণ্ড বাকি থাকতে চোখ বুজল রানা।

আর ঠিক তখনই ঘটল ব্যাপারটা।

প্রচণ্ড গতিতে মাটিতে নেমে এল অ্যাবরামস। সাতষট্টি টনী ট্যাঙ্ক এক মিলিসেকেণ্ডে চ্যাপ্টা হয়ে গেল, পরবর্তী মিলিসেকেণ্ডে হাজার হাজার টুকরো হয়ে ছুটল চারদিকে।

মাটিতে পড়ার সময় ম্যাথিউ ম্যানটন ওটার ভিতরে ছিল। সংঘর্ষের ফলে ইস্পাতের মেঝেটা অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে এল ছাদের দিকে। এক মুহূর্ত পর রক্ত-মাংস-হাড় কিছুই আর অবশিষ্ট থাকল না তার।

প্রচণ্ড সংঘর্ষে সুপারনোভাটাও ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, পাউডারে পরিণত হয়েছে ওটায় ফিট করা থাইরিয়ামের টুকরো, অর্থাৎ উদ্ধার করার মত কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এলাকায় খানিকটা তেজস্ক্রিয় হয়তো ছড়াবে, তবে পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত কোনও দুর্ঘনটার আশঙ্কা একেবারে নেই।

আর মাসুদ রানা? সংঘর্ষের সময় ট্যাঙ্কটার আশপাশে কোথাও ছিল না ও।

জমিনে নামার সামান্য আগে, যখন আশি ফুট উপরে ছিল ট্যাঙ্কটা, ওই সময় আশ্চর্য একটা অভিজ্ঞতা হলো রানার।

একটা আওয়াজ শুনল ও, সনিক বুমের সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য নেই। ওর খুব কাছাকাছি, পিছন থেকে এল আওয়াজটা। আর তারপর, অকস্মাৎ–স্যাৎ!–অনুভব করল অদৃশ্য কোনও শক্তি জোরে টান দিয়ে আকাশে তুলে নিল ওকে।

তবে টানটা কর্কশ কিংবা চাবুক মারার মত নয়, বরং নরম ও সাবলীলই বলতে হবে। ফলে ম্যানটনকে নিয়ে ট্যাঙ্কটা যখন জমিন স্পর্শ করল, রানা তখন ওটার ত্রিশ ফুট উপরে ঝুলে রয়েছে, সম্পূর্ণ বহাল তবিয়তে।

নীচের দিকে তাকাল রানা, বুঝতে পারল কী ঘটেছে।

সাদা গ্যাসের দুটো মোটা রেখা দেখতে পেল রানা। কেভলার ব্রেস্টপ্লেট পরে আছে ও, ওটার সঙ্গে আটকানো A আকৃতির ইউনিট হলো ওই গ্যাসের উৎস। আসলে A-র গোড়ায় ছোট দুটো এগযস্ট পোর্ট আছে, এক জোড়া প্রপেলাণ্ট হিসাবে ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে সাদা গ্যাস।

এই ব্রেস্টপ্লেট বিকেএ-র এজেণ্ট হারজা দিয়েছিল রানাকে। হারজা জিনিসটা পায় নিও নাৎসিদের কাছ থেকে। বছর কয়েক আগে বাল্টিমোর বেল্টওয়েয়ের একটা ডারপা ট্রাক থেকে আটচল্লিশটা ক্লোরিন-বেইসড আইসোটপিক চার্জ চুরি করেছিল নাৎসিরা, ওই সময় ষোলোটা জে-সেভেন জেট প্যাকও চুরি করে তারা। রানাকে দেওয়া কালো কেভলার ব্রেস্টপ্লেটটা আসলে ওই জে-সেভেন জেট প্যাক, আর্মির সহায়তায় ডারপা হেডকোয়ার্টারে ওটা মডিফাই করা হয়।

প্রতিটি জে-সেভেন জেট প্যাকে অলটিমিটার সুইচ আছে। অলটিচ্যুড-ট্রিগারড সেফটি মেকানিজম, আশি ফুটের নীচে নামার পর ব্যবহারকারী এনগেজ করতে ব্যর্থ হলে প্রপালশান সিস্টেম নিজেই সচল হয়ে মাথার উপর মেলে ধরবে জেট প্যাককে। ঠিক যেমনটি রানার বেলায় ঘটেছে।

জেট প্যাকটা ধীরে ধীরে মাটিতে নামিয়ে আনছে রানাকে। হাঁপিয়ে উঠেছে ও, রেইনফরেস্টের সবুজ চাঁদোয়ায় নামতে যাচ্ছে দেখে শরীরের সমস্ত পেশি শিথিল করে দিল।

কয়েক সেকেণ্ড পর পা পড়ল মাটিতে। ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু দুটো, ভয়ানক ক্লান্তি অনুভব করছে।

রেইনফরেস্টের চারদিকে চোখ বুলাবার সময় মনে প্রশ্ন জাগল—এই জায়গা থেকে বেরুব কীভাবে?

তারপর ভাবল, কিছুই গ্রাহ্য করার দরকার নেই। উনিশ হাজার ফুট উপর থেকে সাতষট্টি টনী ট্যাঙ্কসহ নীচে পড়ার সময় একটা সুপারনোভা ডিজআর্ম করেছে ও, আর কী চাই?

তারপর সমস্যার সমাধান হিসাবে হঠাৎ আকাশে ছোট একটা সিপ্লেন দেখা গেল, গাছের মাথা ছুঁয়ে ছুটে যাচ্ছে। পাইলটের জানালায় আহ্লাদে আটখানা একটি মুখ দেখা গেল, রানার উদ্দেশে ঘন ঘন হাত নাড়ছে।

সিপ্লেনটা গুজ। আর মুখটা শরিফের।

ত্রিশ মিনিট পর নদীটা খুঁজে পেল রানা। গুজে উঠতেই উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়াল ওকে শাহানা ও বেলেণ্ডা। কেউই তারা ভাবেনি রানাকে আবার জীবিত দেখতে পাবে, ফলে অন্তত শাহানার আনন্দে কেঁদে ফেলাটা স্বাভাবিক।

শরিফ অবশ্য হাসছে। বলল, 'আমি জানতাম, মাসুদ ভাই। জানতাম আপনার সঙ্গে ব্রেস্টপ্লেট আছে, আর ওটার সঙ্গে প্যারাশুটও আছে।' হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে উঠল সে। 'তবে এই অভিশপ্ত দেশে আর নয়, মাসুদ ভাই। আপনি অনুমতি দিলে এখনই আমরা রওনা হতে চাই।'

তার দিকে ফিরল রানা। 'না, শরিফ। এখনই নয়। যাবার আগে আর মাত্র একটা কাজ সারতে হবে।'

সতেরো

সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে প্রাচীন ভিলকাফর শহরের পাশের নদীতে ল্যাণ্ড করল ওদের সিপ্লেন গুজ।

আবার নিজেদের গায়ে বাঁদরের প্রস্রাব মেখে উপরের গ্রামটার উদ্দেশে

রওনা হলো রানা ও বেলেগু। হারজা, শরিফ ও শাহানাকে গুজে রেখে যাচ্ছে ওরা। হারজার সেবা-শুশ্রূষা দরকার, শরিফের দরকার ফার্স্ট-এইড।

কাকতাড়ুয়ার মত চেহারা, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর, ভিলকাফর শহরের ভিতর দিয়ে এগোবার সময় রানা খেয়াল করল প্রধান সড়কে একটা লাশও পড়ে নেই। আশ্চর্য তো! মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে নেভি ও ডারপার অতগুলো মানুষ ছাড়াও এখানে খুন হয়েছে বিউগল, ক্রিস্টাল, লয়েড ও সার্জেন্ট রিড, অথচ কোথাও তাদের লাশ দেখা যাচ্ছে না। ফাঁকা রাস্তাটার দিকে বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে থাকল রানা। ওর কোনও ধারণা নেই লাশগুলো নিয়ে কে কী করেছে।

গোধূলি শুরু হয়েছে, এই সময় বেলেগুকে নিয়ে উপরের গ্রামটায় উঠে এল রানা। গ্রামের কিনারায় পরিখার ধারে আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের সর্দার ও নৃবিজ্ঞানী ডক্টর মিগুয়েল মারকুয়েজের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের।

'আমি মনে করি এটা আপনাদেরকেই ফিরিয়ে দেয়া উচিত,' বলল রানা, হাতের আইডলটা ইঙ্গিতে দেখাল বৃদ্ধ সর্দারকে। ওদের আলাপ দোভাষীর মাধ্যমে হচ্ছে।

সর্দার হাসল। 'আপনি সত্যি নির্বাচিত একজন,' বলল সে। 'একদিন আমার লোকজন আপনাকে নিয়ে গান তৈরি করে গাইবে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, জনগণের আত্মা ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

ইণ্ডিয়ানদের প্রথা অনুসারে একটু মাথা নোয়াল রানা। নির্বাচিত না ঘোড়ার ডিম, মনে মনে ভাবল ও। আঠারো ফুটী কেইমানটার কথা মনে পড়লে এখনও বুকের রক্ত জমে যেতে চায়! উফ্, কী কঠিন পরীক্ষাতেই না ফেলা হয়েছিল ওকে!

'তবে আমাকে একটা কথা দিতে হবে,' বলল রানা। 'কথা দিতে হবে, আমরা চলে যাবার পর এই গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলের গভীরে হারিয়ে যাবেন আপনারা। এই মূর্তির খোঁজে আরও লোক আসবে এখানে, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এটা নিয়ে এমন জায়গায় চলে যাবেন কেউ যাতে কখনও আপনাদেরকে খুঁজে না পায়। সেরকম জায়গা এই জঙ্গলে আছে না?'

মাথা ঝাঁকাল সর্দার। 'আছে বৈকি! কথা দিচ্ছি আপনার কথামত সেখানে আমরা চলে যাব।'

এখনও আইডলটা সর্দারের হাতে তুলে দেয়নি রানা। 'আপনি যদি অনুমতি দেন, মহাশয়,' বলল ও, 'আরও একটা কাজ বাকি আছে এখানে আমার, সেটা করতে হলে এই মূর্তিটা আমার দরকার হবে।'

সানন্দে রাজি হলো সর্দার।

রক টাওয়ারকে ঘিরে থাকা প্যাঁচানো পথের উপরে জড়ো হয়েছে ইণ্ডিয়ানরা। ইতিমধ্যে রাত নেমেছে। মশালের আলোয় লালচে হয়ে আছে চারদিক। গায়ে বাঁদরের প্রস্রাব ঢেলে তারা সবাই তৈরি।

রূপাগুলো, ডক্টর মারকুয়েজ জানালেন, মন্দিরে ঢুকতে ব্যর্থ হয়ে গহ্বরটার গোড়ায় গাঢ় ছায়ার ভিতর লুকিয়েছিল সারাটা দিন।

প্যাঁচানো পথের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, লেকের উপর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওপারে। এই লেকটার উপরেই ঝুলে ছিল রোপ ব্রিজটা।

এখনও টাওয়ারের গায়ে ঝুলে রয়েছে রোপ ব্রিজ, চব্বিশ ঘণ্টা আগে ঠিক যেখানে লুপ খুলে ফেলে দিয়েছিল নাৎসিরা।

সর্দারের বাছাই করা দক্ষ একজন ইণ্ডিয়ানকে ডাকা হলো। কী করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে তার গায়ে আরও খানিকটা বাঁদরের প্রস্রাব ঢেলে দিল সর্দার।

ক্যানিয়ানের গোড়ায় নেমে গেল লোকটা, সেখান থেকে রক টাওয়ারের প্রায় খাড়া পাঁচিল বেয়ে উপরে উঠছে। কিছুক্ষণ পর রোপ ব্রিজের শেষ মাথার বাড়তি রশিটার নাগাল পেয়ে গেল। ওটা আরেকটা রশির এক প্রান্তের সঙ্গে বাঁধল সে, অপর প্রান্তটা রয়েছে প্যাঁচানো পথে দাঁড়ানো ইণ্ডিয়ানদের হাতে। টান দিয়ে বাড়তি রশিটাকে লেকের এপারে, নিজেদের দিকে নিয়ে এল তারা।

জায়গা মত তাড়াতাড়ি বেঁধে লেকের উপর টান টান করা হলো রোপ ব্রিজ।

'এর কি সত্যি কোনও প্রয়োজন আছে?' জিজ্ঞেস করল বেলেগো।

টাওয়ারের মাথার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, বলল, 'ওই মন্দির থেকে বেরুবার আরও একটা পথ আছে। লার্দিয়া পেয়েছিল সেটা। আমিও পাব।'

সরদারের কাছ থেকে পাওয়া ওর্তেগার নোটবুক পড়ে লার্দিয়া সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন তথ্য জানতে পেরেছে শাহানা। সে-সব রানাও এখন জানে। মন্দিরের ভিতর কুলুঙ্গীতে একটা কঙ্কাল দেখতে পেয়ে নিজের নেকলেসটা ওটার গলায় পরিয়ে দেয় লার্দিয়া, লোকে যাতে ওটাকে তার কঙ্কাল বলে মনে করে। ওই কুলুঙ্গীতে নকল মূর্তিটাও রেখেছিল সে। তারপর অন্য এক গোপন পথ ধরে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে সে। রানা এখন সেই পথের সন্ধানেই মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে চাইছে।

এক হাতে আইডল, আরেক হাতে মশাল ও কাঁধে চামড়ার তৈরি একটা চৌকো ব্যাগ নিয়ে ঝুলে থাকা ব্রিজ ধরে রওনা হলো ও। স্বাস্থ্যবান দশজন ইণ্ডিয়ান অনুসরণ করল ওকে, তাদের কাছেও জ্বলন্ত মশাল রয়েছে।

রক টাওয়ারে পৌঁছে মন্দিরের সামনের ফাঁকা জায়গাটায় থামল রানা। চামড়ার ব্যাগ থেকে পানির ছোট একটা মশক বের করে থাইরিয়াম আইডলটাকে ভিজিয়ে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন উঠল।

মমমমমমমম।

আশ্চর্য একটা সম্মোহনী আওয়াজ, রাতের শান্ত বাতাসে ভর করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছে গেল প্রথম রূপা। এক সেকেণ্ড পর দ্বিতীয়টা।

একে একে সেখানে জড়ো হলো ওগুলো, রানাকে ঘিরে বড়সড় একটা বৃত্ত

তৈরি করেছে। গুণে দেখল রানা। বারোটা। আবার আইডলটা ভেজাল ও। সুরেলা গুঞ্জনটা আরও জোরাল হয়ে উঠল।

এরপর পিছু হটতে শুরু করল রানা, মন্দিরে ঢুকছে। দশ পা পিছু হটার পর প্রকাণ্ড, কালো ও ভীতিকর রূপাগুলো অনুসরণ করল ওকে।

বারোটা ব্ল্যাক প্যান্থার মন্দিরে ঢোকার পর যোদ্ধা ইণ্ডিয়ানরা বোল্ডারটা ঠেলে মন্দিরের প্রবেশপথ বন্ধ করে দিচ্ছে।

মন্দিরের ভিতর থেকে বোল্ডার সরাবার আওয়াজ পাচ্ছে রানা। দেখতেও পেল। ঘটাং করে একটা আওয়াজের সঙ্গে মন্দিরের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। এখন আর ভিতরে চাঁদের আলো ঢুকছে না। এক পাল ব্ল্যাক প্যান্থারের সঙ্গে একা হয়ে গেল রানা।

একটি মাত্র মশালের আলো গাঢ় অন্ধকার দূর করতে পারছে না। রানার চারদিকে টানেলের দেয়াল স্যাঁতসেঁতে হওয়ায় চকচক করছে। মন্দিরের গভীর কোথাও থেকে নিয়মিত ছন্দে ভেসে আসছে–টপ, টপ, টপ।

বারোটা ব্ল্যাক প্যান্থার একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর হাতে ধরা মূর্তির দিকে, যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছে। মশালটা মাথার উপরে উঁচু করে ধরে আছে রানা। প্যাঁচানো, ঢালু টানেল বেয়ে নামছে ও। টানেলের দেয়ালে ছোট বড় খোপ ও তাক দেখা যাচ্ছে।

প্যাঁচানো প্যাসেজের নীচে নেমে এল রানা। সামনে লম্বা ও সরল একটা টানেল। পিছনে হাজির হলো ব্ল্যাক প্যান্থারের পাল; একটাও কোনও শব্দ করছে না, নরম পায়ে হাঁটছে। শান্ত, অথচ একই সঙ্গে ভীতিকর।

সরল টানেলটা পার হয়ে এসে মেঝেতে বড় একটা গর্ত দেখল রানা। প্রায় চৌকোই বলা যায়, লম্বা ও চওড়ায় পনেরো ফুটের মত হবে, ওর সামনের পুরোটা টানেল জুড়ে। গর্তটার ভিতর থেকে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ উঠে আসছে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে বেঁধে নিল রানা। উঁকি দিয়ে তাকালেও, অন্ধকার ছাড়া নীচের কিছু দেখতে পেল না। তবে গর্তের ডান দিকের ঢালু দেয়ালে হাত ও পা রাখার জন্য খুপরি কাটা আছে, দেখতে অনেকটা সিঁড়ির ধাপের মতই।

আইডলটা আরেকবার পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে গর্তের ভিতরে নামছে রানা। এখানেও ওর পিছু নিল রূপাগুলো। তবে ধাপগুলোয় পা দিল না, কাস্তে আকৃতির নখর ব্যবহার করে ঢালু দেয়াল বেয়ে নামছে।

পঞ্চাশ ফুট নীচে নামার পর মেঝেতে পা পড়ল রানার। উৎকট দুর্গন্ধটা আরও বেশি এখানে। পচা মাংসের মত লাগছে। মশালটা দাঁতের ফাঁক থেকে হাতে নিল ও, তারপর কয়েক পা এগিয়ে চারদিকে তাকাল।

পাথরের তৈরি বিরাট হলরুমের ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, রক টাওয়ারের পেট কেটে গুহার আকৃতিতে বানানো হয়েছে চেম্বারটা। উঁচু সিলিং কম করেও পঞ্চাশ ফুট উপরে, হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। পাথরের অনেকগুলো স্তম্ভ অবলম্বন হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। রানার সামনে সমতল মেঝে পড়ে রয়েছে। এটাও

হারিয়ে গেছে অন্ধকারে।

বিরাট চেম্বারের দেয়ালে খোদাই করা আদিম যুগের চিত্র দেখতে পাচ্ছে রানা। ব্ল্যাক প্যান্থারের ছবি, মানুষের ছবি, মানুষের উপর ওগুলোর হামলার ছবি। কোনও কোনও ছবিতে দেখা যাচ্ছে মানুষের হাত-পা ও মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলেছে রাপা। আবার এমন ছবিও আছে—আতঙ্কে চিৎকার করছে আহত মানুষ, দু'হাত ভর্তি লুঠ করা জিনিস-পত্র। কী ভয়ঙ্কর লোভ!

খোঁদাই করা শিল্পকর্মের ফাঁকে ফাঁকে পাথরের তাক রয়েছে দেয়ালে, সেগুলো রাপার মুখের আদলে তৈরি করা হয়েছে। মাকড়সার মোটা জাল ঘিরে রেখেছে ওগুলোকে।

একটা তাকের সামনে দাঁড়াল রানা, তারপর রাপার মুখ থেকে ছিঁড়ে নিল মাকড়সার পুরু জাল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল। ব্ল্যাক প্যান্থারের হাঁ করা মুখের ভিতর ছোট একটা বেদি তৈরি করা হয়েছে, তাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন মানুষ। স্ট্যাচুটা সম্পূর্ণ সোনার তৈরি। ওটার লিঙ্গ উত্তেজিত হয়ে আছে।

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ছে রানা, চোখ বুলাচ্ছে ওর চারদিকের দেয়ালে। সব মিলিয়ে বড় আকৃতির চল্লিশটা তাক দেখা যাচ্ছে। প্রতিটিতে যদি অন্তত একটি করেও আর্টিফ্যাক্ট থাকে, এখানকার গুপ্তধনের মূল্য...

এটা সোলোন-এর গুপ্তধন। এর মূল্য নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব, বলা উচিত অমূল্য সম্পদ।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। এগুলোর প্রতি ওর কোনও লোভ হচ্ছে না। তবে এ-ও ঠিক যে এগুলো এখানে আর বেশিদিন থাকবে না, কেউ না কেউ এসে লুঠ করে নিয়ে যাবে সব।

নিজে না নিক, চোর-ডাকাতদের জন্য এগুলো এখানে ফেলে রেখে যাওয়ারও কোনও মানে হয় না। এখনই না হলেও, কিছু দিনের মধ্যেই পেরু সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করতে পারে রানা। প্রয়োজনে ম্যাপ এঁকে জানিয়ে দিতে পারে কীভাবে এখানে পৌঁছাতে হবে আর কোথায় কী পাওয়া যাবে।

তাকগুলোর কাছ থেকে সরে এল রানা। প্রকাণ্ড গুহা আকৃতির চেম্বারের আরেক মাথার দিকে তাকিয়ে আছে ও। দুর্গন্ধের উৎসটা এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে।

'ওহ, গড!' আঁতকে উঠল রানা।

কুৎসিত, বিরাট একটা স্তূপ। একটার উপরে আরেকটা, এভাবে পড়ে আছে অন্তত একশো মানুষের দেহ। প্রায় সবারই অঙ্গহানি ঘটেছে। ঢালু না হওয়ায় স্তূপের চারদিকে স্থির হয়ে আছে রক্তের পুরু স্তর। কিছু লাশের পরনে কাপড় আছে, বেশিরভাগই নগ্ন। চারদিকে ছড়িয়ে আছে রক্ত মাখা হাড়। আতঙ্কিত রানা কয়েকটা লাশ চিনতে পারল—ক্যাপটেন ডন লেভিন, র‍্যামন হেকম্যান, উইল ডুরান্ট, জার্মান জেনারেল 'কুবিন'। স্তূপের গায়ে উল্টো করে ঝুলন্ত

অবস্থায় মরিস বেকারকেও দেখতে পেল ও, তার নীচের অর্ধেকটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলা হয়েছে।

স্তূপের মধ্যে ইণ্ডিয়ানদেরও অনেক লাশ রয়েছে। তবে ওর পরিচিত একটা বিশেষ লাশ দেখতে না পেয়ে বিস্মিতই হলো।

ওখান থেকে সরে এল রানা। লাশের পাহাড়টাকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে, তাকিয়ে আছে পাহাড়টার সরাসরি সামনের দেয়ালে। ওখানে ছোট একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে।

গর্তটা প্রায় গোলই, ডায়ামিটারে আড়াই ফুট হবে, চওড়া কাঁধ নিয়েও ঢুকতে পারবে একজন মানুষ। রানার মনে পড়ল, মন্দিরের পিছন দিকটায় এই আকৃতির একটা পাথর দেখেছিল ও।

আচ্ছা, এটা তা হলে ঠিক গর্ত নয়। ইংরেজিতে যাকে বলে শুট। মুখটা সারফেসে, শেষ হয়েছে এখানে এসে, ঢালু একটা টানেল আর কী।

এক মুহূর্তেই কঠিন প্রশ্নটার সহজ জবাব পেয়ে গেল রানা। প্রশ্নটা ছিল, বন্ধ মন্দিরের ভিতরে চারশো বছর ধরে কীভাবে টিকে আছে এতগুলো রাপা?

ডক্টর মাকুয়েজের বলা কথাগুলো পরিষ্কার মনে আছে ওর: '...কেইমানটাকে আপনি হারাতে না পারলে আপনার সব কজন সঙ্গীকে নিরস্ত্র অবস্থায় রাপাদের সামনে পরিবেশন করা হত।'

এখানে পরিবেশন মানে বলি দেয়া। বলি দেওয়ার জন্য এটা একটা কূপ। এই কুয়ার ভিতরে ব্ল্যাক প্যান্থারের জন্য মানুষের মাংস পরিবেশন করত উপরের গ্রামের আদিবাসীরা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের এই অঢেল মাংস খেয়েই ওগুলো এরকম প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে।

হয়তো শুধু জ্যান্ত মানুষ নয়, লাশও ফেলা হয় এই কুয়ায়।

তারপর বড় আকৃতির আরও পাঁচটা রাপাকে দেখতে পেল রানা, লাশের পাহাড়ের ডান পাশের মেঝেতে শুয়ে রয়েছে, চৌকো একটা গর্তের কাছাকাছি। পাঁচটাই তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। ওগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আট-দশটা ব্ল্যাক প্যান্থারের বাচ্চা। সেগুলোও একদৃষ্টে দেখছে রানাকে। এতক্ষণ খেলছিল, মমমমমমমম গুঞ্জন শুনে স্থির হয়ে গেছে।

ওগুলোর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে চামড়ার ব্যাগের ভিতর হাত ভরল রানা, বের করে আনল নকল মূর্তিটা।

ধীর পায়ে চেম্বারে ঢোকার মুখটায় ফিরে এল ও। পনেরো ফুট চওড়া চৌকো গর্তের নীচে, মেঝেতে রাখল নকল আইডলটাকে। মন্দিরে কেউ ঢুকলে এই চেম্বারে নামতে হবে তাকে, কেননা আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই তার; আর এখানে নামার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবে মূর্তিটাকে। নিশ্চিতভাবে জানার কোনও উপায় নেই, তবে ওর ধারণা চারশো বছর আগে ঠিক এই কাজই করেছিল লার্দিয়া।

যাই হোক, এবার এখান থেকে বেরুতে হয়।

আসল আইডলটাকে আরেকবার পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে পাঁচটা স্ত্রী রাপাকে পাশ কাটাল রানা, থামল ছোট আকারের চৌকো গর্তটার সামনে। বড় গর্তটার

মতই, এটার গায়েও ধাপ কাটা আছে। উঁকি দিয়ে নীচে তাকাল রানা। অন্ধকার।

মশালটা আবার মুখে আটকে নিয়ে, গুঞ্জনরত আইডল ব্যাগের ভিতর, সরু শাফট বেয়ে নীচে নামছে রানা।

এক কি দেড় মিনিটের মধ্যে মাথার দিকের গর্তের মুখটা হারিয়ে ফেলল ও। শাফটটা পুরোপুরি খাড়া নয়, বেশ ঢালু; বারোটার মধ্যে মাত্র দুটো রাপা ওর পিছু নিয়ে নীচে নামছে। মশালের আলোর ঠিক কিনারায় থাকছে ওগুলো, তার বেশি এগোচ্ছে না। সারাক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেও, হামলা চালাবার কোনও লক্ষণ নেই।

নামছে তো নামছেই রানা, মনে হলো অনন্তকাল পেরিয়ে যাচ্ছে। আসলে হয়তো দুশো ফুট নেমেছে মাত্র। তারপর, অবশেষে, পা ঠেকল মেঝেতে।

মুখ থেকে হাতে নিয়ে মশালটা পায়ের দিকে নামাল রানা। দেখল পানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। মশাল তুলে চারদিকে তাকাল। জায়গাটা ছোট একটা গুহার মত, চারপাশে চারটে নিশ্ছিদ্র নিরেট পাথরের দেয়াল ছাড়া দেখার কিছু নেই।

ভুরু কোঁচকাল রানা। পানি স্থির নয়। আবার নিচু করল মশালটা। অলস একটা স্রোত ধরা পড়ল চোখে, ডান দিক থেকে বামদিকে যাচ্ছে। হঠাৎ বুঝতে পারল কোথায় রয়েছে ও।

রক টাওয়ারের সরাসরি নীচে রয়েছে রানা, গহ্বরের তলায় অগভীর লেকে ঠিক যেখানটায় নেমে এসেছে টাওয়ারের পাঁচিল। শুধু কীভাবে যেন ছোট্ট এই গুহায় লেকটার পানি আসা-যাওয়া করছে।

ব্যাগের ভিতরে এখনও মমমমমমমম করছে আইডলটা।

ব্ল্যাক প্যান্থার দুটো গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। হাতের মশাল ফেলে দিয়ে গভীর পানিতে নেমে এল রানা, তারপর ডুব দিয়ে এগোল স্রোতের সঙ্গে।

ত্রিশ সেকেণ্ড পর লম্বা একটা আণ্ডারওয়াটার টানেল পেরিয়ে এল রানা। তারপর গহ্বরের মূল লেকে বেরিয়ে এসে সারফেসের উপর মাথা তুলল। মুখ খুলে ফুসফুস ভরে বাতাস নিল ও, স্বস্তি অনুভব করছে।

উপরের গ্রামে ফিরে এল রানা। পরিখার কিনাবায় ওর জন্য অপেক্ষা করছিল বেলেণ্ডা, দুই পাশে ডক্টর মারকুয়েজ ও আদিবাসীদের সর্দারকে নিয়ে।

সর্দারের হাতে আইডলটা তুলে দিল রানা। 'প্যান্থারগুলো মন্দিরের ভেতরে ফিরে গেছে,' বলল ও। 'এবার আমরা বিদায় নেব।'

'আমার লোকজন আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে, নির্বাচিত মহাশয়,' বলল সর্দার। 'কী ভালই না হত দুনিয়ায় যদি আপনার মত আরও অনেক লোক থাকত।'

জবাবে সবিনয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। আনন্দমুখর ইণ্ডিয়ানরা হাততালি দিয়ে বিদায় জানাল ওদেরকে।

প্রাচীন ভিলকাফর শহরে ফিরছে ওরা, ওদের অনেক পিছন থেকে ভেসে এল ভোঁতা, অস্পষ্ট একটা চিৎকার, যেন আহত কোনও পশু অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ওটা কার চিৎকার হতে পারে আন্দাজ করতে রানার কোনও অসুবিধে হলো না। জভানি লয়েড গর্ব করে বলেছিল, শেষ হাসিটা সে-ই হাসবে। জানত না, আসলে শেষ কান্না কাঁদতে হবে তাকে।

আওয়াজটা আসছে বাঁশের তৈরি একটা খাঁচা থেকে। খাঁচাটা বেঁধে রাখা হয়েছে স্তম্ভ আকৃতির চারটে গাছের মাথায়।

খাঁচার মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে একজন মানুষ। তার পেটে বিরাট একটা ক্ষত, হাত দুটো কাঁধের কাছ থেকে কাটা। মুখে কাপড় গোঁজা, ফলে তার চিৎকার ভোঁতা শোনাচ্ছে। লোকটা জভানি লয়েড।

ভিলকাফর শহরে ইণ্ডিয়ানরা তাকে খুন করেনি। শুধু বগলের কাছ থেকে হাত দুটো কেটে নিয়ে আরও কিছু উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য তুলে এনেছে উপরের গ্রামে।

কুকর্মের কুফল যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে জানে রানা। শাস্তি পাওনা হয়েছিল জভানি লয়েডের, কিন্তু এতটা ভয়ঙ্কর হবে সেটা, তা ভাবতেও পারেনি।

মলিন একটুকরো হাসি ফুটল রানার মুখে।

এক ঘণ্টা পর সোলোন-এর মন্দির অভিমুখে ইণ্ডিয়ানদের উৎসব মুখর মিছিল শুরু হলো। বাঁশ, চাটাই ও রশি দিয়ে বানানো খাটিয়ায় বহন করা হচ্ছে লাশ। রোপ ব্রিজ পার হয়ে যাচ্ছে মিছিলটা।

একটা খাটিয়ায় শুয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে লয়েড। বাকি খাটিয়াগুলোয় পড়ে রয়েছে সার্জেন্ট রিড, বিউগল, ক্রিস্টাল, হোমবারাসহ নেভি ও ডারপা টিমের সদস্যদের লাশ। জীবিত হোক বা মৃত, যে-কোন ধরনের মানুষের মাংস প্যান্থারসদৃশ ঈশ্বরদের ভোগে লাগার উপযোগী বলে বিবেচনা করা হয়।

গ্রামের সবাই মন্দিরটার পিছনে জড়ো হয়েছে, সুর করে গাইছে তারা। দুজন বলিষ্ঠ যোদ্ধা বৃত্তাকার পাথরটা পথের উপরের খাঁজ থেকে তুলে ফেলল। বলি দেওয়ার কূপের মুখটা উন্মোচিত হলো।

ইণ্ডিয়ানরা প্রথমে লাশগুলো নীচে ফেলল। সবশেষে কুয়ার ধারে নিয়ে আসা হলো লয়েডকে। অন্যান্যদের লাশ নিয়ে কী করা হয়েছে দেখেছে সে, ফলে তাকে নিয়ে কী করা হবে বুঝতে পেরে আতঙ্কে তার চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম করল।

মুখের ভিতর থেকে কাপড়টা বের করে নিয়ে আদিবাসীদের পুরোহিত তার পা দুটো এক করে বাঁধছে দেখে চিৎকার জুড়ে দিল লয়েড। উন্মত্ত ভঙ্গিতে শরীরটা মোচড়াচ্ছে সে।

কুয়ার ভিতরে প্রথমে ঢোকানো হলো তার দুই পা। শেষবারের মত আকাশ

দেখার সময় হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল লয়েড। দুজন যোদ্ধা ঠেলে কুয়ার ভিতর ফেলে দিল তাকে।

নামার সময় সারাক্ষণ চেঁচাল লয়েড।

সিলিণ্ডার আকৃতির পাথরটা জায়গামত বসিয়ে টাওয়ারের মাথা থেকে শেষবারের মত নেমে গেল ইণ্ডিয়ানরা, আর কখনও এখানে তারা ফিরে আসবে না। গ্রামে ফিরে দীর্ঘ যাত্রার জন্য প্রস্তুতি শুরু করল সবাই। এবারের এই যাত্রা তাদেরকে রেইনফরেস্টের এমন এক গহীন এলাকায় পৌঁছে দেবে, যেখানে কেউ আর কোনও দিন তাদেরকে খুঁজে পাবে না।

***

মাসুদ রানা

দুইখণ্ড একত্রে

শেষ হাসি

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানাকে এবার যেতে হচ্ছে পেরুর গহীন জঙ্গলে। আমেরিকা, জার্মানি, ইজরায়েল, রাশিয়া ও মাফিয়া—সব'র লক্ষ্য একটি আশ্চর্য মূর্তি, যেটা তৈরি করা হয়েছে থাইরিয়াম-২৬১ দিয়ে। ওদের কাছে একটা সুপারনোভা আছে, এখন থাইরিয়াম হাতে পাওয়ায় যে মারণাস্ত্রটি তৈরি হবে সেটা'র বিস্ফোরণ ঘটলে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ স্রেফ উড়ে যাবে, তৈরি হলো সেই মারণাস্ত্র। কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে, আর মাত্র এক মিনিট পর বিস্ফোরণ। সুপারনোভা ডিজআর্ম করার কোডটা একজনই জানত, খানিক আগে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।
এরকম অবস্থায় আপনার বেলায় যা হত, মাসুদ রানারও ঠিক তাই হলো। হ্যাঁ, স্রেফ পাগল হয়ে গেল ও।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক (সেগুনবাগিচা) ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০